বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা, প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

NATIONAL LIBRARY
Rare Book Section

দ্বাদশ ভাগ।

পুলুকাম—বালরোগ।

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ;

৬ নং ভীমঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮ সাল।
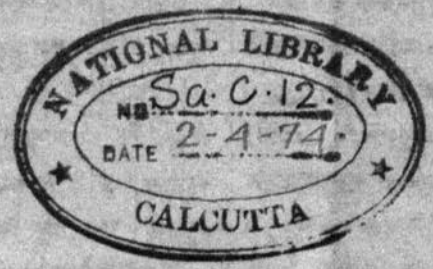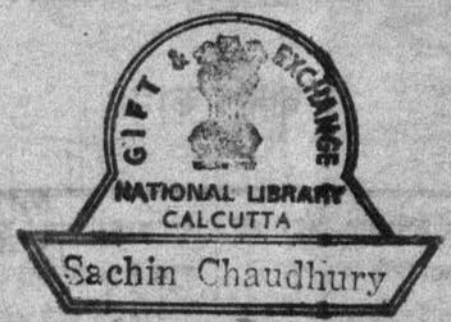
বিশ্বকোষ।

দ্বাদশ ভাগ।

পুলুকাম (ত্রি) পুরু কাময়তে কামি-অণ্ উপপদসং, ততো রস্য লঃ। বহুকামনাযুক্ত, নানা প্রকার কামনাবিশিষ্ট।

"পুলুকামো হি মর্ত্ত্যঃ।" (ঋক্ ১।১৭৯।৫)

'মর্ত্ত্যঃ মনুষ্যঃ পুলুকামঃ বহুকামনাবান্। অল্পেনৈব কর্ম্মণা বহুকামানাকলয়তি'। (সায়ণ) বহুকাম। (নিরুক্ত ৬।৪)

পুলোমন্ (পুং) দৈত্যভেদ। (হরিবংশ ৬ অঃ) ইনি ইন্দ্রের শ্বশুর। "পুলোমানং জঘানাজৌ জামাতা সন্ শতক্রতুঃ।" (হরিবংশ ২০।১৩৪)

ইন্দ্র যুদ্ধে পুলোম-দৈত্যকে বধ করিয়া তৎকন্যা পুলোমজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ২ রাক্ষসভেদ। (ভারত ১।৬ অঃ)

পুলোমজা (স্ত্রী) পুলোম্নো দৈত্যাৎ জায়তে জন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। শচী, ইন্দ্রাণী।

"নিপ্রত্যূহং ক্রতুশতং যঃ কশ্চিৎ কুরুতেঽধনৌ।
জিতেন্দ্রিয়োঽমরাবত্যাং স প্রাপ্নোতি পুলোমজাম্॥"
(কাশীখণ্ড ১০ অঃ)

পুলোমজিৎ (পুং) পুলোমানং জয়তীতি জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ইন্দ্র।

পুলোমদ্বিষ্ (পুং) পুলোম্নঃ দৈত্যবিশেষস্য দ্বিট্ শত্রুঃ। ইন্দ্র।

পুলোমাভিদ্ (পুং) পুলোমানং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। ইন্দ্র।

পুলোমহী (স্ত্রী) অহিফেন। (বৈদ্যকনি°)

পুলোমা (স্ত্রী) ভৃগুর পত্নী, চ্যবন ঋষির মাতা। ইনি বৈশ্বানর দৈত্যের কন্যা ছিলেন। ২ বচা।

পুলোমারি (পুং) পুলোম্নঃ অরিঃ। ইন্দ্র। (ত্রিকাণ্ড)

পুলোমার্চ্চিস্ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু°)

পুল্কস (পুং স্ত্রী) পুক্কস, সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়। শতপথব্রাহ্মণে (শতপথব্রা° ১৪।৭।১।২২) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।৩।২২)

পুল্য (ত্রি) পুল চতুরর্থ্যাং বলাদিত্বাৎ যঃ (পা ৪।২।৮০) পুলনিবৃত্তাদি।

পুল্ল (ত্রি) ফুল্ল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বিকসিত। (শব্দার্থকল্পতরু)

পুল্লক (ক্লী) আশ্চর্য্য।

পুল্বঘ (পুং) পুরু বহু অত্তি অদ-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ রস্য লঃ। বহুভক্ষক মৃগভেদ। (নিরুক্ত ১৩।৩)

'ক্ব স পুল্বঘো মৃগঃ' (ঋক্ ১০।৮৬।২২)

'পুল্বঘো বহুনাং ভোমরসানামত্তা স মৃগঃ ক্বাভূৎ।' (সায়ণ)

পুষ, পুষ্টি। দিবাদি, পর° অক° অনিট্। লট্ পুষ্যতি। লোট্ পুষ্যতু। লঙ্ অপুষ্যৎ। লিট্ পুপোষ। লুঙ্ অপুষৎ। লুট্ পোষ্টা। লৃট্ পোক্ষ্যতি। দিবাদিগণীয় পুষ ধাতু অনিট্ এই জন্য ইট্ হইল না। "বঃ সর্ব্বদাত্মানপুষৎ স্বপোষং।" (ভট্টি ৩।১৩) সন্ পুপুক্ষতি।

পুষ, ১ পুষ্টি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ পোষতি। লোট্ পোষতু। লঙ্ অপোষৎ। লুঙ্ অপোষীৎ।

পুষ, ১ পুষ্টি। ২ পোষণ। ক্র্যাদি, পরস্মৈ, পোষণার্থে সক°, পুষ্ট্যর্থে অক° সেট্। লট্ পুষ্ণাতি, পুষ্ণীতঃ, পুষ্ণন্তি। লোট্ হি পুষাণ। লিঙ্ পুষ্ণীয়াৎ। লঙ্ অপুষ্ণাৎ, অপুষ্ণীতাং,

অপুঁক্ষন্। লিট্ পুপোষ, পুপুষতুঃ। লুট্ পোষিতা। লট্ পোষিষ্যতি। লুঙ্ অপোষীৎ।

"পুপোষ গাম্ভীর্য্যমনোহরং বপুঃ।" (রঘু ৩।৩২)

সন্ পুপোষিষতি, পুপুষিষতি। যঙ্ পোপুষ্যতে। যঙ্লুক্ পোপোষ্টি। ণিচ্ পোষয়তি। লিট্ পোষয়াঞ্চকার। লুঙ্ অপুপুষৎ।

পুষ, ধৃতি, ধারণ। ২ পোষণ। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পোষয়তি-তে। লোট্ পোষয়তু-তাং। লুঙ্ অপুপুষৎ-ত।

পুষা (স্ত্রী) পুষ্ণাতীতি পুষ-পুষ্টৌ ক, ততষ্টাপ্। ১ লাঙ্গলীবৃক্ষ। ২ (চলিত) পোষণ করা।

পুষিত (ত্রি) পুষ্যতে স্মেতি পুষ-ক্ত, ভ্বাদিগণীয়ত্বাৎ ইট্। ১ পুষ্ট, কৃতপোষণ পক্ষিমৃগাদি। ২ প্রতিপালিত। ৩ বর্দ্ধিত।

পুষ্ক (ক্লী) পুষ বাহু° ভাবে ক, কিচ্চ। পুষ্টি।

পুষ্কর (ক্লী) পুষ্ণাতীতি পুষ-পুষ্টৌ (পুষঃ কিৎ। উণ্ ৪।৪) ইতি করন্, স চ কিৎ। ১ হস্তিশুণ্ডাগ্র।

"আলোলপুষ্করমুখোল্লসিতৈরভীক্ষ-
মুক্ষাম্বভূবুরভিতো বপুরম্বুবর্ষৈঃ ॥" (মাঘ ৫।৩০)

২ বাদ্যভাণ্ডমুখ।

"নদদ্ভিঃ স্নিগ্ধগম্ভীরং তূর্য্যৈরাহতপুষ্করৈঃ।"(রঘু ১৩।১১) ৩ জল।

"আপো বৈ পুষ্করং প্রাণোহথর্ব্বা প্রাণো বা।"

৪(শতপথ° ব্রা° ৬।৪।২।২)

৪ ব্যোম, আকাশ। (হারীত প্রথমস্থা° ৪ অঃ)

৫ অসিফল, খড়্গফল। ৬ কুষ্ঠভেদ, কুষ্ঠৌষধি। ৭ পদ্ম।

'পুষ্করং পঙ্কজে ব্যোম্নি পয়ঃ করিকরাগ্রয়োঃ।
ঔষধ-দ্বীপ-বিহগ-তীর্থরাজোরগান্তরে।
পুষ্করং তূর্য্যবক্তে চ কাণ্ডে খড়্গফলেঽপি চ ॥' (বিশ্ব)।

৮ তীর্থভেদ।

"গোকর্ণে পুষ্করারণ্যে তথা হিমবতস্তটে।" (ভারত ১।৩৬।৩)

(পুং) ৯ রোগভেদ। ১০ কাণ্ড। (ক্লী) ১১ দ্বীপভেদ।

পুরাণ-প্রসিদ্ধ সপ্তদ্বীপের মধ্যে একটী। দেবীভাগবতের মতে দধিসমুদ্রের পর শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পুষ্করদ্বীপ, ইহা সমপরিমাণ দুগ্ধসাগরে পরিবেষ্টিত। এই দ্বীপে স্বর্ণকান্তি অযুত-পত্রযুক্ত পুষ্কর শোভা পাইতেছে, ইহার পত্র সকল যেরূপ বিশদ, সেইরূপ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন। সর্ব্বলোক-গুরু বাসুদেব লোকসৃষ্টিকামনায় ব্রহ্মার আসনরূপে ঐ পুষ্করের কল্পনা করিয়াছেন। এই দ্বীপে মানসোত্তর নামক পর্ব্বত খণ্ড-দ্বয়ে বিভক্ত হইয়া অর্ব্বাচীন ও পরাচীন নামক বর্ষদ্বয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে। ইহা ঊর্দ্ধে ও বিস্তারে অযুত যোজন। প্রিয়-ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি। (৮।১৩ অঃ)

১২ নাগভেদ। ১৩ সারসপক্ষী।

১৪ রাজভেদ, ইনি নলরাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পুষ্কর কলি-দেবের সহায়ে নলকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় করিয়া নিষধদেশের রাজা হন। পরে নল কলি-পরিত্যক্ত হইলে দ্যূতে পুষ্করকে পরাজয় করিয়া স্বীয় রাজ্য প্রাপ্ত হন। (ভারত বনপ°) [নল দেখ]

১৫ বরুণপুত্র পুষ্করদ্বীপস্থ রাজভেদ। ১৬ অসুরভেদ। (হরি-বং) ১৭ বিষ্ণু। (ভারত শান্তিপ° ৪২ অঃ)। ১৮ পুষ্করদ্বীপস্থ পর্ব্বতভেদ। "পুষ্করে পুষ্করো নাম পর্ব্বতো মণিসানুমান্।"

(ভীষ্মপ° ১২ অঃ)।

১৯ পুষ্করদ্বীপের রাজভেদ। (অগ্নিপু°)

২০ যোগবিশেষ, ক্রূরবার ভদ্রাতিথি, ভগ্নপাদনক্ষত্রঘটিত অশুভজনক যোগ বিশেষ। ত্রিপুষ্কর যোগ। মৃত্যুকালীন ক্রূর-বারাদি হইলে এই যোগ হয়। পুনর্ব্বসু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ও বিশাখা নক্ষত্র, এবং রবি, মঙ্গল ও শনিবার, এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি এই সকলের একত্র যোগ হইলে সেই দিনে মৃত ব্যক্তির পুষ্কর-দোষ হয়।*

এই দোষে জন্মগ্রহণ করিলে জারজ যোগ এবং মৃতে পুষ্কর-দোষ হইয়া থাকে।

এই দোষ পাইলেই শান্তি করিতে হইবে। যদি এই দোষ শান্তি না করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম মাস বা প্রথম বর্ষে কুটুম্বের পীড়া হয়, এবং দেবতা রক্ষা করিলেও তাহার পুত্রনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব পুষ্করশান্তির জন্য অযুত হোম করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে সুবর্ণ দান করিতে হয়। এই দান বা হোম মৃত ব্যক্তির অশৌচ কাল মধ্যেই কর্ত্তব্য, অশৌচ বলিয়া বিলম্ব করা উচিত নহে। যে হেতু শুদ্ধিকারিকায় অশৌচ কালেই ইহা করিতে হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"মুখ্যকালে ত্বিদং সর্ব্বং সূতকং পরিকীর্ত্তিতম্।
আপদ্‌গতস্য সর্ব্বস্য সূতকেঽপি ন সূতকম্ ॥" (শুদ্ধিকারিকা)

এই শান্তি শ্মশানে করিতে হয়। গ্রহবিপ্রগণই এ বিষয়ের

---

* "পুনর্ব্বসূত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী।
পূর্ব্বভাদ্রং বিশাখা চ রবিভৌমশনৈশ্চরাঃ ॥
দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশী তিথিরেব চ।
এতেষামেকদা যোগে ভবতীতি ত্রিপুষ্করঃ ॥
জাতে তু জারজো যোগ মৃতে ভবতি পুষ্করঃ।
ত্রিগুণং ফলতো বৃদ্ধৌ নষ্টে হৃতে মৃতে তথা ॥
প্রথমে মাসি বর্ষে বা কুটুম্বমপি পীড়য়েৎ।
দেবোঽপি যদি বা রক্ষেৎ তস্য পুত্রো ন জীবতি ॥
অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং হোময়েদযুতং বুধঃ।
অশক্তশ্চ সুবর্ণাদি-দানং কুর্য্যাৎ যথাবিধি ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)।

শান্তি করিয়া থাকেন। শব্দকল্পদ্রুমোক্ত বরাহ-সংহিতায় এই দোষ-শান্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

যে দিন এই দোষশান্তির জন্য দান বা হোমাদি করিতে হইবে, সেই দিনে প্রথমতঃ সংকল্প করা কর্ত্তব্য। সংকল্প যথা—

"শ্রী বিষ্ণুরোম্ তৎসদগু অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ ত্রিপুষ্কর-যোগকালীনমরণজন্য-দোষপ্রশমনকামঃ ইদং কাঞ্চনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে" এইরূপে সংকল্প করিয়া দান করিবে। পূজা ও হোম করিলে 'পূজাহোমকর্ম্মণা করিষ্যে' এইরূপে সংকল্প করিয়া পূজা ও হোম করিবে। তিল, ব্রীহি ও যব ঘৃত বা ক্ষীরে মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হইবে। এই শান্তিতে চরু ও বলি দিতে হয়। বৈকঙ্ক, অশ্বথ ও উড়ুম্বর ইহাদের সমিধ্ দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিতে হয়। পঞ্চবর্ণের গুড়া দিয়া সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে যম, ধর্ম্ম ও চিত্রগুপ্তকে স্থাপন করিবে। তৎপরে ইহাদের পূজা ও হোম বিধেয়। তিথি, বার ও নক্ষত্রের পূজা এবং হোম করিতে হয়।

শান্তির বিধানানুসারে যদি শান্তি করা না হয়, তাহা হইলে যিনি প্রেতব্যক্তির শ্রাদ্ধাধিকারী, তাঁহার পুষ্কর জন্য অরিষ্ট অর্থাৎ চতুষ্পাদদোষ হইয়া থাকে। সংবৎসর পূর্ণ হইলে অথবা ষোড়শ মাস বা ষণ্মাস মধ্যে তাহার পুত্র বিনষ্ট হয়। অথবা তাহার নিজের মৃত্যু বা ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়া থাকে। ক্রমে তাহার সমস্ত বস্তুই বিনষ্ট হয়, এমন কি তাহার বাস্তুবৃক্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না। এই জন্য সর্ব্বতোভাবে ইহার শান্তি বিধেয়। বাহুল্যভয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না।*

২৬ ব্রহ্মকৃত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থের নামান্তর রূপতীর্থ, মুখদর্শন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—এই তীর্থে জ্যেষ্ঠ পুষ্কর, মধ্যম পুষ্কর ও কনিষ্ঠ পুষ্কর নামে তিনটী হ্রদ আছে। এই তীর্থের পরিমাণ শত যোজন।

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে,—যোগ বিশেষে গঙ্গাদি নদীরও পুষ্করত্ব হইয়া থাকে। সূর্য্য মকররাশিতে থাকিলে অর্থাৎ মাঘ মাসে এবং সেই সময় যদি বৃহস্পতি ঐ মকর রাশিতে থাকেন ও রবিবারে পূর্ণিমা তিথি হইলে গঙ্গা পুষ্করতুল্য পবিত্র তীর্থ হইয়া থাকে। সিংহ রাশিতে সূর্য্য থাকিলে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে এবং বৃহস্পতি যদি সেই সময় সিংহস্থ হন, তাহা হইলে গঙ্গার উত্তরভাগস্থ প্রয়াগতীর্থ পুষ্কর সদৃশ হইয়া থাকে। বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা হইলে গোদাবরী, মেষে সূর্য্য বৃহস্পতির সহিত একত্র থাকিলে এবং সোমবারে শুক্লাষ্টমী হইলে কাবেরী; কর্কট রাশিতে সূর্য্য স্থিত হইলে বৃহস্পতি বা সোমবারে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে কৃষ্ণা এই সকল নদী পুষ্কর তুল্য হয়, ইহাতে স্নান দানাদি কোটি-সূর্য্যগ্রহণকালে দানাদির ন্যায় পুণ্যপ্রদ।

"মকরস্থো যদা ভানুস্তদা দেবগুরুর্যদি।
পূর্ণিমায়াং ভানুবারে গঙ্গা পুষ্কর ঈরিতঃ॥
গঙ্গোত্তর্য্যাং প্রয়াগে চ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ।
সিংহসংস্থে দিনকরে তথা জীবেন সংযুতে॥
পূর্ণিমায়াং গুরোর্বারে গোদাবর্য্যান্তু পুষ্করঃ।
তত্র স্নানঞ্চ দানঞ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥
মেষসংস্থে দিবানাথে দেবানাঞ্চ পুরোহিতে।
সোমবারে সিতাষ্টম্যাং কাবেরী পুষ্করো মতঃ॥
কর্কটস্থে দিবানাথে তথা জীবেন্দুবাসরে।
অমায়াং পূর্ণিমায়াং বা কৃষ্ণা পুষ্কর উচ্যতে॥"

(স্কন্দপু° পুষ্করখণ্ডে শ্রীশৈলমা°)

* "এবং বিধিপ্রকারেণ যঃ প্রেতং নতু হোময়েৎ।
পুষ্করারিষ্টদোষস্তু চতুষ্পাৎতস্য সম্ভবেৎ॥
সংবৎসরে তথা পূর্ণে ষোড়শে মাসি বৈ তথা।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে তস্য সুতহানিং বিনির্দ্দিশেৎ॥
অথবা স্বামিনং হন্তি দ্বিতীয়ং ভ্রাতরন্তথা।
তৃতীয়ং সর্ব্বহানিঃ স্যাৎ সুতবিত্তবিনাশনম্॥
প্রেতারিষ্টবিনাশায় যমাদীন্ যো ন হোময়েৎ।
সর্ব্বাণি তস্য নশ্যন্তি গোমহিষাদীনি সর্ব্বতঃ॥
এবংবিধিকৃতং হোমং যঃ কর্ত্তুমক্ষমো ভবেৎ।
হোমং কৃত্বা যথাশক্ত্যা ধেনুমেকাং প্রদাপয়েৎ॥
অস্মিন্ কৃতে ন সন্দেহঃ প্রেতারিষ্টং ন পীড়য়েৎ।
ন বিঘ্নো যজমানস্য ন চারিষ্টং প্রজায়তে॥
এতদ্ধোমং বিনির্দ্দিষ্টং যত্নতো ন করোতি যঃ।
ন রক্ষতি যমস্তস্য এভির্মাসৈশ্চ বংশজম্॥
সুতো ভ্রাতা তথা জায়া পতিঃ শ্বশুর এব চ।
মাতা পিতা স্বসা বাপি পিতৃব্যো ভগিনীপতিঃ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পতিশ্চাপি স্বামী চাপত্যমেব চ।
একৈকং বর্ষসম্পূর্ণে কুটুম্বং পীড়য়েদ্ ধ্রুবং॥
ষোড়শে মাসি সম্পূর্ণে কুটুম্বং পরিপীড়য়েৎ।
বান্ধবানামভাবে চ বাস্তুবৃক্ষো ন জীবতি॥
ত্রিপুষ্করে তথাদোষে যঃ প্রেতং ন তু হোময়েৎ।
দেবতা যদি বা রক্ষেৎ তস্য পুত্রো ন জীবতি॥
যৎ কিঞ্চিদ্দানমুৎসৃজ্য শুদ্ধো ভবতি মানবঃ।
ন রক্ষতি যমস্তস্য যদি হোমং ন কারয়েৎ॥"

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত বরাহসংহিতোক্ত পুষ্করশান্তিপ্র°)

২২ মেঘনায়কবিশেষ। যে বৎসর পুষ্করমেঘ মেঘাধিপতি হয়, সেই বৎসর জল দুষ্কর, পৃথিবী শস্যহীনা ও লোকসকল বিগ্রহোপহত হইয়া থাকে।

"পুষ্করে দুষ্করং বারি শস্যহীনা বসুন্ধরা।
বিগ্রহোপহতা লোকাঃ পুষ্করে জলদাধিপে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই পুষ্করমেঘের আনয়ন-প্রকার এইরূপ লিখিত আছে—শাক বর্ষকে তিন যোগ করিয়া চার দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অঙ্কানুসারে ইহা স্থির করিতে হইবে, অর্থাৎ এক অবশেষ থাকিলে আবর্ত্ত, দুই থাকিলে সম্বর্ত্ত ও তিন থাকিলে পুষ্কর-মেঘ স্থির করিতে হইবে।

"ত্রিযুতে শাকবর্ষে তু চতুর্ভিঃ শোষিতে ক্রমাৎ।
আবর্ত্তং বিদ্ধি সম্বর্ত্তং পুষ্করং দ্রোণমম্বুদম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২৩ ভগবানের পদ্মাকারে প্রাদুর্ভাব। ভগবান্ পদ্মরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। [পুষ্করপ্রাদুর্ভাব দেখ।]

২৪ পদ্মকন্দ। ২৫ সর্প। (বৈদ্যকনি°) ২৬ খড়্গকোষ, খড়্গাদির খাপ। ২৭ যুদ্ধ।

পুষ্কর, ভারতবর্ষের একটী প্রধান তীর্থ ও নগর। রাজপুতনার অজমীর-মেররাড়ার অন্তর্গত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উঃ দ্রাঘি° ৭৪° ৩৬´ পূঃ। উচ্চতা ২৩৮৯ ফিট্। ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানেই প্রকৃত ব্রহ্মমন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, ব্রহ্মা যেখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পদ্ম ও নারদাদি নানাপুরাণে এই পুণ্য ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে—

"পদ্মহস্তোঽপি ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ভূপ্রদেশে পুণ্যরাশৌ যজ্ঞং কর্ত্তুং ব্যবস্থিতঃ॥
অবরোহং পর্ব্বতানাং বনে চাতীব শোভনে।
কমলং তস্য হস্তাত্তু পতিতং ধরণীতলে॥
তস্য শব্দো মহানেব যেন যূয়ং প্রকম্পিতাঃ।
তদাসৌ সুরবৃন্দেন পুষ্পামোদাভিনন্দিতঃ॥
অনুগৃহ্যাথ ভগবান্ বনং তৎ মৃগশাবজং।
জগতোঽনুগ্রহার্থায় বাসং তত্রাধ্যরোচয়ৎ॥
পুষ্করং নাম তত্তীর্থং ক্ষেত্রে বৃষভমেব চ।
জনিতং তস্তগবতা লোকানাং হিতকারিণা॥"

ব্রহ্মোবাচ।

যুষ্মদ্ধিতার্থমেতদ্ধি ভয়ং বিনিহতং ময়া।
দেবতানাঞ্চ রক্ষার্থং শ্রূয়তামত্র কারণম্॥
অসুরো বজ্রনাভোঽয়ং বালজীবাপহারকঃ।
অবস্থিতস্ত্বষ্টভ্য রসাতলতলাশ্রয়ম্॥
যুষ্মদাগমনং জ্ঞাত্বা উপস্থাপ্নিহতায়ুধান্।
হন্তুকামো দুরাচারঃ সেন্দ্রানপি দিবৌকসঃ॥
ঘাতং কমলপাতেন ময়া তস্য বিনির্ম্মিতং।
স রাজ্যৈশ্বর্য্যদর্পিষ্ঠস্তেনাসৌ নিহতো ময়া॥
লোকেঽস্মিন্ সময়ে ভক্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
মৈব তে দুর্গতিং যান্তু লভন্তাং সুগতিং পুনঃ॥
দেবানাং দানবানাঞ্চ মনুষ্যোরগরক্ষসাং।
ভূতগ্রামস্য সর্ব্বস্য সমোঽস্মি ত্রিদিবৌকসঃ॥
যুষ্মদ্ধিতার্থং পাপোঽসৌ ময়া মন্ত্রেণ ঘাতিতঃ।
প্রাপ্তঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ কমলস্যাস্য দর্শনাৎ॥
যস্মায় পদ্মমুক্তেস্ত তেনৈবং পুষ্করং ভুবি।
খ্যাতং ভবিষ্যতে তীর্থং পাবনং পুণ্যদং মহৎ॥
পৃথিব্যাং সর্ব্বজন্তূনাং পুণ্যদং পরিপঠ্যতে।" (১৫ অঃ)

'একদা লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পদ্মহস্তে পুণ্যভূমি-প্রদেশে যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া এক অতি রমণীয় পার্ব্বত্য-বনে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে পদ্মটী ধরণীতলে পতিত হইল, সেই পদ্মপতনেরই এই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া তোমরা কম্পিত হইয়াছ। অনন্তর ব্রহ্মা সুরবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পামোদাদিদ্বারা অভিনন্দিত হইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই মৃগ-শাবকসঙ্কুল বনেই বাস কল্পনা করিলেন, এজন্য এই স্থানকে ভগবান্ লোকহিতৈষী ব্রহ্মা ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠ পুষ্কর নামক তীর্থরূপে উৎপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মা কহিলেন,—আমি তোমাদিগের (দেবগণের) হিত ও রক্ষার নিমিত্ত ভয় বিনষ্ট করিয়াছি। বালকদিগের প্রাণহন্তা বজ্রনাভ নামক অসুর রসাতলে অবস্থান করিতেছে, তোমরা এখানে আসিয়াছ, ইহা জানিতে পারিয়া সশস্ত্রে সমাগত ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে এই অসুর বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব আমি কমল-পাতে এই রাজ্যৈশ্বর্য্য-দর্পিত অসুরের বিনাশ বিধান করিয়াছি। এই জগতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ-গণের দুর্গতি দূর হউক এবং তাঁহারা উত্তম গতি লাভ করুন। হে দেবগণ! আমি দেব, দানব, মনুষ্য, উরগ, রাক্ষস ও সমুদায় ভূতগ্রামের তুল্য, আমি তোমাদিগেরই হিতের নিমিত্ত এই পাপিষ্ঠ অসুরকে মন্ত্রদ্বারা বিনষ্ট করিয়াছি এবং এই কমল দর্শন করিয়া এই অসুরও পুণ্যবান্দিগের লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি পদ্ম নিক্ষেপ করিয়াছি বলিয়া এই স্থান ভবিষ্যতে পুষ্কর নামে অতি পবিত্র পুণ্যপ্রদ ও মহাতীর্থ বলিয়া খ্যাত এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় প্রাণীরই পুণ্যপ্রদ বলিয়া পঠিত হইবে।'

পুষ্করমাহাত্ম্যে এই তীর্থের এইরূপ চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"স এবমুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তৈরমরৈঃ সহ।
ক্ষেত্রং নিবেশয়ামাস যথাবৎ কথয়ামি তে॥
উত্তরে চন্দ্রনদ্যাস্ত প্রাচী যাবৎ সরস্বতী।"

পূর্ব্বস্ত তদ্বনাৎ কৃৎস্নং যাবৎ কল্পং সুপুষ্করম্॥
বেদী হ্যেয়া কৃতা যজ্ঞে ব্রহ্মণা লোককারিণা।”

সেই ভগবান্ ব্রহ্মা অমরগণের সহিত এইরূপে যথাযথ ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। চন্দ্রনদীর উত্তরে প্রাচী সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত সেই বনের পূর্ব্বদিকের সমস্ত ভূভাগই লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞের নিমিত্ত আকল্প এই পুষ্করবেদীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে (১৪-২৯ অঃ) ও নারদপুরাণে উপরিভাগে (৭১ অধ্যায়ে) সবিস্তার পুষ্করক্ষেত্র ও পুষ্করতীর্থের মাহাত্ম্য এবং এখানকার চন্দ্রা, নন্দা ও প্রাচী নদী, যজ্ঞপর্ব্বত, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি, এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী প্রভৃতি দেবমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

এই পুষ্করতীর্থ অতি প্রাচীন। মহাভারতে এই তীর্থের উল্লেখ আছে। সাঞ্চি হইতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধশিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে, খৃষ্টজন্মের তিনশতবর্ষেরও বহুপূর্ব্বে এই স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য ছিল।

বর্ত্তমান পুষ্কর সহরে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, বদরী নারায়ণ, বরাহ ও শিবআত্মাতেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান, এই মন্দিরগুলি সমস্তই আধুনিক। অরঙ্গজেবের প্রভাবে প্রাচীন মন্দির সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছে।

এখানকার পুষ্করহ্রদ দেখিবার জিনিস, এই হ্রদের ধারে স্নানের জন্য বহুতীর্থ এবং রাজপুতনার রাজবংশীয়গণের বিশ্রামার্থ প্রাসাদমালা শোভা পাইতেছে। এই সহরের সীমার মধ্যে কোনপ্রকার পশুহত্যা নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসে মেলার সময় এখানে লক্ষাধিক যাত্রী আসিয়া থাকে। এই সময় অশ্ব, উষ্ট্র, বৃষ ও নানা দ্রব্য বিক্রীত হয়। এখানকার স্থায়ি-লোকসংখ্যা চারিহাজারের অধিক হইবে না, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই পোকর্ণ ব্রাহ্মণ।

২ একখানি পুরাণের নাম। কমলাকরের নির্ণয়সিন্ধুতে এই পুরাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুষ্কর, ১ ভগবন্নামস্মরণস্তুতিপ্রণেতা। ২ একজন চেররাজ। ৩ 'রসরতন'-প্রণেতা একজন হিন্দী কবি।

পুষ্করক (ক্লী) পুষ্করমূল। (চিকিৎসাক্রম কল্পব° ১ স্তবক)।

পুষ্করকর্ণিকা (স্ত্রী) পুষ্করং পদ্মং কর্ণয়তি সাদৃশ্যেন প্রাপ্নোতীতি কর্ণ-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। স্থলপদ্মিনী। [স্থলপদ্মিনী দেখ]

পুষ্করচূড় (পুং) লোকালোকপর্ব্বতোপরিস্থিত দিগ্‌গজভেদ। (ভাগ° ৫।২০।৩৯)।

পুষ্করনাড়ী (স্ত্রী) পুষ্করং পদ্মং নাড়য়তি সৌন্দর্য্যেণ ভ্রংশয়তীতি নাড়-অচ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্থলপদ্মিনী। (রাজনি°)

পুষ্করনাভ (পুং) পুষ্করঃ পদ্মং নাভৌ যস্য ততো অচ্ সমাসান্তঃ। পদ্মনাভ, বিষ্ণু। (ভাগ° ৪।৬।৪৮।)

পুষ্করপর্ণ (ক্লী) ১ পদ্মপত্র। ২ ইষ্টকভেদ। (বেদ)

পুষ্করপর্ণিকা (স্ত্রী) পুষ্করপর্ণী, স্থলপদ্মিনী। (রাজনি° ব° ৫)।

পুষ্করপ্রাদুর্ভাব (পুং) পুষ্করাকারঃ প্রাদুর্ভাবঃ। ভগবানের পদ্মরূপে প্রাদুর্ভাব। হরিবংশে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা লিখিত হইল—

ভগবান্ বিষ্ণু যখন এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন প্রথমে পঞ্চমহাভূত পরে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। তৎপরে ভগবান্ স্বীয় নাভিদেশ হইতে এক সহস্রদল হিরণ্ময় পদ্ম উৎপাদন করেন, এই পদ্মে কিছুমাত্র রেণু নাই, অথচ ইহার সদ্‌গন্ধে দিক্ সকল আমোদিত, এবং ইহার প্রভা শরৎকালীন ভাস্করের ন্যায় সমুজ্জ্বল। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ এই পদ্মকে নারায়ণ-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই ভগবানের আদ্য মহাপুষ্করসম্ভব। মহর্ষিগণ ইহাকে পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে সকল কেশর আছে, তাহারাই পৃথিবীস্থ অসংখ্য ধাতুপর্ব্বত। উহার যে সকল পত্র উর্দ্ধগামী হইয়া রহিয়াছে, তৎসমুদয় অতি দুর্গম শৈলব্যাপ্ত ম্লেচ্ছদেশ, উহার নিম্নস্থ পদ্মপত্রের অধোভাগ বিভাগক্রমে কিয়দংশ দৈত্যদিগের ও কিয়দংশ উরগদিগের বাসার্থ কল্পিত হইয়াছে। ইহার নাম পাতাল। এই পাতালের নিম্নদেশে কেবল উদকময় স্থান। এই স্থানে মহাপাতকিগণ অবস্থান করে। ঐ পদ্মের চতুর্দ্দিকে যে জল রাশি বিদ্যমান আছে, তাহার নাম একার্ণব।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান্ এইরূপ পদ্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষিগণ যজ্ঞস্থলে পদ্মবিধির উল্লেখ করিয়াছেন।

[বিশেষ বিবরণ হরিবংশ ২০২ অঃ দ্রষ্টব্য।]

পুষ্করপ্রিয় (পুং) ১ মধুমক্ষিকা। ২ সোম।

পুষ্কর ব্রাহ্মণ, পুষ্করতীর্থবাসী ব্রাহ্মণভেদ। [পোকর্ণ দেখ।]

পুষ্করমূল (ক্লী) পুষ্করস্য মূলমিব মূলমস্য পুষ্করজাতং মূলং বা। পুষ্করদেশপ্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষ। পাতালপদ্মিনী। কাশ্মীর দেশে পুষ্করসরোবরজাত মূল বিশেষ, কাশ্মীরদেশপ্রসিদ্ধ কন্দবিশেষ। হিন্দী পীহোকর-মূলী। পর্য্যায়—মূল, পুষ্কর, পদ্মপত্রক, পুষ্করিণী, বীর, পৌষ্কর, পুষ্করাহ্বয়, কাশ্মীর, ব্রহ্মতীর্থ, শ্বাসারি, মূলপুষ্কর, পুষ্করজটা, পুষ্করশিফা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাত, জর, শ্বাস, অরুচি, কাশ, শোফ ও পাণ্ডুনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ-মতে পার্শ্বশূলনাশক। বীজগুণ রসপাকে মধুর। (চরক সূত্রস্থান ২৭ অঃ।)

ইহা জল দ্বারা শোধন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়।
"ভার্গীং পুষ্করমূলঞ্চ রাস্নাং বিল্বং যমানিকাং।
নাগরং দশমূলঞ্চ পিপ্পলীঞ্চাপস্থ সাধয়েৎ॥"
(বৈদ্যক চক্রপাণিস° জরাধিকা° ভার্গ্যাদিকা°)।

বৈদ্যগণ পুষ্করমূল-স্থলে কুষ্ঠ (কুড়) যোগ করিয়া থাকেন, বোধ হয় পুষ্করমূল দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ২ পদ্মমূল।

পুষ্করমূলক (ক্লী) পুষ্করস্থ কুষ্ঠস্য মূলং ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ কুষ্ঠ-বৃক্ষের মূল। (ত্রিকা°)। ২ পদ্মমূল।

পুষ্করবীজ (ক্লী) পুষ্করস্থ বীজম্। পুষ্করমূল। (রাজনি° ব° ৬অঃ)

পুষ্করব্যাঘ্র (পুং) গৃধ্র। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্করশান্তি (স্ত্রী) অশুভজনক পুষ্করযোগ হইলে তাহার শান্তি। [পুষ্কর শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পুষ্করশায়িকা (স্ত্রী) প্লবজাতীয় জল-বিহঙ্গমভেদ, একপ্রকার জলচর পক্ষী। (বৈদ্যকনি°) এই পক্ষী সঙ্ঘাতচারী, অর্থাৎ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। (সুশ্রুত)।

পুষ্করশিফা (স্ত্রী) পুষ্করস্য শিফা জটেব। পুষ্করমূল। (রাজনি°)

পুষ্করসাগর (পুং) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্করসদ্ (ত্রি) পুষ্করে সীদতি সদ-ক্বিপ্। ১ পদ্মবাসী, যিনি পদ্মে বাস করেন। (পুং) ২ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। তস্য গোত্রাপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্, ততঃ অনুশতিকাদিত্বাৎ দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। পৌষ্করসাদি—তাহার অপত্য। ততো যুনি ফঞ্। পৌষ্করসাদায়ন—তদীয় যুবা অপত্য।

পুষ্করসাদ (পুং) পুষ্করং পদ্মং সীদতি সদ-অণ্। কমলভক্ষ পক্ষি-বিশেষ। "লোহিতাহিঃ পুষ্করসাদস্তে ত্বাষ্ট্রা" (শুক্ল যজু° ২৪।৩১)। "পুষ্করসাদঃ পুষ্করসাদী পুষ্করে সীদতীতি কমলভক্ষী পক্ষিবিশেষঃ' (বেদদীপ)

পুষ্করসাদি (পুং) ঋষিভেদ। (আপস্ত° সূ° ১।১৯)

পুষ্করসারিন্ (পুং) মুনিভেদ।

পুষ্করসারী (স্ত্রী) লিপিভেদ। (ললিতবি°)

পুষ্করস্থপতি (পুং) মহাদেব। (ভারত অনু° ১৭ অঃ)

পুষ্করস্রজ্ (পুং) পুষ্করস্য পদ্মস্য স্রক্ যয়োরিতি। ১ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। গলদেশে পদ্মমালা আছে বলিয়া ইহাদের নাম পুষ্করস্রজ্ হইয়াছে। (ত্রি) ২ অশ্বিনী-কুমারতুল্য। "আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্" (শুক্লযজু° ২।৩৩)। 'কিম্ভূতং কুমারং যেন প্রকারেণ পুষ্করস্রজং পুষ্করাণাং পদ্মানাং স্রক্ মালা যয়োস্তৌ, পুষ্করস্রজৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবানাং ভিষজৌ। তত্তুল্যঃ কুমারঃ পুষ্করস্রক্ তম্, অশ্বিসাম্যকথনেন রোগহীনং সুন্দরঞ্চ পুত্রং আধত্ত' ইতি সূচিতম্ (বেদদীপ°)

পুষ্করাক্ষ (পুং) পুষ্করবদক্ষিণী যস্য (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্। ১ বিষ্ণু।

"পুষ্করাক্ষ! নিমগ্নোঽহং মায়াবিজ্ঞানসাগরে।
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্বত্তো নান্যোঽস্তি রক্ষিতা॥"(তিথিতত্ত্ব)

২ শ্রীকৃষ্ণ। (ভারত ১।২২০।১৬)

৩ পদ্মতুল্য নেত্র, যাহার চক্ষুঃ পদ্মের মতন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৪ সুচন্দ্রের এক পুত্র। ৫ কাম্বোজের একজন হিন্দুরাজা। (Journal Asiatique 1882. August.)

পুষ্করাখ্য (পুং) পুষ্করস্য পদ্মস্য আখ্যা ইতি আখ্যা যস্য। ১ পুষ্করাহ্বয়, কুষ্ঠৌষধ। ২ পদ্মতুল্য নামক সারস। (অমর)

পুষ্করাঙ্ঘ্রিজ (ক্লী) পুষ্করাঙ্ঘ্রিরিব জায়তে জন-ড। পুষ্করমূল, কুষ্ঠৌষধ।

পুষ্করাদি (পুং) ইনি-প্রত্যয়-নিমিত্তক শব্দগণভেদ। "পুষ্করাদিভ্যো দেশে" দেশ বুঝাইলে মতুপ্রত্যয়ের অর্থে পুষ্করাদিগণের উত্তর ইনি প্রত্যয় হয়।

গণ যথা—পুষ্কর, পদ্ম, উৎপল, তমাল, কুমুদ, নড়, কপিত্থ, বিষ, মৃণাল, কর্দ্দম, শালূক, বিগর্হ, করীষ, শিরীষ, যবাস, প্রবাহ, হিরণ্য, কৈরব, কল্লাল, তট, তরঙ্গ, পঙ্কজ, সরোজ, রাজীব, নালীক, সরোরুহ, পুটক, অরবিন্দ, অম্ভোজ, অব্জ, কমল, পয়স। (পাণিনি)।

পুষ্করাদিচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পুষ্কর (কুড়), আতইচ, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ অতি অল্প পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুদিগের পঞ্চবিধ কাস প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বালরোগা°)

পুষ্করাদ্য (ক্লী) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্করাদ্যা (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী। (রাজনি°)।

পুষ্করারুণি (পুং) পুরুবংশীয় দুরিতক্ষয় নৃপের তৃতীয় পুত্র। (ভাগ° ৯।২১।২০)।

পুষ্করাবতী (স্ত্রী) পুষ্করাণি সন্ত্যত্র, মতুপ্, মস্যব, দীর্ঘশ্চ। নদীভেদ। (দেবীভাগ° ৭।৩০।৭৩)। ২ নগরভেদ। [পুষ্কলাবতী দেখ।] ৩ দাক্ষায়ণীর মূর্ত্তিভেদ। (মৎস্যপু°)।

পুষ্করাবর্ত্তক (পুং) পুষ্করং জলমাবর্ত্তয়তি, আ-বৃত-ণিচ্-অণ্ তত উপপদসমাসঃ। জলাবর্ত্তক মেঘাধিপভেদ। মেঘনায়ক বিশেষ।* (বিষ্ণুপু°)

পুষ্করাহ্ব (পুং) পুষ্করস্য আহ্বা ইতি আহ্বা যস্য। ১ সারস

---

* "পুষ্করাবর্ত্তকা নাম যে মেঘাঃ পক্ষসম্ভবাঃ।
সংযোগাদ্বায়ুনোচ্ছিন্নাঃ পর্ব্বতানাং মহৌজসাংশ্চ
কামগানাং প্রবৃদ্ধানাং লোকানাং শিবমিচ্ছতাং।
পুষ্করা নাম তে মেঘা বৃহন্তস্তোয়মৎসরাঃ।
পুষ্করাবর্ত্ত স্তাস্তেন কারণেনেহ শব্দিতাঃ॥" (বিষ্ণুপু°)

পক্ষী। পুষ্করং আহ্বা যস্য। ২ পুষ্করমূল। (সুশ্রুত চিকি° ৫ অ°)

পুষ্করাহ্বয় (ক্লী) পুষ্করং আহ্বয়ো যস্য। পুষ্করমূল। (রাজনি°)

"ক্ষুদ্রামৃতা নাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোদ্ভবে ॥"

(বৈদ্যকচক্র° জ্বরাধিকার)।

পুষ্করিকা (স্ত্রী) পুষ্করং তদাকারোঽস্ত্যস্য ঠন্, টাপ্। শূকদোষ-নিমিত্ত রোগভেদ। পীড়কা বিশেষ। ইহার নিদান—শিশ্নে যে সকল পীড়কার আকৃতি পদ্মবীজের মত, এবং ঐ পীড়কার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল পীড়কা হয়। পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া এই সকল পীড়কা জন্মে। (সুশ্রুত নিদা° ১৪ অঃ)।

ইহার চিকিৎসা,—পুষ্করিকা রোগে শীতল ক্রিয়া বিশেষ হিতকর এবং ঐ স্থলে জলৌকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করাইয়া ঘৃত সেচন করিলে আশু-উপকার হয়। (সুশ্রুত চিকি° ২১ অঃ)

ভাবপ্রকাশ-মতে লক্ষণ,—শিশ্নদেশে পদ্মকর্ণিকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা পরিব্যাপ্ত হইলে তাহাকে পুষ্করিকা কহে। এইরোগ পিত্ত ও রক্তসম্ভূত। (ভাবপ্র° ৪ ভা° শূকদোষাধি°)

পুষ্করিন্ (পুং) পুষ্করং শুণ্ডাগ্রমস্ত্যস্য ইনি। ১ গজ। (হারা°)

পুষ্করিণী (স্ত্রী) পুষ্করবৎ আকৃতিরস্ত্যস্যা ইতি পুষ্কর ইনি, ততো ঙীপ্। ১ স্থলপদ্মিনী। ২ পুষ্করমূল। (রাজনি°)

পুষ্করং শুণ্ডাদণ্ডস্তদস্ত্যস্যা ইতি ইনি। ৩ হস্তিনী। ৪ সরোজিনী। পুষ্করাণি পদ্মানি সন্ত্যত্রেতি ইনি। ৫ জলাশয়, শতধনুঃপরিমিত সমচতুরস্র জলাধার। চলিত—পুকুর, পর্য্যায়—খাত, জলকূপী, পৌষ্করিণী। (শব্দর°)

জলাশয়ভেদ। কূপ, বাপী, পুষ্করিণী ও তড়াগভেদে জলাশয় চারিপ্রকার। কোনও মতে ইহা আবার আটপ্রকার যথা—কূপ, বাপী, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, দ্রোণ, তড়াগ, সরসী, ও সাগর। এই জলাশয় খননসাধ্য অর্থাৎ খনন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণদিকে আয়ত শতধনু পরিমাণ অর্থাৎ চারিশত হস্তপ্রমাণ জলাশয় হইলে তাহাকে পুষ্করিণী কহে। ইহা উপরিতট ভিন্ন চারিদিকে বিংশতি হস্তের অন্যূন এবং অভ্যন্তর অন্যূন চারিশত হস্ত আয়ত করিলেও পুষ্করিণী নামে অভিহিত হয়। এই পুষ্করিণী যে সময় প্রস্তুত করিতে হয়, তৎপূর্ব্বে বাস্তুযাগ করা কর্ত্তব্য।*

পুষ্করিণী আরম্ভের পূর্ব্বে যদি বাস্তুযাগ না করা হয়, তাহা হইলে পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠার সময় বাস্তুযাগ করিতেই হইবে, না করিলে প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হইবে এবং ঐ পুষ্করিণী শুভদায়িনী হইবে না। পুষ্করিণী আরম্ভ বা প্রতিষ্ঠা জ্যোতিষোক্ত শুভদিনে করিতে হয়। অদিনে করিতে নাই।

জ্যোতিষে ইহার দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—বিশুদ্ধকালে অর্থাৎ যখন বৃহস্পতি ও শুক্রের বাল্যাস্তাদি-জনিত অকাল না হয়, তাদৃশ কালে ও দক্ষিণায়নে পুষ্যা, অনুরাধা, হস্তা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, রোহিণী, পূর্ব্বাষাঢ়া, মঘা, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী ও রেবতী নক্ষত্রে এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, দশমী, ত্রয়োদশী ও পূর্ণিমা তিথিতে, সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, শুভযোগ ও শুভকরণে, দশযোগভঙ্গ প্রভৃতি না হইলে এবং কর্ম্মকর্ত্তার চন্দ্র ও তারা শুদ্ধিতে পুষ্করিণী আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালীন যদি বিশুদ্ধ দিন পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সংক্রান্তিতে প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। যিনি জলদানের জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন, তাহার প্রতি বিষ্ণু অতিশয় প্রীত হন, তজ্জন্য তাহার অক্ষয় স্বর্গ হইয়া থাকে এবং পুষ্করিণী করিবার জন্য যদি কেহ ভূমি দান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বরুণলোক প্রাপ্তি হয়।

"সংক্ষেপাত্তু প্রবক্ষ্যামি জলদানফলং শৃণু।
পুষ্করিণ্যাদিদানেন বিষ্ণুঃ প্রীণাতি বিশ্বধৃক্ ॥

---

* "অথ জলাশয়াঃ, তে চ খননসাধ্যাশ্চত্বারঃ,
কূপ-বাপী-পুষ্করিণীতড়াগরূপাঃ।
কূপবাপী পুষ্করিণ্যো দীর্ঘিকা দ্রোণ এব চ।
তড়াগঃ সরসী চৈব সাগরশ্চাষ্টমো মতঃ ॥
সন্তির্জলাশয়ঃ কার্য্যো যত্নাদ্যাম্যোত্তরায়তঃ ॥"
ইতি কল্পতরৌ বায়ুপুরাণম্।

তস্যা লক্ষণং যথা—
চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরঃ।
শতধম্বন্তরঞ্চৈব তাবৎ পুষ্করিণী মতা ॥
এতৎপঞ্চগুণঃ প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

তেন চতুর্দ্দিক্ষু বিংশতিহস্তান্যূনতায়াং চতুঃশতহস্তান্যূনাভ্যন্তরত্বেন পুষ্করিণী। এতজ্জলাশয়াধারপরং ন তু উপরিতটং। শতেন ধনুর্ভিঃ পুষ্করিণী। ইতি নব্যবর্দ্ধমানধৃতো বশিষ্ঠঃ।

তৎকরণে বাস্তুযাগঃ কর্ত্তব্যঃ। মহাকপিলপঞ্চরাত্রং।
জলাধারগৃহার্থঞ্চ যজেদ্বাস্তুং বিশেষতঃ।
ব্রহ্মাদ্যদিতিপর্য্যন্তাঃ পঞ্চাশৎত্রয়সংযুতাঃ ॥
সর্ব্বেষাং কিল বাস্তূনাং নায়কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অসংপূজ্য হি তান্ সর্ব্বান্ প্রাসাদাদীন্ন কারয়েৎ ॥
প্রাসাদভবনোদ্যান-প্রারম্ভে পরিবর্ত্তনে।
পুরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্ব্বদোষাপনুত্তয়ে ॥"
(স্মৃতিজলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)।

জলাশয়করণার্থভূমিদান-ফলমাহ চিত্রগুপ্তঃ—জলাশয়ার্থং যো দদ্যাৎ বারুণং লোকমুত্তমং। ভূমিরিতি শেষঃ।"

(জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)

যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার জলদ্বারা পূজা বা তর্পণাদি, দৈব বা পৈত্র্য কোন কর্ম্ম করিতে নাই। এই জন্য পুষ্করিণী খনন করিয়াই সর্ব্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা করিবে।

"যচ্চাসর্ব্বায় নোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্য নিপানজং।
তদ্বর্জ্জং সলিলং তাত! সদৈব পিতৃকর্ম্মণি॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে। পুষ্করিণী সর্ব্বভূতোদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার জলে সকলেরই স্বত্ব জন্মে। প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীতে প্রতিষ্ঠাতা কাহাকেও স্নানাদিতে বাধা জন্মাইতে পারেন না। ঐ পুষ্করিণীর জল নদ্যাদির জলের ন্যায় সকলেই সমান ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে।

মিতাক্ষরায় লিখিত আছে—

"অতএব জলাশয়োৎসর্গমুপক্রম্য মৎস্যপুরাণেঽপি 'প্রাপ্নোতি তদ্যাগবলেন ভূয়ঃ' ইতি যাগত্বেনাভিহিতং, ততশ্চ তজ্জলং স্বস্বত্বদূরীকরণেন নদ্যাদিবৎ সাধারণীকৃতং, অতএব—
'সামান্যং সর্ব্বভূতেভ্যো ময়া দত্তমিদং জলং।
রমন্তু সর্ব্বভূতানি স্নানপানাবগাহনৈঃ॥'
ইতি মন্ত্রলিঙ্গেনোপাদানং বিনা কস্যাপি স্বত্বমিতি।" ইত্যাদি।

যে স্থলে অতিশয় জলকষ্ট, তথায় পুষ্করিণী খনন করিয়া দিলে তাহার স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, যদি কেহ পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার বা ঘাট বাঁধাইয়া দেন, তবে তাহাদেরও অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে এবং তাহারা কখন জল কষ্ট পান না, সকল প্রকার তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। পুষ্করিণী ও বাপী প্রভৃতি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা-করণের পর প্রত্যেক জলবিন্দুতে শতবর্ষাবচ্ছিন্ন স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।*

এই জন্য হিন্দুমাত্রেরই পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। (জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)

জলাশয়াদির বিষয় ও তাহার ব্যবস্থা জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব ও জ্যোতিস্তত্ত্বে বিশেষরূপে লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার মর্ম্মার্থ এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। [বাস্তুযাগের বিষয় বাস্তুযাগ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পুষ্কর্ণ, মারবাড় ও সিন্ধুপ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণভেদ।

পুষ্কল (ক্লী) পুষ্যতি পুষ্টিং গচ্ছত্যনেনেতি পুষ-কলন্ (কলংশ্চ। উণ্ ৪।৫) স চ কিৎ। ১ গ্রামচতুষ্টয়াত্মক ভিক্ষা।

"ভিক্ষামাহুর্গ্রাসমাত্রমন্নং তস্মাচ্চতুর্গুণং।
পুষ্কলং হন্তকারন্তু তচ্চতুর্গুণমুচ্যতে॥" (কৌর্ম্ম উপবি° ১৭)

২ অন্নমানভেদ। পরিমাণ বিশেষ, অষ্টকুঞ্চি পরিমাণ, পশুরি, ৬৪ মুটো।

"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ চ পুষ্কলং।
পুষ্কলানি চ চত্বারি আঢ়কঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

(ত্রি) পুষ্করং মহত্ত্বং লাতীতি লা-ক, বা পুষ্কং পুষ্টিমর্হতি, বা তদস্ত্যস্যেতি (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৩।১।৪৮) ইতি লচ্। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ বহু। (হেম) ৫ পরিপূর্ণ। ৬ উপস্থিত। (জটাধর)

(পুং) ৭ অসুরভেদ। (হরিবংশ ৪২ অঃ)

৮ রামানুজ ভরতের এক পুত্র। (ভাগ° ৯।১১।৭)

পুষ্কলক (পুং) ১ গন্ধমৃগ। ২ ক্ষপণক। ৩ কীল।

'স্মৃতঃ পুষ্কলকো গন্ধমৃগে ক্ষপণকীলয়োঃ।' (বিশ্ব)

পুষ্কলাবত (পুং) ১ উত্তরস্থ দেশভেদ। [পুষ্কলাবতী দেখ।]

"তক্ষং তক্ষশিলায়ান্তু পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্ব্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ॥" রামা° ৭।১১৪।১১)

পুষ্কলাবতী, গান্ধাররাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। বিষ্ণুপুরাণ-মতে রামের ভ্রাতুষ্পুত্র (ভরতের পুত্র) পুষ্কর এই নগর স্থাপন করেন; তাঁহার নামানুসারেই এই স্থান পুষ্করাবতী নামে খ্যাত হয়। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪ অঃ) (রঘু ১৫।৮৯)

যৎকালে আলেক্‌সান্দার ভারতাক্রমণ করেন, তখন এই স্থান গান্ধারপ্রদেশের একটী প্রধান নগর বলিয়া গণ্য ছিল।

আলেক্‌সান্দারের সহগামী ঐতিহাসিক আরিয়ন Pecukelæ, টলেমি Proklais এবং অপরাপর গ্রীক্ গ্রন্থে Peukelaotis বা Peucolaitis নামে এই স্থান বর্ণিত হইয়াছে। দিওনিসিয়াস্-পিরিগেতিস্ এখানকার অধিবাসিবৃন্দকে Peukalei নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আরিয়ন্ লিখিয়াছেন, এই নগর অতি বৃহৎ ও বহুজনাকীর্ণ, সিন্ধুনদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে হস্তী (Astæ) নামে এক সামন্তরাজের রাজধানী ছিল। তিনি নিজ দুর্গ রক্ষা করিতে গিয়া ৩০ দিন অবরোধের পর আলেক্‌সান্দারের সেনাধ্যক্ষ হেফিষ্টিয়নের হস্তে নিহত

* "পুষ্করিণ্যাদিকরণফলমাহ—আদিত্যপুরাণং
সেতুবন্ধরতা যে চ তীর্থশৌচরতাশ্চ যে।
তড়াগকূপকর্ত্তারো মুচ্যন্তে তে তৃষাভয়াৎ॥
সেতুর্জলধারণহেতুর্বন্ধঃ. তীর্থশৌচং ঘট্টপরিষ্কারঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
তড়াগকূপকর্ত্তারস্তথা কন্যাপ্রদায়িনঃ।
ছত্রোপানহদাতারস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥ নন্দিপুরাণং—
যো বাপীমথবা কূপং দেশে তোয়বিবর্জ্জিতে।
খানয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ॥" (স্মৃতি)।

হন। আলেকসান্দার তৎপুত্র সঞ্জয়কে (Sangæus) পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিং এই নগরে আগমন করেন, তখনও এখানে বহুলোকের বাস ছিল। নগরাভ্যন্তরের দ্বারের সহিত একটী সুড়ঙ্গ সংযোজিত ছিল। চীনপরিব্রাজক এখানে হিন্দু দেবমন্দির ও অশোকরাজ-নির্ম্মিত বৌদ্ধ স্তূপ দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, এখানে অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই স্থানে থাকিয়া আচার্য্য বসুমিত্র 'অভিধর্ম্মপ্রকরণপাদশাস্ত্র' ও ধর্ম্মত্রাত 'সম্যকৃতাভিধর্ম্মশাস্ত্র' প্রণয়ন করেন। পেশাবার হইতে উত্তরে ১৮ মাইল দূরে স্বাত ও কাবুলনদীর সঙ্গমস্থানে হস্তনগর নামে যে প্রাচীন গ্রাম অবস্থিত আছে, পুরাবিৎ কানিংহাম্ উহাকেই প্রাচীন পুষ্কলাবতী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।*

পুষ্কলেত্র (পুং) কাশ্মীরের একটী নগর। এই নগরে জয়াপীড়ের সহিত কান্যকুব্জাধিপতির বহুদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিয়া ছিল।

"পুষ্কলেত্রাভিধে গ্রামে তেন সার্দ্ধং সুদারুণঃ।
জয়াপীড়স্য সংগ্রামঃ সুবহূনি দিনান্যভূৎ॥"
(রাজতর° ৪।৪৭২)।

পুষ্ট (ত্রি) পুষ-ক্ত। ১ কৃতপোষণ, প্রতিপালিত, পর্য্যায়,— পুষিত, পত। (জটাধর)

"যদা মন্যেত ভাবেন হৃষ্টং পুষ্টং বলং স্বকং।"
(মনু ৭।১৭১)। ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ পুষ্টি। তৎকার্য্যতয়া অস্ত্যস্য অচ্। (পুং) ৩ বিষ্ণু)। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৫)। ৪ স্থূল, স্থূলবুদ্ধিযুক্ত।

পুষ্টতাড়িত, (Positive Electricity) তাড়িতের বিয়োজন-শক্তি।

পুষ্টপতি (পুং) পুষ্টানাং পতিঃ। গুণপূর্ণ নরের স্বামী। "উপবীতিনে পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ" (শুক্লযজু° ১৬।১৭) 'পুষ্টানাং গুণপূর্ণানাং নরাণাং পতয়ে স্বামিনে নমঃ' (বেদদীপ°)।

পুষ্টাবৎ (ত্রি) পুষ্টং পোষণং কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য ব, বেদে দীর্ঘঃ। পোষণকর্ত্তা, সন্তৃত্বযাস।

"ইন্দ্র সোমিনঃ। পুষ্টাবন্তো যথা পশুং" (ঋক্ ৮।৪৫।১৬)। 'পুষ্টাবন্তঃ সন্তৃত্বযাসাঃ' (সায়ণ)।

* Arrian, 'Indica'; Arrian Anabasis; Cunninghum, Ancient Geog, pp. 49f.; St. Martin, Geog. del' Inde, p. 37 Bunbury, Hist. Anc. Geog., vol. i. p. 498; Wilson, Ariana Ant., p, 185 f.; Ina. Ant., vol. p. v. 85f., 333; Lassen, I. A., vol. i. p. 601, vol iii. p. 139; Beal's Records of the Western World, vol. I. p. 109f, Alberuni's India, translated, by Sachau, vol. I. p. 302,

পুষ্টি (স্ত্রী) পুষ ভাবে-ক্তিন্। ১ পোষণ। ২ বৃদ্ধি।

"বৈদিকৈর্ব্বারবৈর্ম্মন্ত্রৈঃ প্রজানাং পুষ্টিহেতুকৈঃ।" (মার্কণ্ডেয়-পু° ২২।২১)। ৩ ষোড়শ মাতৃকার অন্তর্গত গণদেবতাবিশেষ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অন্তর্ভূত ষষ্ঠী-মার্কণ্ডেয় পূজাদিতে গৌরী ও পুষ্টি প্রভৃতি গণদেবতার পূজা করিতে হয়। (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)। ইনি দক্ষকন্যাদিগের অন্যতমা।

"প্রসূত্যাঞ্চ তথা দক্ষশ্চতস্রো বিংশতিস্তথা।
সসর্জ্জ কন্যাস্তাসাঞ্চ সম্যঙ্‌নামানি বৈ শৃণু॥
শ্রদ্ধা লক্ষ্মীর্ধৃতিস্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ২১।১৯)

৪ খট্টাবিশেষ।

"মঙ্গলা বিজয়া পুষ্টিঃ ক্ষমা তুষ্টিঃ সুখাসনং।
প্রচণ্ডা সর্ব্বতোভদ্রা খট্টানামাষ্টকং বিদুঃ॥" (ভোজ)

৫ তন্ত্রোক্ত চন্দ্রকলার নামান্তর।

"অমৃতা মানদা পূষা পুষ্টিস্তুষ্টী রতির্ধৃতিঃ।
শশিনী চন্দ্রিকা কান্তির্জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গদা॥
পূর্ণা পূর্ণামৃতা কাম-দায়িন্যঃ শশিনঃ কলাঃ।" (রুদ্রযামল)

৬ ধর্ম্মের পত্নীভেদ। (ভারত ১৬৬ অঃ)

৭ যোগিনীভেদ। ৮ অশ্বগন্ধা। ৯ বৃদ্ধি, বৃদ্ধিনামক ওষধি। (রাজনি°)

পুষ্টিক (পুং) একজন কবির নাম।

পুষ্টিকর (ত্রি) পুষ্টি-কৃ-ট। ১ পুষ্টিকারক, বৃদ্ধিকারক। ২ স্থূলতা-সম্পাদক। যাহাতে পোষণ হয়।

পুষ্টিকরী (স্ত্রী) গঙ্গা। (কাশীখণ্ড ২৯।১১২)

পুষ্টিকর্ম্মন্ (ক্লী) পুষ্ট্যর্থং কর্ম্ম। পুষ্টি নিমিত্তক কার্য্য।

পুষ্টিকা (স্ত্রী) পুষ্ট্যৈ কং জলং যস্যাঃ। জলশুক্তি। মুক্তাশুক্তি। কস্তুরা। (রাজনি°)

পুষ্টিকান্ত (পুং) পুষ্টেঃ কান্তঃ। গণাধিপ, গণেশ।

পুষ্টিকাম (ত্রি) পুষ্ট্যভিলাষী, যিনি পুষ্টিকামনা করেন।

"শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃপুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নরীন্॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যসং ১২৯৫) (ঐতরেয় ব্রা° ২।১)

পুষ্টিগু (পুং) ঋগ্‌বেদের ঋষিভেদ। ইনি ৮।৫১ ঋকের ঋষি।

পুষ্টিদ (ত্রি) পুষ্টিং দদাতি দা-ক। ১ পোষণকারক। স্ত্রিয়াং টাপ্। পুষ্টিদা ১ অশ্বগন্ধা। ২ বৃদ্ধিনামক ওষধি। (রাজনি°) ৩ পুষ্টিদাত্রী।

পুষ্টিদাবন্ (ত্রি) পুষ্টিদায়ক।

পুষ্টিপতি (পুং) ১ অগ্নিভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ২২০ অঃ) ২ সরস্বতী। (শত° ব্রা° ১১।৪।৩।৬৬)

পুষ্টিমতি (পুং) অগ্নিভেদ। এই অগ্নি তুষ্ট হইলে পুষ্টি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই শব্দের পাঠান্তর 'পুষ্টিপতি' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

"অগ্নিঃ পুষ্টিপতির্নাম তুষ্টঃ পুষ্টিং প্রযচ্ছতি।"

(ভারত বনপ° ২২০ অঃ)।

পুষ্টিমৎ (ত্রি) পুষ্টি-মতুপ্। পোষকৎ, পুষ্টিযুক্ত। "সহস্রবৎ তোকবৎ পুষ্টিমৎ বসু" (ঋক্ ৩।১৩।৭) 'পুষ্টিমৎ পোষকৎ, অনেন শরীরস্য ক্ষীরাদিদ্বারা বলারোগ্যপ্রদং গবাদিক-মুপলক্ষ্যতে।' (সায়ণ)। (শুক্লযজু° ১২।৫৯)

পুষ্টিম্ভর (ত্রি) পুষ্টিধারক। "কথামহে পুষ্টিংভরায় পূষ্ণে (ঋক্ ৪।৩।৭) 'পুষ্টিংভরায় পুষ্টিধারকায়' (সায়ণ)।

পুষ্টিবর্দ্ধন (ত্রি) পুষ্টিবর্দ্ধনকারী। "বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ" (ঋক্ ১।১৮।২) 'পুষ্টিবর্দ্ধনঃ পুষ্টের্বর্দ্ধয়িতা' (সায়ণ)।

পুষ্তু, আফগানস্থানের বহুসংখ্যক জাতি যে এক ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে, তাহাই সাধারণতঃ পুষ্তু বা আফগানী বলিয়া গণ্য। পুষ্তু ভাষার অভিধানলেখক কাপ্তেন র‍্যাভার্টি বলেন, কাবুল, কান্দাহার, শরাবক ও পিষিনে যাহারা বাস করে, তাহারা বর-পুষ্তুন্ বা আফগান বলিয়া গণ্য এবং যাহারা ভারতের নিকট রোহ জেলায় বাস করে, তাহারা লর-পুখতুন্ বা ছোট আফগান বলিয়া গণ্য। আফগানস্থানে রাজকীয় সকল কর্ম্মে পারসী ভাষা ব্যবহৃত হইলেও তথায় আপামর সাধারণে এই পুষ্তু ভাষায় আলাপ করিয়া থাকে। আফগানদিগের মধ্যে পুষ্তুন্ ও পুখতুন্ এই দুইটী ভাগ দেখা যায়, পুষ্তুনেরা পুষ্তু ও পুক্তুনেরা পুক্তু ভাষা ব্যবহার করে। পুষ্তু প্রতীচ্য ভাষা, ইহার সহিত পারসী ভাষার অনেকটা মিশ্রণ আছে, কিন্তু পুক্তু ভাষায় তেমন পারসী মিশ্রণ নাই, ইহা পূর্ব্বাংশে প্রচলিত বলিয়া ইহার সহিত ভারতীয় সংস্কৃত ও হিন্দিভাষা অনেকটা মিশিয়া গিয়াছে। কান্দাহারের দক্ষিণ পিষিণ উপত্যকা হইতে উত্তরে কাফ্রিস্থান পর্য্যন্ত পুষ্তু ভাষা এবং পশ্চিমে হেলমন্দ নদীর তীর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী আটক পর্য্যন্ত পুক্তু ভাষা প্রচলিত। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে মাহ্মূদ গজনীর ভারত আক্রমণের পর হইতে অনেক আফগান জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে জাতীয় ভাষার সহিত ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন অনেক পরিবার দেখা গিয়াছে, তাঁহারা বহুকাল ভারতবাসী হইলেও এখনও অবিকৃত ভাবে খাঁটি পুষ্তু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বুন্দেলখণ্ডের কোন কোন অংশে ও রামপুরের নবাবের রাজ্যে এরূপ পরিবারের সংখ্যা অল্প নহে। র‍্যাভার্টি সাহেবের মতে সেমিতিক্ ও ইরাণীয় ভাষার সহিত পুষ্তু ভাষার সৌসাদৃশ্য থাকিলেও সংস্কৃতাদি আর্য্য ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আফগানস্থানের সর্ব্বত্রই পারসী ভাষা দেখা যায়, সকল উচ্চ পরিবার এই ভাষায় কথা বলে ও এই ভাষায় লেখা পড়া করিয়া থাকে, প্রজাসাধারণও এই ভাষা অবগত আছে, কিন্তু তাহারা জাতীয় ভাষা পুষ্তু ব্যবহার করিতেই ভালবাসে। এ ভাষায় তাহাদের দুই এক খানি গ্রন্থ আছে, তাহা কেবল উপাখ্যানাদিতে পরিপূর্ণ, উচ্চতত্ত্বমূলক কোন গ্রন্থ নাই। জ্যোতিষ, চিকিৎসাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি শিখিবার ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে পারসীর সাহায্য লইতে হয়।

পুষ্প, বিকাশ, দিবাদি, পরস্মৈ, অক° সেট্। লট্ পুষ্প্যতি। লোট্ পুষ্প্যতু। লঙ্ অপুষ্প্যৎ। লিট্ পুপুষ্প। লুঙ্ অপুষ্পীৎ।

পুষ্প (ক্লী) পুষ্প্যতি বিকসতি যঃ, পুষ্প বিকাশে অচ্। তরুলতাদির প্রসব, ফুল। পর্য্যায়—প্রসূন, কুসুম, সুমনস্, সূন, প্রসব, সুমন। (শব্দরত্না°)। দেবপূজার জন্য পুষ্পচয়ন হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ দেবতার কোন্ কোন্ পুষ্পপ্রিয় এবং কোন্ দেবতাকে কোন্ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিতে নাই, তাহার বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

পুষ্প শব্দের নাম নিরুক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে,—

"পুণ্যসংবর্দ্ধনাচ্চাপি পাপৌঘপরিহারতঃ।
পুষ্কলার্থপ্রদানাচ্চ পুষ্পমিত্যভিধীয়তে॥" (কুলার্ণব)।

পাপসমূহ পরিহারপূর্ব্বক পুণ্যবৃদ্ধি ও পুষ্কলার্থ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠার্থ প্রদান করে বলিয়া পুষ্পনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্নান করিয়া পুষ্পচয়ন করিতে নাই।

"স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিৎ পুষ্পং চিন্বন্তি মানবাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ভস্মী ভবতি কাষ্ঠবৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)।

স্নান করিয়া যদি কেহ পুষ্প চয়ন করে, তাহা হইলে দেবতা তাহা গ্রহণ করেন না। এই স্নান মধ্যাহ্ন স্নান। প্রাতঃ স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিলে তাহাতে দোষ হয় না, যে হেতু বচনান্তরে মধ্যাহ্নস্নানেরই পরকাল নিষিদ্ধ হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে অতৈল-স্নান, তাহাই প্রাতঃস্নান। সূর্য্যোদয়ের পর সতৈল বা অতৈল উভয় স্নানই মধ্যাহ্ন স্নান নামে অভিহিত। পূর্ব্বোক্ত বচনের তাৎপর্য্য এই যে, মধ্যাহ্নস্নান অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পর স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিবে না।

"স্নাত্বা মধ্যাহ্নসময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং নরঃ।
তৎপুষ্পৈরর্চ্চনে দেবি! রৌরবে পরিপচ্যতে॥" (স্মৃতি)

মধ্যাহ্ন কালে পুষ্পচয়ন করিয়া তৎপুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিলে রৌরব নরক হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া শুচি হইয়া পুষ্পচয়ন করিবে। যিনি দেব-পূজা করিবেন, তাঁহার স্বয়ং

পুষ্পচয়ন বিশেষ ফলদায়ক। নিজে অসমর্থ হইলে অন্যাহৃত পুষ্পদ্বারা পূজা করা যাইতে পারে।

দেবপূজায় বর্জ্জনীয় পুষ্প—কৃমিসম্ভিন্ন পুষ্প, বিশীর্ণ, ভগ্ন, উদ্গত, সকেশ, মূষিকাধৃত, যাচিত, পরকীয়, পর্য্যুষিত, অন্ত্যস্পৃষ্ট, এবং পদস্পৃষ্ট এই সকল পুষ্পদ্বারা দেবপূজা করিতে নাই। এইরূপ পুষ্প দ্বারা দেবপূজা করিলে দেবতাদিগের প্রীতি হয় না।

"পুষ্পঞ্চ কৃমিসম্ভিন্নং বিশীর্ণং ভগ্নমুদ্গতং।
সকেশং মূষিকাধৃতং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ॥
যাচিতং পরকীয়ঞ্চ তথা পর্য্যুষিতঞ্চ তৎ।
অন্ত্যস্পৃষ্টং পদাস্পৃষ্টং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (কালিকাপুং)

দেবতার পুরোভাগে পুষ্প দিয়া পূজা করিতে হয়।

"নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণং।" (একাদশীতত্ত্ব)

যে সকল পুষ্প স্বয়ং পতিত হয়, অর্থাৎ আপনা আপনি পড়িয়া যায়, তাদৃশ পুষ্পদ্বারা দেবপূজা করিবে না।

"স্বয়ং পতিতপুষ্পাণি ত্যজেদুপহিতানি চ।" (একাদশীতত্ত্ব)।

দেবতাবিশেষে বর্জ্জিত পুষ্প—

কুন্দপুষ্পদ্বারা শিবপূজা, উন্মত্তক পুষ্পদ্বারা বিষ্ণু, অর্ক ও মন্দারদ্বারা স্ত্রীদেবতা এবং তগর পুষ্পদ্বারা সূর্য্যপূজা করিতে নাই।

"শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দমুন্মত্তঞ্চ হরৌ তথা।
দেবীনামর্কমন্দারৌ সূর্য্যস্য তগরস্তথা॥"
(একাদশীতত্ত্বে শাতাতপ)।

পুষ্প ক্রয় করিয়া পূজা করিতে নাই। তবে যদি ধর্ম্মার্জ্জিত ধনদ্বারা পুষ্পক্রয় করিয়া পূজা করা হয়, তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন।

শেফালিকা ও কহ্লার এই দুই পুষ্প শরৎ কালে পূজায় অতি প্রশস্ত। শরৎ ভিন্ন অন্য ঋতুতে ঐ পুষ্পদ্বারা পূজা করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। রক্তকৃষ্ণ ও উগ্র গন্ধিপুষ্প, এবং করবীর ও বন্ধুজীব পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে নাই।

"শেফালিকা তু কহ্লারং শরৎকালে প্রশস্যতে।
অন্যত্র ন স্পৃশেদ্দেবি! প্রায়শ্চিত্তন্ত পূজনাৎ॥" ইত্যাদি।
(মৎস্যসূক্ত ১৪ পং)

পরের আরোপিত বৃক্ষ হইতে তাহাকে না জানাইয়া পুষ্প চয়ন করিয়া তাহা দ্বারা দেবপূজা করিলে ঐ পূজা নিষ্ফল হয়।*

এই নিয়ম ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণের জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণ না বলিয়া অপরের বাগান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া তাহাদ্বারা পূজা করিলে তাহাতে দোষ হইবে না। যে হেতু মনু প্রভৃতি সংহিতায় লিখিত আছে, দেবার্থ কুসুমচয়ন অস্তেয়। এই জন্য ঐ পুষ্প ব্রাহ্মণ নিজের মত ব্যবহার করিতে পারেন। যদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, না বলিয়া অপরের বাগান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনেন, তাহা হইলে রাজা তাহার মস্তকচ্ছেদন দণ্ড করিবেন।

দেবতার উপরিস্থিত পুষ্প, মস্তকোপরি ধৃত পুষ্প, অধোবস্ত্র-ধৃত ও অন্তর্জ্জলপ্রক্ষালিত পুষ্প দুষ্ট পুষ্প, অর্থাৎ এইরূপ পুষ্প দ্বারা দেব পূজা নিষিদ্ধ।

পুষ্পহস্তে করিয়া কাহাকেও অভিবাদন করিতে নাই, এবং যাহার হস্তে পুষ্প থাকিবে, তাহাকেও অভিবাদন নিষিদ্ধ।

যাচিত পুষ্প এবং ক্রয়ক্রীত পুষ্পদ্বারা দেবপূজা নিষ্ফল। তবে বীরবৎ ক্রয় অর্থাৎ এক মূল্যে দর না করিয়া যদি ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ পুষ্প দ্বারা পূজা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ পুষ্প স্বয়ং আহরণ করিয়া পূজা করিবেন, যদি শূদ্র আনিয়া দেয়, আর সেই পুষ্প দ্বারা পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। এই নিয়ম ব্রাহ্মণের নিজের বাটীর জন্য। যদি ব্রাহ্মণ কোন শূদ্রের বাটী পূজা করিতে যান, তাহা হইলে শূদ্রাহৃত পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে কোন দোষ হইবে না।

দেবগণ পুষ্পদ্বারা যেরূপ প্রীত হন, অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা তাদৃশ প্রীতিলাভ করেন না।

"ন রত্নৈর্ন সুবর্ণেন ন বিত্তেন চ ভূরিণা।
তথা প্রসাদমায়াতি যথা পুষ্পৈর্জনার্দ্দনঃ॥" (স্মৃতি)

---

* পরারোপিতবৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পমানীয় যোঽর্চ্চয়েৎ।
অনুজ্ঞাপ্য চ তস্যৈব নিষ্ফলং তস্য পূজনং॥
এতৎ দ্বিজেতরপরং—

দ্বিজস্তৃণৈধঃপুষ্পাণি সর্ব্বতঃ স্ববদাহরেৎ। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ।
দেবাদ্যর্থন্তু কুসুমমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ। ইতি বচনাৎ।
অত্র বিশেষো জ্ঞেয়ঃ—
তৃণং বা যদি বা কাষ্ঠং পুষ্পং বা যদি বা ফলং।
অপ্রযচ্ছন্ নিগৃহ্ণানো হস্তচ্ছেদনমর্হতি। ইতি স্মৃতেঃ।
দেবোপরিধৃতং মস্তকোপরিধৃতং অধোবস্ত্রধৃতমন্তর্জ্জলক্ষালিতঞ্চ পুষ্পং দুষ্টং। বৌধায়নঃ—
সমিদ্বার্য্যুদকুম্ভপুষ্পান্নহস্তো নাভিবাদয়েৎ।
যাচিতং নিষ্ফলং পুষ্পং ক্রয়ক্রীতঞ্চ নিষ্ফলং। ইতি বদন্তি। তথা।
ন পুষ্পচ্ছেদনং কুর্য্যাৎ দেবার্থং বামহস্ততঃ।
ন দদ্যাত্তানি দেবেভ্যঃ সংস্থাপ্য বামহস্ততঃ।
পুষ্পেষু পৈশু নৈবেদ্যৈর্বীরক্রয়ক্রিয়াহৃতৈঃ।
বীরবৎ যাচঞাশূন্যেন বিক্রেতুরূপন্যস্তমূল্যেন ক্রয়ঃ। (একাদশী তত্ত্ব)

পর্য্যুষিত পুষ্পে পূজা করিতে নাই, ইহা পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে। কোন্ পুষ্প কতক্ষণ পরে পর্য্যুষিত হয়, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শ্বেত ও রক্তবর্ণ পদ্ম, কুমুদ ও উৎপল এই সকল পাঁচদিনের পর পর্য্যুষিত হয়।

"পদ্মানি সিতরক্তানি কুমুদান্যুৎপলানি চ।
এষাং পর্য্যুষিতা শঙ্কা কার্য্যা পঞ্চদিনোত্তরং॥"
(একাদশীতত্ত্ব ভবিষ্যপু°)

কালবিশেষে নিম্নলিখিত পুষ্প সকল পর্য্যুষিত হইয়া থাকে।

জাতীপুষ্প এক প্রহর, মল্লিকা অৰ্দ্ধপ্রহর, মুনিপুষ্প তিনপ্রহর এবং করবীর পুষ্প এক দিন পরে পর্য্যুষিত হইয়া থাকে।

"প্রহরং তিষ্ঠতে জাতী প্রহরার্দ্ধন্তু মল্লিকা।
ত্রিযামং মুনিপুষ্পঞ্চ করবীরমহর্নিশং॥" (স্মৃতি)

তুলসী, অগস্ত্য ও বিল্ব ইহারা পর্য্যুষিত হয় না। মাঘ্য, তমাল, আমলকী দল, কহ্লার, তুলসী, পদ্ম, মুনিপুষ্প এবং যে সকল পুষ্প কলিকাত্মক অর্থাৎ প্রস্ফুটন-যোগ্য, ইহারা পর্য্যুষিত হয় না।

"তুলস্যগস্ত্যবিল্বানাং ন চ পর্য্যুষিতাত্মতা।"

যোগিনী তন্ত্রে—

"বিল্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীঞ্চৈব পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকং॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং।
কলিকাত্মকং প্রস্ফুটনযোগ্যং।" (একাদশীতত্ত্ব)

রাঘবভট্টের মতে পুষ্পবিশেষের কালিক পর্য্যুষিতত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। বিল্ব, অপামার্গ, জাতী, তুলসী, শমী, শতাবরী, কেতকী, ভৃঙ্গ, দুর্ব্বা, মন্দার, অম্ভোজ, নাগকেশর, দর্ভ, অগস্ত্য, তিল, তগর, ব্রহ্ম, কহ্লার, মল্লী, চম্পক, করবীর, পাটলা, দমনক ও মরুবক এই সকল পুপ দিনোত্তর পর্য্যুষিত।

"বিল্বাপামার্গজাতী তুলসিশমিশতাকেতকীভৃঙ্গদুর্ব্বা,
মন্দাম্ভোজাহিদর্ভা মুনিতিলতগরব্রহ্মকহ্লারমল্লী।
চম্পাশ্বারাতিকুম্ভীদমনমরুবকা বিল্বতোঽহানি শস্তা,
স্ত্রিংশৎত্র্যেকার্য্যরীশোনিধি-নিধি-বসু-ভূ-ভূ-যমা ভূয় এবম্॥

অস্যার্থঃ। শতা শতাবরী, মন্দঃ মন্দারঃ, অহিনাগকেশরঃ, মুনিরগস্ত্যঃ, অশ্বারাতিঃ করবীরকুম্ভী পাটলাবিল্বমারভ্য অহি পর্য্যন্তঃ গণয়িত্বা দর্ভমারভ্য পুনস্ত্রিংশদাদিগণয়েৎ। এতদ্দিনোত্তরং পর্য্যুষিতানীত্যর্থঃ।' (ইতিপদার্থাদর্শঃ)

দেববিশেষে কোন কোন পুষ্প প্রিয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

কেশবপূজনে প্রশস্ত পুষ্প—

মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, অতিমুক্তক, পাটলা, করবীর, জয়া, সেবতি, কুব্জক, অগুরু, কর্ণিকার, কুরুণ্ডক, চম্পক, তগর, কুন্দ, মল্লিকা, অশোক, তিলক, ও চম্পক এই সকল পুষ্প বিষ্ণু পূজায় প্রশস্ত। কেতকীপত্রপুষ্প, ভৃঙ্গারকপুষ্প, রক্ত, নীল ও সিতোৎপল পুষ্প এই সকল পুষ্পে বিষ্ণুপূজা বিশেষ প্রশস্ত।
(অগ্নিপু°)

বামনপুরাণে লিখিত আছে—

জাতী, শতাহ্বা, কুন্দ, বহুপুট, বাণ, পঙ্কজ, অশোক, করবীর, যূথিকা, পারিভদ্র, পাটলা, বকুল, গিরিশালিনী, তিলক, পীতক, তগর, এই সকল পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন সুগন্ধি যে কোন পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা করা যাইতে পারে। কেবল কেতকীপুষ্প বিষ্ণুপূজায় নিষিদ্ধ। যে সকল পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা করা যাইতে পারে, সেই সকল পুষ্পবৃক্ষের পল্লবও বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত। (বামনপু° ৯১ অঃ)

বিষ্ণুকে পুষ্প বিশেষ দ্বারা পূজা করিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে। তীর্থের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা, বর্ণের মধ্যে যেরূপ ব্রাহ্মণ, পুষ্পের মধ্যে মালতীও তাদৃশ। এই মালতী মালাদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে জন্ম, দুঃখ, জরারোগ ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে মালতী মালাদ্বারা বিষ্ণুর গৃহে পুষ্পমণ্ডপ ও তাহা দ্বারা পূজা করিলে তাহাদের পরমাগতি হইয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক জাতিপুষ্প ও মাল্যদ্বারা পূজা করিলে কল্পকোটি সহস্র বৎসর বিষ্ণুগৃহে বাস এবং বিষ্ণুতুল্য পরাক্রম হয়।*

স্বর্ণকেতকী পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজনে শত কোটি বৎসর বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রীত হন।

---

* "বর্ণানাং হি যথা বিপ্রস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা।
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুঃ পুষ্পাণাং মালতী তথা॥
মালতীপুষ্পমালাভিঃ কার্ত্তিকে পুষ্পমণ্ডপং।
বিষ্ণোর্গৃহে কৃতং যৈস্তু তে যান্তি পরমাং গতিং॥
জাতিপুষ্পৈর্বিরচিতাং মালাং যঃ সংপ্রযচ্ছতি।
বিষ্ণবে বিধিবদ্ভক্ত্যা তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
বসেদ্বিষ্ণুপুরে শ্রীমান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ॥
যঃ স্বর্ণকেতকীপুষ্পৈঃ পূজয়েদ্গরুড়ধ্বজং।
অব্দকোটিশতং যাবৎ তুষ্টঃ স্যাৎ তস্য বৈ হরিঃ॥
মল্লিকাকুসুমৈর্দেবং যোঽর্চ্চয়েৎ ত্রিদশেশ্বরং।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা দহেৎ পাপং ত্রিধার্জ্জিতং।
যঃ পুনঃ পাটলাপুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্গরুড়ধ্বজং।
সুপুণ্যাত্মা পরং স্থানং স প্রয়াতি হরের্মুনে!॥'(পাদ্মোত্তরখ° ১০১ অঃ)

কেতকোদ্ভব-পুষ্পে বিষ্ণুপূজা করিলে দেবগণের সহিত বিষ্ণুলোকে বাস, কার্ত্তিকমাসে মল্লিকাকুসুম দ্বারা বিষ্ণুপূজনে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপনাশ, পাটলাপুষ্পে পূজা করিলে পরম স্থানপ্রাপ্তি, অগস্ত্যপুষ্পে পূজা করিলে নরকনাশ, মুনিপুষ্পে কার্ত্তিকমাসে পূজা করিলে বাজিমেধযজ্ঞের ফল, সিতাসিত করবীর পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে শতবর্ষ স্বর্গ, বকুল ও অশোকপুষ্পে পূজা করিলে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর স্বর্গলাভ হয় ইত্যাদি। (পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ১৩১ অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

নারদীয় সপ্তম সহস্রে লিখিত আছে—

মালতী, বকুল, অশোক, শেফালিকা, নবমালিকা, অম্লান, তগর, অঙ্কোঠ, মল্লিকা, মধুপিণ্ডিকা, যূথিকা, অষ্টাপদ, কুন্দ, কদম্ব, মধু, পিপ্পল, পাটলা, চম্পক, অতিমুক্তক, কেতক, কুরুবক, বিল্ব, কহ্লার, করক, বক ও লবঙ্গ এই পঞ্চবিংশতি পুষ্প বিষ্ণুর লক্ষ্মীতুল্য প্রিয়।

বিষ্ণুপূজাতে নিষিদ্ধ পুষ্প।—যে সকল পুষ্পের গন্ধ অতিশয় উগ্র ও যে সকল পুষ্পের গন্ধ নাই এবং অন্যের বৃক্ষজাত, কণ্টকযুক্ত, রক্তপুষ্প, চৈত্যবৃক্ষোদ্ভব পুষ্প, শ্মশানজাতপুষ্প এবং অকালজ পুষ্প, কূটজ, শাল্মলী পুষ্প, শিরীষপুষ্প, অনুক্ত রক্ত কুসুম, অর্থাৎ যে সকল রক্তপুষ্পের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, তাদৃশ রক্তপুষ্প এই সকল পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুপূজা করিতে নাই।*

* লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়পুষ্পাণি যথা—নারদীয় সপ্তমসহস্রে—
"মালতীবকুলাশোকশেফালিনবমালিকাঃ।
অম্লানতগরাঙ্কোঠমল্লিকামধুপিণ্ডিকাঃ॥
যূথিমষ্টাপদং কুন্দং কদম্বং মধুপিপ্পলং।
পাটলাচম্পকং কৃষ্ণং লবঙ্গমতিমুক্তকং॥
কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহ্লারকরকং দ্বিজং।
পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে॥"
কেশবার্চ্চনে নিষিদ্ধ পুষ্পাণি যথা,—
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
"উগ্রগন্ধীন্যগন্ধীনি কুসুমানি ন দাপয়েৎ।
অন্যায়তনজাতানি কণ্টকীনি তথৈব চ॥
রক্তানি যানি ধর্ম্মজ্ঞ! চৈত্যবৃক্ষোদ্ভবানি চ।
শ্মশানজাতান্যপি যানি চাকালজানি চ॥"
তথা—
"কূটজং শাল্মলীপুষ্পং শিরীষক জনার্দ্দনে।
নিবেদিতং ভয়ং রোগং নিঃস্বত্বঞ্চ প্রযচ্ছতি॥
বন্ধুজীবকপুষ্পাণি রক্তান্যপি চ দাপয়েৎ।
অনুক্তরক্তকুসুমদানাৎ দৌর্ভাগ্যমাপ্নুয়াৎ॥" (নারদীয় সপ্তম সহস্র)
"নার্চ্চয়েৎ তগরৈঃ সূর্য্যং ধুর্ত্তপুষ্পেণ কেশবং।
দেবীং লকুচপুষ্পৈশ্চ শঙ্করং নাগকেশরৈঃ॥" (পদ্মপু° উত্তরখণ্ড ১৩১)

বিষ্ণু বিষয়ে যে সকল পুষ্পের কথা বলা হইল, তৎ দেবতা মাত্রেরই পূজায় ঐ সকল পুষ্প প্রশস্ত। ধুর্ত্তপুষ্পে বিষ্ণুপূজা, তগরপুষ্পে সূর্য্য, নাগকেশরপুষ্পে শিব এবং লকুচ-পুষ্পে স্ত্রী দেবতা পূজা করিতে নাই।

যোগিনীতন্ত্রে সপ্তম পটলে পুষ্পাধ্যায়ের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি পুষ্পাধ্যায়ং সমাসতঃ।
ঋতুকালোদ্ভবৈঃ পুষ্পৈর্ম্মল্লিকাজাতিকুঙ্কুমৈঃ॥" ইত্যাদি।
(যোগিনীতন্ত্র ৭ পঃ)

ঋতুপুষ্প, অর্থাৎ যে ঋতুতে যে পুষ্প হয়, সেই পুষ্প, মল্লিকা, জাতি, সিত, রক্ত ও নীলপদ্ম, কিংশুক, তগর, জবা, কনকচম্পক, বকুল, মন্দার, কুন্দপুষ্প, কুরুণ্ডক, বন্ধূক প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা কেশবার্চ্চন করিবে।

দেবীপূজায় প্রশস্ত পুষ্প।—বকুল, মন্দার, কুন্দ, কুরুণ্ডক, করবীর, অর্কপুষ্প, শাল্মলী, অপরাজিতা, দমন, সিন্ধুবার, মরুবক, মালতী, মল্লিকা, জাতী, যূথিকা, মাধবীলতা, পাটলা, করবীর, জবা, তর্কারিকা, কুব্জক, তগর, কর্ণিকার, চম্পক, আম্রাতক, বাণ, বর্ব্বরা, মল্লিকা, অশোক, লোধ্র ও তিলক প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা দেবীপূজাই প্রশস্ত। (বরাহপু°)

তন্ত্রোক্ত দেবীপ্রিয় পুষ্প—করবীর ও জবা পুষ্প স্বয়ং কালীস্বরূপ। এই করবীর ও জবা পুষ্পদ্বারা কালী ও তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যাপূজনে সাধক সকল পাপ-রহিত হইয়া শিবতুল্য হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুই সংশয় নাই।

"শুক্লং কৃষ্ণং তথা পীতং হরিতং লোহিতং তথা।
করবীরং মহেশানি! জবাপুষ্পং তথৈব চ॥
স্বয়ং কালী মহামায়া স্বয়ং ত্রিপুরসুন্দরী।
অনাদরং ন কর্ত্তব্যং কৃত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥
যে সাধকা জগন্মাতরর্চ্চয়ন্তি শিবপ্রিয়াং।
এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি! স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥"
(পুরশ্চরণরসোল্লাস ১০ম পটল)

জবা, দ্রোণ, কৃষ্ণা, মালুর ও করবীর এই সকল পুষ্প শ্বেতচন্দন সংযুক্ত এবং রক্তচন্দন-বিলেপিত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক জগদ্ধাত্রী ও দুর্গা প্রভৃতির পূজা করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সাধক স্বয়ং বিশ্বেশ্বরতুল্য হইয়া থাকে।

নানা প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইলে একটী করবীর পুষ্প ও দুই সহস্র পদ্মদ্বারা কালী ও তারা প্রভৃতি দেবীর পূজা করিলে সকল প্রকার উৎপাত বিনষ্ট হয় ও পরে নানা সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। বক, জাতি, নীলোৎপল, পদ্ম, রুদ্রজট, কৃষ্ণাপরাজিতা, মালুরপত্র, দ্রোণ ও কেতকীপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা

স্ত্রীদেবতা সকলের পূজা বিশেষ প্রশস্ত। প্রায় সকল তন্ত্রেই এই সকল পুষ্পের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে।

যোগিনীতন্ত্র ৭ম পটল, পুরশ্চরণরসোল্লাস ১০ম পটল, বৃহন্নীল-তন্ত্র ২য় পটল প্রভৃতিতে এই সকল পুষ্পের বিশেষ বিবরণ ও প্রশংসাদির বিষয় লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় লিখিত হইল না।

পুষ্পের নানা প্রকার গহনা, মালা ও তোড়াদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। [পুষ্পমণ্ডন দেখ।] পুষ্পক্রীড়ায় বর্ণনীয় বিষয়—

পুষ্পচয়ন, পুষ্পার্পণে দয়িতার্থিতা, মালা, গোত্রস্খলনের্ষ্যা, বক্রোক্তি ও সম্ভ্রমাশ্লেষ। (কবিকল্পলতা) [ফুল দেখ।]

২ স্ত্রীরজঃ, স্ত্রীদিগের ঋতুকালকে পুষ্পোদগম কহে। স্ত্রীদিগের পুষ্পোদগমের পর তাহারা যুবতী এবং যতদিন পুষ্পোদগম না হয়, ততদিন কন্যকা নামে অভিহিত হয়।

"পুষ্পকালে শুচিস্তস্মাদপত্যার্থী স্ত্রিয়ং ব্রজেৎ।" (সুশ্রুত)

পুত্রকামী স্ত্রীর পুষ্পকালে শুচি হইয়া স্ত্রীতে উপগত হইবেন।

এই পুষ্প দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। শুদ্ধ পুষ্প অর্থাৎ বিশুদ্ধ শোণিত ফলিত অর্থাৎ গর্ভধারণে সমর্থ হয়। অশুদ্ধ পুষ্প ফলিত হয় না।

সুশ্রুতের মতে যে ঋতুশোণিতের বর্ণ শশকশোণিতের ন্যায় বা লাক্ষারসের মত এবং যাহার দ্বারা বস্ত্র রঞ্জিত হয় না, এইরূপ ঋতুশোণিত বিশুদ্ধ। ত্রিদোষ ও শোণিত এই চারিটী পৃথক্‌রূপে বা ইহাদের দুইটী অথবা সমস্ত মিলিয়া ঋতুশোণিতকে দূষিত করে। ঋতুশোণিত দূষিত হইলে সন্তান জন্মে না।

(সুশ্রুত শারীরস্থান ২ অঃ)

চরক ও সুশ্রুতে শারীরস্থানে শুক্র ও শোণিতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। রসরত্নাকরে লিখিত আছে—যাহার পুষ্প (ঋতুশোণিত) বাত-হত হয়, তাহার ফল (সন্তান) হয় না, ইহাতে যোনিশূল ও কটিশূল হইয়া থাকে এবং বহু পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে। যাহার পুষ্প পিত্তহত হয়, তাহারও সন্তান হয় না, পরন্তু উষ্ণ জম্বুফল সদৃশ শোণিত নির্গত হইতে থাকে, এবং মহৎ কটিশূল ও উদরশূল জন্মে। যাহার পুষ্প শ্লেষ্মহত হয়, তাহারও সন্তান হয় না। এবং বহু পরিমাণে পিচ্ছিল ঘন শোণিতস্রাব এবং যোনি ও নাভিদেশে দারুণ শূল হইয়া থাকে।*

[ইহার বিশেষ বিবরণ রজস্, আর্ত্তব, ঋতু, ঋতুমতী ও রজস্বলা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

তান্ত্রিকেরা পুষ্পিতা (ঋতুমতী) স্ত্রীলোক দ্বারা নানা প্রকার তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

৩ চক্ষুরোগবিশেষ। চলিত ফুলী।

হারীতের চিকিৎসিত-স্থানে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বাহারবিহারৈস্তু নেত্রে পুষ্পঞ্চ জায়তে।
প্রথমং সুখসাধ্যং স্যাৎ দ্বিতীয়ং কষ্টসাধ্যকং॥
তৃতীয়ং শস্ত্রসাধ্যন্তু চতুর্থং দুঃখসাধ্যকম্॥" ইত্যাদি।

(হারীত চিকি° ৪৪ অঃ)

অসময়ে আহার ও বিহার এবং নেত্ররোগে যে সকল দ্রব্যাদি ভোজন নিষিদ্ধ, তাদৃশ আহারাদি দ্বারা চক্ষুতে পুষ্পরোগ জন্মে। প্রথম সুখসাধ্য, দ্বিতীয় কষ্টসাধ্য, তৃতীয় শস্ত্রসাধ্য এবং চতুর্থ অসাধ্য।

ইহার চিকিৎসা—শঙ্খপুষ্প, লোধ্র, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যদি বায়ু কুপিত হইয়া ঐ পুষ্পরোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাঁজিদ্বারা, পিত্তকুপিত হইয়া হইলে পয়ঃ দ্বারা ও শ্লেষ্মা কুপিত হইলে মূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া ছায়াতে শুকাইতে হইবে। পরে ইহা দ্বারা কজ্জল করিয়া চক্ষুতে দিলে ঐ পুষ্পরোগ নিরাকৃত হয়। (হারীত চিকি° ৪৪ অঃ)

অন্যবিধ—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বিভীতক-মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমানভাগে বিভাগ করিয়া ছাগদুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পুষ্প-রোগে প্রয়োগ করিলে দ্বিবার্ষিক পুষ্পরোগ এক মাসে আরোগ্য হয়। ইহার নাম চন্দ্রোদয়াবর্ত্তি এবং ইহা দৃষ্টিপ্রসাদনী।

(চক্রপাণিদত্ত)

৪ ঘোটকলক্ষণবিশেষ। অশ্ববৈদ্যকে লিখিত আছে—

"আগন্তবস্তরঙ্গস্য যে ভবন্ত্যন্যবর্ণগাঃ।
বিন্দবঃ পুষ্পসংজ্ঞাস্তু তে হিতাহিতসংজ্ঞকাঃ॥" (অশ্ববৈ° ৩৮২)

অশ্ব যে বর্ণের তাহার শরীরে তদ্ভিন্ন বর্ণের যে সকল বিন্দু বিন্দু চিহ্ন হয়, তাহাকে পুষ্প কহে। এই পুষ্প-চিহ্ন হিত ও অহিত ভেদে দুইপ্রকার। কোন কোন স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে হিত অর্থাৎ শুভ এবং কোন স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অশুভ হয়। ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

অপান, ললাট, ভ্রূমধ্য, মূর্দ্ধা, নিগাল ও কেশান্ত এই সকল

---

* "যস্যা বাতহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে।
অতঃ শুষ্কং কুসুমং মেদোদকসমন্বিতং॥
কটিশূলং যোনিশূলং বহুরক্তঞ্চ দৃশ্যতে।
যস্যাঃ পিত্তহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে॥
জম্বুফলং সমস্কোষ্ণং তস্যা বহতি শোণিতং।
কটিশূলং মহচ্চৈব উদরে শূলমেব চ।
যস্যাঃ শ্লেষ্মহতং পুষ্পং ফলং তস্যা ন বিদ্যতে।
বহুলং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং ঘনং স্রবতি শোণিতং॥
যোনৌ নাভৌ তু শূলানি ঋতৌ পরম দারুণং।" (রসরত্নাকর)

স্থানে পুষ্পচিহ্ন থাকিলে শুভ। ইহা ভিন্ন স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, কক্ষ, মুষ্ক ও হনু এই সকল স্থলে পুষ্পচিহ্ন থাকিলে স্বামীর হিতপ্রদ হয়। নাভি, কেশ, কণ্ঠ ও দন্ত এই সকল স্থলে অশ্বের পুষ্প-চিহ্ন থাকিলে স্বামীর সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

অহিত চিহ্ন—অধরোষ্ঠ, কণ্ঠস্থল, প্রোথ, উত্তরৌষ্ঠ, ঘোণা, গণ্ডদ্বয়, শঙ্খদ্বয়, ভ্রূদ্বয়, গ্রীবা, স্কন্দদেশ, স্থূরক, স্ফিচ্‌প্রদেশ, পায়ু ও ক্রোড় এই সকল স্থলে অশ্বের পুষ্পচিহ্ন নিন্দিত।

অশ্বের যে সকল হিত-পুষ্পচিহ্নের বিষয় কথিত হইল, ঐ সকল পুষ্প-চিহ্নযুক্ত অশ্ব থাকিলে প্রভুর নানাবিধ কল্যাণ হইয়া থাকে। অহিত চিহ্নযুক্ত ঘোটক থাকিলে প্রভুর প্রতিপদে বিপদ্ সম্ভাবনা। এই কারণ ঐরূপ পুষ্পচিহ্নযুক্ত অশ্ব কখনই রাখিবে না। পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পচিহ্ন সকল স্থলেই নিন্দনীয়। (অশ্ববৈদ্যক ৩।৮২—৯২)

৫ বিকাশ। (মেদিনী)। ৬ কুবেরের রথ। পুষ্পরথ। ৭ পুষ্পাঞ্জন। (ভৈষজ্যরত্না° ভগন্দরচি°।) ৮ রসাঞ্জন। (হেমচ°) ৯ পুষ্করমূল। ১০ লবঙ্গ। (বৈদ্যকনি°)।

পুষ্পক (ক্লী) পুষ্পমিব পুষ্পৈর্ব্বা কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক, পুষ্প-সংজ্ঞায়াং কন্ বা। ১ রীতিপুষ্প। পুষ্পমিব প্রতিকৃতিঃ, (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্। ২ কুবের-বিমান, কুবেরের রথের নাম পুষ্পক-রথ। রাবণ কুবেরকে পরাজয় করিয়া পুষ্পক-রথ হরণ করিয়া লইয়া আসে। পরে বহুদিন এই রথ রাবণের অধিকারে ছিল, তৎপরে রামকর্তৃক রাবণ হত হইলে এই রথ আবার কুবেরের নিকট যায়। এই রথ আকাশমার্গে বায়ুভরে চলিত। "নিরস্তগাম্ভীর্য্যমপাস্তপুষ্পকম্"। (মাঘ ১সর্গ)

৩ নেত্ররোগ, ফুলী। ৪ রত্নকঙ্কণ। ৫ রসাঞ্জন। ৬ লৌহ-কাংস্য। ৭ মৃদঙ্গারশকটী।

'পুষ্পকঃ রীতিপুষ্পে চ বিমানে ধনদস্য চ।
নেত্ররোগে তথা রত্ন-কঙ্কণে চ রসাঞ্জনে॥
লৌহকাংস্যে মৃদঙ্গারশকট্যাঞ্চ নপুংসকং॥' (মেদিনী)

পুষ্প-স্বার্থে-কন্। ৮ পুষ্প।

"সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরস্য পুষ্পকম্।"(গরুড়পু° ১৮২ অঃ)

(পুং) ৯ নির্ব্বিষ সর্পজাতিভেদ। গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশকলী, ও পুষ্পক প্রভৃতি নির্ব্বিষ জাতীয় সর্প। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ)

১০ পর্ব্বতভেদ।

"স্বর্ণশৃঙ্গী শাতশৃঙ্গী পুষ্পকো মেঘপর্ব্বতঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১৩)

১১ প্রাসাদের মণ্ডপভেদ। বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া তাহার অনুরূপ মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মণ্ডপ নানাপ্রকার, তাহাদের মধ্যে পুষ্পক, পুষ্পভদ্র, সুবৃত, মৃত নন্দন, কৌশল্য প্রভৃতি মণ্ডপ শুভজনক।*

পুষ্পক-মণ্ডপের লক্ষণ এইরূপ—

৬৪টী স্তম্ভ দ্বারা যে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়, তাহাকে পুষ্পক কহে।

"স্তম্ভা যত্র চতুঃষষ্টিঃ পুষ্পকঃ স উদাহৃতঃ।
দ্বাষষ্টি পুষ্পভদ্রস্তু ষষ্টিস্তু বৃত উচ্যতে॥" (বিশ্বকর্ম্মপ্র° ৬ অঃ)

অপরাজিতাপ্রভায় লিখিত আছে, যে স্তম্ভের চতুষ্কোণ আট ভাগে বিভক্ত, তাহাকে পুষ্পক কহে।

"পুষ্পকং নাম বিখ্যাতং চতুষ্কোণে অষ্টৌ কৃতা।"
(অপরাজিতাপ্র°)

১২ ইন্দ্রের প্রিয় শুকপক্ষিভেদ। যমকে দেখিলেই এই পক্ষী ভয়ে পলাইয়া যাইত, তজ্জন্য দেবগণ তাহার প্রাণরক্ষার জন্য যমকে অনুরোধ করেন। কিন্তু কালহস্তে পক্ষী পরিত্রাণ পাইল না। দেবগণ অনুরোধ করিলেও মৃত্যু তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

পুষ্পকরণ্ডক (ক্লী) পুষ্পাধার করণ্ড ইব কায়তীতি কৈ-ক, বহুতরমনোরমপুষ্পাধারকত্বাদস্য তথাত্বং। উজ্জয়নীস্থ শিবের উদ্যানভেদ।

"মহাকালস্তোজ্জয়িনী বিশালাবন্তিকা তথা।
তস্য উদ্যানকং জ্ঞেয়ং নাম্না পুষ্পকরণ্ডকম্॥" (শব্দমালা)

পুষ্পকরণ্ডিনী (স্ত্রী) পুষ্পকরণ্ডকং শিবোদ্যানমস্ত্যস্য। ইতি ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উজ্জয়িনী।

'উজ্জয়িনী স্যাদ্বিশালাবন্তী পুষ্পকরণ্ডিনী।' (হেম)

পুষ্পকর্ণ (ত্রি) পুষ্পং কর্ণে যস্য। যাহার কর্ণে পুষ্প আছে।
(তৈত্তিরীয়-স° ৭।৩।১১।১)

পুষ্পকার (ত্রি) পুষ্পসূত্র-রচয়িতা, গোভিল।

পুষ্পকাল (পুং) পুষ্পস্য কালঃ। ১ স্ত্রীদিগের ঋতুর সময়। পুষ্পপ্রধানঃ কালঃ। ২ কুসুমপ্রধান বসন্তকাল।

পুষ্পকাসীস (ক্লী) পুষ্পমিব কাসীসং। পীতবর্ণ কাসীস। হীরাকস বিশেষ, পীতবর্ণ হীরাকস। পর্য্যায়—কংসক, নেত্রৌষধ, বৎসক, মলীমস, হ্রস্ব, বিষদ, নীলমৃত্তিকা। ইহার গুণ—তিক্ত, শীত, নেত্ররোগনাশক। ইহার লেপনে পামা ও কুষ্ঠাদি নানাবিধ ত্বক্‌দোষ বিনষ্ট হয়। (রাজনি°)। ভাব-

* "অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানাঞ্চ লক্ষণং।
মণ্ডপান্ প্রবরান্ বক্ষ্যে প্রাসাদস্যানুরূপতঃ॥
বিবিধা মণ্ডপাঃ কার্য্যাঃ শ্রেষ্ঠমধ্যকনীয়সঃ।
নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ॥
পুষ্পকঃ পুষ্পভদ্রশ্চ সুবৃতো মৃতনন্দনঃ।
কৌশল্যো বুদ্ধিসংকীর্ণো গজভদ্রো জয়াবহাঃ॥" (বিশ্বকর্ম্মপ্র° ৬ অঃ)

প্রকাশে লিখিত আছে, পীতবর্ণ কাসীসকে পুষ্পকাসীস কহে। ইহার গুণ—অম্ল-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, কেশের হিতকর, বায়ু, কফ, নেত্রকণ্ডূ, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগনাশক। (ভাবপ্র°)

পুষ্পকীট (পুং) পুষ্পপ্রিয়ঃ কীটঃ। ভ্রমর। (ত্রিকা°)। ২ কুসুম-কৃমিমাত্র, পুষ্পস্থিত কীটমাত্র।

পুষ্পকেতন (পুং) পুষ্পং কেতনং ধ্বজো যস্য। কামদেব।

পুষ্পকেতু (ক্লী) পুষ্পনির্ম্মিতঃ কেতুরিব। ১ কুসুমাঞ্জন। (পুং) ২ কামদেব।

পুষ্পগণ (পুং) পুষ্পাণাং গণঃ। পুষ্পবর্গ। অর্কপ্রকাশ-চিকিৎসায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—চারিপ্রকার স্থলপদ্ম, সেবতী, গুলদাবতী, নেপালী, গুলাব, গুলাবাস, দণ্ডিনী, জাতী, যূথী, রাজবল্লী, তিন প্রকার ক্ষুদ্র যূথী, চম্পক, নাগচম্পক, বকুল, কদম্ব, কুন্দ, শিবমল্লী, দুইপ্রকার কুব্জ, দুইপ্রকার কেতকী, কিঙ্কিরাত, কর্ণিকার, দুইপ্রকার অশোক, বাণপুষ্প, চারিপ্রকার কুরুণ্ডক, তিলক, মুচুকুন্দ, চারিপ্রকার বন্ধূক, চারি প্রকার জবা, দুই প্রকার বসুন্ধরী, অগস্তি, দমন, মারু, পপরী, বহুবর্ণিকা, দুইপ্রকার পাটল, ও সূর্য্যমুখী এই সকল লইয়া পুষ্পগণ। (অর্কচিকিৎসাপ্র°)

পুষ্পগণ্ডিকা (স্ত্রী) নর ও নারীর বিরুদ্ধ অভিপ্রায় বা চেষ্টা।

পুষ্পগন্ধা (স্ত্রী) শুক্ল যূথিকা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পগবেধুকা (স্ত্রী) নাগবলা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পগিরি ১ (অপর নাম সুব্রহ্মণ্যশৈল) কোরগ রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমায় পশ্চিম-ঘাটের একটী শাখা। দক্ষিণ কানাড়া ও মহিসুরের হসন-জেলার মধ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৪৪´ পূঃ; সমুদ্র হইতে ৫৬২৬ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই গিরি দুরারোহ, তথাপি এখানকার সুব্রহ্মণ্যদেবের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত অনেক লোক আসিয়া থাকে। পৌষমাসে এখানে মেলা হয়, তাহাতে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

২ মান্দ্রাজের কড়াপা জেলাস্থ কড়াপা সহর হইতে ৮ মাইল উত্তরে ও পেন্নের নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত একটী শৈল। এখানে বৈদ্যনাথস্বামী প্রভৃতির কএকটী প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ও তন্মধ্যে খোদিত শিলালিপি দেখা যায়।

৩ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং-বর্ণিত উড্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় অবস্থিত একটী গিরি ও তদুপরিস্থ একটী সঙ্ঘারাম। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, উপবাসের দিন এই সঙ্ঘারামের একটী প্রস্তরময় স্তূপ হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতি নির্গত হইত এবং অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখা যাইত।

পুষ্পগৃহ (ক্লী) পুষ্পনির্ম্মিতং গৃহং। ফুলের ঘর।

পুষ্পগ্রন্থন (ক্লী) পুষ্পস্য গ্রন্থনং। ফুলগাঁথা, মালাগাঁথা।

পুষ্পঘাতক (পুং) হন্তীতি হন-ণ্বুল্, ঘাতকঃ, পুষ্পাণাং পুষ্পবৃক্ষাণাং ঘাতকঃ নাশকঃ। ধ্বংস। (শব্দমালা)

পুষ্পচাপ (পুং) পুষ্পমেব পুষ্পময়ো বা চাপো যস্য। কামদেব।

"সা সংমোহনবায়ব্য-বারুণাস্ত্রৈর্নিরন্তরৈঃ।
বিব্যেব পুষ্পচাপেন তৎক্ষণং সমলক্ষ্যত॥" (কথাসরিৎসা° ১৪।২৯)

পুষ্পাণাং চাপঃ। ২ ফুলধনুঃ, ফুলের ধনুক। (রঘু ১১।৪৫)

পুষ্পচামর (পুং) পুষ্পং চামর ইব যস্য। ১ দমনবৃক্ষ। (ত্রিকা°) ২ কেতকবৃক্ষ। (শব্দমা°)

পুষ্পজ (ক্লী) পুষ্পাজ্জায়তে জন-ড। ১ পুষ্পরস। (ত্রি) ২ পুষ্পজাতমাত্র। "অপারয়ন্তং কিল পুষ্পজং রজঃ।" (সাহিত্যদ°) গোলাপ জল প্রভৃতি। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ পুষ্পশর্করা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পজাতি (স্ত্রী) মলয়পর্ব্বত হইতে নির্গতা নদীভেদ।

পুষ্পজাসব (পুং) পদ্মাদি দশবিধ পুষ্পজাত আসব। পদ্ম, উৎপল, নলিন, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পুণ্ডরীক, শতপত্র, মধূক, প্রিয়ঙ্গু ও ধাতকী এই দশবিধ পুষ্প দ্বারা এই আসব প্রস্তুত হয়।

"পদ্মোৎপলনলিন-কুমুদ-সৌগন্ধিক-পুণ্ডরীকশতপত্রমধূকপ্রিয়ঙ্গু-ধাতকীপুষ্পদশমাঃ পুষ্পাসবা ভবন্তি।" (চরকসূত্রস্থা° ২৫ অঃ)

পুষ্পদ (পুং) পুষ্পং দদাতীতি দা-ক। ১ বৃক্ষ। (হেম) (ত্রি) ২ পুষ্পদাতৃমাত্র।

পুষ্পদংষ্ট্র (পুং) পুষ্পমিব দংষ্ট্রা যস্য। নাগভেদ। (হরিব° ৩)

পুষ্পদন্ত (পুং) পুষ্পমিব শুক্লো দন্তো যস্য। ১ বায়ুকোণস্থ দিগ্‌গজ। ২ বিদ্যাধরবিশেষ। ৩ বর্ত্তমান অবসর্পিণীর নবম জৈনভেদ। (হেম) ৪ নাগভেদ। (ধরণি) (ভারত ৭।২০০।৭০)

৫ পার্ব্বতীপ্রদত্ত কার্ত্তিকেয়ের অনুচর-বিশেষ।

"উন্মাদং পুষ্পদন্তঞ্চ শঙ্কুকর্ণং তথৈব চ।
প্রদদাবগ্নিপুত্রায় পার্ব্বতী শুভদর্শনা॥" (ভারত ৯।৪৫।৪৯)

৬ বিষ্ণুর অনুচরবিশেষ। (ভাগ° ৮।২১।১৭)

৭ শিবের অনুচরভেদ। মহিম্নস্তবপ্রণেতা গন্ধর্ব্বরাজ বিশেষ। কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে,—পুষ্পদন্ত নামে এক শিবের অনুচর ছিল, এই অনুচর গোপনে শিবপার্ব্বতীর কথোপকথন শ্রবণ করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেন, সেই শাপে পুষ্পদন্ত মর্ত্ত্যলোকে কাত্যায়ন-বররুচি নামে কৌশাম্বী নগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্মের পরেই আকাশবাণী হয়, এই বালক শ্রুতিধর এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে বিদ্যালাভ করিবে। [ইহার বিশেষ বিবরণ বররুচি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত কোন্ সময়ে শিবনির্ম্মাল্য লঙ্ঘন করায় খেচরত্ব-ভ্রষ্ট হন, পরে মহাদেবের স্তব করিতে থাকেন, এই স্তব

মহিম্নস্তব নামে খ্যাত। এই স্তব করায় পুষ্পদন্ত পুনরায় খেচরত্ব প্রাপ্ত হন। মহিম্নস্তব শিবপূজায় পঠিত হইয়া থাকে। পার্ব্বতীর সঙ্গিনী জয়া এই পুষ্পদন্তের পত্নী ছিলেন। ৮ শত্রুঞ্জয়-গিরির নামান্তর। ৯ চন্দ্র-সূর্য্য।

'পুষ্পদন্তৌ পুষ্পবন্তাবেকোক্ত্যা শশিভাস্করৌ।' (হেম)। (ক্লী) ১০ নগরদ্বারভেদ। (হরিব°)

পুষ্পদন্তক (পুং) গন্ধর্ব্ব বিশেষ। ইনি মহিম্নস্তব-প্রণেতা।

পুষ্পদন্ততীর্থ (ক্লী) শম্ভল গ্রামের অন্তর্গত তীর্থভেদ। (শম্ভলমাহাত্ম্য)

পুষ্পদন্তভিদ্ (পুং) শিব।

পুষ্পদামন্ (ক্লী) পুষ্প-নির্ম্মিতং দাম। ১ পুষ্পনির্ম্মিত মাল্য। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। লক্ষণ—

"ভূতা শ্বাশ্বান্তং মতনসররগৈঃ কীর্ত্তিতং পুষ্পদাম"। (বৃত্তরত্নাকরটীকা)

পুষ্পদ্রব (পুং) পুষ্পাণাং দ্রবঃ। পুষ্পরস, পর্য্যায়—পুষ্পসার, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পজ, পুষ্পনির্য্যাসক, পুষ্পাম্বুজ, ইহার গুণ—কষায়, গৌল্যত্ব, দাহ, ভ্রম, আর্ত্তি, বমি, মোহ, মুখাময়, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফদোষ ও অরুচিনাশক। সারক ও সন্তর্পণ। (রাজনি°) গোলাপজল প্রভৃতিকে পুষ্পদ্রব কহে। ২ মধু।

পুষ্পদ্রুম (পুং) পুষ্পবৃক্ষ, ফুলের গাছ।

পুষ্পদ্রুমকুসুমিতমুকুট (পুং) গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

পুষ্পধ (পুং) ব্রাত্যবিপ্রজাত জাতিভেদ। মনুতে এই জাতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জ্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ॥" (মনু ১০।২১)

ব্রাত্য ব্রাহ্মণ সবর্ণা পত্নীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারা 'পুষ্পধ' জাতিমধ্যে পরিগণিত।

পুষ্পধনুস্ (পুং) পুষ্পং ধনুর্যস্য, বিকল্পে ন অনঙ্। ১ কামদেব। ২ পুষ্পের ধনুঃ, ফুলের ধনুক।

পুষ্পধন্বন্ (পুং) পুষ্পং ধনুর্যস্য, (ধনুষশ্চ। পা ৫।৪।১৩২) ইতি অনঙ্ আদেশঃ। ১ কামদেব।

"সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা॥" (কুমারস° ২।৬৪)।

২ ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর, সীসক, লৌহ, অভ্র, ও বঙ্গ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতুরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু, শিমুলমূল ও পানের রসে ভাবনা দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° ধ্বজভঙ্গাধি°)।

পুষ্পধর (পুং) মহাদেব। (ভারত ৩।২৪।২৪।)

পুষ্পধারণ (পুং) পুষ্পং ধারয়তি ধারি-ল্যু। বিষ্ণু। (ভারত শান্তিপ° ৭ অঃ)

পুষ্পধ্বজ (পুং) পুষ্পং ধ্বজো যস্য। পুষ্পকেতন, কামদেব।

পুষ্পনিক্ষ (পুং) পুষ্পং নিক্ষতি চুম্বতীতি পুষ্প-নিক্ষ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১)। ভ্রমর। (শব্দচ°)

পুষ্পনির্য্যাস (পুং) পুষ্পস্য নির্য্যাসঃ। পুষ্পরস, মকরন্দ।

"পুষ্পনির্য্যাসকঃ শীতঃ কষায়ঃ স্থৌল্যকারকঃ।
দাহভ্রমার্ত্তিবমিনুৎ মোহবক্ত্রাময়প্রণুৎ॥" (রাজনি°)

ইহার গুণ—শীতল, কষায়, স্থৌল্যকারক, দাহ, ভ্রম, পীড়া, বমি, মোহ, বক্ত্রপীড়া, তৃষ্ণা, কফ, পিত্ত ও অরুচিনাশক। (রাজনি°)

পুষ্পনেত্র (ক্লী) পুষ্প-নির্ম্মিতং নেত্রং। পুষ্প-নির্ম্মিত বস্তিশলাকাবয়বভেদ। ফুলের বস্তি শলাকারূপ অবয়ব।

"ক্ষারবৃক্ষকষায়ন্ত পুষ্পনেত্রেণ যোজিতম্।" (সুশ্রুত)

পুষ্পন্ধয় (পুং) পুষ্পং ধয়তীতি ধেট-পানে খশ্ (অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্। ১ ভ্রমর। (রাজনি°)

(ত্রি) ২ পুষ্পরসপানকর্ত্তা।

পুষ্পপত্র (ক্লী) পুষ্পস্য পত্রং। পুষ্পদল, ফুলের পাপড়ি।

পুষ্পপত্রিন্ (পুং) পুষ্পং তন্ময়ঃ পত্রী বাণো যস্য। কুসুমশর, কামদেব।

পুষ্পপথ (পুং) পুষ্পস্য স্ত্রীরজসঃ পন্থাঃ সরণিঃ। স্ত্রীদিগের ঋতুরজের নির্গমদ্বার, যোনি। (ত্রিকা°)

পুষ্পপাণ্ডু (পুং) মণ্ডলি-সর্পভেদ। (সুশ্রুত)

পুষ্পপিণ্ড (পুং) অশোক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পপুট (পুং) ১ পুষ্পের আবরণ। ২ তদ্বৎ হস্তস্থাপন।

পুষ্পপুর (ক্লী) পুষ্পবৎ পাটলিপুষ্পযুক্তং তদ্বৎ শোভাজনকং বা পুরং। পাটলিপুত্রনগর।

"অনেন চেদিচ্ছসি গৃহমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্পপুরাঙ্গনানাং॥"
(রঘু ৬।২৪)। [পাটলিপুত্র দেখ।]

২ কাশীর নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন গ্রাম।

পুষ্পপ্রচয় (পুং) পুষ্প-প্র-চি-অচ্। চৌর্য্যদ্বারা কুসুম-হরণ।

পুষ্পপ্রচায় (পুং) পুষ্প-প্র-চি 'হস্তাদানে চেরস্তেয়ে' ইতি-ঘঞ্, হস্তাদান ইত্যনেন প্রত্যাসত্তিরাদেয়স্য গম্যতে। (সি° কৌ°) হস্তদ্বারা কুসুম-চয়ন।

পুষ্পপ্রচায়িকা (স্ত্রী) পর্য্যায়েণ পুষ্পাণাং চয়নং, প্র-চি ণ্বুল্, তদন্তস্য স্ত্রীত্বং, ক্রীড়াত্বাৎ নিত্যস°, আত্মদাত্তত্বা চ। পরিপাটীপূর্ব্বক কুসুম চয়ন।

পুষ্পফল (পুং) পুষ্পযুক্তং ফলং যস্য। ১ কুষ্মাণ্ড। (শব্দমালা)। ২ কপিত্থ, কদবেল। (স্ত্রী) ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ।

পুষ্পফলশাক (পুং) পুষ্পশাক ও ফলশাক মাত্র, অলাবুশাক প্রভৃতি, লাউশাক প্রভৃতি। ইহার গুণ পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক স্বাদু, মূত্র ও পুরীষবর্দ্ধক।

পুষ্পফলা (স্ত্রী) কুষ্মাণ্ডলতা।" (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পফলদ্রুম (পুং) ফলফুলে শোভিত বৃক্ষ।

পুষ্পবলি (পুং) পুষ্পোপহার।

পুষ্পভদ্র, মণ্ডপভেদ, যে মণ্ডপে ৬২টী স্তম্ভ থাকে।
(বিশ্বকর্ম্মপ্র° ৬ অঃ)

পুষ্পভদ্রক (ক্লী) দেবোদ্যানবিশেষ।

"বৈশ্রম্ভকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
মানসে চৈত্ররথ্যে চ স রেমে রাময়া রতঃ॥"(ভাগ° ৩।২৩।৩৯)

পুষ্পভদ্রা (স্ত্রী) ১ একাম্রকাননের নিকট প্রবাহিত নদী ভেদ। ২ মলয়ের পশ্চিমে প্রবাহিত নদী ভেদ। (ব্রৈহ্মবৈ°)

পুষ্পভব (পুং) মকরন্দ, মধু।

পুষ্পভূতি, (পুষ্যভূতি) ১ সম্রাট্ হর্ষদেবের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি শৈব ছিলেম। (শ্রীহর্ষচরিত)

২ কাম্বোজের একজন হিন্দুরাজা। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

পুষ্পভূষিত (ত্রি) পুষ্পেণ ভূষিতঃ। ১ কুসুমালঙ্কৃত, পুষ্পদ্বারা ভূষিত। ২ বণিক্‌নায়ক রূপকপ্রকরণভেদ। (সাহিত্যদ° ৬।৫১১) [প্রকরণ শব্দ দেখ।]

পুষ্পমঞ্জরিকা (স্ত্রী) ইন্দীবরলতা, নীলপদ্মিনী। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পমঞ্জরী (স্ত্রী) ১ ঘৃতকরঞ্জ, ঘোড়া করঞ্জ। ২ পুষ্পের মঞ্জরী।

পুষ্পমণ্ডন (ক্লী) ফুলে গড়া সাজসজ্জাদি অলঙ্কার। রূপগোস্বামি-রচিত বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকায় নানা পুষ্পালঙ্কার ও তাহার রচনা-প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

'কিরীট, বালপাশ্যা, কর্ণপূর, ললাটিকা, গ্রৈবেয়ক, অঙ্গদ, কাঞ্চী, কটকা, মণিবন্ধনী, হংসক, ও কঞ্চুকী ইত্যাদি বিবিধ প্রকার পুষ্পমণ্ডন আছে। মণি এবং সুবর্ণাদি নির্ম্মিত ভূষণের যেরূপ আকার প্রকার হয়, কুসুমেরও তাদৃশ আকার প্রকার হইয়া থাকে।[১]

কিরীট—মাণিক্য, গোমেদ, মুক্তা ও ইন্দ্রমণির ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট রঙ্গণী, হেমযূথী, নবমালী ও সুমালী নামক চারিটী কুসুম শোভা অনুসারে উত্তমরূপে বিন্যস্ত করিয়া এই কিরীট নির্ম্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণকেতকীর কোরকচ্ছদ দ্বারা ইহার সাতটী শিখা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা বিচিত্র ধাতুদ্বারা চিত্রিত হইলে ভগবান্ হরির চিত্তহারী হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পুষ্পপারনামে যে কিরীট আছে, উহা রত্নপার হইতেও সমধিক প্রিয়। এই পুষ্পপার কিরীটের নির্ম্মাণ-কৌশল সখী ললিতা রাধার নিকটে শিক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবর্ণের পাঁচটী কুসুম দ্বারা ইহার পাঁচটী শিখা নির্ম্মাণ করিতে হয় এবং কোরকদ্বারাও ইহার নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, এই পুষ্পপার রাধিকার মুকুটালঙ্কার হইবে।[২]

বালপাশ্যা—যদি কেশবন্ধনডোরী, সুরচিত কোরকাদি দ্বারা গাঢ়রূপে গুম্ফিত হইয়া বলিদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, তবে উহাকে বালপাশ্যা কহে।[৩]

কর্ণপূর—শিল্পিগণ এই কর্ণপূরকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা তাড়ঙ্ক, কুণ্ডল, পুষ্পী, কর্ণিকা ও কর্ণবেষ্টন।[৪] ইহার মধ্যে তাড়ঙ্ক আবার দুই প্রকার। চিত্র বিচিত্র কুসুমদ্বারা এক প্রকার প্রস্তুত হয়; অন্যপ্রকার সুবর্ণকেতকীর দল দ্বারা তৈয়ারি হইয়া থাকে। এই তাড়ঙ্ক তালপত্রাকৃতি অলঙ্কার।[৫]

কুণ্ডল—ইহা ময়ূর, মকর, পদ্ম ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিরূপে বহুপ্রকারে

(১) "কিরীটং বালপাশ্যা চ কর্ণপূরো ললাটিকা।
গ্রৈবেয়কাঙ্গদে কাঞ্চী কটকা মণিবন্ধনী॥
হংসকঃ কঞ্চুকীত্যাদি বিবিধং পুষ্পমণ্ডনং।
মণিস্বর্ণাদিকৢপ্তস্য মণ্ডনস্যাত্র যাদৃশঃ।
আকারশ্চ প্রকারশ্চ কুসুমস্য চ তাদৃশঃ॥

(২) তত্র কিরীটং।
রঙ্গণীহেমযূথীভির্নবমালীসুমালিভিঃ।
ধৃতমাণিক্যগোমেদ-মুক্তেন্দ্রমণিকান্তিভিঃ॥
বিন্যস্তাভির্যথাশোভমাভিঃ সুষ্ঠু বিনির্ম্মিতং।
কৃতসপ্তশিখং হেম-কেতকীকোরকচ্ছদৈঃ॥
বিচিত্রৈর্ধাতুভিশ্চিত্রৈশ্চিত্তহারী হরেরিদং।
কিরীটং পুষ্পপারাখ্যং রত্নপারাদপি প্রিয়ং॥
গান্ধর্ব্বাতঃ কৃতিং যস্য ললিতা সমশিক্ষত।
তত্তু পঞ্চশিখং পুষ্পৈঃ পঞ্চবর্ণৈর্বিনির্ম্মিতং॥
কোরকৈরপি গান্ধর্ব্বাভূষণং মুকুটং ভবেৎ॥

(৩) বালপাশ্যা।
কেশবন্ধনডোরী চ রচিতৈঃ কোরকাদিভিঃ।
আবলিগুম্ফিতা গাঢ়ং বালপাশ্যেতি কীর্ত্তিতা॥

(৪) কর্ণপূরঃ।
তাড়ঙ্ককুণ্ডলং পুষ্পী কর্ণিকা কর্ণবেষ্টনং।
ইতি পঞ্চবিধং প্রোক্তং কর্ণপূরোঽত্র শিল্পিভিঃ॥

(৫) তাড়ঙ্কঃ।
তালপত্রাকৃতির্ভূষা তাড়ঙ্কঃ স দ্বিধোদিতঃ।
চিত্রপুষ্পকৃতঃ স্বর্ণ-কেতকীদলজস্তথা॥

অভিহিত। এই কুণ্ডল, স্বীয় স্বীয় অনুরূপ কুসুম দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।[৬]

পুষ্পিকা—ক্রমান্বয়ে চারিবর্ণের চারিটী পুষ্প মণ্ডলাকারে সন্নিবেশিত করিয়া উহার মধ্যে মধ্যে এক একটী গুঞ্জা গাঁথিতে হইবে। পরে স্তবকাকৃতি হইলে, তাহাই পুষ্পিকা।[৭]

কর্ণিকা—ইহার আকৃতি পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়। ইহার মধ্যে মধ্যে ভৃঙ্গিকা ও দাড়িমীপুষ্প গাঁথিয়া পীতবর্ণ ফুল দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।[৮]

ললাটিকা—ইহা দ্বিবিধ বর্ণের পুষ্পদ্বারা রচনা করিতে হইবে। ইহার দুইটী পার্শ্ব এবং মধ্যদেশ শোণবর্ণ হইবে। এই পুষ্পপাটীর নাম ললাটিকা। ইহা অলকাশ্রেণীর মূলভাগে রাখিতে হয়।[৯]

গ্রৈবেয়ক—ইহা বর্ত্তুলাকার চঞ্চলাগ্রবিশিষ্ট, কোষ্ঠিকাকুসুমসমূহ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়, কিন্তু ইহার উর্দ্ধ এবং মধ্যদেশ উক্ত কুসুম ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের কুসুম দ্বারা তৈয়ারি করিতে হইবে। ইহার নাম গ্রৈবেয়ক।[১০]

অঙ্গদ—ইহা মণ্ডলাকৃতি এবং লতাতন্তু-প্রোত মনোহর পুষ্প দ্বারা ইহা রচিত হইয়া থাকে। ইহার মুখভাগ উপর্য্যুপরি গ্রথিত ত্রিবিধবর্ণের তিনটী কুসুম দ্বারা রচিত হয়। ইহার নাম অঙ্গদ।[১১]

কাঞ্চী—ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝল্লরী এবং বিচিত্র গুম্ফন থাকিবে এবং ইহা পঞ্চবিধ বর্ণের কুসুমদ্বারা রচিত হয়। ইহার নাম কাঞ্চী।[১২]

কটকা—ইহা অনেক প্রকার হইয়া থাকে। বিকশিত নানাজাতীয় অনেকগুলি কুসুমের বোঁটা কাটিয়া পরে এক একটী পুষ্প তির্য্যগ্‌ভাবে লতাতন্তুতে গাঁথিয়া এই কটকা তৈয়ারি করিতে হয়, ইহা নানা প্রকার।[১৩]

মণিবন্ধনী—চতুর্বিধ বর্ণের কুসুম দ্বারা ইহার ক্রোড়দেশ তৈয়ারি করিতে হয় এবং তিনটী ধারা গুচ্ছ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হইবে। এই পুষ্পজাত করডোরী মণিবন্ধনী বলিয়া অভিহিত।[১৪]

হংসক—ইহা পৃথুল অর্থাৎ চওড়া এবং চতুরস্র। ইহাতে পুষ্পের শৃঙ্গাট (চতুষ্পথ) লম্বিত থাকিবে। ইহার কুসুমনির্ম্মিত পাশী গুম্ফন হওয়ায় সাতিশয় উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইয়া থাকে। ইহাকে হংসক কহে।[১৫]

কঞ্চুকী—ছয়বর্ণের ছয়টী পুষ্প বিন্যাস করিলে তাহার সৌন্দর্য্যে অতিশয় চিত্রিত ও কস্তূরী দ্বারা সুবাসিত হইয়া যাহার গুচ্ছ কণ্ঠদেশে বিলম্বিত হইবে, তাহার নাম কঞ্চুকী।[১৬]

ছত্র—ছত্র তৈয়ারি করিতে হইলে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শলাকাসমূহ দ্বারা গ্রথিত কতকগুলি শুক্লবর্ণের কুসুমদ্বারা অন্য অবয়ব সকল তৈয়ারি করিয়া স্বর্ণযূথীবিন্যাসে ইহার দণ্ডদেশ আচ্ছাদন করিতে হইবে। ইহা ছত্র বলিয়া কথিত।[১৭]

---

(৬) কুণ্ডলং।

ময়ূরমকরাম্ভোজ-শশাঙ্কার্দ্ধাদিসন্নিভং।
স্বানুরূপৈঃ কৃতং পুষ্পৈঃ কুণ্ডলং বহুধোদিতং॥

(৭) পুষ্পী।

চতুর্ব্বর্ণৈঃ ক্রমাৎ পুষ্পৈশ্চক্রবালতয়া কৃতঃ।
মধ্যপর্য্যাপ্তগুঞ্জোঽয়ং স্তবকঃ পুষ্পিকোচ্যতে॥

(৮) কর্ণিকা।

রাজীবকর্ণিকাকারা পীতপুষ্পৈর্ব্বিনির্ম্মিতা।
ভৃঙ্গিকাদাড়িমীপুষ্প-প্রোতমধ্যাত্র কর্ণিকা॥

(৯) ললাটিকা।

দ্বিবর্ণপুষ্পরচিতা দ্বিপার্শ্বা শোণমধ্যমা।
অলকাবলিমূলস্থা পুষ্পপাটী ললাটিকা॥

(১০) গ্রৈবেয়কং।

বর্ত্তুলাশ্চতুরস্রা বা কৌসুম্ভ্যো যত্র কোষ্ঠিকাঃ।
তদন্যবর্ণপুষ্পোর্দ্ধমধ্যা গ্রৈবেয়কং ভবেৎ॥

(১১) অঙ্গদং।

কণ্ঠপুষ্পৈর্লতাতন্তু-প্রোতৈর্মণ্ডলতাং গতৈঃ।
ত্রিবর্ণৈঃ পর্য্যুপর্য্যুপ্তত্রিপুষ্পাননমঙ্গদং॥

(১২) কাঞ্চী।

ক্ষুদ্রঝল্লরীসংবীতা চিত্রগুম্ফকরম্বিতা।
পঞ্চবর্ণৈর্বিরচিতা কুসুমৈঃ কাঞ্চিরুচ্যতে॥

(১৩) কটকা।

কৃত্তবৃন্তৈর্লতাতন্তৌ প্রোতৈরেকৈকসস্তি বঃ।
কল্পিতা বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ কটকা বহুধোদিতাঃ॥

(১৪) মণিবন্ধনী।

চতুর্ব্বর্ণপ্রসূনাঙ্কা গুচ্ছলম্বিত্রিধারিকা।
করডোরী কুসুমজা কীর্ত্তিতা মণিবন্ধনী॥

(১৫) হংসকঃ।

পৃথুলা চতুরস্রাঙ্গী পুষ্পশৃঙ্গাটলম্বিকা।
পাশী সৌমনসীগুম্ফে স্ফুরন্তী হংসকোচ্যতে॥

(১৬) কঞ্চুকী।

ষড়্‌বর্ণপুষ্পবিন্যাস-সৌষ্ঠবেনাতিচিত্রিতা।
কস্তূরীবাসিতা কণ্ঠ-লম্বিগুচ্ছাত্র কঞ্চুকী॥

(১৭) অথ ছত্রং।

শুক্লৈঃ সূক্ষ্মশলাকালিপর্য্যাপ্তৈঃ কুসুমৈঃ কৃতং।
স্বর্ণযূথীচিতিচ্ছন্ন-দণ্ডং ছত্রমুদীর্য্যতে॥

শয়ন—ইহার পর্য্যন্ত ভাগ চম্পক ও অশোক দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। ইহার বালিশ কুসুমদ্বারা গুম্ফিত এবং নবমালী পুষ্প তুলারূপে ইহাতে বিস্তীর্ণ করিতে হইবে। ইহাকে শয়ন অর্থাৎ শয্যা কহে।১৮

উল্লোচ—ইন্দ্রচাপ-সদৃশ, বিচিত্র পুষ্প বিন্যাসদ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে, খণ্ড খণ্ড কেতকীপত্র ও মল্লীপুষ্প ইহার চারিদিকে লম্বিত করিতে হয়। ইহাতে মুক্তা ঝুরীর ন্যায় সিন্ধুবার পুষ্প সকল লাগাইতে হয় এবং ইহার মধ্যস্থলে একটী প্রস্ফুটিত পদ্ম ঝুলাইতে হইবে। ইহাকেই উল্লোচ বা চন্দ্রাতপ কহে।১৯

বেশ্ম—অর্থাৎ গৃহ, ইহা নির্ম্মাণ করিতে হইলে শরকাণ্ড দ্বারা ইহার স্তম্ভ করিয়া পুষ্প পত্রাদি দ্বারা উহা ঢাকিতে হইবে এবং ইহা বিবিধ পুষ্প দ্বারা চারিখণ্ড করিতে হয়। ইহাকে বেশ্ম কহে।২০

পুষ্পময় (ত্রি) পুষ্প স্বরূপার্থে ময়ট্। পুষ্পস্বরূপ, ফুলময়।

পুষ্পমালা (স্ত্রী) পুষ্পাণাং মালা। ফুলের মালা।

পুষ্পমাস (পুং) পুষ্পাণাং মাসঃ, পুষ্পপ্রধানো মাসো বা। বসন্ত। এই সময় নানাবিধ পুষ্প হয়, এই জন্য বসন্তকালকে পুষ্পমাস কহে।

"মাসান্ বৈ পুষ্পমাসাদীন্ গণয়ন্ত মম স্ত্রিয়ঃ।" (হরিব° ৫৬।৪)

পুষ্পমিত্র, (পুষ্যমিত্র) একজন পরাক্রান্ত হিন্দুরাজা। ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে মগধে রাজত্ব করিতেন। পুরাণ-মতে—ইনি শুঙ্গবংশীয় প্রথম রাজা, মৌর্য্যবংশের পর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। অনেকের মতে—মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহার সময় বিদ্যমান ছিলেন। ইনি যাগযজ্ঞপ্রিয় ইন্দু নরপতি। জিনসেনের হরিবংশ মতে—এই পুষ্পমিত্রবংশ ৩০ বর্ষকাল রাজত্ব করেন—

"ত্রিংশত্তু পুষ্পমিত্রাণাং ষষ্টির্বস্বগ্নিমিত্রয়োঃ।" (৬০।৮৫)

[পতঞ্জলি দেখ।]

দিব্যাবদানের অন্তর্গত অশোকাবদানে লিখিত আছে,—

মৌর্য্যাধিপ অশোক স্বর্গপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহার অমাত্যগণ সম্পদি (সম্প্রতি)-কে রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করেন। সম্পদির পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র বৃষসেন, বৃষসেনের পুত্র পুষ্যধর্ম্মা, পুষ্যধর্ম্মার পুত্র পুষ্যমিত্র। পুষ্যমিত্র রাজা হইয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, 'কি উপায়ে আমার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে?' তাঁহারা উত্তর করিলেন, 'রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আপনিও তাহাই করুন।' পুষ্যমিত্র কহিলেন, আর কি উপায় আছে? তাঁহার ব্রাহ্মণ পুরোহিত বলিলেন, ইহার বিপরীত কার্য্য দ্বারাও আপনার নাম চিরস্থায়ী হইতে পারে। ব্রাহ্মণের পরামর্শে পুষ্যমিত্র সমস্ত ভগবচ্ছাসন, স্তূপ ও ভিক্ষু-পরিগৃহীত সঙ্ঘারাম ধ্বংস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি ভিক্ষুদিগকে বিনাশ করিতে করিতে শাকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রচার করিলেন, যে শ্রমণের শিরঃ আনিয়া দিবে, তাহাকে দুইশত দীনার দিব। এইরূপে তিনি বুদ্ধ ও অর্হৎপ্রভৃতিকেও বিনাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অত্যাচারে সকলেই উদ্বেজিত হইল। অবশেষে দংষ্ট্রানিবাসী এক যক্ষ পুষ্যমিত্রকে ছলপূর্ব্বক এক পর্ব্বতে আনিয়া নিহত করিল। পুষ্যমিত্রের সহিত মৌর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইল।

"যদা পুষ্যমিত্রো রাজা প্রঘাতিতস্তদা মৌর্য্যবংশঃ সমুচ্ছিন্নঃ।"

(দিব্যাবদানে ২৯ অব°)

২ একটী রাজবংশ। গুপ্ত সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত এই বংশকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

পুষ্পমৃত্যু (পুং) দেবনলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পরক্ত (পুং) পুষ্পে পুষ্পাবচ্ছেদে রক্তং রক্তবর্ণং যস্য, বা পুষ্পং রক্তং যস্য। সূর্য্যমণিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পুষ্পরজস্ (ক্লী) পুষ্পাণাং রজঃ। পুষ্পরেণু।

পুষ্পরথ, পুষ্প-নির্ম্মিতো রথঃ। পুষ্পদ্বারা নির্ম্মিত রথ। (হেমচ°)

পুষ্পরস (পুং) পুষ্পাণাং রসঃ। পুষ্পের মধু।

"ফলানি ষট্ পুষ্পরসস্য চাপি
বিনিক্ষিপেৎ তত্র বিমিশ্রয়েচ্ছ।" (ভাবপ্রকাশ)

পুষ্পরসাহ্বয় (ক্লী) পুষ্পরস ইত্যাহ্বয় আখ্যা যস্য। মধু।

পুষ্পরাগ (পুং) পুষ্পস্যেব রাগো বর্ণো যস্য। মণিবিশেষ। চলিত পুখরাজ বা পোখরাজ। পর্য্যায়—মঞ্জুমণি, বাচস্পতিবল্লভ, পীত, পীতস্ফটিক, পীতরক্ত, পীতাশ্ম, গুরুরত্ন, পীতমণি, পুষ্পরাজ। গরুড়পুরাণে এই মণির বর্ণ, গুণ, পরীক্ষা ও মূল্যাদির বিবরণ লিখিত আছে।*

(১৮) শয়নং।
চম্পকাশোকপর্য্যন্তা মল্লীগুম্ফিতগেন্দুকা।
নবমালীকৃতা তূলী বিস্তীর্ণা শয়নং ভবেৎ॥

(১৯) উল্লোচঃ।
শুচিচাপসদৃক্‌চিত্রপুষ্পবিন্যাসনির্ম্মিতঃ।
খণ্ডিতৈঃ কেতকীপত্রৈঃ পর্ণবান্ মল্লিলম্বিভিঃ॥
স্ফুরন্ মুক্তাঝুরীভূতসিন্ধুবারকলাপবান্।
মধ্যলম্বিনবাম্ভোজশ্চন্দ্রাতপ ইতীর্য্যতে॥

(২০) বেশ্ম।
শরকাণ্ডৈঃ কৃতস্তম্ভা পুষ্পচিত্রাদিসংবৃতা।
পুষ্পৈঃ কৃতা চতুঃখণ্ডী বিবিধৈর্বেশ্ম ভণ্যতে॥" (বৃহস্পাণো°)

* "স্বচ্ছায়পীতগুরুগাত্রসুরঙ্গশুদ্ধং
স্নিগ্ধঞ্চ নির্ম্মলমতীব সুবৃত্তশীতং।
যঃ পুষ্পরাগমকলং কলয়েদমুষ্য
পুষ্ণাতি কীর্ত্তিমতিশৌর্য্যসুখায়ুরর্থান্॥"

National Library, Calcutta. Acc. no. Sa. C. 12. dt 2-4-74.

পদ্মরাগমণির লক্ষণ।—সুন্দর ছায়া ও পীতবর্ণবিশিষ্ট, ওজনে ভারি, উত্তম কান্তিযুক্ত এবং সকল অবয়বে সমানবর্ণ, পরিষ্কার, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুগোল ও সুশীতল এই প্রকার পদ্মরাগমণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে কান্তি, শৌর্য্য ও বীর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুখ, আয়ুঃ ও ধনলাভ হয়।

ইহার কুলক্ষণ।—কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুচিহ্নযুক্ত, অর্থাৎ সকল গায় কালির ছিটার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নযুক্ত, রূক্ষ, ধবল, মলিন, হাল্কা, বিকৃতবর্ণ, দ্বিবর্ণ বা বিচ্ছায় অর্থাৎ ছায়াহীন, শর্করাকার, অর্থাৎ গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁকরের ন্যায়, এইরূপ পুষ্পরাগ নিন্দনীয়। মানসোল্লাসে লিখিত আছে,—ঈষৎ পীতবর্ণ অথচ হীরকের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট পদ্মরাগ শ্রেষ্ঠ।

অন্যবিধ—শণপুষ্পের ন্যায় কান্তি, অতিস্বচ্ছ ও সুচিক্কণ হইলেই প্রশস্ত। এই মণি ধারণ করিলে ধন, পুত্র ও পুণ্য লাভ হয়।

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে—দৈত্যের ত্বক্-ধাতু হইতে উৎপন্ন পদ্মরাগ দুইপ্রকার, পদ্মরাগ মণির আকরে এক প্রকার এবং ইন্দ্রনীল মণির আকরে অন্যবিধ দেখিতে পাওয়া যায়।

রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রঙ্গসোমের মতে যে পদ্মরাগ ঈষৎ পীতবর্ণ ও নির্ম্মল ছায়াযুক্ত এবং মনোহর কান্তি-সম্পন্ন তাহাই উৎকৃষ্ট।

ব্রাহ্মণাদি করিয়া পুষ্পরাগমণিও চারিজাতিতে বিভক্ত। সুতরাং উহাদের ছায়াও চারিপ্রকার। শুভ্র, তরলপীত, অল্প কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ এই চতুর্বিধ ছায়া দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি নির্ণয় করিতে হইবে।

গরুড়পুরাণে এই মণির উৎপত্তি প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অসুরদিগের চর্ম্ম সকল হিমালয়ে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই মহাগুণ পুষ্পরাগ মণির উৎপত্তি হইয়াছে। ঈষৎ পীত বা পাণ্ডুবর্ণ কান্তিবিশিষ্ট, নির্ম্মল প্রস্তর-বিশেষই পুষ্পরাগ নামে অভিহিত হয়, এই প্রস্তর যদি রক্তবর্ণ মিশ্রিত অল্প পীতরঙের হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুরুন্টক এবং এই প্রস্তরই যদি স্বচ্ছ ও অল্প রক্তযুক্ত পূর্ণ পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাষায় কহে। ইহা পদ্মরাগই যদি অল্প নীলমিশ্রিত শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ ও গুণসম্পন্ন হয়, তবে উহার নাম সোমালক হইবে। এবং এই একই প্রস্তর অত্যন্ত রক্তবর্ণ হওয়ায় পদ্মরাগ এবং নীলবর্ণ হওয়ায় ইন্দ্রনীল নামে অভিহিত হয়।

(গরুড়পু°৭৫ অঃ)

ইহার পরীক্ষা—কর্কস্থানোদ্ভব পুষ্পরাগ পীতবর্ণ হইয়া থাকে, সিংহলজ পুষ্পরাগ কিঞ্চিৎ তাম্রবর্ণ এবং ইহাতে বিন্দু, ব্রণ ও ত্রাস দোষ হইয়া থাকে। অগ্নিসংযোগে ইহার দীপ্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বভাবতঃই ইহা ওজনে ভারি।

"কর্কোদ্ভবং ভবেৎ পীতং কিঞ্চিত্তাম্রঞ্চ সিংহলে।
বিন্দুব্রণত্রাসযুতং দহনৈর্দীপ্তিমদ্‌গুরু ॥" (মণিপরীক্ষা)

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে—পুষ্পরাগমণি শণবস্ত্রাদির দ্বারা ঘষিলে ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়। রত্নপরীক্ষকগণ এই মণির জাতি বিজাতি অর্থাৎ কৃত্রিম বা অকৃত্রিম তদ্বিষয়ের পরীক্ষার বিষয় কিছুই উপদেশ দেন নাই।

"ঘৃষ্টো বিকাশয়েৎ পুষ্পরাগমধিকমাত্মীয়ং।
ন খলু পুষ্পরাগো জাত্যতয়া পরীক্ষকৈরুক্তঃ ॥" (রাজনি°)

ইহার গুণ—অম্ল, শীত, বাতনাশক ও দীপন। এই মণি ধারণ করিলে আয়ু, শ্রী ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (রাজনি°)

শুক্রাচার্য্য এই পদ্মরাগ মণিকে মধ্যশ্রেণীর রত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন পণ্ডিতের মতে এই রত্ন মহারত্ন, আবার কেহ বা এই রত্নকে মহারত্ন মধ্যে গণনা না করিয়া একাদশ রত্ন মধ্যে গণ্য করিয়া ইহার হেয়তা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

গরুড়পুরাণ ও শুক্রনীতি প্রভৃতিতে ইহার মূল্যাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

বৈদূর্য্য মণির ন্যায় পুষ্পরাগ মণির মূল্য কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা ধারণ করিলে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ফল হইয়া থাকে। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে ইহা ধারণ করিলে তাহাদের পুত্রলাভ হয়।

"মূল্যং বৈদূর্য্যমণেরিব গদিতং হৃস্ত রত্নশাস্ত্রবিদ্ভিঃ।
ধারণফলঞ্চ তদ্বৎ কিন্তু স্ত্রীণাং সুতপ্রদো ভবতি ॥" (গরুড়পু°)

পুষ্পরাগস্য কুলক্ষণং

"কৃষ্ণবিন্দ্বঙ্কিতং রূক্ষং ধবলং মলিনং লঘু।
বিচ্ছায়ং শর্করাকারঃ পুষ্পরাগং সদোষকং ॥" (গরুড়পু° ৭৫ অঃ)

"শণপুষ্পসমঃ কান্ত্যা স্বচ্ছভাবস্তু চিক্কণঃ।
পুত্রদো ধনদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণির্ধৃতঃ ॥
দৈত্যধাতুসমুদ্ভূতঃ পুষ্পরাগমণির্দ্বিধা।
পদ্মরাগাকরে কশ্চিৎ কশ্চিৎ তার্ক্ষ্যোপলাকরে ॥
ঈষৎপীতচ্ছবিচ্ছায়াস্বচ্ছং কান্ত্যা মনোহরং।
পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তং রঙ্গসোমমহীভুজা ॥
ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তদ্বিজ্ঞেয়ং চতুর্বিধং।
ছায়া চতুর্ব্বিধা তস্য সিতা পীতা সিতাসিতা ॥"

(যুক্তিকল্পতরু°)

"ঈষৎপীতঞ্চ বজ্রাভং পুষ্পরাগং প্রচক্ষতে।" (মানসোল্লাস)

পদ্মরাগস্য উৎপত্তি-বিবরণং—

"পতিতা যা হিমাদ্রৌ হি ত্বচস্তস্য সুরদ্বিষঃ।
প্রাদুর্ভবন্তি তাভ্যস্তু পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ ॥
আপীতপাণ্ডুরুচিরঃ পাষাণঃ পুষ্পরাগসংজ্ঞস্তু।
কৌরুণ্টকনামা স্যাৎ স এব যদি লোহিতাপীতঃ ॥"

(গরুড়পু° ৭৫ অঃ)

শুক্রনীতির মতে—একরতি পুষ্পরাগ ও একরতি নীলা ইহাদের স্বর্ণার্দ্ধই যথার্থ মূল্য।

"রতিমাত্রঃ পুষ্পরাগো নীলঃ স্বর্ণার্দ্ধমর্হতঃ।" (শুক্রনীতি)

মানসোল্লাসের মতে—রত্নের মূল্যের অবধারণ হইতে পারে না। তাঁহার মত এই যে, যে সকল স্থলে মূল্য নির্দ্ধারণ আছে, তাহা সাধারণ ব্যবস্থা মাত্র। বর্ণের উৎকর্ষ, কান্তির আধিক্য ও মনোহারিত্ব অধিক হইলে সকল রত্নেরই মূল্য অধিক হইয়া থাকে।

বৃহৎসংহিতার মতে—পুষ্পরাগমণি দধীচি মুনির অস্থি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই রত্ন বজ্র অর্থাৎ হীরক-জাতীয়। ক্ষত্রিয়-গণ এই রত্ন ধারণ করিলে তাহাদের বিশেষ শুভ হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৮০ অঃ) [পদ্মরাগ দেখ।]

পুষ্পরাজ (পুং) পুষ্পমিব রাজতে রাজ-টচ্। পুষ্পরাগ।(রাজনি°)

পুষ্পরাজপ্রসারিণী তৈল, (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ⁄৪ সের, ক্বাথার্থ গন্ধভেদাল ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্য বা মহিষ-দুগ্ধ ১৬ সের, পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস ⁄৪ সের। কল্কার্থ শুলফা, পিপুল, এলাচ, কুড়, কণ্টিকারী, শুঁঠ, যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপর্ণী, পুনর্নবা, মঞ্জিষ্ঠা, তেজপত্র, রাস্না, বচ, কুড়, যমানি, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিসিন্ধা, বেড়েলা, চিতামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শতমূলী প্রত্যেক ২ তোলা। যথানিয়মে এই তৈল প্রস্তুত করিতে হইবে। এই তৈল-মর্দ্দনে ভগ্ন, খঞ্জ, পঙ্গু, শিরোরোগ, হনুগ্রহ এবং সকল প্রকার বাতজ ব্যাধি আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধিরোগাধি°)

পুষ্পরেণু (পুং) পুষ্পাণাং রেণুঃ ৬তৎ। পরাগ, কুসুমরজঃ। (শব্দর°)

"পুষ্পরেণূৎকিরৈর্বাতৈরাধূতবনরাজিভিঃ।" (রঘু ১।৩৮)

পুষ্পরোচন (পুং) পুষ্পৈ রোচনেবাস্য, পুষ্পেষু রোচনঃ রুচিপ্রদো বা। নাগকেশর। (ত্রিকাণ্ড)

পুষ্পলাব (পুং) পুষ্পং লুনাতি অবচিনোতি মালাদ্যর্থমিতি, পুষ্প-লূ-অণ্। মালাকার। (জটাধর) (স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মালাকার-পত্নী।

"গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং।
ছায়াদানক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাং॥" (মেঘদূত পূঃ ২৮)

পুষ্পলাবিন্ (ত্রি) পুষ্প-লূ-ণিনি। মালাকার।

পুষ্পলিক্ষ (পুং) পুষ্পং লিক্ষতি চুম্বতি লিক্ষ-অণ্। ভ্রমর।

পুষ্পলিপি (স্ত্রী) পুষ্পময়ী লিপিঃ। লিপিভেদ। (ললিতবি°)

পুষ্পলিহ্ (পুং) পুষ্পং লেঢ়ীতি। লিহ-ক্বিপ্। ভ্রমর।

পুষ্পবটুক (পুং) নায়কভেদ।

পুষ্পবৎ (পুং) পুষ্পমস্ত্যস্যা ইতি পুষ্প-মতুপ্, মস্য ব। পুষ্পবিশিষ্ট, পুষ্পযুক্ত। (পুং) ২ রবি ও শশী। 'রবি ও শশী' এই অর্থে প্রথমার দ্বিবচনান্ত অর্থাৎ 'পুষ্পবন্তৌ' এইরূপ হইয়া থাকে। পৃষোদরাদিত্বহেতুক এই শব্দ অদন্তও অর্থাৎ 'পুষ্পবন্ত' এইরূপও হইয়া থাকে। গদাধরের শক্তিবাদে এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। (অমর ১।৪।১০) স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পুষ্পবতী—তীর্থবিশেষ।

এই তীর্থে স্নান করিয়া এই স্থলে তিনদিন উপবাস করিলে সহস্র গোদানতুল্য ফল এবং স্বীয় কুল পবিত্র হইয়া থাকে।

"পুষ্পবত্যামুপস্পৃশ্য ত্রিরাত্রোপষিতো নরঃ।
গোসহস্রফলং লব্ধ্বা পুণাতি স্বকুলং নৃপ!॥" (ভারত ৩।৮৫।১২)

২ রজস্বলা, ঋতুমতী স্ত্রী।

পুষ্পবন (ক্লী) পুষ্পাণাং বনং। ফুলের বন, ফুল-বাগান।

পুষ্পবর্গ (পুং) পুষ্পাণাং বর্গঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত বিশেষ বিশেষ ফুল, পুষ্পসমূহ। যথা—

কোবিদার (রক্তকাঞ্চন), শণ ও শাল্মলী পুষ্প, পাকে মধুর এবং রক্তপিত্তনাশক। বৃষ (বাসক) ও অগস্ত্য (বক) পুষ্প, তিক্ত, পরিপাকে কটু এবং ক্ষয়কাস-নাশক। মধুশিগ্রু (রক্ত-শোভাঞ্জন) ও করীর পরিপাকে কটু, বাতনাশক এবং মল ও মূত্রের সঞ্চয়কর। অগস্ত্যপুষ্প অতি শীতল, বা অত্যুষ্ণ নহে এবং রাত্র্যন্ধ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী। রক্তবৃক্ষ, নিম্ব, মুষ্কক, অর্ক ও আসন এই সকল বৃক্ষের পুষ্প কফ ও পিত্তহারী এবং কুটজ কুষ্ঠরোগনাশক। পদ্মপুষ্প ঈষৎ তিক্ত, মধুর, শীতল এবং পিত্ত ও কফনাশক। কুমুদ পুষ্প মধুর, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, আনন্দকর এবং শীতল। কুবলয় ও উৎপল কুমুদ অপেক্ষা কিঞ্চিদ্‌ভিন্ন গুণবিশিষ্ট। সিন্ধুবার পুষ্প হিতকর ও পিত্তনাশক। মালতী ও মল্লিকাপুষ্প তিক্ত ও পিত্তনাশক। বকুলপুষ্প সুগন্ধি, বিশদ ও হৃদ্য। পাটলপুষ্পও পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত। নাগকেশর ও কুঙ্কুমপুষ্প শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বিষনাশক। চম্পকপুষ্প রক্তপিত্ত-নাশক, শীতল, অথচ উষ্ণ এবং কফনাশক। কিংশুক ও পীতঝিণ্টীপুষ্প কফ ও পিত্তনাশক। যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ উক্ত হইয়াছে, তদ্‌বৃক্ষজাত পুষ্পেরও সেই সকল গুণ হইবে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৫ অঃ)

পুষ্পবর্ষ (পুং) বর্ষপর্ব্বতবিশেষ। সাতটী বর্ষপর্ব্বতের মধ্যে একটী।

"তেষু বর্ষাদ্রয়ো নদ্যশ্চ সপ্তৈবাভিজ্ঞাতাঃ, স্বরসঃ শতশৃঙ্গো বামদেবঃ কুন্দঃ কুমুদঃ পুষ্পবর্ষঃ সহস্রশ্রুতিরিতি।" (ভাগ° ৫।২০।১০)

পুষ্পবাটী (স্ত্রী) পুষ্পাণাং বাটী। পুষ্পোদ্যান। ফুল বাগান, পুষ্পবাটিকা।

'বাটী পুষ্পাদ্ বৃক্ষাচ্চাসৌ ক্ষুদ্রারামঃ প্রসেবিকা।' (হেম)

পুষ্পবাণ (পুং) পুষ্পং বাণো যস্য। ১ কামদেব। ২ কুশদ্বীপস্থ

রাজভেদ। (ভারত বনপ° ১২ অঃ)। ৩ দৈত্যভেদ। (ভারত শান্তিপ° ২২৭ অঃ)। ৪ কালিদাস-প্রণীত পুষ্পবাণ-বিলাস নামক গ্রন্থবর্ণিত নায়কভেদ।

পুষ্পবাহন (পুং) পুষ্পং পুষ্করং বাহনমিব যস্য। পুষ্করাজ।

"রাজা যথোক্তঞ্চ পুনরকরোৎ পুষ্পবাহনঃ।
বিভূতিদ্বাদশীং কৃত্বা স গতঃ পরমাং গতিং॥" (অগ্নিপু°)

পুষ্পবাহিনী (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিব° ২৬৬ অঃ)

পুষ্পবৃক্ষ (পুং) পুষ্পাণাং বৃক্ষঃ। পুষ্পের গাছ, ফুলগাছ।

পুষ্পবৃষ্টি (স্ত্রী) পুষ্পাণাং বৃষ্টিঃ। পুষ্পবর্ষণ, ফুলের বৃষ্টি।

"পুষ্পবৃষ্টিমুচো দিবি" (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী) (রঘু° ১২।৯৪)

পুষ্পবেণী (স্ত্রী) ফুলের খোঁপা।

পুষ্পশকটী (স্ত্রী) আকাশবাণী।

"চিত্রোক্তিঃ পুষ্পশকটী দৈবপ্রশ্ন উপশ্রুতিঃ।" (ত্রিকা°)

পুষ্পশকলিন্ (পুং) নির্ব্বিষ জাতীয় সর্পবিশেষ। গলগোলী, শূকপত্র ও পুষ্পশকলী প্রভৃতি সর্প নির্ব্বিষ জাতীয়।

(সুশ্রুত কল্প ৪ অঃ)

পুষ্পশর্করা (স্ত্রী) পুষ্পোদ্ভূতা শর্করা। ফুলের চিনি। ইহার গুণ স্বাদু, হৃদ্য, শীতল, গুরু, পিত্ত ও কফনাশক। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পশয্যা (স্ত্রী) পুষ্পনির্ম্মিতা শয্যা। পুষ্পদ্বারা প্রস্তুত শয্যা, ফুলের বিছানা।

পুষ্পশর (পুং) পুষ্পাণি শরা যস্য। কামদেব।

পুষ্পশরাসন (পুং) পুষ্পং শরাসনং ধনুর্যস্য। কন্দর্প, কামদেব।

পুষ্পশূন্য (পুং) পুষ্পেণ শূন্যঃ। ১ উডুম্বর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ কুসুমরহিত।

পুষ্পশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (দশভূমীশ্বর)

পুষ্পসময় (পুং) পুষ্পস্য সময়ঃ। বসন্ত কাল।

পুষ্পসাধারণ (পুং) বসন্ত কাল। (হেম°)

পুষ্পসায়ক (পুং) পুষ্পাণি সায়কা যস্য। কন্দর্প, কামদেব।

পুষ্পসার (পুং) পুষ্পস্য সারঃ। পুষ্পদ্রব। ফুলের রস, গোলাপজল প্রভৃতি, বা মধু। (রাজনি°) (ত্রি) ২ পুষ্পশ্রেষ্ঠ।

"পুষ্পসারাং নন্দিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপ্রকৃতিখ°) ৩ তুলসী।

পুষ্পসূত্র (ক্লী) সামবেদীয় সূত্রভেদ। গোভিলের রচিত বলিয়া খ্যাত। দাক্ষিণাত্যে এই গ্রন্থ ফুল্লসূত্র ও বররুচিপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত। অজাতশত্রু ও দামোদর ইহার টীকা লিখিয়াছেন।

পুষ্পসেন, ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয় নামক কাব্যরচয়িতা।

পুষ্পসৌরভা (স্ত্রী) পুষ্পে সৌরভং যস্যাঃ তীব্রগন্ধবত্ত্বাদেব তথাত্বং। কলিকারি বৃক্ষ, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া।

পুষ্পস্নান (ক্লী) [পুষ্যস্নান দেখ।]

পুষ্পস্বেদ (পুং) পুষ্পাণাং স্বেদঃ। পুষ্পদ্রব। (রাজনি°)

পুষ্পহাস (পুং) পুষ্পাণাং হাস ইব প্রপঞ্চরূপেণ প্রকাশো যস্য। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৫) ২ কুসুম-বিকাশ।

"সপুষ্পহাসা বনরাজি-যোষিতঃ" (কিরাত° ৪ স°)

পুষ্পহাসা (স্ত্রী) পুষ্পং হাস ইব যস্যাঃ। ১ রজস্বলা স্ত্রী। (শব্দচ°)

পুষ্পহীন (পুং) পুষ্পেণ হীনঃ। ১ কুসুমরহিত দ্রুম। ২ উদুম্বরবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। পুষ্পহীনা, ৩ নিষ্ফলা। ৪ রজঃশূন্যা স্ত্রী। (হেমচ°)

পুষ্পা (স্ত্রী) পুষ্পং অভিধেয়ত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি অচ্, টাপ্। কর্ণপুরী, বর্ত্তমান ভাগলপুর। পর্য্যায় চম্পা, মালিনী। (ত্রিকা°)

২ বৃহচ্ছত্রপুষ্পা, চলিত শুলফা। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পাকর (ত্রি) বসন্ত ঋতু, এই সময় নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এই জন্য ঐ সময়কে কুসুমাকর কহে। (রাজতর° ২।২৪১)

২ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক।

পুষ্পাকরদেব (পুং) একজন সংস্কৃত কবি।

পুষ্পাগম (পুং) পুষ্পাণ্যাগচ্ছন্ত্যত্র আগম আধারে অপ্। বসন্ত ঋতু।

পুষ্পাজীব (পুং) পুষ্পৈরাজীবতি জীবিকাং নির্ব্বাহয়তীতি, আ-জীব-অচ্। মালাকার।

পুষ্পাজীবিন্ (পুং) পুষ্পৈরাজীবতীতি আ-জীব-ণিনি। মালাকার।

পুষ্পাঞ্জন (ক্লী) পুষ্পস্য নেত্ররোগবিশেষস্য অঞ্জনং। অঞ্জনভেদ। কৃত্রিমাঞ্জন, পর্য্যায়—পুষ্পকেতু, কৌসুম্ভ, কুসুমাঞ্জন, রীতিক, রীতি-পুষ্প, পৌষ্পক। গুণ—শীত, পিত্ত, হিক্কা, প্রদাহ, বিষদোষ, কাস ও সকলপ্রকার নেত্ররোগনাশক। (রাজনি°)

পুষ্পাঞ্জলি (পুং) পুষ্পাণামঞ্জলিঃ। কুসুমাঞ্জলি, প্রসূনাঞ্জলি।

"পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্বা পরিবারার্চ্চনং চরেৎ।" (তন্ত্রসার)

পুষ্পাণগড় (পুং) রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত গ্রামভেদ। এই গ্রামে সোমপালের আশ্রম ছিল।

"ভিক্ষুঃ সন্ত্যজ্য কাশ্মীরান্ সহ পৃথ্বীহরাদিভিঃ।
গ্রামং পুষ্পাণগড়াখ্যং সোমপালাশ্রয়ং যযৌ॥" (রাজত° ৮।৯৬১)

পুষ্পানন (পুং) পুষ্পমিব বিকসিতমাননমস্মাৎ। মদ্যভেদ।

(ভারত সভাপ° ১০ অঃ)

পুষ্পাম্বুজ (ক্লী) পুষ্পস্য অম্বুনো জায়তে জন-ড। মকরন্দ।

(রাজনি°)

পুষ্পাভিকীর্ণ (পুং) দর্ব্বীকর সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প° ৪ অঃ)

পুষ্পাম্ভস্ (ক্লী) তীর্থভেদ। (বনপর্ব্ব) ২ ফুলের জল।

পুষ্পায়ুধ (পুং) পুষ্পমায়ুধমস্য। কুসুমায়ুধ, কামদেব।

পুষ্পার্ক (পুং ক্লী) সেবতী প্রভৃতি পুষ্পোত্থ অর্ক, সেউতী আদি ফুলের আরক। অর্কপ্রকাশচিকিৎসায় এইরূপ লিখিত আছে,

সেবন্তী, শতপত্রী, বাসন্তী, গুলদাবতী, আমলা, যুথিকা, চম্পা, বকুল ও কদম্ব এই সকল কেতকীপত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তৎপরে ইহাদের আরক প্রস্তুত করিবে। ইহা মরিচের সহিত সেবন করিলে পুরুষত্ব বৃদ্ধি হয়।*

পুষ্পার্ণ (পুং) রাজভেদ। ইহার দোষা ও প্রভা দুই পত্নী ছিল।

"পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুঞ্চ ইষমূর্জং বসুঞ্জয়ং।" (ভাগ° ৪।১৩।১২)

পুষ্পাবচায়িন্ (পুং) পুষ্পমবচিনোতি মালার্থং অব-চি-ণিনি। মালাকার। (হেম°)

পুষ্পবতী (স্ত্রী) মধ্যপ্রদেশান্তর্গত বিল্‌হরির প্রাচীন নাম।

পুষ্পাসব (ক্লী) পুষ্পস্য আসবং। মধু। (রাজনি°)

"গৃহীততাম্বূলবিলেপনস্রজঃ পুষ্পাসবামোদিতবক্ত্রপঙ্কজাঃ ॥"

(ঋতুস° ৫।৫)

পুষ্পাসার (পুং) পুষ্পবৃষ্টি।

পুষ্পাস্ত্র (পুং) পুষ্পমস্ত্রং যস্য। কুসুমায়ুধ, কামদেব।

পুষ্পাহ্বা (স্ত্রী) পুষ্পৈরাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে আ-হ্বে-ক, ততষ্টাপ্। শতপুষ্পা। (রাজনি°)

পুষ্পিকা (স্ত্রী) পুষ্প্যতি বিকসতীবেতি পুষ্প-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। ১ দন্তমল। (হারাবলী) ২ লিঙ্গমল। (হেম°) ৩ গ্রন্থাধ্যায়-সমাপ্তিতে তৎপ্রতিপাদ্যকথন-গ্রন্থাংশভেদ।

পুষ্পিণী (স্ত্রী) ১ ধাতকীবৃক্ষ। ২ তূলক। ৩ স্বর্ণকেতকী। (বৈদ্যকনি°)

পুষ্পিত (ত্রি) পুষ্প-ক্ত, পুষ্পং জাতমস্যেতি পুষ্প-তারকাদিত্বাদি-তচ্ বা। জাতপুষ্প, পুষ্পবিশিষ্ট, কুসুমিত।

"একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা ॥" (চাণক্য)

(পুং) ২ কুশদ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৫৩।৮) ৩ বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর ২০।১।১২) স্ত্রিয়াং টাপ্। পুষ্পবতী সরজস্কা স্ত্রী।

পুষ্পিতাগ্রা (স্ত্রী) পুষ্পিতং বিকসিতমিব অগ্রং যস্যাঃ। ছন্দো-বিশেষ। এই বৃত্ত অর্দ্ধসমবৃত্ত। এই ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১২টী করিয়া এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় চরণে ৭, ৯, ১১ ও দ্বাদশ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন অন্য বর্ণ লঘু। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ৫, ৮, ১০, ১২ ও ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"অযুজি ন যুগরেফতো যকারো
যুজি চ ন জৌ জগরাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা।"

উদাহরণ—"করকিসলয়শোভয়া বিভান্তী
কুচফলভারবিনম্রদেহযষ্টিঃ।
স্মিতরুচিরবিলাসপুষ্পিতাগ্রা
ব্রজযুবতিব্রততী হরের্মুদেহভূৎ ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

পুষ্পিন্ (ত্রি) পুষ্প মত্বর্থে ইনি। ১ কুসুমযুক্ত বৃক্ষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পুষ্পেষু (পুং) পুষ্পং ইষুর্যস্য। কামদেব।

"তুল্যাভিলাষামালোক্য স চৈকাং মুনিকন্যকাং।
যযাবকস্মাৎ পুষ্পেষু শরাঘাতরসজ্ঞতাং ॥" (কথাসরিৎসা° ৭।১৬)

পুষ্পোৎকটা (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণের মাতা।

"পুষ্পোৎকটায়াং জজ্ঞাতে দ্বৌ পুত্রৌ রাক্ষসেশ্বরৌ।"

(ভারত বনপ° ২৭৪ অঃ)

পুষ্পোদকা (স্ত্রী) পাতালস্থিতা নদীভেদ। (ভারত বনপ°)

পুষ্পোদ্ভব (পুং) দশকুমারচরিতোক্ত নায়কভেদ।

পুষ্পোৎসব (পুং) পুষ্পকালে স্ত্রীণাং প্রথম-ঋতু-সময়ে যঃ উৎসবঃ। স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনে উৎসব-বিশেষ। স্ত্রী-দিগের প্রথম রজোদর্শনে নানা প্রকার উৎসবাদি হইয়া থাকে। ২ কুসুমক্রীড়া।

পুষ্পোজীবিন্ (পুং) পুষ্পৈরুপজীবতি উপ-জীব-ণিনি। মালা-কার, যাহারা পুষ্পদ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পুষ্যা (পুং) পুষ্যন্ত্যস্মিন্নর্থা ইতি পুষ-ক্যপ্ (পুষ্য সিদ্ধৌ নক্ষত্রে। পা ৩।১।১১৬) অশ্বিনী আদি করিয়া সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত অষ্টম নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের আকৃতি বাণাকার এবং একতারযুক্ত। পর্য্যায়—সিধ্য, তিষ্য ও পুষ্যা। [খগোল দেখ।]

এই নক্ষত্রে প্রায় সকল শুভকর্ম্মই করা যাইতে পারে, বিশেষ যাত্রাকর্ম্মে এই নক্ষত্র অতি প্রশস্ত।

এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে শ্রেষ্ঠমতিসম্পন্ন, কৃতী, কুল-প্রধান, ধনধান্যযুক্ত, প্রাজ্ঞ, অতিশয় বীর, দেবদ্বিজভক্ত ও সর্ব্ববিদ্যায় নিপুণ হয়। (কোষ্ঠীকলাপ)

কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে—প্রসন্নগাত্র, পিতৃমাতৃভক্ত, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, অভিনয়কুশল, সম্মান এবং সুবর্ণ ও বাহনাদিসম্পন্ন হইবে। (কোষ্ঠীপ্র°) পুষ্যানক্ষত্রে জন্মিলে কর্কটরাশি হইয়া থাকে। * শতপদ-চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইলে

---

* "সেবন্তী শতপত্রী চ বাসন্তী গুলদাবতী।
চামলা যূথিকা চম্পা বকুলশ্চ কদম্বকঃ ॥
ছাদয়েৎ কেতকীপত্রৈ গ্রাহ্যোঽর্কো গুরুমার্গতঃ।
পুষ্পার্ক ইতি বিখ্যাতো মরিচৈঃ সহিতং পিবেৎ ॥
অস্য গুণাঃ—মণ্ডলৈকপ্রয়োগেণ ক্লীবোঽপি পুরুষায়তে ॥"
(অর্কপ্রকাশ চিকি°)

* "প্রসন্নগাত্রঃ পিতৃমাতৃভক্তঃ স্বধর্ম্মযুক্তোঽভিনয়াভিযুক্তঃ ॥
ভবেন্মনুষ্যঃ খলু পুষ্যজন্মা সম্মানচামীকরবাহনাঢ্যঃ ॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

পুষ্যানক্ষত্রের প্রথমাদি চারিপদে "হু, হে, হো, ড়" এই চারিটী অক্ষরাদি নাম হইবে।' এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ হইয়া থাকে।

এই নক্ষত্র মেষ-জাতীয়। পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে চন্দ্রের দশা হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রের ৩।৯ মাস দশা ভোগ হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) এই নক্ষত্রের অধিপতি বৃহস্পতি। পুষ্যানক্ষত্রে গঙ্গাস্নান করিলে কোটিকুল উদ্ধার হয়।

"সংক্রান্তিষু ব্যতীপাতে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পুষ্যে স্নাত্বা তু জাহ্নব্যাং কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

৪ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিবিশেষ।

"তস্য প্রভানির্জ্জিতপুষ্পরাগং পৌষ্যাং তিথৌ পুষ্যমসূত পত্নী।
তস্মিন্নপুষ্যন্নুদিতে সমগ্রাং তুষ্টিং জনাঃ পুষ্য ইতি দ্বিতীয়ে॥"
(রঘু ১৮।৩২)

পুষ-ভাবে-ক্যপ্। ৫ পুষ্টি। "বিবস্ব পুষ্যমক্ষন্" (ঋক্ ১।১৯১।১২) 'পুষ্যং পোষং' (সায়ণ)

পুষ্যগুপ্ত, একজন বৈশ্য, মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক রুদ্রদামার গিরনর-লিপিতে লিখিত আছে, এই শৈলের পাদদেশে পুষ্যগুপ্ত একটী সুন্দর হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৌর্য্য অশোকের যবনশাসনকর্ত্তা তুষাস্প প্রণালীদ্বারা তাহা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

"মৌর্য্যস্য রাজ্ঞঃ চন্দ্রগুপ্তস্য রাষ্ট্রিয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং অশোকস্য মৌর্য্যস্য তে যবনরাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতম্" (রুদ্রদামার শিলালিপি।)

পুষ্যধর্ম্মন্ (পুং) নৃপতিভেদ।

পুষ্যনেত্রা (স্ত্রী) পুষ্যঃ তন্নামকং নক্ষত্রং নেতা প্রথমাবধিশেষপর্য্যন্তসমাপকো যস্যাঃ, অচ্‌সমাসান্তঃ। যে রাত্রিতে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পুষ্যানক্ষত্র থাকে, তাদৃশী রাত্রি।

পুষ্যরথ (পুং) পুষ্য ইব রথঃ, পুষ্যে যাত্রোৎসবাদৌ রথো বা। ক্রীড়ারথ, ভ্রমণ বা উৎসবাদি যে রথে করিয়া দেখা যায়, তাহাকে পুষ্যরথ কহে। এই রথে করিয়া যুদ্ধাদি করা যায় না।

"মহারথঃ পুষ্যরথং রথাঙ্গী
ক্ষিপ্রং ক্ষপানাথ ইবাধিরূঢ়ঃ।" (মাঘ ৩।২২)

পুষ্যলক (পুং) পুষ্যং পুষ্টিং লকতি লাকয়তি বা-অচ্। ১ গন্ধমৃগ। "কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্যলকো হতঃ।" (পাণিনি)

২ ক্ষপণক। ৩ কীল, গোঁজ, খোড়া।

পুষ্যস্নান (ক্লী) পুষ্যে পুষ্যানক্ষত্রকালে স্নানং। পুষ্যাভিষেক, পুষ্যানক্ষত্রে স্নান, পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে এই যোগ উপস্থিত হয়। সেইদিন রাজগণ বিঘ্নশান্তির জন্য এই স্নান করিয়া থাকেন। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণ ও বৃহৎসংহিতাদিতে বিশেষরূপে লিখিত আছে—

অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। পৌষমাসে চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে রাজা সৌভাগ্য ও কল্যাণকর এবং দুর্ভিক্ষ ও মরকাদি ক্লেশনাশক পুষ্যস্নান করিবেন। বিষ্টিভদ্রাদি ও দুষ্টকরণ এবং ব্যতীপাত, বৈধৃতি, বজ্র, শূল ও হর্ষণাদিযোগে যদি পুষ্যানক্ষত্র ও তৃতীয়া তিথি এবং রবি, শনি অথবা মঙ্গলবার যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দিন পুষ্যস্নান সকল দোষনাশক। যদি রাজ্যমধ্যে গ্রহবিপাকে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা পৌষমাস ভিন্ন অন্য সময়েও পুষ্যানক্ষত্রে স্নান করিবেন। স্বয়ং ব্রহ্মা ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের শান্তির জন্য বৃহস্পতিকে এই শান্তির উপদেশ দিয়াছিলেন। রাজা পুষ্যস্নানের জন্য প্রথমে অতি শুচি ও পবিত্র স্থান নির্ণয় করিবেন। যে স্থানে তুষ, কেশ, অস্থি, বল্মীক, কীট ও কৃমি প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু না থাকে এবং কাক, পেচক, কুক্কুর, কঙ্ক, কাকোল, গৃধ্র, বক প্রভৃতি যে স্থানে বিচরণ করে না এবং হংসকারণ্ডবাদি শান্ত জলচর সকল যেখানে বিচরণ করে, নদ্যাদি তীর বা মনোহর স্থান নির্ণয় করিয়া সেই স্থানে তিনি পুষ্যস্নান করিবেন। স্থান নির্ণয় করিয়া যথাবিধানে তাহার সংস্কার কর্ত্তব্য। পরে রাজা পুরোহিতের সহিত নানা প্রকার বাদ্যাদি করিয়া সেই স্থানে গমন করিবেন। পুরোহিত সেই স্থলে উত্তরমুখী হইয়া সুগন্ধ চন্দন, কর্পূরাদি সুবাসিত জল ও গোরোচনাদি দ্বারা 'গন্ধদ্বারেতি' মন্ত্রে সেই স্থলের অধিবাস করিবেন। পরে গণেশাদি পঞ্চদেবতা কেশব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা ও সপার্ব্বতী পশুপতি এবং অন্যান্য গণদেবতা প্রভৃতি পূজা এবং পায়স ও নানাবিধ সুমিষ্ট ফলদ্বারা নৈবেদ্য দিয়া এই মন্ত্রে দূর্ব্বা ও অক্ষতাদিদ্বারা ভূতদিগকে অপসারণ করিতে হইবে। মন্ত্র—

"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূমিপালকাঃ।
ভূতানামবিরোধেন স্নানমেতৎ করোম্যহম্॥"

পরে রাজা দেবগণকে আহ্বান করিয়া পুষ্যস্নান সমাপন করিয়া এই মন্ত্রে পূজা করিবেন। মন্ত্র—

"আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যেঽত্র পূজাভিলাষিণঃ।
দিশোঽভিপালকাঃ সর্ব্বে যে চান্যেঽপ্যংশভাগিনঃ॥"

'যে সকল দেবগণ আমার পূজাগ্রহণে ইচ্ছুক, সেই দিক্‌পাল দেবগণ আসিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ভাগ গ্রহণ করুন।

"পুষ্যে নরঃ শ্রেষ্ঠমতিঃ কৃতী চ কুলপ্রধানো ধনধান্যযুক্তঃ।
প্রাজ্ঞোঽতিশূরো দ্বিজদেবভক্তঃ স্যাৎ সর্ব্ববিদ্যানিপুণঃ প্রসূতঃ॥"
(কোষ্ঠীকলাপ)

পরে পুরোহিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবেন। মন্ত্র—

"অত্র তিষ্ঠন্ত বিবুধাঃ স্নানমাসাদ্য মামকং।
শ্বঃ পূজাং প্রাপ্য যাতারো দত্ত্বা শান্তিং মহীভুজে॥"

'দেবগণ অদ্য আপনারা এই স্থানে অবস্থান করুন। আগামী দিনে আপনারা পূজাগ্রহণ করিয়া রাজাকে বর দিয়া প্রস্থান করিবেন।' রাজা ইত্যাদিরূপে পুষ্যস্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া পুরোহিতের সহিত সেই স্থানে শয়ন করিবেন। রাত্রি-কালে স্বপ্নদ্বারা এই পুষ্যস্নানের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে। রাজা যদি ঐ দিন দুঃস্বপ্ন দেখেন, তাহা হইলে পুনরায় পুষ্যস্নান করিয়া চতুর্গুণ হোম এবং বিবিধ দান করিবেন।

রাজা স্বপ্নে যদি গো, অশ্ব, হস্তী এবং প্রাসাদে আরোহণ করেন, তাহা হইলে রাজ্যসম্পদ্‌বৃদ্ধি ও মঙ্গললাভ এবং দধি, দেবতা, সুবর্ণ, সর্প, বীণা, দূর্ব্বা, অক্ষত, ফল পুষ্পচ্ছদ, বিলেপন, চন্দ্রমণ্ডল, শঙ্খ, ছত্র, পদ্ম এবং মিত্রদর্শন হয়, তাহা হইলে নিজের লাভ ও শত্রুক্ষয় হয়। গ্রহণদর্শন, নিগড় দ্বারা পাদবন্ধন, মাংসভোজন, পর্ব্বতভ্রমণ, নাভিদেশে বৃক্ষোৎপত্তি, মৃতব্যক্তির উদ্দেশে রোদন, অগম্যাগমন, কূপ, পঙ্ক ও গর্ত্তে অবতরণ, পর্ব্বত বা নদী-অবতরণ, শত্রুচ্ছেদন, স্বপুত্রমরণ, রুধির বা মদ্যপান, পায়সভোজন ও মনুষ্যারোহণ প্রভৃতি স্বপ্ন দেখিলে রাজার কল্যাণ, সুখ ও শত্রুক্ষয় হইয়া থাকে।

অশুভস্বপ্ন।—রাজা স্বপ্নে যদি গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ প্রভৃতিতে আরোহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যনাশ হয় এবং নৃত্য-গীত, হাস্য, অশুভবিষয়ের পাঠ, রক্তবস্ত্রপরিধান, রক্তমাল্য-বিভূষণ, রক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রীকামনা এই সকল স্বপ্নদর্শনে রাজার মৃত্যু হইয়া থাকে। কূপমধ্যে প্রবেশ, দক্ষিণদিকে গমন, পঙ্কে নিমজ্জন এবং স্নান এইরূপ স্বপ্নদর্শনে ভার্য্যা ও পুত্রের নাশ হয়। স্বপ্নদ্বারা এইরূপে শুভাশুভ নির্ণীত হইবে।

পুষ্যস্নানের জন্য মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মণ্ডপোপরি রাজা উপবেশন করিয়া মাঙ্গলিক এবং নিম্নলিখিত দ্রব্যযুক্ত জলপূর্ণ কলসদ্বারা স্নান করিবেন। এই মণ্ডপ বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত হইবে। এই মণ্ডপে পূর্ব্বদিন মাতৃকাপূজা, বসুধারা, ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। চন্দন, অগুরু প্রভৃতি দ্বারা সম্মার্জ্জিত মণ্ডলস্থলে 'হোঁ শম্ভবে নমঃ' এবং 'অস্ত্রায় হুঁ ফট্' এই মন্ত্রদ্বয় লিখিতে হইবে। পরে মণ্ডলবিদ্ পণ্ডিত কমলসূত্র বা কৌষেয় সূত্রে চারিহস্ত পরিমাণ স্বস্তিকাখ্যমণ্ডল ও ঐ মণ্ডলের মধ্যে একহস্ত পরিমাণ অষ্টদলপদ্ম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধি আটটী কলস এবং মণ্ডলমধ্যস্থিত পদ্মের উপরিভাগে পঞ্চমুখ ঘট স্থাপন করিবেন।

নবরত্ন, সর্ব্ববীজ পুষ্প ও ফল, হীরক, মৌক্তিক নাগকেশর, ডুম্বুর, বীজপূরক, আম্রাতক, জম্বীর, অম্র, দাড়িম, যব, শালি, নীবার, গোধূম, শ্বেতসর্ষপ, কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, মদলোচন, চন্দন, মদন, লোচন মাংসী, এলাইচ, কুষ্ঠ, পত্রচণ্ড, পর্ণ, বচ, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, অষ্টপ্রকার মঙ্গলদ্রব্য, দূর্ব্বা, মোহনিকা, ভদ্রা, শতমূলী, পূর্ণকোষা, সিত ও পীতগুঞ্জা, প্রভৃতি দ্রব্য আহরণ করিয়া কলসে রাখিতে হইবে। পরে যথাবিধানে পূজা ও হোমাদি হইলে স্নানপট্ট ও শয্যাপট্ট প্রস্তুত করিতে হইবে। ষড়্‌বিংশতি পরিমাণ গোলাকার চতুষ্কোণ স্নানপট্ট এবং আটহাত দীর্ঘ ও তদর্দ্ধ বিস্তার শয্যাপট্ট প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে রাজা স্নানপট্টে উপবেশন করিলে শাস্ত্রবিহিত ঘট জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে ব্রাহ্মণসহ স্নান করাইতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্ত যে চ সিদ্ধাঃ পুরাতনাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্‌গণাঃ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনেয়ৌ ভিষগ্‌বরৌ।
অদিতির্দেবমাতা চ স্বাহা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতিঃ শ্রীশ্চ সিনীবালী কুহুস্তথা।
দিতিশ্চ সুরসা চৈব বিনতা কদ্রুরেব চ॥
দেবপত্ন্যশ্চ যাঃ প্রোক্তা দেবমাতর এব চ।
সর্ব্বাস্ত্বামভিষিঞ্চন্ত সর্ব্বে চাপ্সরসাং গণাঃ॥" ইত্যাদি।

বাহুল্য ভয়ে মন্ত্রাদি সকল লিখিত হইল না। পরে পুরোহিত রাজাকে শান্তিবারি দ্বারা অভিষেক করিবেন। রাজার স্নানের পর অমাত্য প্রভৃতি রাজার অন্তরঙ্গদিগকেও পুরোহিত অবশিষ্ট জলদ্বারা অভিষেক করিবেন।

ইহা রাজাদিগের প্রধান শান্তি, এই শান্তিদ্বারা ইহলোকে সকল বিঘ্ন ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

রাজগণ যৌবরাজ্যে এই প্রণালীক্রমে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। (কালিকাপু° ৮৬ অঃ)

বৃহৎসংহিতায় পুষ্যস্নানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—রাজার উপরই প্রজাগণের শুভাশুভ নির্ভর করে, এই জন্য রাজার প্রজা ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এই পুষ্যস্নান অবশ্য বিধেয়। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ইন্দ্রের জন্য বৃহস্পতিকে এই শান্তির উপদেশ দিয়া-ছিলেন, ইহা অপেক্ষা পবিত্র ও বিপৎশান্তিকর আর কিছুই নাই।

শ্লেষ্মাতক, অক্ষ, কণ্টকী, কটু-তিক্ত ও গন্ধবিহীন বৃক্ষ আর পেচক, শকুনি প্রভৃতি অনিষ্টকর পক্ষী যে স্থলে বিচরণ করে না এবং তরুণ তরু, গুল্ম, বল্লী ও লতা দ্বারা প্রতানীকৃত ও নানা প্রকারে মনোরম স্থানে পুষ্যস্নান করিতে হয়। দেব-মন্দির, তীর্থ, উদ্যান বা রমণীয় প্রদেশে পুষ্যস্নান বিশেষ হিত-

করণ রাজা স্থান নির্ণয় করিয়া পুরোহিত ও অমাত্যাদির সহিত সেইস্থলে গমন করিলে, পরে পুরোহিত যথাবিধানে মণ্ডপাদি প্রস্তুত করিয়া পূজাদি সমাপন করিবেন। নৈবেদ্যাদি দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হইলে রাজা পুষ্যস্নান করিবেন। যজ্ঞ-মণ্ডপের পশ্চিম দিকে যে বেদী হইবে, তাহাতেই পূজা করিতে হয়। যে কলসের জলদ্বারা রাজা স্নান করিবেন, তাহাতে সকল প্রকার রত্ন এবং পুষ্যস্নানোক্ত দ্রব্য ও যত প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য পাওয়া যায়, তৎসমস্তই কলসে মিশ্রিত করিতে হইবে।

চন্দ্রপুষ্যানক্ষত্রে এবং শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে বেদীর উপর বৃষ, সিংহ ও ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম আস্তরণ করিয়া তাহার উপর কনক, রজত বা তাম্র-নির্ম্মিত, অথবা ক্ষীরতরু-নির্ম্মিত পীঠ স্থাপিত করিতে হইবে, এই পীঠের উপর উপবেশন করিয়া রাজা পুষ্যস্নান করিবেন।

প্রতি পুষ্যানক্ষত্রে সুখ, যশঃ ও অর্থবৃদ্ধিকর এই শান্তি কর্ত্তব্য। পৌষ মাসের পূর্ণিমা পুষ্যাযুক্ত না হইলে তাহাতে পুষ্যস্নান করিলে অর্দ্ধফলপ্রদ হইয়া থাকে। রাজ্যমধ্যে উৎপাত বা অন্য উপসর্গ ঘটিলে অথবা রাহু ও কেতুর দর্শনে কিংবা গ্রহবিপাকে পুষ্যস্নানই একমাত্র বিধেয় ও সর্ব্বশান্তিকর। পৃথিবীতে এমন উৎপাত নাই, যাহা ইহাতে প্রশমিত না হয়। এই জন্য রাজ্যাধিরোহণপ্রার্থী ও পুত্রজন্মাকাঙ্ক্ষী রাজাদিগের অভিষেকের এই বিধিই বিশেষ প্রশস্ত। যিনি এই বিধান দ্বারা হস্তী ও অশ্বগণকে স্নান করান, তাহার পাপ বিমোচন ও শ্রেষ্ঠ-সিদ্ধি লাভ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৪৮ অঃ) দেবীপুরাণ প্রভৃতিতেও এই পুষ্যস্নানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

পুষ্যা (স্ত্রী) পুষ্ণাতি কার্য্যাণীতি পুষ্-ক্যপ্, যৎ বা, ততষ্টাপ্, নিপাতনাৎ সাধুঃ। পুষ্যানক্ষত্র।

"অশ্বিনী মৃগমূলাশ্চ পুষ্যা পুনর্ব্বসুস্তথা।" (ইন্দ্রজাল তন্ত্রস°)

পুষ্যানুগচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—আকনাদি, জাম ও আম্রের আটির শস্য, পাষাণভেদী, রসাঞ্জন, মোচরস, বরাক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠা, লোধ, গেরিমাটি, কট্‌ফল, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, সোণা-ছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা রোগীর অবস্থানুসারে একমাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহাতে অর্শ, অতীসার, যোনিদোষ ও প্রদররোগ প্রশমিত হয়। পুষ্যানক্ষত্রে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়, এইজন্য ইহার নাম 'পুষ্যানুগচূর্ণ' হইয়াছে। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধিকা°)

গ্রন্থান্তরে 'পুষ্যানগচূর্ণ' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

পুষ্যাভিষেক (পুং) পুষ্যস্নান। [পুষ্যস্নান দেখ।]

পুস, ১ মর্দ্দন। ২ হানি। চুরাদি, উভয়প° সক° সেট্। লট্ পোসয়তি-তে। লোট্ পোসয়তু-তাং। লঙ্-অপোসয়ৎ-ত। লিট্ পোষয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপুপুসৎ-ত্।

পুস্ত, ১ বন্ধন। ২ অনাদর। চুরাদি, উভ° সক° সেট্। লট্ পুস্তয়তি-তে। লোট্ পুস্তয়তু-তাং। লুঙ্ অপুপুস্তৎ-ত।

পুস্ত (ক্লী) পুস্ত্যতে ইতি পুস্ত বন্ধাদরাদৌ ঘঞ্। লিপ্যাদি শিল্পকর্ম্ম।

"মৃদা বা দারুণাবাথ বস্ত্রেণাপ্যথ চর্ম্মণা।
লোহরত্নৈঃ কৃতং বাপি পুস্তমিত্যভিধীয়তে॥" (অমরটীকা ভরত)

মৃত্তিকা, দারু, বস্ত্র, চর্ম্ম বা লোহরত্নদ্বারা যে সকল দ্রব্য নির্ম্মিত হয়, তাহাকে পুস্ত কহে।

পুস্ত্যতে বধ্যতে গ্রথ্যতে ইত্যর্থঃ, আদ্রিয়তে বা ইতি পুস্ত-ঘঞ্। ২ পুস্তক। (মেদিনী) স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পুস্তী।

পুস্তক (ক্লী) পুস্ত স্বার্থে-কন্। পুস্ত, পুস্তক। পুস্তকের পরি-মাণ ও লেখনাদির বিষয় যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, হস্ত পরিমাণ বা মুষ্টিমাত্র, আবাহু দ্বাদশাঙ্গুল, দশাঙ্গুল অথবা অষ্টাঙ্গুল পুস্তকের পরিমাণ হইবে, ইহার ন্যূন হইলে হইবে না। যথোক্ত পরিমাণে পুস্তক হইলে গুণকর হয়, পরিমাণ বিপরীত হইলে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।[১]

পুস্তক লেখনের পত্র—ভূর্জপত্র, তেজপত্র, তাল বা তাড়ি-পত্রে (তেড়েটের পাতা) পুস্তক লিখিতে হয়। সম্ভব থাকিলে সুবর্ণপত্র, তাম্রপত্র বা অন্যবৃক্ষত্বক্, কেতকীপত্র, মার্ত্তণ্ডপত্র, রৌপ্যপত্র বা বটপত্রে পুস্তক লিখিয়া লইবেন। তদ্ভিন্ন অন্য পত্রে বা বস্ত্রদলে লিখিয়া যিনি সেই পুস্তক অভ্যাস করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।[২]

পুস্তকে বেদ লিখিতে নাই, যদি কেহ পুস্তকে লিখিয়া বেদ পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক এবং গৃহে রাখিলেও তাহার অনিষ্ট হইয়া থাকে।

(১) "মানং বক্ষ্যে পুস্তকস্য শৃণু দেবি সমাসতঃ।
মানেনাপি ফলং বিদ্যাদমানে শ্রীর্হতা ভবেৎ॥
হস্তমানং মুষ্টিমানমাবাহু দ্বাদশাঙ্গুলং।
দশাঙ্গুলং তথাষ্টৌ চ ততো হীনং ন কারয়েৎ॥"

(২) "ভূর্জে বা তেজপত্রে বা তালে বা তাড়িপত্রকে।
অগুরুণাপি দেবেশি পুস্তকং কারয়েৎ প্রিয়ে॥
সম্ভবে স্বর্ণপত্রে চ তাম্রপত্রে চ শঙ্করি।
অন্যবৃক্ষত্বচি দেবি তথা কেতকিপত্রকে॥
মার্ত্তণ্ডপত্রে রৌপ্যে বা বটপত্রে বরাননে।
অন্যপত্রে বসুদলে লিখিত্বা যঃ সমভ্যসেৎ॥
স দুর্গতিমবাপ্নোতি ধনহানির্ভবেদ্ ধ্রুবং॥" (যোগিনীতন্ত্র)

"বেদস্য লিখনং কৃত্বা যঃ পঠেদ্‌ব্রহ্মহা ভবেৎ।
পুস্তকং বা গৃহে স্থাপ্যং বজ্রপাতো ভবেদ্ধ্রুবং॥"

(যোগিনীতন্ত্র ৩ ভাঁ° ৭ প°)

যুগভেদে পুস্তকের অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা অবস্থান করেন, সত্যযুগে শম্ভু, দ্বাপরে প্রজাপতি; ত্রেতায় সূর্য্য এবং কলিকালে লিপির অক্ষরে স্বয়ং হরি অবস্থান করেন। এই সকল অক্ষরে যে সকল দেবতা বাস করেন, পুস্তকের আরম্ভ বা সমাপ্তিকালে সেই সকল দেবতার পূজা করিতে হয়।

বেতন গ্রহণ করিয়া পুস্তক লিখিতে নাই। যদি কেহ বেতন লইয়া পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে ঐ পুস্তকের অক্ষরের সংখ্যানুসারে তাঁহার নরক হইয়া থাকে।

ভূমিতে পুস্তক লেখন বা স্থাপন করিতে নাই। যদি কেহ করে, তাহা হইলে জন্ম জন্ম মূর্খ হইয়া থাকে। *

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে,—ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ-শাস্ত্র লিখিয়া যদি ব্রাহ্মণকে দান করা যায়, তাহা হইলে দাতার দেবত্বপ্রাপ্তি হয়। বেদবিদ্যা ও আত্মবিদ্যাদি শাস্ত্র কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণকে দান করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। (পদ্মপু° উত্তরখ° ১১৭ অঃ)

গরুড়পুরাণে ২১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, বেদার্থ যজ্ঞশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণাদি পুস্তক মূল্যদ্বারা লেখাইয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে পরম কল্যাণ ও স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। ভাগবতাদি বৈষ্ণবগ্রন্থ দান করিলে বিষ্ণুপদে মতি ও অন্তে স্বর্গ হইয়া থাকে।

হেমাদ্রির দানখণ্ডে পুস্তকদানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

---

* যুগভেদে পুস্তকাক্ষরস্থদেবাঃ—
সত্যেঽক্ষরে স্থিতঃ শম্ভুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ।
প্রজাপতির্দ্বাপরে চ ত্রেতায়াং সূর্য্য এব চ॥
কৃতে যুগে পিনাকী চ কলৌ লিপ্যক্ষরে হরিঃ॥
বেতনগ্রহণে লেখকস্য দোষো যথা—
বেতনং যস্তু গৃহ্নীয়াৎ লিখিত্বা পুস্তকং স তু।
যাবদক্ষরসংখ্যানং তাবচ্চ নরকে বসেৎ॥
ভূমৌ পুস্তকলেখনস্থাপননিষেধো যথা—
ন ভূমৌ বিলিখেদ্বর্ণং মন্ত্রং বা পুস্তকং লিখেৎ।
ন মুক্ত্বা পুস্তকং স্থাপ্যং ন মুক্তমাহরেৎ তু তৎ॥
ভূকম্পগ্রহণে চৈব অক্ষরং বাথ পুস্তকং।
ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্ম জন্মসু মূর্খতা॥
তদা ভবতি দেবেশি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
(যোগিনীতন্ত্র তৃতীয় ভাগ ৭ প°)

পুস্তকমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তের মুষ্টি স্বীয় অভিমুখী করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং স্বাভিমুখীং কৃত্বা পুস্তকমুদ্রিকা।" (তন্ত্রসার)

পুস্তকর্ম্মন্ (ত্রি) পুস্তং গ্রন্থলেখনং কর্ম্মাঽস্য। লেখ্যাদি কর্ম্মকর্ত্তা। (হলায়ুধ)

পুস্তকশিল্পিকা (স্ত্রী) পুস্তশিল্পী। (বৈদ্যকনি°)

পুস্তকাগার (পুং) পুস্তকস্য আগারঃ। পুস্তকালয়, লাইব্রেরী।

পুস্তকালয় (ক্লী) ১ পুস্তকাগার, যে গৃহে বা অট্টালিকায় ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানাদি সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী নিয়মিতরূপে তালিকাভুক্ত ও সুশ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠমধ্যে কাষ্ঠ-পেতেনে (Shelves) সুন্দররূপে সজ্জিত থাকে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে এখনকার পুস্তকালয়-পদবাচ্য। ইংরাজীতে যে নিয়মে লাইব্রেরীগুলি (Libraries) সজ্জিত, ঠিক সেইরূপ নিয়মেই অস্মদ্দেশীয় বর্ত্তমান পুস্তকালয়গুলিও সংগঠিত, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে যখন হস্তলিখিত পুথি (Manuscript) ব্যতিরেকে ছাপা পুস্তকের আদৌ সৃষ্টি হয় নাই, সেই অনন্তক্রোড়াবচ্ছিন্ন পুণ্যময় বৈদিকযুগেও লেখনীনিবদ্ধ বৈদিকমন্ত্রাদি-সংরক্ষণের কতক আভাস পাওয়া যায়। বর্ত্তমান অনুকরণে ছাপা বা হস্তলিখিত গ্রন্থাদির সংগ্রহ, শিক্ষিত ও সুসভ্য জগতে জাতীয় উন্নতির একমাত্র আদর্শ-স্থল। এখনকার পুস্তক বিক্রয়ের দোকানেও বিক্রেতাগণ 'পুস্তকের দোকান' (Book-shop) লিখিতে লজ্জা বোধ করিয়া, উহাকে 'পুস্তকালয়' (Library) এরূপ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ নামকরণ ঠিক নহে। পুস্তকালয় হইতে অবকাশমত এক একখানি গ্রন্থ পাঠার্থ ব্যবহার করিতে পারা যায়। উহা প্রত্যর্পণ করিলে পুনরায় অভিলষিত গ্রন্থগ্রহণে কোন আপত্তি থাকে না।

সাধারণতঃ পুস্তকালয় দ্বিবিধঃ—প্রথমতঃ নিজের মানসিক বৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তি সম্পাদনার্থ ও বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতিকল্পে কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পাঠাগার মধ্যে 'সেল্‌ফ' আলমারি অথবা অন্য কোন উপযোগী স্থানে, সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত পুস্তকাবলীই তাঁহার স্বকীয় (Private) পুস্তকালয় বলিয়া গণ্য।

দ্বিতীয়তঃ যাহা সাধারণের চাঁদায় অথবা দাতব্য অর্থে বা পুস্তকে এবং দেশবাসী সকলের ঐকান্তিক উদ্যমে সংগঠিত হয়, তাহাই সাধারণ পুস্তকালয় বা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী নামে খ্যাত। ঐ সকল পুস্তকালয় হইতে পুস্তক লইতে হইলে, কোথাও অধ্যক্ষ অথবা অধিকারীর অনুমতি-গ্রহণেই কার্য্যোদ্ধার হয়, আবার কোথাও কোথাও পুস্তকালয়ের কলেবর বৃদ্ধি ও ব্যয়ভার-বহন জন্য প্রত্যেক সভ্যের (Member) নিকট হইতে

সাধারণ ভাবে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বাৎসরিক চাঁদা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমার রাজভাণ্ডার হইতে যে সকল পুস্তকালয় স্থাপিত ও পরিপোষিত হইতেছে, তাহা কেবল বিদ্বন্মণ্ডলীর উপকারার্থ বিনা চাঁদা-গ্রহণেই পরিচালিত। তথাকার গ্রন্থগ্রহণ পরিচালক-সমিতির অনুমতি-সাপেক্ষ।

ভারতে আদি পুস্তকালয়ের কথা।

পুস্তকের আদর ভারতে চিরদিন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মগ্রন্থ ও দর্শনাদির আদর করেন; রাজা ইতিহাস, কাব্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির সংগ্রহে চেষ্টা করেন, দীন দরিদ্র নীচজাতিও দেশভাষায় রচিত উপদেশমূলক নানা কবিতাগ্রন্থ পরম সমাদরে রক্ষা করেন, এ প্রথা বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে।

সকল সভ্যজাতির আদি ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, তাঁহাদের পুরোহিত বা আচার্য্যগণই আদিগ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও সংগ্রহকর্ত্তা। তাঁহারাই অতি যত্নে পুথি সকল রক্ষা করিতেন। এই ভারতবর্ষেও তাহাই দেখিতে পাই। এখানে আর্য্য ঋষিগণই ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রণয়ন করিতেন এবং তদ্-রক্ষায় যত্নশীল ছিলেন।

ভারতীয় নানা প্রাচীনগ্রন্থে লিখিত আছে,—এক এক মুনির দশহাজার পর্য্যন্ত শিষ্য থাকিত, তিনি ঐ শিষ্যদিগকে খাওয়াইতেন, পরাইতেন ও বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। প্রথমে যখন লিপিপ্রথা উদ্ভাবিত হয় নাই, তৎকালে কোন বৈদিক ঋষি একটী স্তুতি গান বা মন্ত্র প্রকাশ করিলে, অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহা সহস্র সহস্র শিষ্যের কণ্ঠস্থ হইত। এইরূপে তাহা বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিত।

ইহার পর চিহ্ন বা চিত্রাঙ্কণদ্বারা সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার উপায় অবলম্বিত হয়। ভারতবর্ষের জলবায়ুর গুণে সেই প্রাচীন চিত্রলিপির নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু হকবতান (Ecbatana)-নগরে মদ্রদিগের এবং সুসা নগরে পারসিকদিগের সুপ্রাচীন সংগ্রহাগারে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চ্চা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিপিকার্য্যের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম্মসূত্রের সময় হইতে লিপিকরের উৎপত্তি। পাণিনির ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারি, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই লিপিপদ্ধতি বা কোন গ্রন্থ পত্রস্থ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পাণিনির পূর্ব্বেও পটল, কাণ্ড, পত্র, সূত্র ও গ্রন্থ ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই বৃক্ষের বল্কলে, অথবা কাণ্ডে বা পত্রে লিপিকার্য্য সম্পাদিত হইত, সেই জন্যই গ্রন্থ বিশেষের অংশের নাম পটল, পত্র, কাণ্ড ইত্যাদি বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। আবার ঐ সকল বিভিন্ন পটল, বা কাণ্ড অনেকগুলি একত্র গাঁথিয়া রাখা হইত বলিয়া মূল পুথির 'গ্রন্থ' নাম হইয়াছে। নিরুক্তে "অর্থতো-গ্রন্থতশ্চ" ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা মূলপুথির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। তবে পূর্ব্বকালীন গ্রন্থ বলিলে এখানকার মত 'পুস্তক' বুঝাইত না। এরূপ পুস্তকের সৃষ্টি বেশীদিন নহে, যবন-প্রভাবের পর হইয়াছে অনুমিত হয়। [কাগজ শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বে তালপত্র, তাড়িতপত্র, ভূর্জ্জপত্র, বল্কল প্রভৃতিতে লেখাই রীতি ছিল। তাহা এখনও 'পুথি' বলিয়া খ্যাত। এই সকল পুথি যথায় রক্ষিত হইত, তাহাকে 'গ্রন্থকুটী' (Library) বলিত। প্রত্যেক ধর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রত্যেক রাজা, প্রত্যেক ধর্ম্মাধিকরণ অথবা বহু জনাকীর্ণ দেবমন্দির বা মঠে এইরূপ 'গ্রন্থকুটী' থাকিত। পাণিনির অনুসরণ করিলে বলা যায়, যে তিনহাজার বর্ষেরও পূর্ব্বে 'গ্রন্থ'-রক্ষাকার্য্য আরম্ভ হয়। অবশ্য তৎকালে কোন বিদ্যার্থীর পক্ষে পুথি দেখিয়া পাঠ অভ্যাস করা এককালে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সাধারণের পক্ষে এ নিয়ম ছিল না। সাধারণের সুবিধার জন্য লিপিকরেরা গ্রন্থ-বিশেষ নকল করিত। [পুস্তক শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বকালে বেদ লিপিবদ্ধ করিবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু যখন বেদের অনেক মন্ত্র লুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছিল এবং কোন্ মন্ত্র কোন্ ঋষি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্নির্ণয়ে গোল উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভিন্ন ভিন্ন বেদমন্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক বেদ-বিভাগ করিয়াছিলেন। এই বেদবিভাগের পরই সম্ভবতঃ বেদ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই বিভিন্নবেদের উচ্চারণ স্থির করিবার জন্য বিভিন্ন প্রাতিশাখ্য রচিত হয়। মহাভারতের সময় যে বেদ ও শাস্ত্র-সমূহ লিপিবদ্ধ হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১] কিন্তু লিপিবদ্ধ বেদের প্রচার অতি বিরল ছিল।

(১) "বশিষ্ঠ উবাচ। যদেতদ্ভক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদযথা চৈতন্নিগৃহ্লাতি তথা ভবান্ ॥১১
ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো যথাবত্ত্বং নরেশ্বর ॥১২
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ন চ গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞস্তস্য তদ্ধারণং বৃথা ॥১৩
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা ॥১৪
গ্রন্থস্যার্থস্য পৃষ্টঃ সংস্তাদৃশো বক্তুমর্হতি।" (শান্তিপর্ব্ব ৩০৫ অঃ)

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ (জনক)! তুমি বেদ ও শাস্ত্রের কথা যাহা কীর্ত্তন করিলে, তাহা ঐরূপই বটে, কিন্তু তুমি উহার যথার্থ তাৎপর্য্য-গ্রহণে সমর্থ হও নাই। তুমি বেদ ও স্মৃতি প্রভৃতি অভ্যাস করিয়াছ, কিন্তু উহাতে তোমার কোন ফলোদয় হয় নাই। যাহারা গ্রন্থ অভ্যাস

বৈদিক গ্রন্থ ব্যতীত অপর সকল গ্রন্থ যথেষ্ট প্রচারিত ছিল; কিন্তু বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, অথবা যে যে গ্রন্থে বেদের প্রসঙ্গ আছে, সে সকল গ্রন্থ লিখিত হইলেও কোন শূদ্রকে দেখান হইত না, অথবা যাহাতে কোন শূদ্র দেখিতে না পায়, এরূপ ভাবে রাখা হইত। নানা বিধর্ম্মীর বা সম্প্রদায়ের প্রভাবে ভারত হইতে এ প্রথা উঠিয়া গেলেও, আজও যবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এ ভাব তিরোহিত হয় নাই। তথায় ব্রাহ্মণেরা প্রাণান্তেও শূদ্রের নিকট কোন মন্ত্র উচ্চারণ করেন না, এমন কি তাঁহাদের প্রিয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-খানি পর্য্যন্তও কোন শূদ্রকে দেখিতে দেন না। তথায় শূদ্রগণের মহাভারত, রামায়ণ ও অপর কাব্যাদি দেখিবার অধিকার আছে।

পাণিনির পূর্ব্বে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইবার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও এবং বহুগ্রন্থ রচিত হইলেও পূর্ব্বকালে নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকুটী বা গ্রন্থাগারের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রভাবের সহিত যখন বহু লোক স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়া নূতনমত গ্রহণ করিতে ছিলেন, যখন তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিত্যউচ্চারিত গ্রন্থাবলীও ভুলিতে ছিলেন, সেই সময় হইতেই গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থকুটী স্থাপনের আবশ্যকতাও সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম-সঙ্ঘর্ষের সময়, সকলেই স্ব স্ব মতের প্রাধান্যস্থাপনে এবং ভিন্ন মতের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন। কাজেই একজন অপরের মত অবগত হইবার জন্য সেই সকল ধর্ম্মমূলক বা সাম্প্রদায়িক গ্রন্থসংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তজ্জন্যই বহুতর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল। এই কারণেই আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে 'গ্রন্থসংগ্রহ' পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া উল্লেখ দেখি। এই জন্যই বৌদ্ধ ও জৈনমঠে বা সঙ্ঘারামে সকল সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র গ্রন্থ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইত। [জৈন ও বৌদ্ধ শব্দ দেখ।]

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং নালন্দা-বিহারে সহস্র সহস্র পুঁথি দেখিয়াছিলেন এবং যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তৎকালে তিনি ভারত হইতে ২২টী অশ্বে চাপাইয়া মহাযান মতাবলম্বীদিগের ১২৪ খানি সূত্র ও ৫২০ খণ্ডে বিভক্ত অপরাপর গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ও পরেও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত এদেশের পুঁথি চীনরাজ্যে লইয়া গিয়াছেন। এখনও চীন ও জাপানের অনেক পুরাতন মঠে তাহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদির মত পূর্ব্বতন ভারতীয় রাজগণ প্রাচীন তাম্রশাসন ও প্রশস্তিসমূহও সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। এইরূপ তাম্রশাসনাদি প্রস্তরপেটিকাবদ্ধ ও গ্রন্থকুটী মধ্যে রক্ষিত থাকিত। এই প্রাচীন প্রথা মধ্যযুগেও পরিত্যক্ত হয় নাই। উৎকল হইতে ২য় নরসিংহ দেবের যে ৩ প্রস্থ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কএক বর্ষ হইল বারাণসীর নিকট যে এককালে ২৫ প্রস্থ তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে,তাহাতেই সেই প্রাচীন রীতির কতকটা নিদর্শন পাওয়া যায়।

[গাঙ্গেয় শব্দ ও Epigraphia Indica, Vol II. বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

আসিরীয়রাজ্য।

প্রাচীন রাজধানী নিনিভি-নগরের উৎখাত স্তূপমধ্য হইতে যে সকল কোণাকার অক্ষর-মণ্ডিত মৃৎফলক (Clay-tablets) আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ঐ গুলি মহিমান্বিত অসুরবণিপাল (Sardanapalus of the Greeks) রাজার পুস্তকালয়ের ভূষণ স্বরূপ ছিল[১]। ইহার আরও পূর্ব্বে বাবিলোনীয় জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। কাল্দীয় (Chaldeans)-গণের মানসিক উন্নতিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিকাশ আরম্ভ হয়। বিশেষ কোন নিদর্শন না থাকিলেও গ্রন্থাদি প্রমাণে তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়।

[বাবিলনশব্দ দেখ।]

ইজিপ্ত।

পূর্ব্বতন ইজিপ্তরাজ্যে পুস্তকালয় ছিল কি না, তদ্বিষয়ে কোন প্রকৃত প্রমাণ আমরা পাই নাই। যে চিত্রাক্ষর (Hieroglyphic writings) আজও নানা স্থানে বিদ্যমান আছে, তাহা খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শতাব্দে কল্পিত হইয়া থাকিবে। অতঃপর বৃক্ষত্বক্-নির্ম্মিত (Papyrus) কাগজের উদ্ভাবনা-কাল।

খৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী ষোড়শ শতাব্দে রাজা এমিনোফিসের (Ame-

করিতে তৎপর, কিন্তু গ্রন্থের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদিগের সে অভ্যাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। উহারা কেবল গ্রন্থের ভারবহন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা গ্রন্থের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় এবং প্রশ্ন করিলে অনুরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারে, তাহাদিগেরই পরিশ্রম সার্থক।

এখানে বেদাদিশাস্ত্রের ভারবহনের কথা থাকায় বেদাদি শাস্ত্রের পুঁথিকেই বুঝাইতেছে।

(১) Menant সাহেব তাঁহার *Bibliotheque du Palais de Ninive* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে প্রায় ১০ হাজার গ্রন্থ ও রাজকীয় দলিলাদি মৃৎফলকে খোদিত হইয়া উক্ত পুস্তকালয় মধ্যে ন্যস্ত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐ ফলকের কতকাংশ British Museum নামক পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে এবং ন্যূনাধিক প্রায় ২০ হাজার ফলক নিনিভের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে।

nophis I. of the 18th dynasty) রাজত্ব-সময়ের একখানি ঐরূপ কাগজের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ভূর্জ্জপত্রসদৃশ ঐ পরিষ্কৃত কাগজ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহারও পূর্ব্বে কাগজের প্রথম সৃষ্টি সূচিত হইয়াছিল। তদবধিই কাগজে লিখিত গ্রন্থাদির রচনাকাল কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতের ন্যায় ইজিপ্তেও ধর্ম্মমন্দিরে গ্রন্থাদি রক্ষিত হইত। 'থথ্' (Thoth) নামক পবিত্র পুস্তকে২ তাহারা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিত। কেবল যে মন্দিরাদিতেই উক্ত গ্রন্থ সমুদায় রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা নহে। মৃত রাজন্যবর্গের সমাধি-মন্দিরেও পুস্তক সংগৃহীত হইত।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দে রাজা ওসিমাণ্ডিয়াস্ (King Osymandyas, identified with Ramses I.) কর্ত্তৃক স্থাপিত এইরূপ একটী পুস্তকালয়ের উল্লেখ আছে৩। ওসিমাণ্ডিয়াসের গ্রন্থরক্ষকদ্বয়েরও সমাধিমন্দিরে ঐরূপে পুস্তকাদি রক্ষিত ছিল। লেপ্‌সিয়াস্ তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মেম্ফিসের মন্দিরে আরও একটী পুস্তকাগারের কথা য়ুষ্টাথিয়াস্ (Eustathius) লিখিয়া গিয়াছেন। উপর্য্যুপরি পারসিক আক্রমণে ইজিপ্তীয় সাহিত্যে ঘোর বিপ্লব ঘটে, সংঘর্ষণে কতক গ্রন্থ লয় প্রাপ্ত এবং উহার কতকাংশ বিজেতা কর্ত্তৃক পারস্য রাজধানীতে আনীত ও পরে গ্রীকরাজের হস্তগত হইয়াছিল। এতন্নিবন্ধন ইজিপ্তের পূর্ব্বতন গৌরব বৈদেশিকের হস্তে পড়িয়া ক্রমশঃই ম্রিয়মাণ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

গ্রীস্।

গ্রীস্‌রাজ্যেও পিসিষ্ট্রাটস্ (Pississtratus), পোলিক্রেটিস্ (Polycrates of Samos), ইউক্লিড (Euclid the Athenian), নিকোক্রেটিস্ (Nicocrates of Cyprus), ইউরিপাইডিস্ ও আরিষ্টটল্ প্রভৃতির পুস্তকসংগ্রহবার্ত্তা আমরা জানিতে পারি। পিসিষ্ট্রাটস্ সর্ব্বপ্রথমে একটী পুস্তকালয় স্থাপন করেন। তৎপরে অলেস্ গেলিয়াস্ (Aules Gellius) ও প্লেটোর (Plato) পুস্তক সংগ্রহের কথা জানা যায়। জেনোফন্‌ও ইউথিডিমাস্ (Euthydemus) নামক জনৈক ব্যক্তির পুস্তকাগারের উল্লেখ করিয়াছেন। আরিষ্টটল স্বকীয় পুস্তকালয় প্রিয়শিষ্য থিওফ্রাষ্টাস্‌কে (Theophrastus) দান করিয়া যান। থিওফ্রাষ্টাস্‌ও পক্ষান্তরে নিলিয়াস্‌কে অর্পণ করেন। পার্গামাস্-রাজগণের (Kings of Pergamus) গ্রন্থলোলুপতা হইতে স্বীয় পুস্তকাবলী রক্ষা করিবার জন্য নিলিয়াস্ সেপ্সিসে (Scepsis) পলায়ন করেন। পরে উহা হস্তান্তরিত হয়৪। শিলালিপিপাঠে আরও কএকটি পুস্তকালয়ের অধিষ্ঠান আমরা জানিতে পারি, কিন্তু ঐ সকল পাঠাগারে কিরূপ ভাষায় লিখিত বা কত গ্রন্থ ছিল তাহার কোন উল্লেখ পাই নাই। ষ্ট্রাবোর কথা বিশ্বাস করিতে হইলে প্রথমে আরিষ্টটলকেই পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহারই প্রসাদে ইজিপ্তরাজগণ পুস্তক-সংগ্রহের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকালয় জগতে সুপ্রাচীন বলিয়া পরিচিত। উন্নতমনা টলেমিবংশীয় রাজগণের সুশাসনে এবং বিদ্যোন্নতিতে রাজ্যমধ্যে অনেক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হয়। টলেমি সোতর (Sotor) পুস্তক সংগ্রহে ব্রতী হইয়া যে কার্য্য আরম্ভ করেন, তদীয় বংশধর ফিলাডেলফাস নানাদেশ হইতে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তদীয় উদ্যম সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং সুপ্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া স্বতন্ত্র বাটিকা মধ্যে বিভিন্ন পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়া যান। ইহারা বিভিন্ন ভাষার পুস্তক নকলের জন্য লোক নিযুক্ত রাখিতেন। তৎপুত্র ইউয়ারগেটিস্ (Ptolemy Euergetes) বৈদেশিকগণের নিকট হইতে বহুশত গ্রন্থ লইয়া পুস্তকালয়ের শ্রীসম্পাদন করেন। আলেক্‌সান্দ্রিয়া-মহানগরীতে দুইটী পুস্তকালয় স্থাপিত ছিল। অপেক্ষাকৃত বৃহৎটী যাদুঘর (Museum) ও বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত হইয়া ব্রুকিয়ম্। (Bruchium quarter) বিভাগে এবং অপরটী সিরাপিয়ম্ (Serapeum) বিভাগে রক্ষিত হয়। উহাতে যে কত সংখ্যক গ্রন্থ ছিল তাহার কোন স্থির করা যায় না। আলেক্‌সান্দ্রিয়ার পুস্তকালয়ে জেনোডোটাস্ (Zenodotus), কালিমাকাস্ (Callimachus), এরাটোস্থেনিস্ (Eratosthenes), আপোলোনিয়াস্ (Apollonius) ও আরিষ্টোফেনিস্ (Aristophanes) প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থরক্ষকের নাম পাওয়া যায়। কালিমাকাস্

(২) প্রথমে 'থথ্' গ্রন্থ ৪২ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ক্রমে সেই সূত্রগুলির টীকা ও টিপ্পনীতে উহার আকৃতি বৃদ্ধি হয়। গ্রীকবাসিগণ যখন ইজিপ্তরাজ্য জয় করেন, তখন 'থথ্' সাহিত্যে ৩৬৫২৫ খানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। Lepsius, *Chronologie der Aegypter*, p. 42.

(৩) থেবিসের (Thebes) নিকটবর্ত্তী Ramesseum নামক বিখ্যাত প্রাসাদমন্দিরে ঐ পুস্তকসমূহ রক্ষিত ছিল। শিলালিপিতে উহার নাম। 'আত্মার ঔষধালয়' লিখিত আছে। (Ancient Egypt I.iiisq.)

(৪) ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেন, উক্ত পুস্তকালয় টিয়সবাসী এপেলিকন (Apellicon of Teos) নামা জনৈক ব্যক্তি ক্রয় করিয়া আথেন্সনগরে প্রতিষ্ঠা করেন। রোমরাজ সিলার (Sulla) গ্রীকজয়ের পর উহা রোম-রাজধানীতে আনীত হয়। (Strabo, XIII. pp 608-9) কিন্তু আথেনিয়াস্ (Athenaeus I. 4.) লিখিয়াছেন, টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস্ (Ptolemy Philadelphus) নিলিয়াসের নিকট হইতে উহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া লন।

স্বীয় গ্রন্থরক্ষকতা-কালে যে সুবৃহৎ পুস্তক-তালিকা (Catalogue) প্রণয়ন করেন, তাহাতে উভয় পুস্তকালয়ের গ্রন্থসংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৫]। যখন সিজার আলেক্‌সান্দ্রিয়ার উপকূলস্থ রণতরীসমূহ অগ্নিদানে ভস্মীভূত করেন, তখন ব্রুকিয়ামের বিখ্যাত বিদ্যালয় পুস্তক সহ নষ্ট হইয়াছিল[৬] পরবর্ত্তী সময়ে আণ্টনি মহোদয় উক্ত ক্ষতিপূরণার্থ পার্গামাসের অধিকৃত পুস্তকালয় ক্লিওপেট্রাকে দান করিয়া আলেক্‌সান্দ্রিয়ার বিদ্যাগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। ২৭৩ খৃঃ অব্দে অরেলিয়ন্ (Aurelian) কর্ত্তৃক ব্রুকিয়ম-ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই একটী পুস্তকালয়ের অস্তিত্ব লোপ হয়। ৩৮৯ বা ৩৯১ খৃঃ অব্দে থিওডোসিয়সের অনুশাসনে (Edict of Theodosius) লিখিত আছে, খৃষ্টানগণ সিরাপিয়মের পুস্তকাগার ধ্বংস ও লুট করিয়াছিলেন। অতঃপর ৬৪০ খৃঃ অব্দে ক্লিওপেট্রা-প্রতিষ্ঠিত ঐ বিখ্যাত পুস্তকালয় সারাসেনদিগের (Saracens) আক্রমণে বিলুপ্ত হয়। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, ওমার খলিফার সৈন্যগণের উপদ্রবে তাহাও কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে।

পার্গামাস্।

সাহিত্যচর্চ্চার উন্নতিকল্পে পার্গামাস্-রাজগণ টলেমি-বংশীয় রাজাদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। টলেমিরাজগণ (Papyrus) কাগজের রপ্তানি বন্ধ করিলেও অট্টলির (Attali) পুস্তকালয় জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। যখন ঐ পুস্তকাগার ইজিপ্তে স্থানান্তরিত হয়, তখন উহাতে প্রায় দুইলক্ষ গ্রন্থ ছিল। সুইডাসের (Suidas) বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ২২১ খৃঃ পূর্ব্বে মহাত্মা অন্তিয়োক (Antiochus the Great) কাল্‌সিস্‌বাসী বিখ্যাত বৈয়াকরণ ইউফোরিয়ন্‌কে (Euphorion of Chalcis) তদীয় পুস্তকাগারের গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রোম।

জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতা বৃদ্ধির সঙ্গে আমরা সুসভ্য রোমবাসীর সাহিত্যচর্চ্চার কোন সুপ্রাচীন ইতিহাস পাই না। তাঁহারা স্বভাবতঃই কর্ম্মশীল ও রণকুশল ছিলেন, প্রবল রণ-পিপাসার দুর্দ্দম-স্রোতে অর্থলালসা ও দেশজয়াকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু বিদ্যোন্নতির পথে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। ১৬৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে এমিলিয়াস্ পলাস্ (Emilius Paulus) মাকিদোনিয়া হইতে পার্সিয়াস্ (Perseus) যুদ্ধজয়ের চিহ্নস্বরূপে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া আনেন। ইহাই রোমরাজ্যের প্রথম পুস্তকালয়ের সৃষ্টি। ১৪৬ খৃষ্ট পূর্ব্বে যখন সিপিও (Scipio) কার্থেজ জয় করিয়া তথাকার পুস্তকালয় হইতে কেবলমাত্র মাগোর লিখিত কৃষিবিষয়ক পুস্তকাবলী স্বদেশে লইয়া আসেন এবং অপরাপর পুস্তকগুলি আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণকে প্রদান করেন,[৭] অতঃপর অপলিকন্ দি তাইয়ান্‌কে (Apellicon the Teian) পরাজয় করিয়া ৮৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিলা এথেন্স হইতে স্বদেশে পুস্তকালয় উঠাইয়া আনেন। লুকুলাস্ (Lucullus) ৬৭ খৃঃ পূঃ পূর্ব্বদেশ জয় করিয়া স্বদেশের সাহিত্যভাণ্ডারে বহুমূল্য গ্রন্থাদি অর্পণ করেন। এই সময় হইতে পুস্তকসংগ্রহ ও পুস্তকালয়-স্থাপন ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-মাত্রেরই সৌখিনতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সিসিরো ও আটিকাস্ নিজে বহুতর গ্রন্থসংগ্রহ করিয়াছিলেন। টিরানিওন্ (Tyrannion) নিজ পুস্তকাগারে ত্রিশহাজার গ্রন্থ রাখিয়াছিলেন।

সিসিরো স্বয়ং টরেন্সাস্ ভারোর পুস্তকালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সিরিনাস্ সামোনিকাস্ (Serenus Sammonicus) ৬২ হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সিজার রোমরাজধানীতে একটী সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া যান। এখানে গ্রন্থরক্ষকরূপে থাকিয়াই ভারোর গ্রন্থতৃষ্ণা বলবতী হইয়াছিল। প্লিনি ও অবিড্ পোলিওকেই (Asinius Pollio) সাধারণ-পুস্তকালয়ের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করেন। আবেণ্টাইন্ (Mount Aventine) পর্ব্বতে এট্রিয়ম্ লিবারটাটিস্ (Atrium Libertatis) নামক স্থানে ঐ পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। অতঃপর সম্রাট্ অগাষ্টাস্ ৩৩ খৃষ্টাব্দে ওক্টেবিয়ান্ ও প্যালাটাইন্ নামে দুইটী সাধারণ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু দুর্দৈবক্রমে দুইটীই যথাক্রমে টাইটস্ ও কোমোডিয়াস্-রাজের রাজত্বকালে অগ্নিদগ্ধ হয়। অতঃপর টাইবিরিয়স্, ভেস্পেসিয়ান্, ডোমিটিয়ান্, হাড্রিয়ান প্রভৃতি নরপতিগণ একএকটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া যান।[৮]

ট্রাজান ফোরামে উল্‌পিয়াস্ ট্রাজানাস্ (Ulpius Trajanus) সাধারণের উপকারার্থ স্বনামে একটী সুবৃহৎ (Imperial Library) পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করেন, পরে উহা ডাইওক্লিসিয়ানের স্নানাগারে (Baths of Diocletian) স্থানান্তরিত হয়। খৃষ্টীয়

---

(৫) কিন্তু অলাস্ গেলিয়াস (৭০০০০০) ও সেনেকা (Seneca) ৪০০০০০ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। Ritschl, *Die Alexandrinischen Bibliothenken p. 22.* জেৎজস (Tzetzes) স্বলিখিত টিপ্পনীতে কালিমাকাস্ ও ইরাটস্থেনিসের বচন-প্রামাণ্যে সিরাপিয়ামে ৪২৮০০ ও ব্রুকিয়ামে ৪৯০০০০ গ্রন্থের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৬) Parthey প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এ কথার মৌলিকত্ব স্বীকার করেন না।

(৭) Pliny, H. N., XVIII. 5.

(৮) কেহ কেহ বলেন খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে পোপগ্রেগরী-দি-গ্রেটের আদেশে ঐ পুস্তকাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইহা নিতান্ত অমূলক। Ency. Britt. Vol. XIV. p. 511.

৪র্থ শতাব্দে রোমরাজধানীতে প্রায় ২৮টী সাধারণ-পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কেবল যে রোমনগরেই পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়া নগরবাসী ও রাজন্যগণ ধন্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিবার (Tibur), কোমাম্ (Comum), মিলান Milan, আথেন্স (Athens), স্মির্ণা, পাট্রি (Patræ) ও হার্কুলেনিয়ম্ (Herculaneum) প্রভৃতি স্থানেও পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া তাঁহারা মহাযশস্বী হইয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থাগারে প্রাচীর সংলগ্ন কাষ্ঠতক্তে (তাকে) হস্তলিখিত পুথি ও কোষ্ঠীর ন্যায় গোলভাবে জড়ান কাগজে লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত খ্যাতনামা মনুষ্যের চিত্রপট, প্রস্তর ও মৃণ্ময়-মূর্ত্তি (Statue) প্রভৃতি সজ্জিত থাকিত। পুস্তকালয়ের বৃদ্ধি সঙ্গেই আমরা C. Hymenæus, C. Julius Vestimus প্রভৃতি কএকটী মহাপণ্ডিতকে গ্রন্থরক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাই, শিলালিপিতে তাহাদের অক্ষয় নাম খোদিত রহিয়াছে।

কনস্তান্তিনোপল।

সম্রাট্ কনস্তান্তাইন্ বস্ফরাস্ উপকূলে রাজধানী স্থাপন করিয়া পুস্তকসংগ্রহে ব্রতী হন। একমাত্র খৃষ্টান্‌ধর্ম্মসাহিত্যসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করিয়া তিনি ৬৯০০ গ্রন্থ সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কারণ ডাইওক্লিশিয়ান্ খৃষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকাংশ পুস্তকই নষ্ট করিয়া দেন। পরবর্ত্তী রাজগণের উদ্যমে পুস্তকালয়ের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। জুলিয়ান ও থিওডোসিয়াসের বিশেষ উদ্যোগে প্রায় ১ লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। জুলিয়ানের সাহায্যে নিসিবিদ্ নগরেও একটী পুস্তকাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জেনোর (Emperor Zeno) রাজত্ব সময়ে কনস্তান্তিনোপলের পুস্তকালয় অগ্নিদগ্ধ হইলেও সাধারণের আগ্রহে উহা পুনঃ স্থাপিত হয়।

কালে খৃষ্টধর্ম্ম প্রসার লাভ করিলে, খৃষ্টান্ সাহিত্যেরও আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল। কাজেই ধর্ম্মগ্রন্থ সমুদায়ের রক্ষাভার একমাত্র গির্জ্জাঘরের অধীন হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে জেরুসালেম্ নগরীর ভজনমন্দির স্থাপিত হইলে, ধর্ম্মগ্রন্থসম্বলিত একটী পুস্তকালয় তৎসঙ্গে যোজিত হয়। খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচারাভিপ্রায়ে ক্রমশঃই প্রত্যেক গির্জ্জাঘরে বা গ্রাম্যভজনা-মন্দিরে খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থসংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সিজারিয়া নগরে পম্ফিলাস্ (Pamphilus) ও ইউসিবিয়াস্ (Eusebius) এই শ্রেণীর একটী বিখ্যাত পুস্তকাগার স্থাপিত করিয়া যান এবং হিপোর (Hippo) গির্জ্জায় সেন্ট অগাষ্টাইন্ স্বকীয় পুস্তকাগার প্রদান করেন।

উক্ত রাজধানীর বাইজান্টিয়মে (Byzantium) উঠিয়া আসাতে সাহিত্যভাণ্ডার উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বাণ্ডাল, গথ্ প্রভৃতি অসভ্যজাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে ইতালীরাজ্যও ছারখার হইয়া যায়। ঐ সময়ে প্রাণের দায়ে পূর্ব্বতন বিদ্যানুরাগ ও পুস্তকালয়-রক্ষা ইতালীবাসীর হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। রোমক ও গ্রীকগণের পরস্পর গ্রন্থসংগ্রহে বিরক্তি ও খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ণ প্রাদুর্ভাবে পশ্চিমখণ্ডে (Western Empire) ঘোর বিপ্লব ঘটে এবং প্রাচীন যুগের ইতিহাস এই সময় হইতেই লোপ পাইতে থাকে।

মধ্যযুগ।

পাশ্চাত্য-জগতে সাহিত্যচর্চ্চার অবসাদ ঘটিলেও সুদূর ফরাসীরাজ্যে (Gaul) পুস্তকালয়-প্রতিষ্ঠার উদ্যম হ্রাস হয় নাই। পাল্লিয়াস্ কন্সেণ্টিয়াস্, টোনান্সিয়াস্ ফেরিওলাস্ ও থিওডোরিক রাজমন্ত্রী কসিওডোরাসের পুস্তকালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে গথ্ জাতিও উল্‌ফিলাসের নিকট খৃষ্টধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়া গ্রন্থালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিল। কসিওডোরাস্ স্থাপিত কালাব্রিয়ার মঠ-পুস্তকাগারে গ্রন্থাদি লিপিকরণার্থ খৃষ্টান সন্ন্যাসিগণ নিযুক্ত হইতেন।

এই সময় হইতে বিদ্যাশিক্ষা ক্রমশঃই ধর্ম্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন দার্শনিক-সম্প্রদায়ের লোপহেতু নানা স্থানে মঠ স্থাপিত হইতে থাকে। কাজেই তৎকালে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার অভিলাষে যাহা কিছু বিদ্যালোচনা হইত মাত্র।

য়ুরোপমহাদেশ হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে আয়র্লণ্ডদ্বীপে বিদ্যানুরাগ বিস্তৃত হয় এবং গ্রন্থসঞ্চয়প্রথাও প্রসারিত হইতে দেখা যায়। ৭ম শতাব্দে টার্সাস্‌বাসী থিওডোর (Theodore of Tarsus) রোমনগরী হইতে কাণ্টার্বারি নগরে বহুতর পুস্তক আনয়ন করেন। অতঃপর আর্কবিশপ্ এগ্‌বার্ট, অল্‌কুইন্, শার্লিমেন (Charlemagne), লুপাস্ শার্ভাটস্, সার্লিমেন পুত্র লুই, গার্বার্ট ও পোপ সিল্‌ভেষ্টার ২য় প্রভৃতি মহাত্মা-প্রতিষ্ঠিত অনেক পুস্তকালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। চার্লস্ দি বোল্ডের পরবর্ত্তী ৪১৫ শতাব্দকাল পুস্তকসঞ্চয় একমাত্র মঠেই সংশ্লিষ্ট ছিল। বেনিডিক্টাইন্, অগাষ্টিনিয়ান্ ও ডোমিনিকান্ প্রভৃতি বিশিষ্ট সম্প্রদায় পুস্তকালয়-সংগঠনে বিশেষ উদারতা দেখাইয়াছিলেন। সেণ্ট বেনিডিক্টের যত্নে নবাধিষ্ঠিত প্রত্যেক মঠেই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকরক্ষণে বিশেষ ঔদার্য্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

ফ্লুরি (Fleury), মেল্ক (Melk), সেণ্ট গল্ (St. Gall), সেণ্ট মউর (St. Maur), সেণ্ট জেনিভাইভি (St. Genevieve), সেণ্ট ভিক্‌টর ও স্যর্ রিচার্ড উইটিংটন-নির্ম্মিত গ্রে ফ্রায়ার-সম্প্রদায়ের পুস্তকালয় উল্লেখ যোগ্য।

এতদ্ভিন্ন ইতালিস্থ মণ্টে কেসিনোর (Monte Cassino) পুস্তকালয় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দ হইতে নানা অশনিসম্পাত সহ করি-

য়াও অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১০ম শতাব্দে মুরাঁতোরি যে বোবিও (Eobbio) পুস্তকালয়ের তালিকা প্রকাশ করেন, তাহা পরিশেষে মিলানের এম্ব্রোসিয়ান্ পুস্তকালয়ে মিলিত হয়৮। পোম্পোসিয়া পুস্তকাগারের ১১শ শতাব্দের একটী তালিকা পাওয়া গিয়াছে৯।

ফরাসীরাজ্যে ফ্লুরী (Fleury), ক্লুনী (Cluny) সেণ্ট রিকার (St. Requier) ও কর্বি (Corbie) প্রভৃতি স্থানীয় মঠে বহুতর পুস্তক সংগৃহীত ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ১৭৯৩ খৃঃ অঃ ফ্লুরীর পুস্তকাবলী ওর্লিন (Orleans) পুস্তকালয়ে মিলিত হয়। কর্বির গ্রন্থ সংগ্রহও ঐরূপে ১৬৩৮ খৃঃ অঃ সেণ্ট জর্ম্মান-দেস্-প্রে (St. Germain-des Pres) নামক মঠে এবং ১৭৯৪ খৃঃ অঃ কতক পারী নগরীর জাতীয় পুস্তকালয়ে ও কতক আমেন্ (Amiens) পুস্তকাগারে আসিয়া পড়ে।

জর্ম্মান দেশস্থ ফুল্দা (Fulda), কর্ভে (Corvey), রিচনৌ (Reichenau) ও স্পনহিম (Sponheim) প্রভৃতি মঠাগারই প্রধান। শার্লিমেন-রাজের যত্নে ফুল্দা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবট হ্রামিয়াসের অধ্যক্ষতাকালে এখানে চারিশত সাধুসন্ন্যাসী গ্রন্থাদি নকলকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ওয়েসার নদীতীরবর্ত্তী কর্ভে পুস্তকালয় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মার্বার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া মিলিত হয়। রিচনৌ পুস্তকাগার ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (Thirty years' War) ভস্মীভূত হয়। ১৫শ শতাব্দীতে জন ট্রিথিমের (John Tretheim) উদ্যমে স্পনহাইমের গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ৮১৬ খৃঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট গল্ পুস্তকালয় আজিও বর্ত্তমান আছে।

ইংলণ্ডরাজ্যেও কাণ্টার্বারি, ইয়র্ক, ওয়ারমাউথ্, হুইট্বি, গ্লাষ্টোন্বারি, ক্রয়ল্যাণ্ড, পিটারবরো ও ডার্হাম প্রভৃতি স্থানে ঐরূপ পুস্তকালয় ছিল। থিওডোর ও আগষ্টাইন্ প্রতিষ্ঠিত কাণ্টার্বারি (Christ Church)-পুস্তকাগারের উল্লেখ করিয়াছি। ৮৬৭ খৃঃ অব্দে দিনেমার (Danes) আক্রমণে ওয়ারমাউথ্ গ্রন্থাগার উৎসাদিত হইয়াছিল। ক্রয়ল্যাণ্ড ১০৯১ খৃঃ অঃ অগ্নিদগ্ধ হয়। হুইট্বির (১২শ শতাব্দের), পিটারবরোর (১৪শ শতাব্দের), গ্লাষ্টোন্বারি ও ডার্হামের (ছাপা) পুস্তক-তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সাধুসঙ্ঘে পুস্তক-সংগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ আরও অনেক পুস্তকতালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে১০।

(৮) Antiq. Ital. Med. Æv III. 817-24.
(৯) Diarium Italicum, Chap. XXII.
১০। D' Achery, Martene, Durand, Pez, প্রভৃতি মহোদয়ের সংগৃহীত পুস্তকালয়স্থিত এবং Naumann, Petzholdt, The Rev. Joseph Hunter ও Mr. Edwards প্রভৃতির প্রকাশিত তালিকাই তাহার প্রমাণ। মিউনিচের রাজকীয় পুস্তকাগারেও (Royal Library at Munich) ঐরূপ ছয় শত তালিকা দেখা যায়।

আরবজাতির অভ্যুদয়ে সাহিত্যাকাশে মেঘমালা দেখা দেয়। রণপিপাসু ও রাজ্যলোলুপ বিধর্ম্মী আরবীয়গণ কখনও জ্ঞানোন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই, বরং বিজাতীয় আক্রোশে ও যুদ্ধবিপ্লবে শত শত বৈদেশিক গ্রন্থ অগ্নিযোগে ভস্মসাৎ করিয়াছিল। রাজ্যজয়-লালসা প্রশমিত হইলে, খলিফারাজগণ জ্ঞানোন্নতি ও বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে পারস্য হইতে সুদূর পশ্চিম স্পেনরাজ্য পর্য্যন্ত এবং উত্তর আফ্রিকার স্থানে স্থানে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যখন য়ুরোপের পূর্ব্বতন সভ্যতা একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে পূর্ব্বে বোগদাদ ও পশ্চিমে কর্ডোভা নগরই মুসলমানাধিকারে বিদ্যাচর্চ্চার শীর্ষস্থান অধিকার করে। কায়রো (Cairo) ও ত্রিপলীতে (Tripoli) পুস্তকালয় ছিল। ফতিমাসম্প্রদায়ের (Fatimites in Africa) রাজকীয় পুস্তকাগারে প্রায় লক্ষাধিক গ্রন্থ (Mss) সংগৃহীত ছিল। ওমিয়াদগণের (Omayyads) সংরক্ষিত স্পেন পুস্তকাগারে ৬ লক্ষ গ্রন্থ ছিল বলিয়া শুনা যায়। আণ্ডালুসিয়ায় (Andalusia) প্রায় ৭০টী পুস্তকালয় ছিল। আরববাসী ও তদ্বংশীয় স্পেনদেশীয় মুরগণ খৃষ্টানদিগের ন্যায় স্ব স্ব মতাবলম্বী ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। ধর্ম্মপুস্তক ব্যতীত অপরাপর গ্রন্থ তাহাদের অনুগ্রহলাভ করে নাই। এ কারণ ৯৭৮ খৃঃ অঃ আল্মনসুর নৃপতি (Almanzor) কর্ত্তৃক কর্ডোভার সুবৃহৎ পুস্তকালয় উৎসাদিত হয়।

আরবদিগের বিদ্যোন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া বৈজয়ন্তীবাসী (Byzantine Empire) গ্রীকগণও সাহিত্য-চর্চ্চায় নবজীবন লাভ করে। দার্শনিক লিও (Leo the Philosopher) ও কনস্তান্তিন্ পর্ফিরোজেনিটসের (Constantine Porphyrogenitus) উদ্যমে কনস্তান্তিনোপলের পুস্তকালয় পুনরুদ্দীপিত হয়। এথোস্ ও ইজিয়ানের মঠাগারে নানাগ্রন্থ বহুপরিশ্রমে নকল করা হইয়াছিল। ১৪৫৩ খৃঃ অঃ কনস্তান্তিনোপলের অধঃপতনে ষ্টোবিয়াস্ (Stobæus), ফোটিয়াস্ (Photius) ও সুইদাস (Suidas) প্রভৃতি গ্রন্থকারের সঙ্কলিত সুপ্রাচীন গ্রন্থ ইতালী প্রভৃতি পশ্চিমবর্ত্তী রাজ্যগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে।

নবযুগ।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে য়ুরোপখণ্ডে সাহিত্যালোচনার পুনর্জ্জন্মকাল (renaissance period) উপস্থিত হয়। ১৩৭৩ খৃঃ অব্দে ৫ম চার্লস্ ৯১০ খানি গ্রন্থ লইয়া একটী চিরস্থায়ী পুস্তকাগারের সূত্রপাত করেন। আরল অব ওয়ারউইক্ ১৩১৫ খৃঃ অব্দে স্বকীয় পুস্তকালয় বোর্ডোস্লি এবিতে (Bordesley

Abbey) দান করিয়া যান। অতঃপর রিচার্ড অঙ্গারভেল্ (Richard d' Aungervyle of Bury, Edward III's chancellor and ambassador.) অক্সফোর্ডের ডার্হাম্ কলেজ ও পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ১৪৩৩ খৃঃ অঃ কসিমো ডি মেডিসি (Cosimo de' Medici) ভেনিস্ নগরে ও পরে ফ্লোরেন্সে (Florence) মেডিসিয়ান্ পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৪৩৬ খৃঃ অব্দে নিকোলো নিকোলি (Niccolo Niccoli) ইতালীর সর্ব্বপ্রথম সাধারণ-পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রেড্রিকের (Duke of Urbino) পুস্তকাগারের কথা তদীয় প্রথম গ্রন্থরক্ষক ভেস্পাসিয়ানোর (Vespasiano) বর্ণনায় জানিতে পারি।

পূর্ব্বসাম্রাজ্যের (Eastern Empire) রাজধানী কনস্তান্তি-নোপলের পতনভয়ে ইতালীয় রাজগণের যত্নে গ্রীকপণ্ডিতগণ আল্পস্ পর্ব্বতের অপরপারস্থিত রাজ্যসমূহে যাইয়া বাস করেন। হাঙ্গেরিরাজ মেথিয়াস্ কর্বিনাসের (Mathias Corvinus) যত্নে ৫০ হাজার গ্রন্থ সংগৃহীত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৫২৭ খৃঃ অব্দে তুর্কহস্তে বুদা নগরের পতনে উক্ত গ্রন্থাগার সমূলে উন্মূলিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও তাঁহার গ্রন্থনিচয় য়ুরোপের কোন কোন পুস্তকালয়ের শোভাবৃদ্ধি করিতেছে।

বর্ত্তমান যুগের পুস্তকালয়ের উল্লেখ করিতে হইলে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের স্থাপিত বৃটিশ-মিউজিয়মকেই (British Museum) সর্ব্বাগ্রে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থাধিক্যে ফরাসীরাজধানী পারী নগরীর বিব্লিওথেক্ ন্যাসনেল্ (Bibliotheque Nationale) জগতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও ব্রিটিস্ মিউজিয়মের ন্যায় সুপ্রণালীবদ্ধ আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখন এই পুস্তকাগারে ১৫৫০০০০ মুদ্রিত ও ৫০০০০ হস্তলিখিত গ্রন্থ আছে। ১৮৩৭ খৃঃ অঃ সর এণ্টনিও পানিজীর (Sir Antonio Panizzi) তত্ত্বাবধানে এবং ইংলণ্ডেশ্বর (George II, III & IV) ও তদ্দেশবাসী মহাপুরুষগণের উদ্যমে ইহার গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভিন্নদেশীয় গ্রন্থ-মধ্যে এখানে ১২ হাজার হিব্রু, ২৭ হাজার চীন ও ১৩ হাজার সংস্কৃত ও পালি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় (Oriental languages) মুদ্রিত পুস্তক ও ৫০০০ পুথি আছে। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হয়। এক্ষণে লণ্ডন মহানগরীতে ৯২টী প্রধান ও সাধারণ-পুস্তকালয় দৃষ্ট হয়। লণ্ডন ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেন্ ও আয়র্লণ্ড রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরে প্রায় ২৮৬টী সাধারণ পুস্তকাগার আছে, তন্মধ্যে এবার্ডিন্ ইউনিভার্সিটী (৯০ হাজার), বার্মিংহাম-ফ্রি (১ লক্ষ), কেম্ব্রিজ-ট্রিনিটী কলেজ (৯২ হাজার) ও কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটী (২ লক্ষ ৬০ হাজার); ডব্লিন্—নেশানেল (৮৫ হাজার) ও ট্রিনিট কলেজ (১ লক্ষ ৯৪ হাজার); এডিন্‌বরা—এড্‌ভোকেট (২ লক্ষ ৬৮ হাজার) ও ইউনিভার্সিটী (১ লক্ষ ৪২ হাজার); গ্লাসগো-ইউনিভার্সিটী (১ লক্ষ ২৫ হাজার); লীডস্—লীডস্ (৮৫ হাজার) ও লীডস্ সাধারণ-গ্রন্থালয় (১লক্ষ ১০ হাজার), লণ্ডন—লণ্ডন (৯০ হাজার), পেটেণ্ট আপিস্ (৮০ হাজার) ও ইউনিভার্সিটী (১ লক্ষ), মেঞ্চেষ্টার-ফ্রিপাবলিক (৮৫ হাজার), অক্সফোর্ড-বোড্‌লিয়ান্ (৪ লক্ষ ৩০ হাজার), সেণ্ট-এণ্ড্রুজ-ইউনিভার্সিটী (৯০ হাজার) প্রভৃতি গ্রন্থালয়ের ন্যূনাধিক পুস্তক সংখ্যা দেওয়া গেল।

ফরাসীরাজ্যে জগতের সর্ব্বপ্রধান পুস্তকাগার অবস্থিত। পারীনগরীর বিব্লিওথিক্ ন্যাসনেল্ নামক পুস্তকালয়ে ২২৯০০০০ পুস্তক ও প্রায় ৯২ হাজার পুথি ১৮৮০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ইহাতে আরও গ্রন্থ সংযোজিত হইয়াছে। পুস্তক ভিন্ন এখানে প্রায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার মুদ্রাপদক প্রভৃতি ও ২২লক্ষ খোদিত চিত্র (Engravings) বিদ্যমান আছে। ফরাসীর রাজন্যবর্গ ও খ্যাতনামা বিদ্বজ্জনের ঐকান্তিক যত্নে এই জাতীয়-পুস্তকাগারের এতাদৃশ উন্নতি সাধিত হয়। অনুসন্ধিৎসু লেখকগণ শার্লিমেন ও চার্লস্ দি বোল্ডের সংগৃহীত পুথিমধ্যে এই পুস্তকালয়ের উল্লেখ পাইয়াছেন। নানা গোলযোগের পর, পুনরায় রাজা জনের (King John, the Black-Prince's captive) রাজত্ব কালে বিব্লিওথিক্ ডু রয় (Bibliotheque du Roi) নামে এই বিদ্যামন্দিরের প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিখ্যাত ফরাসী-বিপ্লবের (The French Revolution) পর জাতীয়-একতাবদ্ধ ফরাসীগণ এই গ্রন্থালয়ের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হন। কাজেই রাষ্ট্রবিপ্লব জাতীয় বিদ্যামন্দিরের উৎকর্ষ সাধক হইয়াছিল; সন্দেহ নাই। এই সময় হইতেই ইহার "*Bibliotheque Nationale*" নামকরণ হইয়াছিল[১]। প্রজাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ও রণকেশরী নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থানে এবং তদীয় বদান্যতায় এই পুস্তকালয়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দেখা গিয়াছিল। তিনি নিজ ভুজবলে বর্লিন, হনোভার, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, রোম, হেগ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরী হইতে পুস্তকালয় উঠাইয়া আনিয়া ইহাতে সংযোজিত করেন এবং ফরাসী গবর্মেণ্টের দান বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেবল যে ফরাসী রাজধানীই এরূপ বিদ্যানুশীলনের আদর্শস্থল ছিল

(১) এই সুবৃহৎ পুস্তকালয়ের পুস্তক-তালিকা নাই। পূর্ব্বে যাহা ছাপা ছিল, তাহার পশ্চাদ্ভাগে নূতন গ্রন্থের তালিকা সংযোজিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮০৭ ও ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে এখানকার সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থের তালিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

তাহা নহে, প্রত্যেক ফরাসী প্রদেশে (Provinces) ঐরূপ বিদ্যোন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়! জাতীয়-পুস্তকাগার ব্যতীত পারীনগরে আরও ১৪টী সাধারণ পুস্তকালয় আছে, তন্মধ্যে B. de l'Arsenal (২লক্ষ ৬ হাজার), B. de l'Institut (১লক্ষ), B. Mazarine (দেড়লক্ষ), B. Sainte, Genevieve (১লক্ষ ২৩ হাজার) ও B. de l' Universite (১লক্ষ ২৬হাজার) এবং অপরাপর গুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আছে। সমগ্র ফরাসী রাজ্যে যে ৭০টী বিখ্যাত পুস্তকাগার আছে, তন্মধ্যে আরও ১০ লক্ষাধিক গ্রন্থ রক্ষিত।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যেও পুস্তকালয়ের অভাব নাই। ১৮৭৫ খৃঃ অঃ বার্লিন নগরেই ৭২টী পুস্তকাগার রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছিল। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণরাজ ফ্রেডরিক-উইলিয়ম-প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় পুস্তকালয়ই (Konigliche Bibl iathek) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে ৭লক্ষ ৫০হাজার গ্রন্থ ও ১৬হাজার পুথি আছে। জর্ম্মণ-রাজ্যে বিদ্যোন্নতির যেরূপ পূর্ণপ্রভাব, তাহাতে এখানে যে বহু গ্রন্থযুক্ত বিস্তৃত পুস্তকাগারসমূহ বিরাজিত থাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি! সংস্কৃতশাস্ত্রগ্রন্থাদি আলোচনায় জর্ম্মণদেশ জগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। বিদ্যোন্মাদে উল্লসিত জর্ম্মণগণ নগরে নগরে লক্ষাধিকগ্রন্থযুক্ত পুস্তকালয় স্থাপনে সাধারণে ধন্য হইয়াছেন, এবং স্বদেশকে 'শর্ম্মণ্য' দেশাভিধানে কল্পনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অগস্‌বার্গ (১লক্ষ ৫১হাজার), বার্লিন ইউনিভার্সিটী (২লক্ষ ১হাজার), বন্ (২লক্ষ ৫১হাজার), ব্রেমেন্ (১লক্ষ), ব্রেস্‌লু-ইউনিভার্সিটী (৩লক্ষ ৫৪হাজার), ও বিব্লিওথিক্ (২লক্ষ ২॥ হাজার), কার্ল্‌শ্রু (১লক্ষ ৩৯হাজার), কাসেল (১লক্ষ ৬৭হাজার), ডার্মষ্টাড (৫লক্ষ ৩ হাজার), ডেস্‌ডেন্ (৩লক্ষ ৫৭হাজার), আর্লাঞ্জেন (১লক্ষ ৪৯হাজার), ফ্রাঙ্কফোর্ট (১লক্ষ ৫০হাজার), ফ্রাইবার্গ (২লক্ষ ৭১হাজার), গিসেন (১লক্ষ ৬২হাজার), গোথা (২লক্ষ ৫১হাজার), গটিঞ্জেন (৪লক্ষ ৫হাজার), গ্রীফস্‌বাল্ড (১লক্ষ ২১হাজার), হেলি (২লক্ষ ২০হাজার), হাম্বার্গ (৩লক্ষ ৫৬হাজার), হনোভার (১লক্ষ ৭৪হাজার), হেডেলবর্গ (৩লক্ষ ৫হাজার), জেনা (১লক্ষ ৮০হাজার), কাএল (১লক্ষ ৮২হাজার), কোনিগ্‌স্‌বার্গ (১লক্ষ ৮৪হাজার), লিপ্‌সিক্-বিব্লিওথিক্ (১লক্ষ ২হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (৫লক্ষ ৪হাজার), লুবেক্ (১০০২৫০), মেহিঞ্জেন (১লক্ষ ২হাজার), মেঞ্জ (১লক্ষ ৫২হাজার), মার্বার্গ (১লক্ষ ৪০হাজার), মেনিঞ্জেন (১লক্ষ ৬০হাজার), মিউনিচ্-বিব্লিওথিক (১০লক্ষ ২৬হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (৩লক্ষ ২৫হাজার), মুনষ্টার (১লক্ষ ২৪হাজার), ওল্ডেন্‌বার্গ (১লক্ষ), রষ্টক্ (১লক্ষ ৪১হাজার), ষ্টাস্‌বর্গ (৫লক্ষ ১৩হাজার), ষ্টাট্টগার্ট (৪লক্ষ ২৯হাজার), ষ্টুবিঞ্জেন (২লক্ষ ৩৮হাজার), ওয়াইমার (১লক্ষ ৮২হাজার), বাইস্‌বেডেন (লক্ষাধিক), উল্‌ফেন্‌বুটেল (৩লক্ষ ১০হাজার), উর্জ্জবর্গ (৩লক্ষ ২হাজার), এবং অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরি ও সুজর্লণ্ড একত্র করিয়া ধরিলে লক্ষাধিক, গ্রন্থযুক্ত আরও অনেক পুস্তকালয় দেখা যায়; তন্মধ্যে ১৮০২ খৃঃ অঃ বুদা-পেস্ত মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয়ে ৪লক্ষ পুস্তক ও ৬৩ হাজার হস্তলিখিত পুথি আছে। কিন্তু আজ ২০ বৎসর যাবৎ ঐ সকল গ্রন্থালয়ে আরও কতশত নব প্রকাশিত পুস্তক ও পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার কোন প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় না।

রুষরাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গ নগরে জগতের শ্রেষ্ঠ তৃতীয় পুস্তকাগার অবস্থিত। এখানকার ইম্পিরিয়াল-পাবলিক লাই-ব্রেরিতে ১০লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক, ২৬হাজার পুথি, ২০হাজার মানচিত্র, ৭৫হাজার ফটোচিত্র, ৪২হাজার অটোগ্রাফ ও প্রায় ৫হাজার সনদ সংগৃহীত আছে। এতদ্ভিন্ন ডর্পাট্ (১লক্ষ ৪৪হাজার), হেলসিংফর (১লক্ষ ৪০হাজার), কাএফ (১লক্ষ ১০হাজার), মস্কাউ-গলিট্‌জিন মিউজিয়ম (৩লক্ষ ৫হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (১লক্ষ ৭০হাজার), সেণ্টপিটার্সবর্গ-সাএন্স একাডেমী (১লক্ষ ৫০হাজার), ও ইউনিভার্সিটী (১লক্ষ ৩৯হাজার) প্রভৃতি পুস্তকা-লয়ের গ্রন্থ সংখ্যা ২০ বর্ষ পূর্ব্বেকার তালিকা দৃষ্টে লিখিত হইল। এখন আরও কত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ফরাসী (৭১), জর্ম্মণ (৯৭), অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরি (৫৬), সুইজর্লণ্ড (১৮), ইতালী (৭৪), হলণ্ড (৬), ডেন্মার্ক (৪), আইস্‌ল্যাণ্ড (২), নরওয়ে (৩), সুইডেন (৩), স্পেন (১৬), পর্ত্তুগাল (৬), গ্রীস্ (২), রুসিয়া (১৩), প্রভৃতি য়ুরোপীয় রাজ্যে, ইজিপ্ত (১), অষ্ট্রেলিয়া (৫), বৃটীশগায়না (১), কানাদা (৪), জামেকা (১), মুরিসস্ (১), নিউজীলণ্ড (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (৪), ও তাস্‌মানিয়া প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশে (২), আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (৮৩), এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টাইন রিপাব্লিক (৩), ব্রেজিল (১), চিলি (১), মেক্সিকো (৫), নিকারাগোয়া (১), পেরু (১), ওরাগুই (১), ও ভেনিজুএলা (১)। উপরোক্ত রাজ্যসমূহের সাধারণ-পুস্তকালয়ের যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল, কালপ্রভাবে তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং আরও কত নূতন পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃততত্ত্ব অবগত না হওয়ায় পূর্ব্বোল্লিখিত দেশস্থিত পুস্তকালয় সমূহের নাম ও পুস্তক তালিকা দেওয়া গেল না[১২]।

(১২) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঐ দেশসমূহের সর্ব্বপ্রধান পুস্তকালয়ের গ্রন্থ সংখ্যা যেরূপ পাওয়া যায়—

দেশ	নগর	সংখ্যা
সুইজর্লণ্ড	বাসেল	১ লক্ষ ২৪ হাজার
ইতালী	ফ্লোরেন্স	৪ লক্ষ ১৫ হাজার

বাবিলোনীয়া।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাবিলোনীয়-রাজ্যে বিস্তৃতভাবে বিদ্যালোচনা হইত, কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহার কোন বিবরণ প্রকটিত হয় নাই। সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের নিপ্পুর নগরে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাচীন পুস্তকালয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে দেড় লক্ষেরও অধিক ফলক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যে সতের হাজার ফলকের পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ফলকগুলিতে ইতিহাস, শব্দবিদ্যা, সাহিত্য, পুরাণ, ব্যাকরণ, অভিধান, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের নানাবিধ গ্রন্থ লিখিত। উহার সকলগুলিই খৃঃ পূঃ ২২৮০ অব্দেরও পূর্ব্বকালে লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত উদ্ধার হইলে প্রাচীন হিন্দুগৌরবের নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

ভারত, চীন ও জাপান রাজ্যের স্থানে স্থানে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। চীন-সাম্রাজ্যে খৃষ্ট জন্মের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে পুস্তকাদি লিখনপ্রথা প্রচলিত ছিল।

হলণ্ড	দি-হেগ্	২ লক্ষ ৪ হাজার
ডেন্মার্ক	কোপেন্‌হেগেন্	৫ লক্ষ ৪ হাজার
আইস্‌লাণ্ড	রেক্‌জবিক্	৩০ হাজার
নরওয়ে	খৃষ্টিয়ানা	২ লক্ষ ৩২ হাজার
সুইডেন্	ষ্টক্‌হল্‌ম্	২ লক্ষ ৫৮ হাজার
স্পেন্	মাড্রিড্	৪ লক্ষ ১০ হাজার
পর্ত্তুগাল	লিস্‌বন্	২ লক্ষ ১০ হাজার
গ্রীস্	আথেন্স	১ লক্ষ ৫১ হাজার
ইজিপ্ত	কায়রো	৪০ হাজার
অষ্ট্রেলিয়া	মেল্‌বোর্ণ	১ লক্ষ ১২ হাজার
গায়না	জর্জটাউন	২৫ হাজার
কানাডা	অটোয়া	১ লক্ষ
মরিসস্	লুইবন্দর	১০ হাজার
নিউজিলণ্ড	ওয়েলিংটন	১০ হাজার
কেপকলনি	কেপটাউন	৩৯ হাজার
তাসমানিয়া	হোবার্টটাউন	৯ হাজার
ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্	বোষ্টন্	৩ লক্ষ ৯৬ হাজার
	ওয়াশিংটন	৩ লক্ষ ৯৭ হাজার
আর্জেণ্টাইন্ রিপ্	বিউনস্‌এরিজ্	৪০ হাজার
ব্রেজিল	রাইও জেনিরো	১ লক্ষ ২১ হাজার
চিলি	সেণ্টিয়াগো	৬৫ হাজার
মেক্সিকো	মেক্সিকো	১ লক্ষ
পেরু	লিমা	৩৫ হাজার
নিকারাগোয়া	মেনাগেয়ো	১৫ হাজার
উরুগুই	মণ্টিভিডো	১৭ হাজার
ভেনিজিউলা	কারাকাশ	২৯ হাজার

ভারত।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ভারতবাসী চিরদিনই পুস্তকের আদর করিতেন। পুস্তক তাঁহাদিগের উপাস্য-দেবতা বলিলেও হয়। এখনও ভারতের নানাস্থানে কোন কোন পুথির নিত্যপূজা হইয়া থাকে। মাঘমাসে সরস্বতীপূজার দিন গৃহস্থ-মাত্রই, তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলিকে দেবী সরস্বতীরূপে পূজা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় মঠ বা ধর্ম্মমন্দিরে নানাগ্রন্থ সংগৃহীত ও রক্ষিত হইত। নালন্দার গ্রন্থকুটীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই নালন্দার নিকটবর্ত্তী ওদন্তপুরী নামক স্থানে (বর্ত্তমান বিহারে) পালরাজগণের সময়ে বহুসহস্র বৌদ্ধগ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। মিন্‌হাজের তবকাত্-ই-নাসিরি-পাঠে জানা যায়, যে মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার যখন বিহার আক্রমণ করেন, তখনও এখানে বৌদ্ধদিগের বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুসংখ্যক শ্রমণের বাস ছিল। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুসহস্র গ্রন্থ দেখিয়া মুসলমানেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং গ্রন্থমর্ম্ম অবগত হইবার জন্য কোন কোন পণ্ডিতকে আহ্বান করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই মুসলমানের করাল কৃপাণে সমস্ত মুণ্ডিতশির শ্রমণগণ দ্বিখণ্ডশির হইয়াছিলেন।

মুসলমানের আক্রমণে বিহারের সেই অমূল্য বৌদ্ধগ্রন্থালয় বিলুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমানের করালগ্রাস হইতে যাঁহারা পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণতুল্য ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখনও নেপাল হইতে সেই সকল প্রাচীন পুথি বাহির হইতেছে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আক্রমণ বলিয়া নয়, কতবার মুসলমানের আক্রমণে কতশত অমূল্য গ্রন্থালয় বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তারিখ-ই-ফিরিস্তা-পাঠে জানা যায়, ফিরোজ তোগলক যখন নগরকোট আক্রমণ করেন, সে সময়ে জ্বালামুখীর মন্দিরে একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থকুটী ছিল। তন্মধ্যে ফিরোজ ১৩০০ হিন্দুপুথি পাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি দর্শন, জ্যোতিষ ও জাতকসম্বন্ধীয় কোন কোন গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন।

তুজুক্-ই-বাবরি নামক মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে—সম্রাট্ বাবর গাজী খাঁর গ্রন্থকুটীতে বহুসংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন।

আইন্-ই-অক্‌বরীতে বর্ণিত হইয়াছে, অকবর পাদশাহেরও বৃহৎ পুস্তকালয় ছিল। তাঁহার পুস্তকালয় সাতখণ্ডে বিভক্ত ছিল, তাহা আবার গদ্য, পদ্য, হিন্দী, পারসী, গ্রীক, কাশ্মীরী, আরবী ইত্যাদি পৃথক্‌খণ্ডে সজ্জিত থাকিত।

অক্‌বর যেমন নানা ভাষার গ্রন্থ পারসীতে অনুবাদ করাইয়া আপনার গ্রন্থালয়ের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, টিপু সুলতান

সেইরূপ নানাদেশ হইতে অমূল্য পারসী গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া আপনার পুস্তকালয়ে রক্ষা করিয়া যান। তাঁহার অধঃপতনের পর সেই সকল অমূল্য গ্রন্থ বৃটীশ গবর্মেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। তাহার অনেক গ্রন্থ এক্ষণে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে দেখা যায়।

আধুনিক কালে হিন্দুরাজন্যবর্গের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তঞ্জোররাজ শরভোজী ও নেপাল-রাজের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুনা যায়, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী হইতে তঞ্জোররাজ পুথিসংগ্রহে যত্ন করেন, শরভোজীর সময়ে তাঁহার পুস্তকালয়ে ২৫ সহস্রের অধিক হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। এখনও তঞ্জোররাজ-পুস্তকালয়ে অষ্টাদশসহস্রের অধিক হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথি বিদ্যমান। এই সকল পুথি দেবনাগরী, নন্দিনাগরী, কণাড়ী, তৈলঙ্গী, উড়িয়া প্রভৃতি নানা অক্ষরে লিখিত। এরূপ বহুসংখ্যক পুথি ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই।

নেপাল।—নেপালের রাজকীয় পুস্তকালয়ে প্রায় ৮ হাজার হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এখনও সংগ্রহকার্য্য চলিতেছে। এই পুস্তকালয়ে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে লিখিত হস্তলিপি বিদ্যমান; এরূপ সুপ্রাচীন ও সংস্কৃত বৌদ্ধ-পুথি আর কোথাও নাই *।

কাশ্মীর।—কাশ্মীরের রাজপুস্তকালয়েও নানাভাষায় লিখিত প্রায় দশসহস্রাধিক পুস্তক ও তন্মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুথি আছে, এইরূপ মূল্যবান্ হিন্দুগ্রন্থ আর কোথাও নাই১।

রাজপুতানা।—রাজপুতানার সামন্তরাজগণের গৃহেও বহুতর পুথি-সংগ্রহ আছে। তন্মধ্যে জয়পুর, মেবার, আলবার, বিকানীর, জসলমীর, কোটা, বুন্দী ও ইন্দোরের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য।

উ° প° প্রদেশ।—উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের মধ্যে কাশীধামেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্কৃত পুথি-সংগ্রহ দৃষ্ট হয়। কাশীধামের গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, কাশীরাজের পুস্তকালয় এবং কবি হরিশ্চন্দ্রের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য২।

বোম্বাইপ্রদেশ।—বোম্বাই প্রদেশে আহ্মদাবাদ, পাটন, কাম্বে, সুরত, পুণা, নাসিক, কোল্হাপুর, ভরোচ প্রভৃতি নানাস্থানে হস্তলিখিত পুথির গ্রন্থকুটী আছে। ঐ সকল গ্রন্থালয়ের মধ্যে আহ্মদাবাদ, পাটন ও কাম্বে সহরে অনেকগুলি জৈন-পুস্তকালয় দৃষ্ট হয়। জৈন যতিগণ তীর্থভ্রমণকালে মধ্যে মধ্যে যেস্থানে আসিয়া বিশ্রামার্থ বাস করেন, জৈনেরা তাহাদিগকে উপাশ্রয় বলিয়া থাকেন। এইরূপ উপাশ্রয়ে জৈন-ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ অতি যত্নের সহিত রক্ষিত থাকে। গুজরাতের প্রাচীন রাজধানী পাটন-সহরে এইরূপ ১১টী উপাশ্রয় ও আহ্মদাবাদে ৬টী উপাশ্রয় আছে। পাটনের পোফলিয়ানোপাড়োর উপাশ্রয়ে তিন হাজারের অধিক এবং হেমচন্দ্রভাণ্ডারে প্রায় চারি হাজার সুপ্রাচীন হস্তলিপি আছে। এই দুই উপাশ্রয় হইতে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে লিখিত তালপত্রের পুথি বাহির হইয়াছে। হেমচন্দ্র-ভাণ্ডারে সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত পুথি দৃষ্ট হয়৩। পুণার বিশ্রাম-আবাস সংস্কৃত-পাঠশালায় পেশবাদিগের সংগৃহীত অনেক পুথি দৃষ্ট হয়।

মলবার।—কালিকটে এখানকার সামরী-রাজপুস্তকালয় এবং তিরুপ্পুণিত্তুর নামক স্থানে কোচিন-রাজের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। এখানে সংস্কৃত ও দাক্ষিণাত্যের নানা ভাষায় লিখিত বহুতর হস্তলিপি দৃষ্ট হয়।

মহিসুর।—মহিসুরের রাজপ্রতিষ্ঠিত সরস্বতীভাণ্ডারে প্রায় ৩৫ সহস্রাধিক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। মহিসুরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরির শঙ্করাচার্য্য-স্বামিমঠেও বহুসহস্র সংস্কৃত পুথি আছে।

তঞ্জোর।—তঞ্জোর-রাজপুস্তকালয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন তঞ্জোর-জেলায় গঙ্গাধরপুর, গোবিন্দপুর, কুম্ভঘোণম্, মল্লারপুর, বেদারণ্য, নাগপট্টন প্রভৃতি নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থকুটী দৃষ্ট হয়। এই সমুদায়ের মধ্যে পুদুকোটের রাজপুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য।

ত্রিবাঙ্কোড়।—ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজের পুস্তকালয়েও বহুসহস্র হস্তলিপি দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত কাঞ্চনীর মন্দির, মদুরা জেলায় শিবগঙ্গা ও রামনাথমঠ, বিশাখপত্তন জেলায় বিজয়নগরাধিপের পুস্তকালয় ও বোব্বিলির রাজ-পুস্তকালয়, দক্ষিণ-আর্কটে চিদম্বর, কোয়ম্বাতোরে কুমারলিঙ্গ ও রাজপুস্তকালয়, উল্লেখযোগ্য।৪

বাঙ্গালা-প্রেসিডেন্সি।—বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কলি-

* সম্প্রতি নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে লিখিত সংস্কৃত তান্ত্রিক-গ্রন্থ বেঙ্গল গবর্মেণ্ট সংগ্রহ করিয়াছেন।

(১) Dr. Buhler's Reports, 1877; Dr. Stein's catalogue of Sanskrit Mss দ্রষ্টব্য।

(২) উ° প° প্রদেশে গবর্মেণ্টের আদেশে পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ যে সংস্কৃত পুথিসমূহের তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এ অঞ্চলের বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়।

(৩) Dr. Buhler, Dr. Peterson, Dr. Bhandarkar প্রভৃতির প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তকবিবরণী দ্রষ্টব্য।

(৪) দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে ছোট বড় সংস্কৃত পুস্তকালয় আছে। Dr. Oppert's Catalogue of the Sanskrit Mss in Southern India ও Dr. Hultzch's Reports of the Sanskrit Mss. দ্রষ্টব্য।

কাতার এসিয়াটিক সোসাইটী, ও তথায় রক্ষিত বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সংস্কৃত পুস্তকালয়, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ, ৺রাজা রাধাকান্তদেবের পুস্তকালয়, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকালয় উল্লেখযোগ্য। এসিয়াটিক সোসাইটী ও তৎসংলিপ্ত বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের সংগৃহীত সংস্কৃত হস্তলিপি প্রায় ৮ হাজারের অধিক এবং পারসী গ্রন্থের সংখ্যাও প্রায় ৮ হাজার হইবে। সংস্কৃত কলেজে প্রায় ৪ হাজার হস্তলিপি আছে।

এতদ্ভিন্ন আর আর যে সকল স্থানে ও যে যে ব্যক্তির নিকট বহুসংখ্যক সংস্কৃত হস্তলিপি রক্ষিত আছে, অকারাদিক্রমে তাহাদের নাম লিখিত হইল :—

আজিমগঞ্জে রায় ধনপৎসিংহের জিনমন্দির।
কাকিনা (রঙ্গপুর) রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী।
জাফরগঞ্জ বড় আখড়া গোপালদাস মহন্ত।
জিয়াগঞ্জ বালুচর খরতরগচ্ছীয় পঞ্চায়ত-পোশালা (উপাশ্রয়)।
দরভাঙ্গা রাজ-পুস্তকালয়।
নবদ্বীপ-রাজবাটী (মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়)।
নবদ্বীপে ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের বাটী,
নশীপুর, মুর্শীদাবাদ, রাজা রণজিৎ সিং।
নাটোর রাজবাটী, পুটিয়া রাজবাটী, পুরীর শঙ্করমঠ, ব্রাহ্মণীগ্রাম (মুর্শিদাবাদ) রামানুজমঠ।
ভট্টেশ্বর গ্রাম (বিক্রমপুর) গঙ্গাচরণ তর্করত্নের বাটী।
ভগ্রাণী—দরভাঙ্গা ছোটলাল ঝাঁ।
ভাওয়াল—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর।
মধুবনী (দরভাঙ্গা) কানাইলাল ঝাঁ।
মানকর (বৰ্দ্ধমান) হিতলাল মিশ্রের বাটী।
রাজনগর (বিক্রমপুর) কালিকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটী।
রোয়াইলের জমিদারবাটী।
বহরমপুর ৺রামদাস সেন ও তাঁহার আত্মীয় রাধিকাপ্রসাদ সেনের ঠাকুরবাটী।
বেতিয়া—মহারাজ রাজেন্দ্রকিশোর সিংহ বাহাদুর।
শান্তিপুর—৺ কালিদাস বিদ্যাবাগীশের বাটী।
শ্রীরামপুর-কলেজ।
সেরপুর, (ময়মনসিংহ) হরচন্দ্র চৌধুরীর পুস্তকালয়।
ত্রিপুরা—মহারাজের পুস্তকালয়।
বৰ্দ্ধমান—সংস্কৃত পুস্তকালয়।
হাতোয়ারাজের পুস্তকালয়।*

* বাঙ্গালার যে যে স্থানে পুথি রক্ষিত আছে তাহাদের নাম—Raja Rajendra Lal Mitra's Notices of Sanskrit Mss. Vol. I—IX, ও Mahámahopádhyáya Hara Prasad Shastri's Notices of Sanskrit Mss, published under the orders of the Government of Bengal দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষে নানাস্থানে পুথি রক্ষিত হইলেও প্রধান প্রধান দুই একটী রাজ-পুস্তকালয় ব্যতীত কোন পুস্তকালয়ের রীতিমত তালিকা পাওয়া যায় নাই। এই জন্য আনুমানিক গ্রন্থসংখ্যা লিখিত হইল না।

বাঙ্গালার নানাস্থানে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেকার বহু সংখ্যক বঙ্গভাষায় লিখিত পুথি দৃষ্ট হয়। একমাত্র বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়েই আট শতাধিক এরূপ বঙ্গভাষায় লিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মুদ্রিত গ্রন্থের পুস্তকালয় মধ্যে বরোদার গাইকবাড়ের পুস্তকালয় ও কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুই স্থানে সকল বিষয়ক গ্রন্থ একত্র করিলে প্রায় ৫০০০০ পুস্তক হইতে পারে।

কলিকাতার মেট্‌কাফ হল, বোম্বাইএর রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী, মান্দ্রাজের কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী, প্রেসিডেন্সী কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, উত্তরপাড়ার ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী, ঢাকার নর্থব্রুক হল, কোচবিহার রাজ-পুস্তকালয়, ত্রিপুরার মহারাজ স্থাপিত লাইব্রেরী, কাকিনার রাজা মহিমা রঞ্জনের লাইব্রেরী, জয়দেবপুরের রাজপুস্তকালয়, কলিকাতার ৺ রসিকচন্দ্র নিয়োগীর লাইব্রেরী, আলবার ও জয়পুরের রাজপুস্তকালয়, কাশীর কলেজ লাইব্রেরী এবং পুণার ডেক্কান কলেজ লাইব্রেরীই উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল পুস্তকালয়ে বহু সহস্র মুদ্রিত গ্রন্থ আছে।

পুস্তকরক্ষার ব্যবস্থা।

সাধারণ পুস্তকাগার কিরূপ হইলে সকলের সুবিধাজনক হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরিচালক সমিতির লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রত্যেক পুস্তকালয়ে পাঠাগার১ (Reading-rooms), গ্রন্থগৃহ (Book-rooms), কর্ম্মগৃহ (Work-room) ও দপ্তরখানা (Office) প্রভৃতি থাকা আবশ্যক। পাঠগৃহের আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়া চাই। বহুলোক একত্র পাঠ করিতে পারে, তদুপযোগী মেজ (table) ও কাষ্ঠাসন (chair)

(১) বৃটিশ মিউজিয়মের পাঠাগার সর্ব্বসুন্দর। পাঠকের সুবিধা ও আরামের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গৃহের গঠন ও সজ্জাদি প্রস্তুত হইয়াছে। টেবিলটী চক্রাকার, প্রত্যেক চক্রদণ্ডে পাঠকের বসিবার আসন। সাধারণের অসুবিধা নিবারণ-জন্য পরিদর্শকের (Superintendents) অবস্থান-গৃহের সম্মুখে পুস্তকতালিকা-রক্ষণ-স্থান (Catalogue-stand)। পাঠকের পরস্পর-দর্শনে মনঃসংযোগের হানি হওয়া সম্ভব, এজন্য পর্দ্দা আড়াল দেওয়া আছে। শীতপ্রধান দেশ, তাই শীতলতা নিবারণ জন্য পদতলে গোলাকার ফুটরেল আছে। উহার মধ্যে ষ্টীমধারা গৃহে গৃহে উত্তাপ প্রেরিত হইতেছে। পাঠকের সুবিধার্থ প্রত্যেক আসনের সন্নিকটে স্বতন্ত্র ৪ ফিট স্থান ছাড়া আছে, ঐ স্থানে পাঠক নিজের ইচ্ছামত পুস্তকাদি নাড়াচাড়া করিতে পারেন।

সজ্জিত রাখা কর্ত্তব্য। স্বদেশ ও ভিন্নদেশীয় স্বনামধন্য পুরুষের চিত্র (Paintings), প্রতিকৃতি (Bust or Statue) প্রভৃতি দ্বারা গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতে হয়। কারণ তদ্দৃষ্টে কোমলহৃদয় মানবমাত্রেরই "মহাজনগত পন্থার" আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে। সকল গৃহগুলি ঈষদুষ্ণ রাখা প্রয়োজন। মেজের অথবা বাহিরের ঠাণ্ডায় পুস্তকালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডা লাগিলে সেল্ফ, আলমারি, বুককেশ, পেতেন বা তাক প্রভৃতিতে রুই (white-ants) লাগিতে পারে এবং বাহিরের ঠাণ্ডায় পুস্তকাদিতে একপ্রকার কীট জন্মে, উহারা পুস্তক কাটিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলে। এই সমস্ত ক্ষয়কারী কীটের দংশন হইতে পুস্তকের পরিত্রাণ জন্য গ্রন্থগৃহে তাপদান আবশ্যক। খোলা জায়গায় অগ্নি জ্বালিয়া অথবা লৌহ উনানে অগ্নি-স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ষ্টীম্, সান্‌লাইট গ্যাস (Sunlight System) বা বেন্‌হেম্ (Benham light) আলোক দ্বারা গৃহগুলির বায়ু উত্তপ্ত রাখা চাই। বর্ত্তমান বৈদ্যুতিক আলোকেও পুস্তক রক্ষাবিষয়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রন্থে নিম্‌পাতা, নেপ্‌থালিন্ বা টার্পিন্ দিয়া রাখিলে কিছুকালের জন্য কীটদংশন হইতে পুস্তকাদি রক্ষা করা যায়। কাষ্ঠনির্ম্মিত আল্‌মারি, 'সেল্ফ', 'বুককেশ' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অধুনা কলাইকরা লৌহ (Galvanized iron) প্রভৃতি ধাতু বা শ্লেট-নির্ম্মিত সেল্ফই পুস্তকরক্ষার বিশেষ উপকারী হইয়াছে[১]। কারণ উহাতে আর রুই লাগিবার সম্ভাবনা নাই। র‍্যাক্ (Rack) কিংবা সেল্ফ মধ্যে পুস্তক সাজাইয়া রাখিলেও সর্ব্বদাই সতর্ক থাকা উচিত, যেন ধূলা পড়িয়া উহা নষ্ট না হয়। আল্‌মারি, দেরাজ কিংবা গ্লাসকেশ মধ্যেও গ্রন্থাদি সজ্জিত রাখা যায়; কিন্তু অনেকে উহা ভাল পছন্দ করেন না। কারণ কাচ মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে গরমে কাগজাদি গুমিয়া যাইতে পারে এবং কাষ্ঠ অথবা কোনরূপ অস্বচ্ছ আচ্ছাদনে উহার সম্মুখদ্বার আবদ্ধ রাখিলে, পুস্তক-নির্ব্বাচনে সাধারণে বড়ই অসুবিধা বোধ করেন।

কোন পাঠক কোন একখানি গ্রন্থ দেখিতে ইচ্ছা করিলে অগ্রে সেই পুস্তকের শ্রেণীগত নম্বর ও গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থরক্ষকের নিকট পুস্তকখানি চাহিবেন। তিনিও নিজ তালিকাবহি-দৃষ্টে সাঙ্কেতিক চিহ্নানুসারে সেল্ফ-নির্ব্বাচন করিয়া নিয়মানুক্রমে সজ্জিত গ্রন্থ বাহির করিয়া প্রার্থীর হস্তে সমর্পণ করিবেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থ পুস্তকালয় মধ্যে সন্নিবেশিত আছে কি না, তাহা জানিবার কোন সহজ উপায় ছিল না। পাঠক ও পুস্তকরক্ষককে বৃথা বহুসময় অতিবাহিত করিতে হইত। পরে 'ইণ্ডিকেটর' (Indicator) প্রথার উদ্ভাবনায় অনেক শ্রম-লাঘব হইয়াছে। মিঃ মর্গাল (বার্মিংহাম ইণ্ডিকেটর), মিঃ ইলিয়ট্, মিঃ রাইট্ ও মিঃ কট্‌গ্রীভ্-প্রবর্ত্তিত প্রথাবলম্বনে সকলেই কার্য্যসমাধা করিয়া থাকেন। প্রথমে একটী কাষ্ঠ-ফ্রেমে কতকগুলি ক্ষুদ্র গেবে (small pigeon-holes) কাটিয়া একএকটী নম্বর দিত এবং ঐ নম্বরের সহিত পুস্তক-নম্বরের সমন্বয় রাখা হইত। কালে কট্‌গ্রীভের ইণ্ডিকেটর বহির সাহায্যে "লেজার" গ্রন্থের ন্যায় প্রত্যেক ব্যক্তির নামে স্বতন্ত্র হিসাব খুলিয়া, দেয়পুস্তক খরচ কাটিয়া দেওয়া হয়। গ্রন্থরক্ষকগণের সুবিধার্থ মিঃ পার (Mr. G. Parr)-প্রবর্ত্তিত 'কার্ড-লেজার' (Card-ledger) প্রশস্ত।

অতঃপর পুস্তকের বাঁধাই। যত উৎকৃষ্ট বাঁধাই হইবে, গ্রন্থখানিও তত অধিককাল স্থায়ী হইবে। ভাল বাঁধাই করিতে হইলে, অবশ্যই বেশী খরচ হয়; কিন্তু বর্ত্তমান অধিক ব্যয় ভবিষ্যতে স্বল্প বলিয়া বোধ হইবে। কারণ উহাকে আর দুইবার বাঁধাইতে হইবে না, অন্যথা উহা একবারে নষ্টও হয় না। মরক্কো (Morocco) চর্ম্মে পুস্তক বাঁধাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও অধিককাল স্থায়ী হয়। জলবায়ুর উত্তাপ ও গ্যাসালোকে মরক্কোচর্ম্মের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। ভেলম্ (Vellum)-পরিষ্কৃত বাছুরের চর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও দীর্ঘকালস্থায়ী; কিন্তু সকলপ্রকার কার্য্যে বিশেষ উপযোগী নহে। পর্য্যায়ক্রমে কাফ্, রুসিয়া, বেসিল, রোয়ন্, বাক্রাম্, কার্পাসবস্ত্র, লিনোলিয়ম্, ক্রেটোন্ ও লেদারেট প্রভৃতি চর্ম্ম, বস্ত্র বা তদনুকরণে নির্ম্মিত কাগজাদিদ্বারা পুস্তক বাঁধান যাইতে পারে; কিন্তু তাহাদের স্থায়িত্ব কালও ঐরূপ পর্য্যায়ানুযায়ী জানিতে হইবে। রঙ্গের বিচার করিয়া দেখিলে নীল ও সবুজ (গাঢ় বা তরল), লাল, কৃষ্ণ, ওলিভ ও ব্রাউন বর্ণই প্রশস্ত। এক পুস্তকের সকল খণ্ডগুলি (Volumes) এক বর্ণের হওয়া চাই, তাহা হইলে সহজে চিনিয়া লইতে পারা যায়। দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থগুলির বাঁধাই সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সাধারণ পুস্তকগুলি 'হাফ্‌বাউণ্ড' করিলেই চলে; কিন্তু দুষ্প্রাপ্য বহুপ্রাচীন গ্রন্থগুলিকে চর্ম্ম দিয়া 'ফুলবাউণ্ড' করা আবশ্যক[১]। যখন বন্ধনার্থ পুস্তকখানি দপ্তরির

---

(১) ডাঃ অক্‌লাণ্ড-উদ্ভাবিত রাড্‌ক্লিফ্ আইরন্ বুককেশ, মিঃ ভার্ণোর বুককেশ ও টোঙ্কসের (Tonks's) বুককেশ উল্লেখযোগ্য। পুস্তকালয় ও তদঙ্গাধীন দ্রব্যসমূহের বিস্তৃত বিবরণ Mr. Edwards, *Memoirs of Libraries* (1859), Dr. Petzoldts কৃত *Katachismus der Bibliothekenlehre* ও Library Journal নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১) বৃটীশ মিউজিয়মের সকল পুস্তকই মরক্কো 'হাফ্‌বাউণ্ড' অর্থাৎ পশ্চাতে মরক্কো চর্ম্ম দিয়া দুইখানি ডালা কব্জার ন্যায় ঝুলান আছে। ডালা দুইটী নানাপ্রকার বস্ত্রাচ্ছাদিত; কিন্তু চারিকোণ (vellum)-চর্ম্মমণ্ডিত।

নিকট দিবে, তখন তাহাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া বলিবে সীসাই, বস্ত্র, চর্ম্ম ও সোনালির নাম কিরূপ হইবে।

বাঁধান পুস্তকগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজান উচিত। যথা সাহিত্য, কাব্য, গীতিকাব্য (Melo-drama) নাটক (Drama, Tragedy, Comedy) নবন্যাস ও উপন্যাস, (Novels), ইতিহাস (History), জীবতত্ত্ব, (Zoology), পক্ষিতত্ত্ব(Ornithology),মানবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, (Zeology) দেহ-তত্ত্ব, অস্থিতত্ত্ব (Osteology), অঙ্কবিদ্যা, বীজগণিত, রেখাগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, আয়ুর্ব্বেদ ও ভৈষজ্য (Medicine), বিজ্ঞান (Science and Arts), প্রাণিতত্ত্ব (Natural History), ঈশ্বরতত্ত্ব (Theology), ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতি (Jurisprudence), আইন (Law), স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্কর্য্য (Archœology and Art of sculpture, painting &c.), দর্শনশাস্ত্র (Philosophy), ভূগোল (Geography), জীবনী (Biography), শব্দবিদ্যা (Philology), বাণিজ্য, (Commerce), সমাজ-নীতি (Sociology), কৃষিবিদ্যা (Agriculture), মাসিকপত্র, (Periodicals) ও অব্যক্ত অঙ্কদ্বারা লিখনবিদ্যা (Palygraphy) প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সেল্‌ফমধ্যে সন্নিবেশ করা আবশ্যক। পুস্তক সজ্জিত করিবার চারিটী প্রণালী :—(১) আকৃতি—সমান আকৃতির পুস্তকগুলি সেল্‌ফের একতাকে রাখিলে সুন্দর দেখায়, (২) গ্রন্থকারের নাম—অকারাদি ক্রমে গ্রন্থকর্ত্তার নাম লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি ১।২ নম্বর ক্রমে সাজান; (৩) বিষয়—অর্থাৎ ভূগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা Natural Philosophy), রসায়ন (Chemistry) প্রভৃতির বৈষয়িক পার্থক্য ধরিয়া সেল্‌ফমধ্যে সংখ্যাক্রমে তাহাদের সংস্থান এবং (৪) প্রাপ্তি-স্বীকারের পরই নিরূপিত নম্বর বসাইয়া তাহাকে সেল্‌ফে রক্ষা কিংবা উপরোক্ত দুই প্রকারের প্রথার মিশ্রণে তাহাদের সজ্জা। প্রথমে বিষয়ের সঙ্কেত ও পরে তদ্বিভাগীয় চিহ্ন বসাইয়া নম্বর দিলে সহজেই পুস্তক-নির্ব্বাচনে সুবিধা হইতে পারে। যেমন জ্যামিতিকে অঙ্কবিদ্যার (Mathematics) তৃতীয় স্থান দিতে হইবে অর্থাৎ অঙ্কগণিত (Arithmatics), বীজগণিত (Algebra) ও পরে জ্যামিতি এবং উহা স্বাভাবিক বিজ্ঞানের (Natural Science) একটী অংশ। এইরূপে জ্যামিতিকে প্রথমে বিজ্ঞানের অংশভূত করিয়া তাহাকে অঙ্কবিদ্যার তৃতীয় স্থান দানপূর্ব্বক ১,২,৩ নং ক্রমে সাজাইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে ডিউয়ে (Melvil Dewey) সাহেবের মত সাধারণের গ্রহণীয়[১]। প্যারী নগরীর 'বিব্লিওথিক্ ন্যাস্‌নেল' নামক পুস্তকালয়ের ইতিহাস (Histoire de France) ও ভৈষজ্য সম্বন্ধীয় (Medicine) গ্রন্থাবলীর সুসমাবেশ (Classification) জগতের একটী আদর্শস্থল।

পুস্তকগুলি আপনাপন শাখাগত অঙ্কমধ্যে নিবদ্ধ হইলে তাহার একটী তালিকা প্রয়োজন। কারণ ঐ তালিকা দৃষ্টে গ্রন্থরক্ষক ও পাঠক উভয়েই সুবিধামত পুস্তক-নির্ব্বাচন ও গ্রহণে সমর্থ হইবেন। যে পুস্তকালয়ের তালিকা নাই, তাহা কখন কার্য্যকারী হয় না। সামান্য কথায় উহা একটী পুস্তক-স্তূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাই যখন সাধারণের উপকারার্থ, তখন কেন না সেই প্রত্যুপকারের অভিলাষী হওয়া যায়। তালিকা হইতে প্রথমতঃ পুস্তকের নাম, গ্রন্থকার ও কোন্ বিষয়ের গ্রন্থ তাহা জানিতে পারা যায়। অস্মদ্দেশীয় সাধারণ-পাঠ্য-পুস্তকাগারে যেরূপ তালিকা প্রচলিত আছে, তাহাতে কাব্য নাটকাদিভেদে গ্রন্থ বিভাগ করিয়া অকারাদি ক্রমে গ্রন্থের নাম (titles) ও প্রণেতৃগণের নাম নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু পুস্তক-বহুল স্থানে এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রথা ফলদায়ী হয় না ; যেখানে লক্ষাধিক পুস্তক আছে, সেরূপ স্থানে গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নাম-নির্ব্বাচনে অকারাদি ক্রমে গ্রন্থাদির তালিকা সন্নিবেশ করিতে হয় ; তাহা হইলে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই সকল কার্য্য পরিদর্শন জন্য একজন গ্রন্থরক্ষক (Librarian) আবশ্যক। ঐ ব্যক্তি জ্ঞানী, কর্ম্মঠ, সুবিবেচক এবং নানা ভাষা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইবেন। কারণ তাঁহার নিকটে কোন আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রশ্ন করিলে যেন যথাযথ উত্তর পাওয়া যায়। সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শী গ্রন্থরক্ষকই সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়া থাকেন। গ্রাহককে অভিমত পুস্তক বাহির করিয়া দেওয়া তাঁহার কার্য্য নয়। যিনি গ্রাহককে পুস্তক দেন, তাঁহাকে Issuing officer বলা যায়।

কেন পুস্তক-তালিকা (Catalogue) প্রস্তুত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ৬টী জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে।—(১) অমুক গ্রন্থকারের অমুক পুস্তক আছে কি না ? (২) অমুক গ্রন্থকারের কি কি পুস্তক আছে ; (৩) অমুক গ্রন্থ পুস্তকালয়ে আছে কি ? (৪) অমুক বিষয়ক বা ঘটনাসমাশ্রিত কোন পুস্তক গ্রন্থালয়ে পাওয়া যাইতে পারে কি না ? (৫) অমুক বিষয়ের কি কি গ্রন্থ আছে ? (৬) কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় বা ভাষা সম্বন্ধে কত পুস্তক পাওয়া যায় ? এই সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর সম্বলিত গ্রন্থই পুস্তক-তালিকা পদবাচ্য। এ কারণ কোন কোন

(১) A Classification and Subject-Index for Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library by Melvil Dewey, Amherst, 1876.

পুস্তকাগার (১) ও (২), কোথাও (৩), কোথাও (৪) বা (৫) লইয়া তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু কি বিষয়গত, কি গ্রন্থের নামগত, কি গ্রন্থকর্ত্তার নামগত, সকল গুলিই অকারাদি ক্রমে (Alphabetically) সজ্জিত হয়। তালিকা মুদ্রণে খরচ হয় বটে কিন্তু তাহার ব্যবহারে তত কষ্ট হয় না। হস্তলিখিত তালিকায় গ্রন্থ বাছিয়া লওয়া সুকঠিন। তালিকা বার বার ছাপা সুপরামর্শ নহে, কারণ মাস দুই পরে যখন আবার (প্রাপ্ত বা ক্রীত) নূতন গ্রন্থ সংযোজিত হয় তখন উহা কার্য্য বহির্ভূত হইয়া পড়ে। কোন কোন ক্ষুদ্র পুস্তকাগারে তালিকা প্রস্তুত না করিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর পুস্তকালয়ের তালিকা লইয়া উহাতে কথিত পুস্তকালয়ের গ্রন্থনাম মিলাইয়া দাগ দিয়া রাখিলেই চলে।[১]

বর্ত্তমান প্রথায় যে সমস্ত তালিকা প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা, গ্রন্থ ও গ্রন্থবর্ণিত বিষয়ের মূলাংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থ ও সামান্যতঃ তদ্বর্ণিত বিষয় জানিতে পারিলে পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহাতে তাহার লেখ্য প্রতিপোষক কোন ঘটনা লিখিত আছে কি না।

কার্য্যপ্রণালীই (Administration) পুস্তকালয়ের প্রধান অঙ্গ। যাহাতে গ্রাহক ও সভ্যমহোদয়গণ সন্তুষ্ট থাকিয়া গ্রন্থাদি পান ও নিজ নিজ ইচ্ছামত পুস্তকালয়ের কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে পরিচালক-সমিতির দৃষ্টি থাকা উচিত। যাহাতে আয়ব্যয়ের হিসাব পরিষ্কার থাকে এবং প্রতিমাসেই নূতন গ্রন্থক্রয়ের সুবন্দোবস্ত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থাদিতে ধূলা না লাগে, ধূলা ঝাড়িবার সময় কর্ম্মচারিগণ পাতা না ছিড়িয়া ফেলে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বৎসরে ২।৩ বার গ্রন্থসংখ্যা (Stock) নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য। নূতন পুস্তক গ্রন্থাগারে স্থান পাইলে তাহা সর্ব্বসমক্ষে কিছুদিনের জন্য রাখিবে, যেন সকল গ্রাহকেই নূতন পুস্তক দেখিতে পায়। পরে তথা হইতে উঠাইয়া পুস্তকালয়ের নাম ষ্ট্যাম্প করিবে এবং নম্বর দিয়া সেল্ফ মধ্যে যথাস্থানে রাখিবে। পুস্তকালয় হইতে গ্রাহককে পুস্তক দিতে বা তাহা ফিরাইয়া লইতে একটী পরিষ্কার হিসাব রাখিবে, যতদিন ঐ পুস্তক তিনি রাখিতে পারিবেন, তাহা বাদে উহা ফিরাইয়া লইবে। ইহার জন্য হয় 'লেজার' না হয় স্লিপ্ সিষ্টেম্ (slip system) মতে কার্য্য করিবে। পুস্তকালয়ের রক্ষা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়, যেন গ্রাহক বা সভ্যের গোলমালে কোন পুস্তক নষ্ট না হয় ; অথবা আগুনে পুড়িয়া না যায়, এজন্য প্রত্যেক পুস্তকাগারে একএকটী জলযন্ত্র (pump) থাকা উচিত।

(১) "It is obvious that if a universal catalogue of printed literature existed, it would be only necessary for each Library to mark in a copy the particular works it chanced to possess. Such a plan on a small scale has been adopted in many cathedral and college libraries, where a copy of the Bodleian printed catalogue is used for the purpose" (Ency. Britt. vol. 14 p. 539.) Copy-right Act. প্রচলন হওয়া অবধি রাজকীয় পুস্তকাগারে নূতন পুস্তকের অভাব হয় নাই, প্রত্যেক গ্রন্থকারকেই নবপ্রকাশিতপুস্তক পাঠাইতে হয়।

পুস্তময় (ত্রি) বস্ত্ররচিত। (সুশ্রুত সূ° ৯ অঃ)

পুস্তশিল্পী (স্ত্রী) শিল্পীলতাভেদ।

পুস্ফুস (পুং) ফুস্‌ফুস্ রোগ।

পুস্ফুসশ্বাসক, (Pulmonata) যাহা বায়ুতে পুস্ফুসদ্বারা শ্বাস লয়, যথা স্থলজশম্বুক।

পূ, শোধ, শোধন। দিবাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ পূয়তে। লোট্ পূয়তাং। লঙ্ অপূয়ত। লিট্ পুপুবে। লুঙ্ অপবিষ্ট।

পূ, শোধন। দিবাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্-পবতে। লোট্ পবতাং। লঙ্ অপবত। লুঙ্ অপবিষ্ট। লৃট্ পবিষ্যতে।

পূ, শোধন। ক্র্যাদি, উভয়°, সক°, সেট্। লট্ পুনাতি পুনীতে। লোট্ পুনাতু পুনীতাং। লঙ্ অপুনাৎ, অপুনীত। লুঙ্ অপাবীৎ, অপবিষ্ট। সন্ পুপূষতি-তে। যঙ্ পোপূয়তে। যঙ্-লুক্ পোপতি। ণিচ্ পাবয়তি-তে। লুঙ্ অপীপবৎ-ত্ত। ক্ত,—পূত, পবিত। বররুচির মতে কোন কোন স্থলে ক্র্যাদিগণীয় 'পূ' ধাতুর প্বাদিত্ব হেতু শ্না-প্রত্যয়ের আকারও হ্রস্ব হইবে।

"স্মরণাৎ পুনতে পাপং ধারণাৎ পূর্ব্বসঞ্চিতং।

দর্শনাল্লভতে মোক্ষমেতদ্‌যোগস্য লক্ষণম্ ॥" (দুর্গাদাস)

পূঁই (দেশজ) পূতিকা, পূঁইশাক।

পূঁজ (দেশজ) পূয।

পূঁয়া (দেশজ) কেঁচোর ন্যায় সূক্ষ্ম সরীসৃপ জাতীয় জন্তু-বিশেষ। পূঁয়ে সাপ।

পূখী, দোয়াবের অন্তর্গত মৈনপুরীর একজন প্রসিদ্ধ কবি। প্রায় ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

পূগ (ক্লী) পূয়তে মুখমনেনেতি পূ-গন্ কিচ্চ। (ছাপুখণ্ডিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১২৩) গুবাকফল, (অমরটীকা রায়মুকুট) চলিত সুপারি।

"পিণ্ডখর্জ্জূরং জাতিশ্চ এলা চৈব হরীতকী।

নারিকেলং তথা পূগং রম্ভাপক্বফলং তথা ॥" (ভবিষ্যপু°)

পর্য্যায়—পূগফল, চিক্কণী, চিক্কা, চিক্কণ, সোঞ্চক, উদ্বেগ, ক্রমুকফল, ইত্যাদি। (রাজনি°) [গুবাক শব্দ দেখ।] ইহার গুণ কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, বক্ত্রক্লেদমলনাশক, কষায় ও ঈষৎ মধুর এবং সারক। (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ)। অত্রিসংহিতার

মতে কষায়-মধুর, অর্থাৎ প্রথমে কষায় তৎপরে মধুর, ভেদক, পিত্ত ও কফনাশক। (অত্রিস° ১৭ অঃ) পক্ক পূগফল বাতবর্দ্ধক, রূক্ষ, ভেদন, কফনাশক, গুরু, অভিষ্যন্দি, মধুর, বহ্নিনাশক, প্রথম বৎসরে পূগ বিষতুল্য, দ্বিতীয়ে ভেদক ও দুর্জ্জর এবং তৃতীয়াদি বৎসরে ইহা সুধাতুল্য রসায়ন। * (রাজব°)

পূগ (পুং) ১ গুবাক, পূগবৃক্ষ সুপারির গাছ। ক্রমুকবৃক্ষ। ২ অঙ্কোট। ৩ পনসবৃক্ষ। (শব্দর°) ৪ তুঁৎবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) ৫ ছন্দস্। ৬ ভাব। ৭ কণ্টকিবৃক্ষ। (শব্দর°) ৮ সমূহ, বৃন্দ।

"অনন্ততেজা গোবিন্দঃ শত্রুপূগেষু নির্ব্যথঃ।
পুরুষঃ সনাতনতমো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ॥" (ভারত ৬।২১।১৪)

পূগকৃত (ত্রি) ১ স্তূপাকারে স্থাপিত। ২ সংগৃহীত।

পূগখণ্ড (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সুপারিচূর্ণ ২ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ১২॥ সের, ঘৃত ২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলী, মালতীপুষ্প, আমলকী ও কর্পূর প্রত্যেকে ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক করিতে হইবে। পরে ইহা একটী স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা। রোগীর অবস্থানুসারে ইহার কম বেশী হইতে পারে। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার শূল, বমি, অম্লপিত্ত, হৃদ্দাহ, ভ্রমি, মূর্চ্ছা, আমবাত, মেদোবিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ বিনষ্ট হয়। এই মণ্ড অতিশয় রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। ইহা সেবনে বন্ধ্যা পুত্র এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি তরুণতা লাভ করে। শূলরোগে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

পূগপাত্র (ক্লী) পূগস্য দন্তচর্ব্বিতপূগরসস্য আধারভূতং পাত্রং। পূগপীঠ, পিক্‌দানী, পর্য্যায়—ফরুবক। (হারাবলী)

পূগপীঠ (ক্লী) পূগস্য দন্তচর্ব্বিতপূগরসস্য পীঠমাধারপাত্রং। নিষ্ঠীবনপাত্র, পূগপাত্র। পর্য্যায়—কটকোল, পতদ্‌গ্রহ। (ত্রিকা°)

পূগপুষ্পিকা (স্ত্রী) পূগসহিতং পুষ্পমত্রেতি পূগপুষ্প-কপ্, কাপি অতইত্বং। বিবাহসম্বন্ধি পুষ্পতাম্বূল। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে সপুষ্প তাম্বূল দিতে হয়, তাহাকে পূগপুষ্পিকা কহে। পর্য্যায়—কুহলি। (ত্রিকা°)

পূগফল (ক্লী) পূগস্য গুবাকস্য ফলং। গুবাকফল। [পূগ দেখ।]

পূগমণ্ড (পুং) প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (বৈদ্যকনি°)

পূগরোট (পুং) পূগবৃক্ষ ইব রোটয়তি, দীপ্যতে প্রকাশতে ইতি রুটঃ অচ্। হিন্তালবৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (ত্রিকা°) ২ খর্জ্জূর-বিশেষ, একজাতীয় খেজুর। (বৈদ্যকনি°) এই শব্দের 'পূগ-বোট' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

পূগবৃক্ষ (পুং) ক্রমুকবৃক্ষ, সুপারিগাছ।

পূগিন্ (পুং) গুবাকবৃক্ষ। (মদনপাল)

পূগীফল (ক্লী) গুবাক। (বৈদ্যকনি°)

পূগ্য (ত্রি) পূগে ভবঃ, দিগাদিত্বাৎ যৎ। (পা ৪।৩।৫৪) পূগ-ভব, পূগোৎপন্ন, সুপারি হইতে যাহা হয়।

পূঙ্কাড়ু, মান্দ্রাজের আর্কটজেলায়, আর্কট হইতে ৪ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে, পালার-আনিকটের নিকট অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। প্রাচীন চোলরাজ-নির্ম্মিত ভরদ্বাজেশ্বরের মন্দিরের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। আরুকাড়ু বা ছয় বনের মধ্যে যে ছয়টী প্রধান মন্দির আছে, তন্মধ্যে এই ভরদ্বাজেশ্বরের মন্দির একটী।

পূজ, পূজন। চুরাদি, উভয়পদী, সক°, সেট্। লট্-পূজয়তি-তে। লোট্ পূজয়তু-তাং। লঙ্-অপূজয়ৎ-ত। লুট্ পূজয়িতা। লিট্ পূজয়ঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপূপুজৎ-ত। সন্-পুপূজিষতি-তে। যঙ্ পোপূজ্যতে।

পূজক (ত্রি) পূজয়তীতি পূজ-ণ্বুল্। পূজাকর্ত্তা। দেবপূজক, যিনি পূজা করেন।

"যত্রৈব ভানুস্ত বিয়ত্যুদেতি প্রাচীতি তাং বেদবিদো বদন্তি।
তথা পুরঃ পূজকপূজ্যয়োশ্চ তদাগমজ্ঞাঃ প্রবদন্তি তাস্ত॥" (তিথিতত্ত্ব)

পূজন (ক্লী) পূজ-ভাবে-ল্যুট্। পূজা, অর্চ্চনা। [পূজা দেখ।]

পূজনী (স্ত্রী) পূজ্যতে ইতি পূজ-কর্ম্মণি ল্যুট্ ঙীপ্। চটকা। (ভরত) ২ ব্রহ্মদত্ত-গৃহস্থিত শকুনি, বিহঙ্গম-স্ত্রী-বিশেষ।

"শৃণুষ্ব রাজন্! যদ্‌বৃত্তং ব্রহ্মদত্তনিবেশনে।
পূজন্যা সহ সংবাদং ব্রহ্মদত্তস্য ভূপতেঃ॥" (ভারত ১২।১৩৯ অঃ)

রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে পূজনী নামে এক শকুনি ছিল, এক-সময়ে রাজার ও ঐ শকুনির পুত্র হয়। রাজা পরে ঐ শকুনি-পুত্রকে বিনষ্ট করেন। শকুনি শোক ও ক্রোধে অধীর হইয়া ঐ রাজপুত্রের চক্ষুঃ উৎপাটন করিয়াছিল।

এই পূজনী ও ব্রহ্মদত্তসংবাদ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৩৯ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে।

পূজনীয় (ত্রি) পূজ-অনীয়র্। আরাধ্য, পূজার যোগ্য।

পূজয়িতৃ (ত্রি) পূজি-তৃচ্। পূজক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পূজা-কারিণী স্ত্রী।

পূজা (স্ত্রী) পূজনমিতি পূজ-অঙ্ (চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ। পা ৩।৩।১০৫) ততষ্টাপ্। পূজন, পর্য্যায়—নমস্যা, অপচিতি, সপর্য্যা, অর্চ্চা, অর্হণা, স্তুতি। (শব্দরত্না°)

* "পক্বন্তু বাতলং রূক্ষং ভেদনং কফনাশনং।
গুর্বভিষ্যন্দি মধুরং তোয়ধৃক্ বহ্নিনাশনং॥
আদৌ পূগং বিষং ঘোরং দ্বিতীয়ে ভেদি দুর্জ্জরং।
তৃতীয়াদিষু পাতব্যং সুধাতুল্যং রসায়নং॥" (রাজবল্লভ ৩ পরি°)

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পূজার ব্যবস্থা লিখিত আছে, সম্প্রতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

দেবপূজক প্রথমে স্নান, শিখাবন্ধন, পাণি ও পাদ উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিয়া কুশহস্তে আসনে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক যথাবিধানে পূজা করিবেন।

"স্নাতঃ সুপ্রক্ষালিতপাণিপাদঃ শুচির্ব্বদ্ধশিখঃ দর্ভপাণিরাচান্তঃ প্রাঙ্মুখ উদঙ্মুখো বা উপবিষ্টো ধ্যানী দেবতাং পূজয়েদিতি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পঞ্চোপচার, দশোপচার ও ষোড়শোপচার প্রভৃতি দ্বারা দেবপূজা করিতে হয়।

পূজার সাধারণ বিধান।—পূজা করিতে হইলে প্রথমে ঋষ্যাদিন্যাস, করশুদ্ধি, অর্থাৎ অঙ্গ ও করাঙ্গন্যাস, অঙ্গুলি ও ব্যাপকন্যাস, হৃদাদিন্যাস, তালত্রয়, দিগ্‌বন্ধন, প্রাণায়াম, তৎপরে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, তাহার ধ্যান, পাদ্যাদিদ্বারা পূজা ও জপ করিয়া পূজা শেষ করিতে হইবে।

"আদাবৃষ্যাদিকন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরং।
অঙ্গুলিব্যাপকন্যাসৌ হৃদ্যাদিন্যাস এব চ॥
তালত্রয়ঞ্চ দিক্‌বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃ পরং।
ধ্যানং পূজা জপশ্চৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ং বিধিঃ॥" (তন্ত্রসার)

দেবপূজায় পঞ্চোপচার—গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

দশোপচার—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ, আচমন, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন। *

অন্যবিধ ষোড়শোপচার—পাদ্য, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বূল, অর্চ্চনা, স্তোত্র, তর্পণ ও প্রণাম।

অষ্টাদশোপচার—

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, দর্পণ, মাল্যানুলেপন, প্রণাম ও বিসর্জ্জন। (তন্ত্রসার)

ষট্‌ত্রিংশৎ উপচার—

আসন, অভ্যঞ্জন, উদ্বর্ত্তন, নিরূক্ষণ, সম্মার্জ্জন, সর্পিরাদি-স্নপন, আবাহন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বূল, নৈবেদ্য, পুষ্পমালা, অনুলেপন, শয্যা, চামরব্যজন, আদর্শ-দর্শন, নমস্কার, নর্ত্তন, গীতবাদ্য, গান, স্তুতি, হোম, প্রদক্ষিণ, দন্তকাষ্ঠ-প্রদান ও দেব-বিসর্জ্জন। (একাদশী তত্ত্ব)

শক্তি-বিষয়ে চতুঃষষ্টি উপচার—

১ আসনারোহণ, ২ সুগন্ধি তৈলাভ্যঙ্গ, ৩ মজ্জনশালাপ্রবেশন, ৪ মজ্জনমণিপীঠোপবেশন, ৫ দিব্যস্নানীয়, ৬ উদ্বর্ত্তন, ৭ উষ্ণোদক স্নান, ৮ কনককলসস্থিত সকলতীর্থাভিষেক, ৯ ধৌত বস্ত্র পরিমার্জ্জন, ১০ অরুণ দুকূল-পরিধান, ১১ অরুণ দুকূলোত্তরীয়, ১২ আলেপমণ্ডপপ্রবেশন, ১৩ আলেপমণিপীঠোপবেশন, ১৪ চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর, কস্তূরী, রোচনা ও দিব্যগন্ধি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গানুলেপন, ১৫ কেশকলাপে কালাগুরু, ধূপ, মল্লিকা, মালতী, জাতী, চম্পক, অশোক, শতপত্র, পূগ, কুহরী, পুন্নাগ প্রভৃতি সর্ব্ব ঋতুৎপন্নপুষ্প দ্বারা মাল্যভূষণ, ১৬ ভূষণমণ্ডপপ্রবেশন, ১৭ ভূষণমণিপীঠোপবেশন, ১৮ নবমণিমুকুট, ১৯ চন্দ্রশকট, ২০ সীমন্তসিন্দুর, ২১ তিলকরত্ন, ২২ কালাঞ্জন, ২৩ কর্ণপালীযুগল, ২৪ নাসাভরণ, ২৫ অধরযাবক, ২৬ গ্রথনভূষণ, ২৭ কনকচিত্রপদক, ২৮ মহাপদক, ২৯ মুক্তাবলি, ৩০ একাবলি, ৩১ দেবচ্ছন্দক, ৩২ কেয়ূরযুগলচতুষ্টয়, ৩৩ বলয়াবলি, ৩৪ উর্ম্মিকাবলি, ৩৫ কাঞ্চীদাম, ৩৬ কটিসূত্র, ৩৭ শোভাখ্যাভরণ, ৩৮ পাদকটক, ৩৯ রত্ননূপুর, ৪০ পাদাঙ্গুরীয়ক, ৪১ এককরে পাশ, ৪২ অন্য করে অঙ্কুশ, ৪৩ অপর করে পুণ্ড্রেক্ষুচাপ, ৪৪ অপর করে পুষ্পবাণ, ৪৫ মাণিক্যপাদুকা, ৪৬ আবরণ-দেবতার সহিত সিংহাসনারোহণ, ৪৭ কামেশ্বরপর্য্যঙ্কোপবেশন, ৪৮ অমৃতাশবচষক, ৪৯ আচমনীয়, ৫০ কর্পূরবটিকা, ৫১ আনন্দ, উল্লাস, বিলাস ও হাস, ৫২ মঙ্গলারাত্রিক, ৫৩ শ্বেতচ্ছত্র, ৫৪ চামরযুগল, ৫৫ দর্পণ, ৫৬ তালবৃন্ত, ৫৭ গন্ধ, ৫৮ পুষ্প, ৫৯ ধূপ, ৬০ দীপ, ৬১ নৈবেদ্য, ৬২ পুনরাচমনীয়, ৬৩ তাম্বূল, ৬৪ বন্দন। এই চতুঃষষ্টি উপচার। (সিদ্ধযামল)

যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুসারে পঞ্চ-আদি করিয়া এই সকল উপচার দ্বারা দেবপূজা করিবেন। বিত্তের শঠতা করিয়া দেবপূজায় উপচার হীন করিলে দেবপূজার ফল হয় না, বরং তাহাতে অনিষ্টই হইয়া থাকে, এই

* 'গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তাঃ পূজাঃ পঞ্চোপচারিকাঃ।'

দশোপচারাঃ—
"পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং মধুপর্কাচমনস্তথা।
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ॥"

ষোড়শোপচারাঃ—
"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমনী স্নানং বসনাভরণানি চ।
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥"

অন্যবিধষোড়শোপচারাঃ—
"পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং স্নানং বসনভূষণে।
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাচমনস্ততঃ॥
তাম্বূলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।
প্রপূজয়েৎ প্রপূজায়াং উপচারাংস্তু ষোড়শ॥" (তন্ত্রসার)

কারণে কদাচ বিত্তশাঠ্য করিবে না। অশৌচাদি হইলে দেবপূজা করিতে নাই।

"অশুচির্ন মহামায়াং পূজয়েৎ তু কদাচন।
অবশ্যন্তু স্মরেন্মন্ত্রং সোঽতিভক্তিযুতো নরঃ॥
দন্তরক্তে সমুৎপন্নে স্মরণঞ্চ ন বিদ্যতে।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং স্মরণান্নরকং ব্রজেৎ॥" ইত্যাদি।
(কালিকাপু° ৫৪ অঃ)

অশুচি অবস্থায় দেবপূজা করিতে নাই, কিন্তু শুচি হইয়া করিতে পারে, জনন বা মরণাশৌচে দেবপূজা করিতে নাই, কিন্তু অত্যন্ত ভক্তি-পরায়ণ হইলে মন্ত্র স্মরণ করিতে পারে। দন্ত হইতে রক্ত নির্গত হইলে মন্ত্রস্মরণও করিতে নাই। শরীরে রক্তস্রাব হইলে, ক্ষৌরকর্ম্ম, ও মৈথুনাদির পর দেবপূজা করিবে না। মহাগুরুনিপাতে একবৎসরের মধ্যে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ না হইলে দেবপূজায় অধিকারী হওয়া যায় না।

বৈদিক কার্য্যে ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়াই সকল দেবপূজা করিতে পারেন, কিন্তু তান্ত্রিক কার্য্যে তন্ত্রানুসারে দীক্ষিত না হইলে কোন তন্ত্রোক্ত পূজাদিতে তাঁহার অধিকার হয় না।

প্রতিমা, পট, ঘট বা জলাদিতে দেবপূজা কর্ত্তব্য। দেবপূজার প্রথমে গণেশপূজা করিতে হয়, গণেশের পূজা না করিয়া অন্য দেবতা পূজা করিলে পূজার ফল হয় না।

"দেবতাদৌ যদা মোহাৎ গণেশো ন চ পূজ্যতে।
তদা পূজাফলং হন্তি বিঘ্নরাজো গণাধিপঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পূজাবিধিতে প্রথমে সূর্য্যার্ঘ্য, গণেশপূজা, দুর্গা ও শিবাদি পঞ্চদেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া তৎপরে মূলপূজা করিতে হইবে।

সমস্ত দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। ভগ্ন আসনে উপবেশন বা অর্ঘ্যপাত্র গ্রহণ করিয়া পূজা করিবে না। উষর, ক্ষারভূমি, কৃমিযুক্ত স্থান অথবা অমার্জ্জিত স্থানে উপবেশন করিয়া পূজা করিবে না।

পূজা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যে সকল পূজা নিষ্কামভাবে কেবল কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে কোনপ্রকার আড়ম্বর থাকে না ও সকল উপচারে বিধিপূর্ব্বক ও পরমভক্তি সহকারে সত্ত্বপ্রকৃতি কর্ত্তা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিকীপূজা কহে।

যে পূজা বিধিপূর্ব্বক অতি সমারোহে ও সকাম ভাবে সকলপ্রকার উপচারযুক্ত হইয়া রাজসিকপ্রকৃতি কর্ত্তা দ্বারা দৃঢ়-ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজসিক পূজা।

যে পূজা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল লোক দেখাইবার জন্য অনুষ্ঠিত হয় ও নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর হইয়া থাকে, উপচার-বিহীন ও তামসিকপ্রকৃতিকর্ত্তা দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামসিক পূজা কহে। এই তামসিক পূজা নিকৃষ্ট পূজার মধ্যে গণনীয়।

পূজাদি করিয়া তাহার ফল ভগবানে সমর্পণ করাই বিধেয়। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহা কিছু করিবে, সকলই আমাতে সমর্পণ কর, 'তৎকুরুষ্ব মদর্পণং' (গীতা।) পূজাদির শেষে 'এতৎপূজা কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু' 'এই পূজাকর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলাম' এই বাক্য বলিতে হয়। এইরূপ মন্ত্র পড়িলেই যে ভগবানের উপর সকল কর্ম্মফলই দেওয়া হইল, তাহা নহে। যদি বাস্তবিকই আমি যাহা কিছু করিতেছি, তৎসমস্তই ভগবৎপ্রেরিত হইয়া করিতেছি, এই বুদ্ধিতে পূজাদির ফল কায়মনোবাক্যে ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত অর্পণ করা হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা প্রভৃতি ব্রাহ্মণাদিবর্ণের (স্নানাহারের ন্যায়) নিত্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণনীয়। যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত ইহা না করে, তাহা হইলে তাহাদের পাতক হইবে।

এই পূজা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ত্রিবিধ। শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবপূজাই নিত্যপূজা। কামনা করিয়া, অর্থাৎ সুখসৌভাগ্যাদির আকাঙ্ক্ষায় অথবা বিপৎপ্রতীকারের জন্য যে পূজাদি তাহাই কাম্য। দুর্গোৎসব, সরস্বতীপূজা প্রভৃতিও কাম্যপূজার মধ্যে গণনীয়। নিমিত্ত জন্য যে পূজা অর্থাৎ পুত্রজন্মনিবন্ধন ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি নৈমিত্তিক পূজা।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ পূজা প্রত্যেকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। পূজার প্রণালী পূজাপদ্ধতি দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে তাহা লিখিত হইল না।

পূজাখণ্ড, বৌদ্ধগ্রন্থ ভেদ।

পূজাধার (পুং) পূজানাং আধারঃ। দেবতাদিগের পূজনাধার জলাদি। জল, বিষ্ণুচক্র, যন্ত্র, প্রতিমা, শালগ্রামশিলাদিতে দেবপূজা করা বিধেয়, এইজন্য ইহাদের নাম পূজাধার। তান্ত্রিক পূজায় যন্ত্র লিখিয়া তাহাতে পূজা করিতে হইবে, যন্ত্র ভিন্ন দেবপূজা বিফল, কারণ যন্ত্র দেবতা-স্বরূপ। যন্ত্র ব্যতীত দেবগণ প্রসন্ন হন না।

"শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমামণ্ডলেষু বা।
নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা নতু কেবলভূতলে॥" (গৌতমীয়তন্ত্র)

পূজার্হ (ত্রি) পূজামর্হতীতি পূজা অর্হ-অচ্ (অর্হঃ। পা ৩।২।১২) পূজার যোগ্য, মান্য।

"পূজনার্হং মহাভাগাঃ পুজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" (মনু ৯।২৬)

পূজাবিপু, দাক্ষিণাত্যের ত্রিবন্দরমের একটী মহোৎসব। দশেরা

উৎসবের সময় পদ্মনাভপুরের কুমারস্বামী (কার্ত্তিকেয়,) ত্রিবন্দরে আনীত হন। এই দেবমূর্ত্তি আনিবার জন্য ত্রিবাঙ্কোড়রাজের ৩০০০ ফনম্ (মুদ্রাবিশেষ) খরচ হয়। কুমারস্বামীকে নেয়ূর, তাম্রপর্ণী ও করমনয়ুর এই তিনটী বৃহৎ নদী পার হইয়া আসিতে হয়। প্রবাদ এইরূপ, কুমারস্বামী বুল্লে নামে এক কুরবরমণী ও থৈবমনৈ নামে এক পরবকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, এই নীচ জাতীয় রমণীর সংস্রবহেতু তাঁহাকে পদ্মনাভদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কুমারস্বামীর পূজার পর রাজ-সরকার হইতে তাঁহাকে পাথেয়স্বরূপ ৩০০০ ফনম্ দেওয়া হয়। তাঁহার প্রত্যাগমনকালে বহুসংখ্যক দেবনর্ত্তকী, নায়রসৈন্য, তহশীলদার প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেক ব্যক্তি মহাসমারোহে দেবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। অবশেষে স্বয়ং মহারাজ আসিয়া সেই উৎসবে কিছুকালের জন্য যোগদান করেন।

পূজিত (ত্রি) পূজ-ক্ত। প্রাপ্তপূজ, অর্চ্চিত। পর্য্যায়—অঞ্চিত।
"প্রপেদে পূজিতস্তস্মিন্ দণ্ডকারণ্যমীযিবান্। (ভট্টি ৪।১)

পূজিতব্য (ত্রি) পূজ-তব্য। পূজনীয়।

পূজিল (পুং) পূজ্যতে ইতি পূজ-ইলচ্, স চ কিৎ (গুপাদিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।৫৭) ১ দেবতা। (ত্রি) ২ পূজ্য, পূজনীয়।

পূজ্য (পুং) পূজয়িতুমর্হঃ পূজ-যৎ (অর্হে কৃত্যতৃচশ্চ। পা ৩।৩।১৬৯) ১ শ্বশুর। (ত্রি) ২ পূজনীয়। পর্য্যায়—প্রতীক্ষ্য। (অমর)
"প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ। (রঘু ১ম স°)

পূজ্যতা (স্ত্রী) পূজ্যস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। পূজ্যত্ব, পূজনীয়ের ভাব।

পূজ্যমান (ত্রি) পূজ-কর্ম্মণি শানচ্। ১ সেব্যমান, যাহাকে সেবা করা হইতেছে। (ক্লী) ২ শ্বেতজীরক। (বৈদ্যকনি°)

পূজ্যপাদ (ত্রি) যাঁহার পাদ পূজা করা যায়। ২ একজন বিখ্যাত জৈন বৈয়াকরণ। ইনি পাণিনীয় কারিকাবৃত্তি রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ নাম নহে উপাধি। সম্ভবতঃ জৈন-পণ্ডিত দেবনন্দি বা গুণনন্দির উপাধি হইলেও হইতে পারে।

পূণ, সংঘাত, রাশীকরণ। চুরাদি, উভ°, সক°, সেট্। লট্ পূণয়তি-তে। লোট্-পূণয়তু-তাং। লিট্ পূণয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপূপুণৎ-ত।

পূণি, উত্তর আর্কট জেলার আর্ণী জায়গীরের অন্তর্গত আর্ণিসহর হইতে ২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। একসময় এখানে অতি বৃহৎ তাম্রের জিনমূর্ত্তি ছিল। এখনও বহু শিলালিপিযুক্ত তাঁহার প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। এ অঞ্চলে ইহাই জৈনদিগের সর্ব্বপ্রধান মন্দির।

পূত (ত্রি) পূ-শোধে ক্ত। ১ ব্রতাদিদ্বারা শুদ্ধ, পর্য্যায়—পবিত্র, প্রযত। ২ শুদ্ধ, দধি গোময় প্রভৃতি স্বভাবতঃ পবিত্র। পর্য্যায়—পবিত্র, মেধ্য।
"চক্ষুঃ পূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাক্যং বুদ্ধিপূতং বিচিন্তয়েৎ॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)
৩ সত্য। (পুং) পূয়তে-স্ম যেনেতি পূ-করণে-ক্ত। ৪ শঙ্খ। ৫ শ্বেতকুশ। ৬ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচিগাছ। ৭ প্লক্ষবৃক্ষ। ৮ তিলকবৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) পূয়তে স্মেতি পূ-কর্ম্মণি-ক্ত। ৯ অপনীত বুষধান্য, নির্বুষধান্য। পর্য্যায়—বহুলীকৃত। (অমর) স্ত্রিয়াং টাপ্, ১০ দূর্ব্বা।

পূতক্রতা (স্ত্রী) বেদোক্ত ঋষিপত্নী ভেদ।

পূতক্রতায়ী (স্ত্রী) পূতক্রতোরিন্দ্রস্য স্ত্রী পূতক্রতু-ঙীপ্, ঐকারা-দেশশ্চ। (পূতক্রতোরৈচ। পা ৪।১।৩৬) ইন্দ্রপত্নী, শচী। (জটাধর)

পূতক্রতু (পুং) পূতঃ ক্রতুর্যেন। ইন্দ্র। (জটাধর)

পূতগন্ধ (পুং) পূতঃ পবিত্রো গন্ধো যস্য। বর্ব্বরক, কালবাবুই শাক। (রাজনি°)

পূততৃণ (ক্লী) পূতং পবিত্রং তৃণমিতি নিত্য কর্ম্মধা°। শ্বেতকুশ।

পূতদক্ষ (ত্রি) শুদ্ধবল, "তূপং দদতে পূতদক্ষঃ" (ঋক্ ১।২৪।৭ 'পূতদক্ষঃ শুদ্ধবলঃ বরুণঃ' (সায়ণ)

পূতদ্রু (পুং) পূতঃ পবিত্রো দ্রুঃ। পলাশ বৃক্ষ। (রাজনি°)

পূতধান্য (ক্লী) পূতং ধান্যমিতি নিত্যকর্ম্মধা°। তিল। (রাজনি°)

পূতন (পুং) গুদকুন্দরোগ। (বাভট উ° ২ অঃ)

পূতনা (স্ত্রী) পূতং করোতীতি, তৎকরোতীতি ণিচ্, ততো যুচ্। হরীতকী। ২ গন্ধমাংসী, সুগন্ধ জটামাংসী। (রাজনি°)
৩ দানবীভেদ। ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ইহার আখ্যায়িকা এইরূপ লিখিত আছে। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে মারিবার জন্য কংস বালঘাতিনী পূতনাকে আদেশ করেন। কামচারিণী পূতনা মায়াবলে পরম রমণীয় রূপ ধারণ করিয়া নন্দের গৃহে উপস্থিত হয়। তথায় শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখে বিষপূর্ণ স্তনদান করে। শ্রীকৃষ্ণ স্তনপান করিতে লাগিলেন, পরে তাহার স্তনে তীব্র যাতনা উপস্থিত হইল, তখন পূতনা স্বীয়রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে স্তন ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অসহ্য যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে কালসদনে নীত হইল। তাহার পর্ব্বতসদৃশ দেহ ঘোররবে ভূতলে পতিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—কংসের আদেশে কংস-ধাত্রী পূতনা শকুনীবেশ ধারণ করিয়া অর্দ্ধরাত্র সময়ে নন্দের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল। পূতনা বারংবার বিকট শব্দ করিয়া ক্ষীরধারা বর্ষণ করিতে করিতে শকটের অক্ষোপরি উপবেশন করিল। রাত্রি দুইপ্রহর, নিদ্রায় গৃহস্থিত সকলই অচেতন। এই অবসরে সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দিতে লাগিল। কৃষ্ণ স্তনপান

করিতে লাগিলেন, অনতিবিলম্বে সেই শকুনীবেশধারিণী পূতনা ছিন্নস্তনী হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইল। তখন নন্দাদি জাগিয়া উঠিয়া পূতনার মৃতদেহ দেখিবামাত্র সকলে চমৎকৃত হইলেন এবং তাহার মৃত্যুর কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। (হরিবংশ ৬২ অঃ)

এখনও মথুরানগরের অনতিদূরে 'পূতনাখাড়' নামে একটী জোল দেখা যায়। প্রবাদ, ভগবানের স্পর্শে দানবী পূতনা ঐখানে রাক্ষসীদেহ বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি দেহভরে ঐ স্থান গর্ত্তাকারে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বৃহদ্বন-মাহাত্ম্যে মহাবনতীর্থ-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই স্থান পবিত্রতীর্থ মধ্যে পরিগণিত *। কার্ত্তিকশুক্ল ষষ্ঠীতে মহাবনে পূতনামেলা আরম্ভ হইয়া থাকে।

৪ বালগ্রহবিশেষ। এই গ্রহের বিকারবশতঃ পীড়া উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ হইয়া থাকে।

বালক পূতনাগ্রহপীড়িত হইলে সর্ব্বাঙ্গে শিথিলতা, দিবাভাগে বা রাত্রিকালে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা না হওয়া, তরল মলনিঃসরণ, দেহে কাকতুল্য গন্ধ, বমন, লোমহর্ষণ এবং তৃষ্ণা, এই সকল লক্ষণ হয়।

ইহার চিকিৎসা—কপোতবঙ্কা (লতাফট্‌কী), অরলুক, বরুণ, পারিভদ্রক, আস্ফোতা, ইহাদিগের কাথ পরিষেচন করিলে; বচ, হরীতকী, গোলমী, হরিতাল, মনঃশিলা, কুষ্ঠ এবং সর্জ্জরস এই সকল দ্রব্যসহযোগে পাকতৈল মাখাইলে; ভূগাক্ষীর, মধুরক, কুষ্ঠ, তালিশ, খদির ও চন্দন এই সকল দ্রব্য দ্বারা পাক করা ঘৃত সেবনে; বচ, কুষ্ঠ, হিঙ্গু, গিরিকদম্ব, এলাইচ এবং হরেণু এই সকলের ধূম প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

গন্ধনাকুলী, কুম্ভিকা, কুলের আঁটির মজ্জা, কর্কটের অস্থি ও ঘৃত ইহাদিগের ধুপ প্রয়োগও হিতকর। কাকাদনী, চিত্রফলা, বিম্বী ও গুঞ্জা এই সকল দ্রব্য অঙ্গে ধারণও বিশেষ উপকারক।

মৎস, অন্ন, কৃশর ও মাংস এই সকল দ্রব্য শরাবে রাখিয়া শরাব আচ্ছাদনপূর্ব্বক শূন্যগৃহে নিবেদন করিয়া উপহারের সহিত পূজা দিবে। পরে উচ্ছিষ্টজলে স্নান করাইতে হইবে। তদনন্তর এই মন্ত্রে স্তব করিতে হয়।

মন্ত্র—"মলিনাম্বরসংবৃতা মলিনা রুক্ষমূর্দ্ধজা।
শূন্যাগারাশ্রিতা দেবী দারকং পাতু পূতনা॥
দুর্দ্দর্শনা সুদুর্গন্ধা করালা মেঘকালিকা।
ভিন্নাগারাশ্রয়া দেবী দারুকং পাতু পূতনা॥"(সুশ্রু°উ°তন্ত্র৩৩অঃ)

পূতনারি (পুং) পূতনায়া অরিঃ শত্রুঃ। শ্রীকৃষ্ণ। (শব্দরত্না°)

* "পূতনা পতনস্থানম্ তৃণাবর্ত্তাখ্যপাতনম্।"

পূতনাসূদন (পুং) পূতনাং সূদয়তি সূদিতবানিতি বা সূদ-ল্যু। শ্রীকৃষ্ণ। (ত্রিকা°)

পূতনাহন্ (পুং) পূতনাং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

পূতফল (পুং) পূতানি পবিত্রাণি ফলানি যস্য। পনস, কাঁঠাল।

পূতবন্ধু (ত্রি) পবিত্র স্তোত্রাবৃত। "বাজিনা পূতবন্ধু ঋতা" (ঋক্ ৬।৬৭।৪) 'পূতবন্ধু পূতস্তোত্রাবৃতৌ চ' (সায়ণ)

পূতভৃৎ (পুং) পূতং শুদ্ধং সোমরসং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। সোমরসাধার পাত্রভেদ। (শুক্লযজু° ১৮।২১)

পূতমতি (ত্রি) পূতা মতিঃ কর্ম্মধা°। ১ পবিত্র মতি। ২ পূতা মতির্যস্য। বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি। ৩ শিবের নামভেদ।

পূতমাক্ষ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সহ্যাদ্রি° ২৭।১৮।)

পূতযব (অব্য°) পূতা নিস্তষীকৃতা যবা অত্র তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। পূতযবাধার খলাদি।

পূতা (স্ত্রী) পূত-টাপ্। দূর্ব্বা। (রাজনি°)

পূতাত্মন্ (পুং) পূতঃ পবিত্র আত্মা স্বভাবঃ। ১ পবিত্রস্বভাব। পূত আত্মা স্বরূপং যস্য। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৫) (ত্রি) ৩ শুদ্ধদেহ।

"শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনং।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্॥"(শাম্বপু°সূর্য্যস্তব)

পূতি (ক্লী) পুনাতীতি পূ-কর্ত্তরি ক্তিচ্। রোহিষতৃণ। (রাজনি°)

পূতি (স্ত্রী) পূ-ভাবে-ক্তিন্। ১ পবিত্রতা। ২ দুর্গন্ধ।
(অমরটীকা রায়মুকুট)

"মেষমূত্রসৈন্ধবাভ্যাং কর্ণয়োর্ভরণাৎ শিব।
কর্ণয়োঃ পূতিনাশঃ স্যাৎ কৃমিস্রাবো বিনশ্যতি॥"
(গরুড়পু° ১৮০ অঃ)

৩ খট্টাশমুষ্ক, গন্ধমার্জ্জারাণ্ড, চলিত খাটাসী। (ত্রি) ৪ দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

"যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥" (গীতা ১৭।১০)

পূতিক (ক্লী) পূত্যা দুর্গন্ধেন কায়তীতি কৈ-ক। বিষ্ঠা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ দুর্গন্ধবিশিষ্ট। (পুং) ৩ পূতিকরঞ্জবৃক্ষ।

পূতিকরজ (পুং) পূতিযুক্তঃ করজঃ। করঞ্জভেদ।
[পূতিকরঞ্জ দেখ।]

পূতিকণ্টক (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিকন্যা (স্ত্রী) পূতিকা, পুদিনাশাক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পূতিকরঞ্জ (পুং) পূতিযুক্তঃ করঞ্জঃ। করঞ্জভেদ। (Guilandina Bonducella) নাটাকরঞ্জ, ঘোড়াকরঞ্জ, হিন্দী কটকরেজ। পর্য্যায়—প্রকীর্য্য, পূতীকরজ, পূতিকরজ, পূতিক, পূতীক, কলিকারক, কলিমালক, কলহনাশন। (অমর ভরত)

প্রকীর্ণ, রজনীপুষ্প, সুমনস্, পূতিকর্ণিক, কৈড়র্য্য, কলিমাল্য। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং বিষ, বাতপীড়া, কণ্ডূ, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ ও ত্বগ্‌দোষনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায় করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্বক। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ; উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিরোগ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, কৃমি ও কফনাশক। ইহার পত্রগুণ—কফ, বায়ু, অর্শ, কৃমি ও শোথনাশক, ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। ফলগুণ—কফ, বায়ু, প্রমেহ, অর্শ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পূতিকর্ণ (পুং) পূতিদুর্গন্ধঃ কর্ণো যস্মাৎ। কর্ণরোগবিশেষ।

ইহার লক্ষণ—কুপিত দোষ কর্ত্তৃক ক্ষত কিংবা অভিঘাত হইতে কর্ণবিদ্রধি উৎপন্ন হয়, এই কর্ণবিদ্রধি পাকিলে বা কর্ণে জল প্রবেশ করিলে কর্ণ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূযস্রাব হইলে তাহাকে পূতিকর্ণ কহে। এইরোগে কর্ণ হইতে পুয নির্গত হয় এবং কাণ কামড়াইতে থাকে।

ইহার চিকিৎসা—ছোলঙ্গনেবুর রসে স্বর্জ্জিকাক্ষার চূর্ণমিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব, বেদনা ও দাহ প্রশমিত হয়। আম্র, জম্বু, (জাম) মধুক ও বটের নূতন পত্রদ্বারা পক্কতৈল করিয়া এবং জাতীপত্রদ্বারা তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ আশু প্রশমিত হয়। নারীদুগ্ধদ্বারা রসাঞ্জন পেষণ করিয়া মধুর সহিত একত্র কর্ণে পূরণ করিলে বহুকালোৎপন্ন কর্ণস্রাব ও পূতিকর্ণ নষ্ট হয়। কুড়, হিঙ্গু, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, শুণ্ঠী ও সৈন্ধব ইহাদ্বারা তৈলপাক করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া কর্ণে পূরণ করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। এইরোগে গুগ্‌গুলুর ধূমও বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতের মতে—সুরসাদিগণের কাথে প্রথমে উত্তমরূপে কাণ ধুইয়া তৎপরে সুরসাদিগণের চূর্ণ কর্ণে পূরণ করিলেও এই রোগ প্রশমিত হয়। নিসিন্দার রসদ্বারা পাককরা তৈল অথবা মধুসংযোগে নিসিন্দার রস, গৃহধূম ও গুড় একত্র কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° ২৬ অঃ)

বালকের পূতিকর্ণ রোগ জন্মিলে, তাহাতে নিম্নলিখিত তৈলৌষধ উপকারী।—প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ বহেড়া, কুড়, হরিতাল, মনছাল, প্রত্যেক ৪ সের, পাকের জল ১৬ সের। (ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাধি°)

বরুণ, আর্দ্র, কপিত্থ, আম্র ও জম্বু এই সকলের পত্র জাতীফুলের পাতাদ্বারা তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

"বরুণাদ্রকপিত্থাম্রজম্বুপল্লবসাধিতং।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসেন বা॥" (চক্রপাণিদত্ত)

পূতিকর্ণক (পুং) পূতিঃ কর্ণো যস্মাৎ কপ্। পূতিকর্ণরোগ।

পূতিকা (স্ত্রী) পূত্যা কায়তীতি কৈ-ক, টাপ্। ১ মার্জ্জারী। (রাজনি°) ২ কীটবিশেষ।

"পুলকা ইব ধান্যেষু পূতিকা ইব পক্ষিষু।
মশকা ইব মর্ত্ত্যেষু যেষাং ধর্ম্মো ন কারণম্॥" (পঞ্চতন্ত্র ৩।৯৯)

৩ লতাশাক বিশেষ। পুঁইশাক। (Basella Rubra) পর্য্যায়—কলম্বী, পিচ্ছিলা, পিচ্ছিলচ্ছদা, মোহনী, মদশাক, বিশালা, বলিপোদকী। ইহা তিনপ্রকার, সামান্যা, ক্ষুদ্রপত্রা ও বনজাতা। ইহার গুণ—কটু, মধুর ও নিদ্রা, আলস্য, রুচি, বিষ্টম্ভ ও শ্লেষ্মকারক। (রাজনি°) ব্রাহ্মণাদি বর্ণের এই শাক ভোজন নিষিদ্ধ। এই শাকভোজনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। দ্বাদশীর দিনও এই শাকভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, পূতিকাভক্ষণ সামান্যতোনিষিদ্ধ, আবার দ্বাদশীর দিন ইহার নিষেধের কারণ কি, ইহার মীমাংসা এইরূপ শূদ্রাদির ইহা ভক্ষণে দোষ নাই; কিন্তু শূদ্রাদি বর্ণ দ্বাদশীর দিন ইহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যদি দ্বাদশীর দিন ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তাহারও বিশেষ দোষ হইবে।

"পূতিকা ব্রহ্মঘাতিকা, যদপি—
কুসুম্ভং নালিকাশাকং বৃন্তাকং পৌতিকীং তথা।
ভক্ষয়ন্ পতিতস্তু স্যাদপি বেদান্তগো দ্বিজঃ॥
ইত্যুশনসা সামান্যতোঽভিহিতং।
পূতিকা চ দ্বাদশ্যামধিকদোষায় শূদ্রবিষয়িকা বা॥" (তিথিতত্ত্ব)

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে লিখিত আছে, পূতিকা সোমের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই জন্য যদি সোমের অভাব হয়, তাহা হইলে সোমের প্রতিনিধিরূপে অর্থাৎ সোমের বদলে ইহা লওয়া যাইতে পারে।

"তস্য যে হ্রিয়মাণস্যাংশবঃ পরাপতংস্তে পূতীকা অভবন্" (তাণ্ড্য° ব্রা° ৮।৪।৫।৩) 'পূতীকাচ্ছান্দসো দীর্ঘঃ। হ্রিয়মাণস্য সোমস্য পতিতা অংশবঃ পূতিকা অভবন্, তস্মাৎ সোমাভাবে পূতিকাদীনাং প্রতিনিধিত্বেন স্বীকর্ত্তব্যতামভিধাতুমিতি' (ভাষ্য)

পূতিকামক্ষিকা (স্ত্রী) পৃথুমধুমক্ষিকাবিশেষ। চলিত ডাঁশমাছি। (বৈদ্যকনি°)

পূতিকামুখ (পুং) পূতিকায়া মুখমিব মুখং যস্য। শম্বুক। (শব্দমালা)

পূতিকাষ্ঠ (ক্লী) পূতিকাষ্ঠমিতি কর্ম্মধা°। ১ দেবদারু, সরলবৃক্ষ। ২ পবিত্রদারু।

পূতিকাষ্ঠক (ক্লী) পূতিকাষ্ঠ-স্বার্থে কন্। সরলবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পূতিকাহ্ব (পুং) পূতিকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিকীট (পুং) কীটভেদ, চলিত পেদোপোকা।

পূতিকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত তীর্থভেদ। (শিবপু°)

পূতিকেসর (পুং) গন্ধমার্জ্জার, চলিত খটাস।

পূতিগন্ধ (ক্লী) পূতির্গন্ধো যস্য। ১ রঙ্গধাতু। ২ সুগন্ধতৃণ। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ৩ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ দুর্গন্ধ।

"নিত্যানধ্যায় এব স্যাৎ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা॥" (মনু ৪।১০৭)

পূতিগন্ধা (স্ত্রী) সোমরাজী।

পূতিগন্ধি (ত্রি) পূতির্গন্ধো যস্য, তত ই, (গন্ধস্যেদুৎপূতিসুসুর-ভিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৫) দুর্গন্ধ।

পূতিগন্ধিক (ত্রি) পূতিগন্ধি স্বার্থে কন্। দুর্গন্ধ। (হেম)

পূতিগন্ধিকা (স্ত্রী) পূতিগন্ধিক-টাপ্। ১ বাকুচী। ২ পূতিকা।

পূতিঘাস (পুং) সুশ্রুতোক্ত জন্তুভেদ। এই জন্তু মৃগ-জাতীয়।

"মদগু-মূষিক-বৃক্ষশায়িকাঽবকুশপ্রতিঘাসবানরপ্রভৃতয়ঃ মৃগাঃ।" (সুশ্রুত)

পূতিতৈলা (স্ত্রী) পূতি দুর্গন্ধং তৈলং যস্যাঃ। জ্যোতিষ্মতী, নয়াফটুকী। "পারাবতপদী পিণ্যা নগণাস্ফুটবন্ধনী।
জ্যোতিষ্মতী পূতিতৈলা কেচিত্তামিঙ্গুদীং বিদুঃ॥" (বৈদ্যকরত্ন°)

পূতিদ (পুং) তরুবিড়াল, চলিত গেছোবিড়াল। (বৈদ্যকনি°)

পূতিদলা (স্ত্রী) তেজপত্র।

পূতিনস্য (পুং) পূতির্দুর্গন্ধো নস্যঃ নাসিকাভবো রোগঃ। নাসারোগভেদ। ইহার লক্ষণ—দূষিতপিত্ত, রক্ত ও কফ কর্ত্তৃক গল ও তালুমূলস্থ বায়ু পূতিভাবাপন্ন হইলে মুখ ও নাসিকা হইতে অতিশয় দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে পূতিনস্য কহে।

ইহার চিকিৎসা—কণ্টকারী, দন্তী, বচ, সজিনা, তুলসী, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কল্কদ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্য-গ্রহণ করিলে পূতিনস্য প্রশমিত হয়।

সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব, এই সকলের কল্ক এবং বিল্বপত্রের রস এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পূতিনস্য আরোগ্য হয়। (ভাবপ্র° পীনসরোগাধি°)

সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—গলদেশ ও তালুমূলে দোষ বিদগ্ধ হইয়া মুখ এবং নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু নির্গত হইলে তাহাকে পূতিনস্য কহে।

এই রোগে নাড়ীস্বেদ, স্নেহস্বেদ, বমন এবং স্রংসন প্রযোজ্য। তীক্ষরসযোগে লঘু অন্ন অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্ণোদকপান এবং উপযুক্তকালে ধূমপান কর্ত্তব্য। হিঙ্গু, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, শিবাটী, লাক্ষা, কুঙ্কুম, কটফল, বচ, কুষ্ঠ, ছোট-এলাচি, বিড়ঙ্গ এবং করঞ্জ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রযোগে সর্ষপতৈলে পাক করিয়া নস্য প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহাতে পূতিনস্যরোগ আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° ২৩ অঃ)

পূতিনাসিক (ত্রি) পূতির্নাসিকাঽস্য। দুর্গন্ধনাসাযুক্ত, পূতি-নস্য রোগগ্রস্ত।

"ধান্যমিশ্রোঽতিরিক্তাঙ্গঃ পিশুনঃ পূতিনাসিকঃ।
তৈলহৃত্তৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ॥"(যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।২১১)

যাহারা পিশুন, তাহারা পরজন্মে পূতিনাসিক হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে।

পূতিপত্র (পুং) পূতি পত্রং যস্য। শ্যোনাকভেদ, বড় শ্যোনা গাছ। (রাজনি°) ২ পীতলোধ্র। (বৈদ্যকনি°)

পূতিপর্ণ (পুং) ১ করঞ্জবৃক্ষ, ডহরকরঞ্জা। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিপল্লবা (স্ত্রী) রাজসুষবী, গয়াকরলা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পূতিপুষ্প (পুং) ইঙ্গুদীবৃক্ষ, জিয়াপুতা। (পর্য্যায়মু°)

পূতিপুষ্পিকা (স্ত্রী) পূতি পুষ্পমস্যাঃ, কাপি অত-ইত্বং। মধু-মাতুলুঙ্গ, মধুরলেবু বা মৌটা বা। [মাতুলুঙ্গ দেখ।]

পূতিফল (স্ত্রী) পূতি ফলং যস্যাঃ, ঙীষ্। সোমরাজী। (রত্নমালা)

পূতিফলী (স্ত্রী) পূতিফলং যস্যাঃ, ঙীষ্। সোমরাজী।

পর্য্যায়—অবল্গুজ, বাকুচী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী, ও কুষ্ঠঘ্নী। (ভাবপ্র°)

পূতিমজ্জা (স্ত্রী) ইঙ্গুদীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিময়ূরিকা (স্ত্রী) পূতির্ময়ূরীব। ততঃ স্বার্থে কন্, হ্রস্বশ্চ। অজগন্ধা। (রাজনি°) ২ বন্য তুলসী। (বৈদ্যকনি°)

পূতিমারুত (পুং) কর্কন্ধু। ২ বিল্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিমাষ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

"সংস্কৃতিপূতিমাষতণ্ডিশম্বুশৈবেতি।" (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১২।৫)

পূতিমাংস (ক্লী) দুর্গন্ধ মাংস, পর্য্যুষিত মাংস। গুণ—সদ্য-প্রাণনাশক। (রাজব°)

পূতিমুক্ত (পুং) মলনির্গম।

পূতিমূষিকা (স্ত্রী) ছুছুন্দরী। (বৈদ্যকনি°)

পূতিমৃত্তিক (ক্লী) নরকভেদ।

"রৌরবং কুট্মলং পূতিমৃত্তিকং কালসূত্রকম্।"(যাজ্ঞব° ৩।২২২)

পূতিমেদ (পুং) পূতির্মেদোঽস্য। অরিমেদ, চলিত বিটখদির।

পূতিযুগন্ধা (স্ত্রী) গন্ধতৃণ, রোহিষতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

পূতিযোনি (পুং) উপপ্লুতানামক যোনিরোগভেদ। (Morbid sensibility of the uteras.) [যোনিরোগ দেখ।]

পূতিরক্ত (পুং) নাসারোগভেদ। (নিদান)

পূতিরজ্জু (স্ত্রী) লতাভেদ।

পূতিবক্ত্র (পুং) পূতি বক্ত্রমস্য। দুর্গন্ধযুক্ত মুখ, যাহার মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়।

"তৈলহৃত্তৈলপায়ী স্যাৎ পূতিবক্ত্রস্তু সূচকঃ।" (যাজ্ঞব° ৩।২২১)

পূতিবর্ব্বরী (স্ত্রী) বনতুলসী। (বৈদ্যকনি°)

পূতিবাত (পুং) পূতয়ে পাবিত্র্যায় বাতো যস্য। বিল্ববৃক্ষ।

"বিল্বো মহাকপিত্থাখ্যঃ শ্রীফলো গোহরীতকী।
পূতিবাতোঽথ মাঙ্গল্যো মালূরশ্চ মহাফলং॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

পূতিবৃক্ষ (পুং) পূতির্বৃক্ষঃ। শোনাক। ২ পবিত্র বা দুর্গন্ধ বৃক্ষ।

পূতিশাক (পুং) বকবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

পূতিশারিজা (স্ত্রী) পূতিঃ শারিরিব জায়তে ইতি জন-ড, টাপ্। খট্টাশী, চলিত খটাশী। (ত্রিকা°)

পূতিসৃঞ্জয় (পুং) জনপদবিশেষ ও তদ্বাসী লোক।

পূতীক (পুং) পূতি বা ঙীষ্, তদ্বৎ কায়তীতি, কৈ-ক, বা পূতিক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ পূতিকরঞ্জ। ২ গন্ধমার্জ্জার। (রাজনি°)

"পূতীকশ্চিত্রকঃ পাঠা বিড়ঙ্গৈলা হরেণবঃ।" (সুশ্রুত° ১।৩৬)

পূতীকদ্বয় (পুং) করঞ্জদ্বয়, করঞ্জা এবং নাটাকরঞ্জা।

পূতীকপত্র (ক্লী) করঞ্জপত্র। (চক্রদত্ত°)

পূতীকরঞ্জ (পুং) পূতিকরঞ্জ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। করঞ্জভেদ।

পূতীকা (স্ত্রী) পূতিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পূতিকা, পুঁইশাক।

পূতুদারু (পুং) পলাশবৃক্ষ।

পূতুদ্রু (পুং) ১ খদির। ২ দেবদারু। (ক্লী) ৩ তদ্বৃক্ষের ফল।

পূৎকারী (স্ত্রী) ১ সরস্বতী। ২ নাগরাজধানী।

পূতিপ্রবাল (পুং) করঞ্জপল্লব। কণ্টকিকরঞ্জপল্লব।

পূত্যণ্ড (পুং) পূতি দুর্গন্ধমণ্ডমস্য। গন্ধকীট, পেদোপোকা।

"পুলাকা ইব ধান্যেষু পূত্যণ্ডা ইব পক্ষিষু।
তদ্বিধাস্তে মনুষ্যেষু যেষাং ধর্ম্মো ন কারণং॥"
(ভারত ১২।৩২২।৭)

পূত্রিম (ত্রি) পবনসাধন, শুদ্ধিকর।

"হিরণ্যং বর্চস্তত্পূত্রিমমেব" (অথর্ব্ব ৬।১২৪।৩)

'পূত্রিমং পবনসাধনমেব শুদ্ধিকরমেব' (ভাষ্য)

পূথিকা (স্ত্রী) পূতিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পূতিকা, পুঁইশাক।

পূন (ত্রি) পূ-ক্ত, (পূঙো বিনাশে। পা ৮।২।৪৪ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা) তস্য ন। নষ্ট।

পূনী (স্ত্রী) পূতি, শুদ্ধি।

পূপ (পুং) পূ-ক্বিপ্, পুবং পবিত্রং পাতি রক্ষতীতি পা-ক। পিষ্টক।

"মধু হৃত্বা নরো দংশঃ পূপং হৃত্বা পিপীলিকঃ।"(মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।২৪)

পূপ হরণ করিলে পিপীলিকা হইতে হয়।

পূপলা (স্ত্রী) পূপং তদাকারং লাতি লা-ক। পোলিকা, পূপলী। (হারা°)

পূপলী (স্ত্রী) পূপল-ঙীষ্। পোলী, ঘৃতপক্ব পিষ্টকবিশেষ।

পূপশালা (স্ত্রী) অপূপ-বিক্রয়ার্থ গৃহ।

"সভা প্রপা পূপশালা বেশমদ্যান্নবিক্রয়াঃ।" (মনু ৯।২৬৪)

পূপালী (স্ত্রী) পূপায় অলতীতি অল-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পোলী। (ত্রিকা°)

পূপাষ্টকা (স্ত্রী) পূপদ্রব্যসাধনী অষ্টকা অষ্টমী। গৌণচন্দ্র পৌষ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী, এই দিন পূপ দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে পূপাষ্টকা কহে। এই শ্রাদ্ধ অবশ্য-কর্ত্তব্য। রাসপূর্ণিমার পর যে কৃষ্ণাষ্টমী, সেই দিন এই শ্রাদ্ধ হইবে। তিনটী অষ্টকা শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, পূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা ও শাকাষ্টকা। পূপ, মাংস এবং শাক এই ত্রিবিধ দ্রব্য দ্বারা অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এইজন্য পূপাষ্টকাদি নাম হইয়াছে।*

পূপিক (স্ত্রী) পূপঃ পূপাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি ঠন্, ততষ্টাপ্। পূলিকা। (হেম)

পূয, ১ দুর্গন্ধ। ২ ভেদন। ৩ বিশরণ। দিবাদি, আত্মনে°, দুর্গন্ধার্থে অক°। ভেদন ও বিশরণার্থে সক° আত্মনে, সেট্। লট্ পূয্যতে। লোট্ পূয্যতাং। লিট্ পুপূয়ে। লুঙ্ অপূয়িষ্ট। পূয ধাতু একটী ভ্বাদি গণীয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—লট্ পূয়তে। ইত্যাদি।

পূয (ক্লী) পূয়তে দুর্গন্ধো ভবতীতি পূয-অচ্। পক্বব্রণাদি সম্ভব ঘনীভূত শুক্লবর্ণ বিকৃত রক্ত, চলিত পুঁজ, বিকৃত রক্ত। পর্য্যায়—ক্ষতজ, মলজ, পূয়ন, প্রসিত। (শব্দচন্দ্রিকা)

পক্ব ব্রণাদি হইতে পূয নির্গত হইয়া থাকে। পূযবর্দ্ধক দ্রব্য—নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, তিল, কলাই, কুলথকলাই, বরবটী, হরিদ্বর্ণ শাক, অম্লদ্রব্য, লবণ, কটুদ্রব্য, গুড়, পিষ্টক, শুষ্কমাংস, ছাগ, অথবা মেষমাংস, নির্জ্জল দেশে যে পশু জন্মে তাহার মাংস, শীতল জল, কৃশর (খিচুড়ী), পায়স, দধি. দুগ্ধ ও তক্র প্রভৃতি পূযবর্দ্ধক, এইজন্য এই সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। (সুশ্রুত)

পূয় (ক্লী) পূয়তেঽনেনেতি পূয়-ল্যুট্। পূয। (শব্দচ°)

পূয়মানযব (অব্য) পূয়মানা নিস্তষীক্রিয়মাণা যবা যত্র, তিষ্ঠদ্গ্বাদিত্বাদব্যয়ীভাবঃ। পরিক্রিয়মাণ যবাধার খলাদি।

পূযরক্ত (পুং) পূযবিশিষ্টং রক্তমস্মিন্। নাসারোগভেদ। এই রোগের নিদান—রক্তপিত্তের আধিক্য অথবা ললাটে অভিঘাতাদি

---

* "পিত্র্যদানায় মূলে স্যুরষ্টকাস্তিস্র এব চ।
কৃষ্ণপক্ষে বরিষ্ঠা হি পূর্ব্বা চৈন্দ্রী বিভাষ্যতে॥
প্রাজাপত্যা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া বৈশ্বদেবকী।
আদ্যা পূপৈঃ সদা কার্য্যা মাংসৈরন্যা ভবেৎ তথা।
শাকৈঃ কার্য্যা তৃতীয়া স্যাদেব দ্রব্যগতো বিধিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

হেতু নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূষ নির্গত হইলে তাহাকে পূযরক্ত কহে। (ভাবপ্র° নাসারোগাধি°)

ইহার চিকিৎসা—পূযরক্তরোগে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং বমন করাইয়া অবপীড়ন, তীক্ষ্ণ দ্রব্যের ধূম ও শোধনী দ্রব্যের চূর্ণ নলের দ্বারা প্রয়োগ করিলে ইহা আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত ২৩ অঃ)

এই পূযরক্ত শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"নিচয়াদভিঘাতাদ্বা পূযাস্গঙ্‌নাসিকা ভবেৎ।
তৎ পূযরক্তমাখ্যাতং শিরোদাহরুজাকরম্‌॥"
(বাভট উত্তরস্থা° ১৯ অঃ)

পূযবর্দ্ধন (পুং) পূযং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিচ্‌-ল্যুট্। সুশ্রুতোক্ত নবধান্যাদি দ্রব্যগণভেদ। এই সকল দ্রব্য ভক্ষণে পূয বৃদ্ধি হয়। [পূয দেখ।]

পূযবাহ (পুং) নরকভেদ।

পূয়ারি (পুং) পূযানামরিঃ, তদ্বিনাশকত্বাৎ। নিম্ববৃক্ষ। (শব্দচ°)

পূয়ালস (পুং) পূয অলস ইব যত্র, সান্দ্রত্বেন চিরাদ্বিনির্গমনাদেব তথাত্বং। নেত্রের সন্ধিগত রোগভেদ।

ইহার লক্ষণ—নেত্রের সন্ধিস্থানে পক্ব শোফ জন্মিয়া তাহা হইতে পূতিগন্ধবিশিষ্ট পূয নির্গত হইলে তাহাকে পূযালস কহে। (সুশ্রুত উত্তরত° ২ অঃ)

পূযস্রাব (পুং) নেত্রসন্ধিগত রোগবিশেষ। চক্ষে পূয পড়া।

ইহার লক্ষণ—নেত্রের সন্ধিস্থান পাকিয়া পূয পড়িতে থাকিলে তাহাকে পূযস্রাব কহে। (সুশ্রুত উত্তরত° ২ অঃ)

২ অশ্বের নেত্ররোগবিশেষ। (জয়দত্ত ৩০ অঃ)

পূযোদ (ক্লী) পূযমেবোদকমত্র, উদাদেশঃ। নরকভেদ।
(ভাগ° ৫।২৬।৭)

পূর, ১ পূর্ত্তি। ২ প্রীণন। দিবাদি, আত্মনে°, সক°, সেট্। লট্ পূর্য্যতে। লোট্ পূর্য্যতাং। লঙ্ অপূর্য্যত। লিট্ পুপূরে। লুঙ্ অপূরিষ্ট।

পূর, ১ পূর্ত্তি। ২ প্রীণন। চুরাদি, উভয়, সক° সেট্। লট্ পূরয়তি-তে। লোট্ পূরয়তু-তাং। লিট্ পূরয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপূপুরৎ-ত।

পূর (ক্লী) পূরয়তি সৌগন্ধ্যেনেতি পূর-ক। ১ দাহাগুরু। (রাজনি°)
(পুং) ২ জলসমূহ।

"মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাৎ" (রঘু ৩।১৭)

৩ ব্রণসংশুদ্ধি। ৪ খাদ্যবিশেষ। (মেদিনী) ৫ পূরক প্রাণায়ামকারীর নাসারন্ধ্র দ্বারা বাহিরে পবনাকর্ষণ।

"প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূরকুম্ভকরেচকৈঃ।
প্রতিকূলেন বা চিত্তং যথাস্থিরমচঞ্চলং॥" (ভাগ° ৩।২৮।৯)

পূরক (পুং) পূরয়তীতি পূরি-ণ্বুল্। ১ বীজপূর। ২ গুণকঅঙ্ক, যে অঙ্কদ্বারা গুণ করা যায়, তাহাকে পূরক কহে। (লীলাবতী) ৩ ধ্যানকারীর নাসিকাগত উচ্ছ্বাস, প্রাণায়ামের অঙ্গবিশেষ।

"পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ।
নাসিকাকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্যাতুঃ পূরক উচ্যতে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
[বিশেষ বিবরণ প্রাণায়াম দেখ।]

(ক্লী) ৪ প্রেতদেহনিষ্পাদক অশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড। মৃতব্যক্তির দেহ ভস্মীভূত হইলে তৎপরে অশৌচকাল মধ্যে পিণ্ডদ্বারা দেহ পূরণ করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম পূরক। দশটী পিণ্ডদ্বারা দেহের পূরণ করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে দশপিণ্ডও কহে। এই পিণ্ড যিনি প্রেতব্যক্তির মুখানল করিবেন, তিনি নয়দিনে ৯টী এবং যিনি শ্রাদ্ধাধিকারী, তিনি অশৌচান্তদিনে পূরকপিণ্ড অর্থাৎ দশমপিণ্ড দিবেন। এই পিণ্ডদ্বারা সমস্ত দেহ পূর্ণ হইয়া থাকে।

দেহব্যতীত কোনরূপ স্বর্গ বা নরকাদি ভোগ হইতে পারে না। যখন এই ষাট্‌কৌষিক দেহ ভস্মাদিরূপে পরিণত হয়, তখন তাহার এই পিণ্ডদ্বারা প্রেত-দেহ হইয়া থাকে, এই প্রেতদেহ হইলে পর তাহার শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পন্ন হয়। পরে সংবৎসর পূর্ণ হইলে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পর তাহার ভোগদেহ হইবে। এই ভোগদেহদ্বারা স্বর্গনরকাদি ভোগ হইয়া থাকে।*

* "প্রেতপিণ্ডৈস্তথা দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব।
ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ॥
প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং।
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্যো আকল্পং নৈব বিদ্যতে॥
তত্রাস্য যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ।
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ॥
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥"
তথাচ বায়ুপুরাণং—
পূরকেণ তু পিণ্ডেন দেহো নিষ্পাদ্যতে যতঃ।
কৃতস্য করণাযোগাৎ পুনর্নাবর্ত্তয়েৎ ক্রিয়াং॥
অতএব অতিবাহিকদেহপরিত্যাগায় তৎকালীনকর্ম্মাসমর্থপুত্রসত্ত্বেঽপ্যন্যেন দাহাদিঃ ক্রিয়তে।
তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং।
ঊর্দ্ধং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাৎ তস্য বিগ্রহাৎ॥
ত্রীণি ভূতানি তেজোবায়্বাকাশানি পৃথিবী জলে তু অধোগচ্ছতঃ। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ।
আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব।
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥" ইত্যাদি।
(শুদ্ধিতত্ত্ব)

মৃত্যুর পরেই তেজ, বায়ু ও আকাশ এই ভূতত্রয় সহযোগে অতিবাহিক দেহ হইয়া থাকে, ইহাকে প্রেতদেহ বলা যায়।

এই সময় আকাশস্থিত, নিরালম্ব, বায়ুভূত ও নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান করে। ('আকাশস্থো নিরালম্বঃ বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।') এবং শীত, বাত ও তপোদ্ভূত ভয়ানক যাতনা অনুভব করে।

পূরক পিণ্ডের ব্যবস্থা।—যাহার অগ্নিক্রিয়া হইবে, তাহারই পূরকপিণ্ড বিধেয়। যিনি মুখানল করিবেন, তিনিই পূরক পিণ্ড দিবেন। অশৌচের প্রথম ৯ দিন প্রত্যহ এক একটী পিণ্ড দিতে হইবে। দশ দিনে শেষ পিণ্ড দিতে হয়। শূদ্রাদির ৯ দিনে ৯টী পিণ্ড এবং ৩০ দিনে দশম পিণ্ড দিতে হইবে। যাহার পূর্ণাশৌচ হয় না, তাহার যে দিন অশৌচান্ত হইবে, সেইদিন পূরক পিণ্ড দিতে হইবে।

প্রথম পিণ্ডদ্বারা মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা, তৃতীয় পিণ্ডে গলদেশ, অংস, ভুজ ও বক্ষঃস্থল, চতুর্থ পিণ্ডে নাভি, লিঙ্গ ও গুদ, পঞ্চম পিণ্ডে জানু, জঙ্ঘা ও পাদদ্বয়, ষষ্ঠপিণ্ডে মর্ম্ম, সপ্তমে নাড়ীসকল, অষ্টমে দন্ত ও রোম, নবমে বীর্য্য এবং দশম পিণ্ডে সমস্ত দেহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে মৃতব্যক্তির দেহের অঙ্গাদি পূরণ হইয়া থাকে।

"শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা।
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্ত সমাসতঃ॥
গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথা ক্রমাৎ।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা।
সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ॥
দন্তরোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেন তু।
দশমেন চ পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই পিণ্ড প্রতিদিন এক একটা করিয়া দিবে; কিন্তু তিন দিন অশৌচ স্থলে প্রথম দিন এক, দ্বিতীয় দিনে চারিটী এবং তৃতীয় দিনে পাঁচটী এইরূপে দশপিণ্ড দিতে হইবে। যাহার একদিন অশৌচ, তাহার সেই দিনই পূরকপিণ্ড দিতে হইবে।

যদি কোন কারণবশতঃ অগ্নিদাতা পূরকপিণ্ড না দেন, তাহা হইলে আদ্যশ্রাদ্ধকারী অন্তিমদিন বা আদ্যশ্রাদ্ধ দিনে পূরকপিণ্ড দিয়া ঊর্ণাতন্তুময় বাসদ্বারা উহার অর্চ্চনা করিবেন।*

* "দিবসে দিবসে দেয়ঃ পিণ্ড এবং ক্রমেণ তু।
সদ্যঃ শৌচেঽপি দাতব্যাঃ সর্ব্বেঽপি যুগপৎ তথা॥
ত্র্যহাশৌচে প্রদাতব্যাঃ প্রথমে ত্বেক এব হি।
দ্বিতীয়েঽহনি চত্বারস্তৃতীয়ে পঞ্চ চৈব হি॥"
দৈবাৎ অগ্নিদাত্রা পূরকপিণ্ডস্যাদানে আদ্যশ্রাদ্ধাধিকারিণা অন্তিম-দিনে আদ্যশ্রাদ্ধদিনে বা তৎ করণীয়মিতি।
"প্রথমাহনি যো দদ্যাৎ প্রেতায়ান্নং সমাহিতঃ।
যত্নান্ন বহু চান্যেষু স এব প্রদদাত্যপি॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

পুত্রাদির অভাববশতঃ স্ত্রী যদি স্বামীর পূরকপিণ্ড প্রদান করেন এবং তিনি সেই সময় যদি রজস্বলা থাকেন, তাহা হইলে বস্ত্রত্যাগ করিয়া পুনরায় স্নানপূর্ব্বক পূরকপিণ্ড দিবেন।

(পূরকপিণ্ডদানের প্রয়োগ সর্ব্বসৎকর্ম্মপদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে তাহার বিষয় এইস্থলে লিখিত হইল না।)

(ত্রি) ৫ পূরণকর্ত্তা। (শব্দরত্না°)

"প্রাকারস্য চ ভেত্তারং পরিখাণাঞ্চ পূরকম্।" (মনু ৯।২৮৯)

পূরণ (ক্লী) পূর্য্যতেঽনেনেতি পূর-করণে ল্যুট্। পিণ্ডপ্রভেদ, পূরকপিণ্ড। ২ বৃষ্টি। ৩ কুটন্নট। (শব্দমালা) ৪ অঙ্কের গুণন। (শুভঙ্কর) ৫ বস্তিনেত্র প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা কর্ণাদিতে তৈলাদি পুরণকর্ম্ম। ৬ বাপতন্তু, প'ড়েন। (হেম) (পুং) ৭ সেতু। ৮ সুগন্ধতৃণ। ৯ নাগরমুথা। (শব্দমা°) ১০ পূরণার্থ পক্বতৈল। ১১ বিষ্ণুতৈল। (ধরণি°) পূরয়তীতি পূরি কর্ত্তরি-ল্যু। সংখ্যাপূরণ। ১২ বাতজন্য ব্রণবেদনাবিশেষ। (সুশ্রুত সূ° ২২ অঃ) ১৩ সমুদ্র। (ত্রি) ১৪ পূরক, পূর্ণকারক।

"পতির্গণানাং মহতাং সৎকৃতীনাং
পায়াম্মেশঃ পূরণঃ ষড়্গুণানাং॥" (হরিবংশ ১২৯।৫২)

১৫ পুনর্নবা। (রসেন্দ্রচি° ৯ অঃ)

পূরণকাশ্যপ (পুং) [পূর্ণকাশ্যপ দেখ।]

পূরণমল, (পূর্ণমল্ল) গিধোড়ের জনৈক রাজা। সম্রাট্ অকবর-শাহের সেনাপতি রাজা মানসিংহ বেহারে আসিয়া ইহাকে পরাজয় করেন।

২ কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক নরপতি। পৃথ্বীরাজ কচ্ছবাহের পুত্র।

৩ উক্ত রাজের ভ্রাতুষ্পৌত্র। পিতামহের নাম রাজা বিহারী-মল্ল ও পিতার নাম রায়সিনহদি পুরবিয়া। ইহারা গহলোত-বংশীয় রাজপুত। এই পুরণ চন্দেরি ও রায়সিন্-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫৩২ খৃঃ অব্দে গুজরাতপতি বাহাদুর-শাহের আক্রমণ হইতে রায়সিন্-দুর্গ ও নিজ রাজ্যরক্ষার জন্য ইহারা পিতাপুত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর হুমায়ুন-প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্বৃত্ত শেরশাহ তাহার আচরণে কুপিত হইয়া রায়সিন-অধিকারে মনস্থ করিলেন। সদলে তদ্রাজ্যে উপস্থিত হইয়াই সম্রাট্ শেরশাহ পূরণমলকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। রাজমহিষী বুঝিয়াছিলেন, এবার রাজার নিস্তার নাই। তাই তিনি স্বামীকে গোপনে শিখাইলেন। রাজাও চতুরা প্রিয়তমা পত্নীর পরামর্শ-মতে ৬০০০ অশ্বারোহী সেনা লইয়া রাজাকে অভিনন্দন করিলেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলী হইল। সম্রাট্ ছয়হাজার দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতকে পরাজয় করা অসম্ভব জানিয়া রাজাকে ১ শত

অশ্বারোহী ও ৭শত বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপঢৌকন দিয়া বদান্যতা দেখাইলেন। কিন্তু রাজাকে জব্দ করিবার মানসে তথায় ছয় মাস কাল অবস্থানপূর্ব্বক তদীয় সৈন্যের বলপরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৯৫০ হিজিরায় পুনরায় উভয়ে বিরোধ বাধিল। শের-শাহ রায়সিন্-দুর্গ অধিকার করিলেন এবং রাজাকে বারাণসীর শাসনকর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিবার ছলে দুর্গ-বহিষ্কৃত করিলেন ; রাজাও দুর্গত্যাগপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্র লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কালের কুচক্রে শত্রুহস্তে তিনি নজরবন্দী হইলেন। রাজা চক্রান্ত বুঝিয়া স্বহস্তে প্রিয়তমা প্রণয়িনীর জীবননাশ করিলেন এবং আত্মীয়বর্গকেও ঐরূপ স্ত্রীহত্যাপাতকে নিমজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। যখন তাঁহারা অন্তঃপুর-নিবদ্ধা প্রিয়-প্রণয়িনী-গণের সতীত্ব-রক্ষার্থ এরূপ দৃঢ়ব্রতে ব্রতী ছিলেন, ঠিক সেই সময় রজনী-প্রভাতে আফ্‌গানগণ আসিয়া চারিদিক্ হইতে হিন্দুর জীবননাশ করিতে লাগিল। পূরণমলও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া জীবনদান করিলেন। যে সকল রাজপুত-মহিলা ধৃত হইয়াছিল, সেই রাজপুত-কুলললনাগণের উপর দুর্বৃত্ত মুসলমাননায়ক শেরশাহ অত্যাচার করিতে ত্রুটী করেন নাই। ছয় মাসের মধ্যে তিনি হিন্দু-মুসলমানের বৈরনির্য্যাতন পূর্ণমাত্রায় দেখাইয়াছিলেন। এমন কি মিথ্যাকথায় বঞ্চনা করিয়া তিনি পূরণমলকে ধৃত ও নিহত এবং অবশেষে তাঁহার কন্যাকে বাজারে নর্ত্তকীরূপে নৃত্যগীতব্যবসায়ীর হস্তে সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই*।

পূরণী (স্ত্রী) পূর্য্যতে অনয়েতি পূরি-ল্যুট্, ঙীপ্। ১ শাল্মলিবৃক্ষ, শিমুল গাছ। পর্য্যায়—

"শাল্মলিস্ত ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ।
রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তূলিনী॥" (ভাবপ্র°)

২ পূরণকারিকা, যথা 'পঞ্চানাং পূরণী পঞ্চমী' ইত্যাদি।

পূরণীয় (ত্রি) পূর-অনীয়র্। পূরণের যোগ্য।

পূরয়িতৃ (ত্রি) পূর-তৃচ্। ১ পূরণকর্ত্তা, পূরক। (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৬)

পূরয়িতব্য (ত্রি) পূর-তব্য। পূরণীয়, যাহা পূরণ করা যায়।

পূরাম্ল (ক্লী) পূরং পূরকমম্লমত্র। বৃক্ষাম্ল। (রাজনি°)

পূরিকা (স্ত্রী) পূর্য্যতে ইতি পূরি-ক, স্ত্রিয়াং-ঙীপ্, পূরী, ততঃ স্বার্থে কন্, টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। পিষ্টকভেদ, চলিত কচুরী। ভাব-প্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে, মাস-কলাই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে, তৎপরে ময়দার মধ্যে উহা পূরিয়া পিষ্টকাকারে প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘৃতে ভাজিলে তাহাকে পূরিকা কহে। ইহার গুণ মুখরোচক, মধুর রস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দোষজনক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং চক্ষুর তেজোহারক। ইহা তৈলপক্ক না হইয়া ঘৃতপক্ক হইলে চক্ষুর হিতকারক ও রক্তপিত্তনাশক হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

পূরিন্ (ত্রি) পূর্ণকারী।

পূরিত (ত্রি) পূর্য্যতে স্মেতি পৄ-পূরি-বা ক্ত (বা দান্তশান্ত-পূর্ণেতি। পা ৭।২।২৭) ইতি পক্ষে ইট্। কৃতপূরণ, পর্য্যায়—পূর্ণ। ২ গুণিত। (অমর)

পূরু (পুং) পৄ-বাহুলকাৎ কু। ১ মনুষ্য। (নিঘণ্টু)

"যং পূরবো বৃত্রহণং সচন্তে।" (ঋক্ ১।৫৯।৬)

'পূরবো মনুষ্যাঃ' (সায়ণ)

মনুষ্যার্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত। ২ বৈরাজ মনুর নড্বলাতে জাত পুত্রভেদ। (হরিবংশ ২ অঃ) ৩ জহ্নুপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।১৫।৩) ৪ রাক্ষসভেদ।

"অভি যঃ পূরুং পৃতনাসু" (শুক্লযজু° ১২।৩৪)

'পৃতনাসু সংগ্রামেষু পূরুং রাক্ষসং' (বেদদীপ°)

৫ যযাতিপুত্রভেদ। (ভারত আদি ৭৫ অঃ)

"সুতং ত্বমপি সাম্রাজং সেব পূরুমবাপ্নুহি" (শকুন্তলা ৪ অঙ্ক)

পূরুজিৎ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৭)

পূরুভুজ, সমুদ্রজ জীবযোনিভেদ। আবয়বিক বিভিন্নতা-দৃষ্টে বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের শ্রেণী বিভাগ ও নামকরণ করিয়াছেন। সাধারণ ইংরাজিতে ইহারা Polypes ও Polypiers নামে দুইটী বিশিষ্ট শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে। যে গুলির আকার ক্ষুদ্রাকার পাণার ন্যায় তাহাই Polypes এবং যে গুলি গুল্মাদি ক্ষুদ্র তরুর সদৃশ, তাহাই Polypiers নামে খ্যাত। বাঙ্গালা-ভাষায় ইহাদের প্রকৃত নাম কি, তাহা জানিবার উপায় নাই*। এই শ্রেণীর জীব কিরূপ? তাহা কেহ নির্দ্ধারিতরূপে বলিতে পারেন না। কোন কোন পুরুভুজের আকৃতি প্রকৃতই উদ্ভিদের মত। ইহারা জলজকীট, কি জীবভুক্ শৈবাল বা উদ্ভিদ, এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত টণ্ডোন্ (M. Tandon) সাহেব স্বকৃত 'সামুদ্রিক ভুবন'

---

* তারিখ-ই শেরশাহী নামক মুসলমান ইতিহাসে এই ভীষণ অত্যাচারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৫৩২ খৃঃ অঃ বাহাদুরের আক্রমণ সময়েও ঐরূপ আর একটী অত্যাচার সংঘটিত হয়। সুলতান বাহাদুর শাহ তৎকালে পূরণমলের বিমাতা দুর্গাদেবীর রূপমাধুর্য্যশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কর প্রার্থনা করেন।

[বিস্তৃত বিবরণ 'মিরাট্-ই সিকন্দরী' নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

* ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে এই জীবকে পুরুভুজ নামে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অবধি বাঙ্গালায় এই নামই চলিয়া আসিতেছে।

নামক পুস্তকে গভীর গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে যে জীবতত্ব প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই সাধারণে গৃহীত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র জীব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে উত্তরোত্তর কুতূহল বৃদ্ধি হয় এবং জগদীশ্বরের অপার মহিমা প্রকাশ পায়। জলের তারতম্যানুসারে ইহাদের মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সুমিষ্ট নদী-জলে ও লবণাক্ত সমুদ্র-জলে জাত-জীবের মধ্যে অনেকাংশে ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। উভয়ের কার্য্যপ্রণালীও কতকাংশে বিভিন্ন।

এই বৃহদাকার জীব কদাচও এক ইঞ্চের একতৃতীয়াংশের অধিক দেহ ধারণ করে না। এরূপ ক্ষুদ্রাকার দেহ হইতে ইহাদের প্রকৃত অবস্থা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। একমাত্র অণুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে প্রাণিবিদ্গণ ইহাদের শারীরিক গঠন ও অবস্থানাদি যেরূপ অনুমান করিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহাই প্রদত্ত হইল।

সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ও নদীর সুমিষ্ট সলিলে যে দুইটী স্বতন্ত্র প্রকারের পুরুভুজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংক্ষেপ পরিচয় এইরূপ। নদী-জল-প্রবাহে ভাসমান পুরুভুজগুলি সাধারণতঃ **Fresh-water-polype** বা **Hydra Viridis** নামে পরিচিত। ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্রাকার হইলেও দেখিতে প্রায় পদ্মদলের ন্যায়, মূল মৃণালদণ্ড ব্যতীত তাহাতে আরও কতকগুলি শাখা-প্রশাখা বিলম্বিত আছে। মূল-দণ্ডের মধ্যভাগ ফাঁপা ও ইহাই তাহাদের উদর বলিয়া অবধারিত। সমগ্র অবয়বই লম্বমান উপনলাকৃতি থলির মত, হরিদ্রাভ ও অর্দ্ধ-স্বচ্ছ। এই ডাল-পালাকৃতি দেহের মধ্যে কেবল একটী মাত্র ছিদ্র আছে। উক্ত মুখবিবর 'ট্রাম্পেট'-যন্ত্রের মুখের মত। কোনরূপ জলজ কীট গলাধঃকৃত হইলে উহা সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। মুখরন্ধ্রের চতুর্দ্দিকে ৬ হইতে ১০টী পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম সূত্রাকার সুকোমল বাহুবল্লী প্রসারিত থাকিয়া যেন মুখবিবরের মুকুট-স্বরূপ হইয়াছে। উপরে পুরুভুজের দেহ, উদর, মুখ ও বাহুর বিষয় লিখিত হইল। মানবদেহের সহিত ঐ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমূহের সামঞ্জস্য করিলে জানিতে পারা যায় যে, উহার কার্য্যাবলী জীব-জগতের সহিত অনেকাংশে প্রায় সমান।

ইহারা আলোকপ্রিয় এবং সামান্য শব্দ অনুভবে সমর্থ। সাধারণতঃ জলমধ্যস্থ কোন বৃক্ষে অথবা অন্য কোন পদার্থে ইহারা সংযোজিত থাকে। নদীতে শঙ্খাদির গাত্রেও সময় সময় পুরুভুজের অবস্থিতি দেখা যায়। যখন তাহারা এইরূপে অন্যের পৃষ্ঠে ভর দিয়া সমুদ্রস্রোতে ভাসমান হয়, তখন তাহাদের ক্ষুদ্রাকার বাহুগুলি চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকে এবং প্রত্যেক মিনিটে প্রায় ২৫০ বার প্রকম্পিত হয়। এইরূপে ভ্রমণ-সময়ে যদি কোন দুর্ভাগ্য কীটাণু নিয়তি-বশে আসিয়া তাহাদের করাল বাহুবল্লীতে জড়িত হয়, তাহা হইলে পুরুভুজগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলে। ঐ সময় বাহুগুলি ক্রমশঃ কুণ্ডলীকৃত হইয়া পড়ে ও উদরথলি কুঞ্চিত হয়। উদরস্থ জীব জীর্ণ হইলে, উহার সারাংশ অন্তরেই থাকে এবং অসারাংশ পুনরায় মুখবিবর দিয়া উদ্গারিত হইয়া পড়ে। কখন কখন ইহারা পরস্পরে দলবদ্ধ, বা একত্র গ্রথিত অবস্থায় বিচরণ করে। এই সময়ে জলবেগে প্রবাহিত কোন কীট ঐ দল মধ্য দিয়া যাইতে প্রয়াস পাইলে, তাহাদের বাহুবল্লীতে বিজড়িত হইয়া শতধা বিচ্ছিন্ন হয় এবং পরিশেষে উদরগত হইয়া থাকে। **Hydra**-জাতীয় পুরুভুজগণ সময় বিশেষে আপনাদের শরীর অপেক্ষা ৩।৪ গুণ অধিক পরিমাণে আহার করিয়া ফেলে। এরূপ অপর্য্যাপ্ত আহারের পর ইহারা আর ঠিক থাকিতে পারে না, স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া জলের নিম্নতম তলদেশে পতিত হয়।

ইহাদের মুখদেশে দন্ত বা চোয়াল নাই। উদরস্থ জীব মুখবিবর দিয়া নির্গত হইবার চেষ্টা করিলে ইহারা নিজ বাহুবল্লী মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া পলায়মান জীবের গতিরোধ করিয়া দেয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, উদরগত জীব জীর্ণ হইলেও প্রবিষ্ট পুরুভুজবাহুর কোনও ক্ষতি হয় না। ইহাদিগকে দ্বিখণ্ডে বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত করিলে জীবন-হানির কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় না। নলোদরের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া দিলেও **Hydra** শ্রেণীর পুরুভুজেরা খাইতে বিরত থাকে না। একমুখে খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইলেও অন্যমুখ দিয়া তাহা নির্গত হইয়া পলাইয়া যায়।

নদী জলে যে সকল পুরুভুজ জন্মে, খাদ্যাদিভেদে তাহাদের গাত্রবর্ণ বিভিন্ন হইয়া থাকে*। তাহাদের গর্ভস্থলীর বহির্দ্দেশে যে সমস্ত ক্ষুদ্রাকার উপনল সংশ্লিষ্ট দেখা যায়, তাহাই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া একটী স্বতন্ত্র পুরুভুজের আকার ধারণ করে। যখন এই অংশাবয়ব স্বীয় ভরণপোষণে উপযুক্ত হয়, তখন তাহারা মাতৃগাত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জীবরূপে গণ্য হয়। একটী পুরুভুজের গাত্রে আর একটী ক্ষুদ্রাকার নলরূপী পুরুভুজের উদ্ভব প্রায় শরৎকালেই ঘটিয়া থাকে। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলেই উহা খসিয়া জল-তলে পড়িয়া যায়। শীতকালে তাহা ঐ ভাবেই থাকে, পরে বসন্ত ঋতুর সমাগমে উহার কলেবর বৃদ্ধি পায়। কখন কখনও প্রথম পুরুভুজের গাত্রে দ্বিতীয়টী জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই, দ্বিতীয়ের গাত্রে তৃতীয় ও পুনরায় তদগাত্রেই আবার চতুর্থ টী আসিয়া দেখা দেয়। এইরূপে ৪র্থ বংশাবলী

* Wood louse নামক কীট ভক্ষণে লাল, Water-bug ভক্ষণে সবুজ ও tadpoles ভক্ষণে উদরনলী কৃষ্ণবর্ণ হইতে দেখা যায়।

গ্রথিত একটী পূরুভুজবংশের একত্র উদ্ভব হইয়া থাকে। যদি কখনও একটী পূরুভুজকে সাত বা আট খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে দুই দিনের মধ্যে ঐ এক এক খণ্ড কর্ত্তিত পূরুভুজ পুনরায় পূর্ণাকার ধারণ করে। Rœsel সাহেব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, একটী পূরুভুজের বাহুবল্লী অতি ক্ষুদ্রায়তনে বিভক্ত করিলেও উহার খণ্ডিত অংশ হইতে পুনরায় আর একটী স্বতন্ত্র (Hydra) পূরুভুজদেহের আবির্ভাব হয়। কেবল বাহুতেই নহে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে কোন অংশই হউক না কেন, কর্ত্তিত হইলে আর একটী নবজাত পূরুভুজের সৃষ্টি হইবে। একারণ একটীকে কাটিয়া নষ্ট করায় উহাদের বিশেষ কোন কষ্ট বা ক্ষতি হয় না—বরং নিত্য নূতন পূরুভুজ-বংশের বিস্তার প্রাপ্তি হয় মাত্র।

আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয়, উদরস্থলীর ভিতর দিক্ মোজার ন্যায় উল্টাইয়া দিলেও ইহাদের জীবজগতের বাহ্য ক্রিয়াদির কোন ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা স্বচ্ছন্দে খাদ্যাদি গলাধঃকরণ করে। বহির্দ্দেশস্থ যে গাত্রত্বক্ পূর্ব্বাবস্থায় নিশ্বাসপ্রশ্বাসের একমাত্র ক্রিয়াস্থল ছিল, এক্ষণে তাহাই পাকস্থলীর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্বতন গর্ভাভ্যন্তর ত্বক্ শ্বাসাদি প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ গাত্রাবরণ উল্টান, তাহারা বড় ভালবাসেনা। মাতৃগাত্রসংশ্লিষ্ট কোন শিশু পূরুভুজকে ঐরূপ করিলেও তাহাদের জীবনের কোন আশঙ্কা থাকে না। সময় মত তাহারা আপনাপন অবয়ব সংগঠিত করিয়া থাকে। উল্টাইয়া টুকরা করিয়া কাটিলেও অথবা পূর্ব্বোক্তরূপে পাল্টাইয়া সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিয়া রাখিলেও কোন বিশেষ রূপান্তর লক্ষিত হয় না। নিয়তিনির্দ্দিষ্ট গঠন ও পরিবর্দ্ধন-কার্য্যে তাহাদের বিরাম নাই।

প্রকৃত পক্ষে, পূরুভুজগণের হৃদয়, হৃদ্‌যন্ত্র, যকৃৎ, ধমনী, মস্তক বা মস্তিষ্ক কিছুই নাই, কেবল মাত্র ধূসর শৈবালকণাসদৃশ বাহুগুলিই তাহাদের হস্ত, পদ, ওষ্ঠ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে। শীকার সম্মুখে আসিলেই তাহারা জানিতে পারে এবং সহজেই উহাকে উদরস্থ করিয়া ফেলে। কখন কখন শীকার লইয়া তাহারা পরস্পরে বিবাদ উপস্থিত করে এবং কার্য্যক্ষেত্রে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইলে আপনাপন পরিত্রাণের উপায় ও আশ্রয়-নির্ব্বাচনে সমর্থ হয়।

সমুদ্রজগুলি সকল বিষয়েই পূর্ব্বোক্ত নাদেয়-জীবের ন্যায়। বিশেষের মধ্যে এই, ইহাদের বাহু অনেক ও আকৃতি বিভিন্ন। আকারভেদে ইহাদের মধ্যেও কতকগুলি বংশ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিতাকার সমুদ্রজ পূরুভুজগণ Polypier নামে খ্যাত। নিম্নে কএকটা বংশের নাম দেওয়া গেল।

Hydraria শ্রেণীতে *Polypier hydraria, Sertularia ramea*; *Actinaria* শ্রেণীতে *Gerardia Lamarckii*, ইহাদের মধ্যেও আবার *Tabularia indivisa, Campanularia dichotoma, Tabularia ramea, Sertularia (Plumularia) falcata, Sertularia Argentea* প্রভৃতি আরও কতকগুলি শাখা দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত গুলি সাধারণতঃ লম্বমান উদ্ভিদাকৃতি। এক্ষণে যাহা লিখিত হইতেছে, সে গুলি কন্দাকৃতি ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। এই নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে Zoantharia, Alcyonidæ, Antipathidæ, Madreporidæ, Actinidæ, Caryophylliæ, Astræa, Meandrinæ, বা Poritidæ প্রভৃতি আরও কএকটী বিশিষ্ট শাখা আছে।

পূরুষ (পুং) পুরতি অগ্রে গচ্ছতীতি পুর-কুষন্ (পুরঃ কুষন্। উণ্ ৪।৭৪) ততঃ (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭) ইতি নিপাতনাৎ দীর্ঘঃ। পুরুষ, নর। [পুরুষের শুভাশুভাদি লক্ষণ পুরুষ দেখ।]

পূরুষ (পুং) নিত্যমুক্ত শুদ্ধস্বভাব, চেতন। আত্মা।

সাংখ্যদর্শনে পুরুষের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, পুরুষ চেতন, প্রমাতা অর্থাৎ প্রমা-সাক্ষী। ইনি 'পুরি শেতে' অর্থাৎ লিঙ্গশরীরে অবস্থান করেন বলিয়া পুরুষ নামে অভিহিত হন এই পুরুষই চেতনহেতু আত্মপদবাচ্য। সাংখ্যমতে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক। ইহার মধ্যে প্রকৃতি বা পুরুষকে, তাহার বিষয় সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতানুযায়ী আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পুরুষ ভিন্ন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎই প্রকৃতি। ইহার মধ্যে মূলপ্রকৃতি যারপরনাই সূক্ষ্ম ও আদিম। সেই মূলপ্রকৃতি ক্রমে বিকৃত হইয়া এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এখনও ব্রহ্মাণ্ডাকারে অবস্থান করিতেছেন। প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাহা এই জগতের মূল বা সূক্ষ্ম বীজ, তাহাই প্রকৃতি। যাহা তাহার বিকার, তাহাই জগৎ।

জগতের মূল অবস্থার বা অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি, আর ব্যক্তাবস্থার বা সবিকার অবস্থার নাম জগৎ। [প্রকৃতির বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সাংখ্যাচার্য্য কপিল পদার্থনির্ণয়ের মূলপত্তনকালে কোন্ পদার্থ প্রকৃতি, কোন্ পদার্থ বিকৃতি এবং কোন্ পদার্থ অনুভয় অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে বিকৃতিও নহে, এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রকৃতিকে অব্যক্ত, বিকৃতিকে ব্যক্ত এবং উভয়াত্মক পদার্থকে ব্যক্তাব্যক্ত এবং অনুভয় পদার্থকে জ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাতা বা পুরুষ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে তাহাদের সংখ্যা, পরীক্ষা ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই অনুভয়রূপ 'জ্ঞ' পদার্থ পুরুষ ও আত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত। পুরুষ অনুভয়াত্মক, অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে। প্রকৃতি শব্দে কারণ এবং বিকৃতি শব্দে তাহার কার্য্য বুঝিতে হইবে। *

পুরুষ কূটস্থ, অর্থাৎ জন্মধর্ম্মের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। এইজন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য তাহার উৎপত্তি নাই; সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক।

এই পুরুষ চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, হস্তপদের অগ্রাহ্য ও মনের অগম্য। এই 'জ্ঞ' পদার্থ বিবিধ সম্প্রদায়ের নিকট বিবিধরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তন্মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যদিগের সম্মত পুরুষ যে ভাবে ও যেরূপে প্রকাশ পায়, তাহারই বিষয় এইস্থলে আলোচ্য।

পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহাতে কপিল বলেন, 'অস্তি হ্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ' নাস্তিত্বসাধক প্রমাণ না থাকায় মনুষ্য আত্মনাস্তিক হইতে পারে না। 'আমি' 'আমি আছি' 'আমার' এই আত্মানুভাবক জ্ঞান সকলেরি আছে। যাহার আত্মা আছে, তাহারই ঐ জ্ঞান আছে। অতএব পুরুষ (আত্মা) নাই, এই কথা কেহই বলিতে পারেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

পুরুষ আছে, তদ্বিষয়ক সামান্য জ্ঞানও আছে; কিন্তু তাহার বিশেষ জ্ঞান নাই। 'আমি আছি' এইমাত্র জ্ঞান আছে; কিন্তু আমি কি বা আমার স্বরূপ কি? তাহা অযোগীদিগের জানা নাই।

ইন্দ্রিয়গণ বাহ্যাসক্ত-স্বভাব হওয়াতেই অযোগী ব্যক্তি পুরুষ-যথার্থজ্ঞানে বঞ্চিত আছে। অত্যন্ত সংযোগবলে লৌহ ও অগ্নি যেমন একীভূত হইয়া যায়, মানবও সেইরূপ ভ্রম ও প্রকৃতির অতিসান্নিধ্যপ্রযুক্ত অনাত্মপদার্থে একীভূত হইয়া আমি করিতেছি, কখন বহিঃস্থ মাংসপিণ্ডে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 'আমার পুত্র', 'আমার কলত্র' বলিয়া ব্যাকুল হইতেছি, ইত্যাদি প্রকৃতির মায়ায় মোহিত হইয়া, এইরূপে দেহেন্দ্রিয়াদি নানা পদার্থে আত্মত্বস্থাপন করিয়া বৃথা ক্লেশ পাইতেছি; কিন্তু আমি (পুরুষ) কে এবং আমার স্বরূপই বা কি, এই সুখ ও দুঃখভোগ আমার প্রকৃত কি না, তাহার কিছুই স্থিররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না।

পূর্ব্বে মনীষিগণের আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ তাঁহাদের শরণাগত হইতেন। তাঁহারা এই আত্মবিষয়ক যথাযথতত্ত্ব উপদেশ দিয়া সকল সন্দেহ নিরাকরণ করিতেন। নানাপদার্থে পুরুষত্বভ্রম হইত না।

দৃশ্যপদার্থ মাত্রের মধ্যে কোনটাই পুরুষ নহে। পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে যাঁহারা অভিলাষী, তাঁহারা যোগ আশ্রয় এবং ইন্দ্রিয়ের বহির্গমন রুদ্ধ করিয়া জ্ঞানদ্বারা সমস্তই অবগত হইতে সমর্থ হইতেন। 'গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে' পুরুষ (আত্মা) স্বীয় পার্শ্বচর অজ্ঞানে সর্ব্বদাই আবৃত আছেন, সেই কারণে অযোগী, অব্রহ্মচারী ও অবিবেকী-পুরুষের নিকট তিনি প্রকাশ পান না। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' পুরুষকে বাক্‌পাণ্ডিত্যে পাওয়া যায় না। 'ন শরীরপরিকর্ত্তনৈঃ' সমস্ত শরীর খণ্ডবিখণ্ড করিয়া তন্মধ্যে অনুসন্ধান করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরুষ হস্তপদাদি অবয়ব, তদ্‌ঘটিত দেহ, তত্রস্থ পঞ্চধা প্রাণ, একাদশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, এ সকলের অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত পদার্থের স্ফূর্ত্তি, ভান বা সাক্ষাৎকারলাভের একমাত্র উপায় ধ্যান। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (শ্রুতি) ধ্যানের আলম্বন আপ্তবাক্য, অনুকূল তর্ক বা বিচার তাহার বিঘ্ননিবারক।

'ইদং তদিতি নির্দ্দেষ্টুং গুরুণাঽপি ন শক্যতে।' সেই আত্মা বা পুরুষ এই,—এরূপ নির্দ্দেশ করিতে গুরুও সমর্থ হন না। গুরু শব্দে আত্মবিদ্ গুরু বুঝিতে হইবে।

বিরাগী মানব গুরুর উপদেশ অনুসারে বিঘ্ন সকল দূর এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ হওয়ার পর অবিবেক দূর হইলে জ্ঞান দ্বারা পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে সমর্থ হন। কপিল এই কথায় 'দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ' এই সূত্রে উপদেশ করিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—এই স্থূল দেহ, পঞ্চপ্রাণ, এতন্নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি সকলের কিছুই পুরুষ নহে, পুরুষ এ সকল হইতে অত্যন্ত পৃথক্।

এই পুরুষ (আত্মা)-বিষয়ে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থূল শরীর, প্রাণ, বায়ু, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এ সকল পুরুষ (আত্মা) নহে সত্য; কিন্তু মন যে আত্মা নহে, তাহার প্রমাণ কি? জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রভৃতি যে কিছু চেতন গুণ, সঙ্কল্প বিকল্প অবধারণ প্রভৃতি যে কিছু চেতনকার্য্য সমস্তই সমনস্ক পদার্থে দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ, নির্ব্যাপার হইলেও মন নিবৃত্ত থাকে না। ইত্যাদি বিরুদ্ধমতের উত্তরে কপিল বলেন,—মনকে আত্মা বা পুরুষ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মুমুক্ষুজীবের উচিত নহে। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ধারণা, ধ্যান, সমাধি ও প্রজ্ঞাদ্বারা জানিয়াছিলেন, পুরুষ নিত্য, শুদ্ধস্বভাব ও চিৎস্বরূপ। পুরুষ যে মন ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা মননশীল জ্ঞানী মনুষ্যের অনুভব-সিদ্ধ।

* "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥
দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥"(সাংখ্যকারিকা ২-৩)

অনুভবপ্রণালী এইরূপ—মন যখন স্থিরভাবে আপনাকে দর্শন করে, তখন সে উপলব্ধি করে,—'আমি আত্মা নহি, আত্মার অধীন। আমি পুরুষের ভোগোপকরণমাত্র। মন সক্রিয় ও সবিকার; কিন্তু পুরুষ নিষ্ক্রিয় এবং নির্ব্বিকার। কোন কালে বা কোন অবস্থায় পুরুষের বিকার হয় না। সংশয়, নিশ্চয়, বিপর্য্যয়, সন্ধান ও নির্ব্বাচন এই সকল মনেরই ধর্ম্ম, পুরুষ ঐ সকলের দর্শক বা সাক্ষি-মাত্র।

মন পুরুষ হইতে পৃথক্ এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই হইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যবহারিক জ্ঞান ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে। 'আমার মন' ব্যতীত 'আমি মন' এ কথা কেহ বলে না এবং তদাকার জ্ঞানও হয় না। 'আমার মন' এই স্বতঃ-উৎপন্ন জ্ঞানের ব্যবহার-পরম্পরা লক্ষ্য করিলে পুরুষের সহিত মনের দ্রষ্টৃ-দৃশ্যভাব ব্যতীত ঐক্যসম্বন্ধ প্রকাশ পাইবে না। পুরুষ দ্রষ্টা, মন দৃশ্য। পুরুষের সহিত মনের যদি ঐরূপ স্থিরতর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে মানব অবশ্য কখন না কখন 'আমার মন' ইহার পরিবর্ত্তে 'আমি মন' এইরূপ বলিত; কিন্তু ভ্রমেও এই ব্যবহারের অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

'আমি' এই জ্ঞানটী মনের চির-নিরূঢ় এবং স্বতঃসিদ্ধ ভাব-বিশেষ। সেইজন্য তাহা বৃত্তিরূপে কল্পিত। যেহেতু মনোবৃত্তি, সেই হেতুই সে 'আমি', প্রকৃত 'আমি' (পুরুষ) হইতে ভিন্ন। যাহা প্রকৃত 'আমি', তাহা আমি ইত্যাকার মনোবৃত্তি-সমারূঢ় কেবল-চৈতন্য। বৃত্তিরূপ আমিত্বে প্রকাশক-কেবল-চৈতন্যই প্রকৃত আমি।

পুরুষ চৈতন্যরূপী, মন জড়রূপী। পুরুষের স্বভাব প্রকাশ, জড়ের স্বভাব অপ্রকাশ। মন যে জড় বা অপ্রকাশ-স্বভাব, তাহা অনুভব ও যুক্তি উভয়-সিদ্ধ। মন যদি পুরুষের ন্যায় প্রকাশ-স্বভাব হইত, তাহা হইলে মনুষ্য সুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মুগ্ধাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইত না, কেন না, যাহা যাহার স্বভাব, কদাচ তাহার তাহা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না। উষ্ণতা নাই, অথচ অগ্নি আছে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। অতএব সুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি মানস অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের জড়ত্ব অবাধে নির্ণীত হইতে পারে।

ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, পুরুষকে প্রকাশ-রূপী বলিলেও যে ফল, মনকে প্রকাশরূপী বলিলেও সেই ফল। সুপ্তি মূর্চ্ছা প্রভৃতি অপ্রকাশ অবস্থা দেখিয়া মনের যেরূপ অপ্রকাশত্ব অবধারণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ পুরুষেরও জড়ত্ব অবাধে নির্ণীত হইতে পারে।

ইহাতে কপিল বলেন,—তাহা নহে। পুরুষের প্রকাশ-স্বভাব কোন সময়ে তিরোহিত হয় না। কিন্তু একটু বিশেষত্ব এই যে, মনঃ-সংযোগে পুরুষের প্রকাশ দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। দিবসে গৃহভিত্তিতে যে আলোক থাকে, স্বচ্ছ কাচদ্বারা যখন বাহিরের আলোক তাহাতে প্রতিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই ভিত্তিস্থ সাধারণ আলোক দ্বিগুণিত হইয়া উঠে। এই দ্বিগুণিত আলোক অতি তীব্র ও অত্যধিক উজ্জ্বল। সেইরূপে পুরুষের মনঃ-সংযোগ-কালের প্রকাশ দ্বিগুণিত। দ্বিগুণিত বলিয়া জাগ্রৎ কালের চৈতন্য অধিক বিস্পষ্ট, অর্থাৎ জাজ্জ্বল্যমান। কাচস্থানীয় মন যখন তমোগুণোদ্রেকবশতঃ মলিন থাকে, অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের প্রতিবিম্বগ্রহণে অক্ষম থাকে, তখন পুরুষের প্রকাশ বিলুপ্ত-প্রায় বা স্বল্প হইয়া থাকে। তাহাই সুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি কালের একগুণপ্রকাশ। জাগ্রৎ কালের দ্বিগুণিত প্রকাশ তখন কমিয়া গিয়া একগুণিত হয়, কাজেই তখন লোকে বলে, মূর্চ্ছায় জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তখনও পুরুষ স্বীয় একগুণিত প্রকাশে বিরাজিত থাকেন। যদি বল, এই অবস্থায় পুরুষের সত্তা স্ফূর্ত্তি থাকে,—এই সিদ্ধান্তে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে,—সুপ্তোত্থিত মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সুপ্তিও মূর্চ্ছাভঙ্গের অব্যবহিত পরবর্ত্তী অনুভব। আমি অজ্ঞান ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই, এই অনুভবের একদেশে যে 'আমি' ও 'ছিলাম' অংশ আছে, তাহাই তাৎকালিক আত্মসত্তার বা আত্মপ্রকাশ থাকার অনুমাপক। তৎকালে যদি কোন প্রকার সত্তাস্ফূর্ত্তি না থাকিত, তাহা হইলে কদাচ জীবের ঐ রূপ স্মরণাত্মক জ্ঞান উপস্থিত হইত না। পূর্ব্বানুভব জন্য সংস্কারের বলেই স্মরণাত্মক জ্ঞান উদিত হয়, এ নিয়ম স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি (পুরুষ) নিজ স্বাভাবিক প্রকাশে অবস্থিত ছিলাম। বিষয়ের অস্ফুরণ, মনের অপ্রকাশ ও অজ্ঞান এ সকল তুল্য কথা। মন যে তৎ-কালে আত্মপ্রতিবিম্ব-গ্রহণে অক্ষম ছিল, তাহা আর কেহ দেখিতে পায় নাই, কেবল পুরুষ তাহা দেখিয়া ছিলেন। পুরুষ তখন দেখিতে ছিলেন,—মন তমসাচ্ছন্ন। পুরুষ তমসাচ্ছন্ন মনকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই, সুপ্তিভঙ্গের পর তাহা স্মরণ বা অনুমান করিতে সমর্থ হন।

নাস্তিক তার্কিকগণের মন আপনার সত্তাস্ফূর্ত্তি বজায় রাখিয়া অন্যকেও প্রকাশ করে, একমাত্র মনের বলেই জীব সব্যাপার, মনের অভাবে নির্ব্ব্যাপার, সুতরাং মনই 'আত্মা' (পুরুষ) এ সকল কথা নিতান্ত হেয়।

নাস্তিকগণ মনে করেন—'চৈতন্যং সংহতভূতধর্ম্মঃ' পুরুষ (আত্মা) দেহাকারে পরিণত ভূতরাশির সংযোগোৎপন্ন চৈতন্য নামক গুণ বা শক্তি। কিন্তু কপিল বলেন—'ন সাংসিদ্ধিকং

চৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ'। দেহ ভৌতিক হইলেও চৈতন্য তাহার গুণ বা ধর্ম্ম নহে। পুরুষ অপরিণামী, অতিরিক্ত ও নিত্যবস্তু। যেহেতু প্রত্যেক ভূতই অচেতন। পরীক্ষা করিলে যখন কোনও ভূতে চৈতন্যের অবস্থান দৃষ্ট হয় না, তখন চৈতন্য পদার্থ ভূতের অথবা ভৌতিকের সাংযোগিক অথবা নৈমিত্তিক গুণ হইতে পারে না। পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ এবং নিত্য পদার্থ।

প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরমকার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জড়-বর্গই সংহত বা মিলিত গুণত্রয়-স্বরূপ। সুতরাং সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। অতএব পরার্থ, অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন-সম্পাদনার্থ তাহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা আসনাদি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। তদনুসারে সংঘাতমাত্রই পরার্থ ইহা স্থির হইতেছে, প্রকৃতি মহদাদি সমস্তই সংঘাত, অতএব পরার্থ, সেই পর অপর কেহ পুরুষ নহে।

কপিল বলেন,—

"শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্।

সংহতপরার্থত্বাৎ।" (সাংখ্যসূ° ১।১৩৭-১৩৮)

পুরুষ শরীর হইতে ভিন্ন, তাহা সংহত বস্তুর পরার্থতা দেখিলে অনুমিত হইতে পারে। ইহার বিষয় একটু বিশেষ-রূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

গৃহ, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই সংঘাত অর্থাৎ সংহত পদার্থ। সংঘাত মাত্রই পরার্থ, অর্থাৎ অন্যের প্রয়োজন-সম্পাদক। জগতে ইহার ব্যভিচার নাই। শরীরও সংহত পদার্থ বা সংঘাত। অতএব শরীরও পরার্থ হইবে, ইহাতে অন্যথা হইবে না। জগতের সমস্ত সংহত পদার্থ পরার্থ, কেবল শরীর সংহত হইয়াও পরার্থ হইবে না, এইরূপ কল্পনা যুক্তি-বিগর্হিত। এবং ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। শরীর পরার্থ ইহা সিদ্ধ হইলেই ইহা সিদ্ধ হয় যে শরীর চেতন নহে। শরীর হইতে অতিরিক্ত অপর চেতন আছে। শরীর তাহারই প্রয়োজন সম্পাদন করে। কেন না, যাহা অচেতন, তাহার কোন প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। ইষ্টসাধনতাই জ্ঞান-প্রবৃত্তির হেতু। যাহার উদ্দেশে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই ইষ্ট, তাহাই প্রয়োজন। শরীর সংহত বলিয়া অপর পদার্থের প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে। সেই অপর পদার্থ অন্য কেহ নহে, অসংহত পুরুষ। তাহার চেতনা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শরীর চেতন, ইহা ভ্রান্ত কল্পনামাত্র। স্ফটিকমণি বস্তুতঃ লোহিত না হইলেও সন্নিহিত জবাকুসুমের লৌহিত্যে যেমন স্ফটিকগতরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ শরীর বস্তুতঃ চেতন না হইলেও সন্নিহিত আত্মার চেতনা শরীর-গতরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। অসংহত পুরুষ এবং সংহত শরীর এই উভয়ের চেতনা স্বীকার করিবার কোনই হেতু নাই। প্রত্যুত শরীর চেতন হইলে তাহা পরার্থই হইতে পারে না। কেন না, চেতন স্বতন্ত্র। যাহা স্বতন্ত্র তাহা পরার্থ নহে। আপত্তি হইতে পারে যে, ভৃত্য প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে; প্রভুর ন্যায় ভৃত্যও চেতন। অতএব এক চেতন অপর চেতনের প্রয়োজন সম্পাদন করে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চেতন ভৃত্য, কিন্তু ভৃত্যের আত্মা প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করে না, ভৃত্যের অচেতন-শরীরই প্রভুর প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে। শরীর চেতন হইলে কোন মতেই তাহা পরার্থ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথি প্রভৃতি চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ্যাদিও অন্য কর্ত্তৃক অর্থাৎ চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে, সেই অন্যই পুরুষ। তৃতীয়তঃ সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে অনুকূলবেদনীয় এবং প্রতিকূলবেদনীয়। সুখের অনুকূলনীয় এবং দুঃখের প্রতিকূলনীয় গুণাতীত পুরুষ। বুদ্ধ্যাদি নিজেই সুখ ও দুঃখাত্মক, এইজন্য সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতি-কূলনীয় হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে স্বক্রিয়া-বিরোধ হইয়া পড়ে। চতুর্থতঃ বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, অতএব তাহার দ্রষ্টৃরূপেও পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে। কেন না, দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে না।

সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥"

(সাংখ্যকারিকা ১৭)

সংঘাতপরার্থত্ব, ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়, ভোক্তৃভাব ও কৈবল্যার্থপ্রবৃত্তি এই সকল হেতুতে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে। এই পুরুষ এক না বহু, ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—

"জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।

পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥" (সাংখ্যকা° ১৮)

পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, সর্ব্বশরীরে এক পুরুষ নহে। সমস্তশরীরে এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম, একের মরণে সকলের মরণ, একের অন্ধতাদিতে সকলের অন্ধতাদি, একের প্রবৃত্তিতে সকলের প্রবৃত্তি এবং একের সুখ দুঃখে সকলের সুখ দুঃখ হইতে পারে। তাহা হয়না বলিয়াই শরীর-ভেদে পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন। এই পুরুষ সাক্ষী। কেন না, প্রকৃতি নিজের সমস্ত আচরণ পুরুষকে দেখায়। বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদ বিষয় যাহাকে দেখায়, লোকে তাহাকে সাক্ষী কহে। প্রকৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী ও

দ্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণাতীত, এই জন্য অকর্ত্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাব-কৈবল্য। দুঃখ গুণধর্ম্ম, পুরুষ গুণাতীত, এইজন্য পুরুষ কৈবল্যযুক্ত। প্রধান মহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে, কেন না, ভোক্তা ভিন্ন ভোগ্যতা হইতেই পারে না। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদি-গত দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে। বিবেক-জ্ঞান হইলে পুরুষের এই ব্যবহারিক দুঃখের অবসান হয়। এই বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষ প্রকৃতির অপেক্ষা করে। উভয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়া প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হয়। এই সংযোগবশতঃই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" (সাংখ্যকা° ২১)

গতিশক্তিহীন ও দৃকশক্তি-সম্পন্ন পঙ্গু এবং দৃকশক্তিহীন ও গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ এই উভয়ের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃকশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু গতিশক্তি-যুক্ত অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ দেখাইয়া দেয়, অন্ধ তদনুসারে গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলষিত সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগও তদ্রূপ। পুরুষ দৃকশক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তি-শূন্য বলিয়া পঙ্গুস্থানীয়। প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তি-যুক্ত ও দৃকশক্তি-শূন্য বলিয়া অন্ধস্থানীয়। এই সংযোগহেতুতেই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ বস্তুতঃ অকর্ত্তা হইয়াও গুণের কর্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব স্বচ্ছ, লঘু ও প্রকাশক।

"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥" (সাংখ্যকা° ১৩)

তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। মলিন আদর্শ উজ্জ্বল আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেও সমুজ্জ্বল হয় না; কিন্তু নির্ম্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে। সেইরূপ চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্বসমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্য-বশতঃ চিত্তও উজ্জ্বলতা বা প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দারা চিৎপ্রতিবিম্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

বুদ্ধিসত্ত্বে চিৎশক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলেই জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি বস্তুতঃ বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তি পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ বা পৌরুষেয় বোধ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও ইহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া ইহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ত্ব অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। এতদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, বাচস্পতিমিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতি-বিম্বিত হয়, পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। পাতঞ্জল-ভাষ্যকার বেদব্যাসের মতও ঐরূপ; কিন্তু সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েই উভয়ের প্রতিবিম্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার-পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয়। পুরুষ অথচ তাহার বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারতা ভিন্ন বিষয় গ্রহণ বা বিষয়ভোগ হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপ বিষয়াকারতা স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজ মত সমর্থনের জন্য এই প্রমাণ দিয়াছেন—

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তা প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥"
(সাংখ্যদ° ১।১ সূত্রভাষ্য)

তটস্থ বৃক্ষ যেমন সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বিস্তৃত সেই চৈতন্যস্বরূপ দর্পণে সমস্ত বস্তুদৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকার বৃত্তিসকল প্রতিবিম্বিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলিয়াছেন—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব ন।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥"

সাংখ্যদিগের মতে বিশুদ্ধ চেতন অর্থাৎ পুরুষ প্রমাতা বা প্রমাসাক্ষী। বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। এই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি সকলের চেতনে কিনা পুরুষে প্রতিবিম্বনই প্রমা। প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুমানাদি স্থলে ও সাংখ্যমতে উক্তরূপ প্রমাণ-প্রমেয়-ব্যবহার বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরস্পর প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডে অগ্নি-ব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধ ব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধি-বৃত্তি ক্ষণভঙ্গুর, এই জন্য বোধও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্পবুদ্ধিব্যক্তিসকল বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক অর্থাৎ পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ নহে। তার্কিক ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেই এবিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছেন। সাংখ্যেরা বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে, জ্ঞানাত্মক

বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় সুখ ও দুঃখাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষে 'প্রতিবিম্বিত হয়। অর্থাৎ পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখদুঃখাদি না থাকিলেও প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব আছে। ইহাই সাংখ্য-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। পুরুষ বাস্তবিক দুঃখাদি শূন্য হইলে এইরূপে সুখাদিসম্পন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। অথচ পরস্পর পরস্পরের অবিরোধী। যেরূপ গৃহে বহুশত দীপ জ্বালিলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে, কেহ কাহাকে বাধা দেয় না, সকলের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্তি থাকে, তেমনি জীবভাবাপন্ন অসংখ্য পুরুষও পরস্পর পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করে, অথচ কাহারও কোন ব্যাঘাত হয় না। একটী দীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত হইলে যেমন অন্য দীপ জ্বালিত বা নির্ব্বাপিত হয় না, সেইরূপ এক পুরুষের বন্ধনে বা মোক্ষে সকলের বন্ধ বা মোক্ষ হয় না। এই জন্য পুরুষ প্রতিশরীরে ভিন্ন। সাংখ্যাচার্য্যগণ পুরুষ বহু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; কিন্তু বেদান্তদর্শনে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে।

বেদান্ত-মতে পুরুষ এক,—বহু নহে। একই পুরুষ মনের নানাত্বে নানারূপে প্রকাশিত। শঙ্করাচার্য্য আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা বহু পুরুষবাদ-মত খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছেন। তাহারা বলেন, 'এ সকলই ব্রহ্মাত্মক' 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা' 'তিনিই তুমি' 'এ সমুদয় ব্রহ্ম' 'এই আত্মায় কোনরূপ নানাত্ব ভেদ নাই' ইত্যাদি। * যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন উষর ভূমির অনতিরিক্ত, তেমনি ভোক্তৃভোগ্য প্রপঞ্চ ও ব্রহ্ম অনতিরিক্ত। পরমার্থ-দর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই।

যদি বল, ব্রহ্ম বহুরূপ, বৃক্ষ যেমন বহুশাখান্বিত, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত ; সুতরাং ব্রহ্মের একত্ব নানাত্ব উভয়ই সত্য। বৃক্ষ যেরূপ বৃক্ষরূপে এক, শাখা পল্লবাদিরূপে নানা, সমুদ্রও সমুদ্ররূপে এক, কিন্তু ফেনতরঙ্গাদিরূপে নানা, এইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মরূপে এক ; কিন্তু জীবাদিভাবে নানা। [এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি ও তর্ক আছে, তাহা বেদান্তদর্শন-শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসার, সুখ ও দুঃখ পুরুষের নহে। ইহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

স্মরণ করিতে হইবে যে, অগ্নি সংযোগে অয়ঃপিণ্ড যেমন অগ্নির ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ পুরুষ-সংযোগে চিৎপ্রতিবিম্ব-দ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব পুরুষে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহাই পুরুষের সংসার।

মনোযোগ-সহকারে দেখিলে দেখা যায় যে, সংসার-দশাতেও বাস্তবিক পুরুষের কৈবল্য বা মুক্তির কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। কেন না, পুরুষ তৎকালেও কেবলই রহিয়াছে। উক্ত প্রণালী-ক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ-সম্পাদিকা এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞান দ্বারা পুরুষের মুক্তি-সাধিকা। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার বস্তুতঃ পুরুষের নাই। পুরুষের আশ্রয়ে বুদ্ধিই বদ্ধ, মুক্ত এবং সংসার-ভাগী হইয়া থাকে।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল গ্রামাধ্যক্ষের, মন বিষয়াধ্যক্ষের অর্থাৎ দেশাধ্যক্ষের, বুদ্ধি সর্ব্বাধ্যক্ষের এবং পুরুষ মহারাজস্থানীয়। গ্রামাধ্যক্ষ প্রজাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়া বিষয়াধ্যক্ষের নিকট অর্পণ করে। বিষয়াধ্যক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষের নিকট দেয়। সর্ব্বাধ্যক্ষ মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন করে। তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহা মনের নিকট উপস্থিত করে, মন সঙ্কল্পপূর্ব্বক বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করে। বুদ্ধি উক্ত ক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়ের আলোচনা, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় যথাক্রমে হইয়া থাকে। পুরুষার্থ-নির্ব্বাহের জন্যই ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।*

প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি-কর্ত্রী। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥"
(সাংখ্যকা° ৫৭)

বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি হয়। নর্ত্তকী যেমন সভাসদ্দিগকে নৃত্যদর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়।

"রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ ॥"
(সাংখ্যকা° ৫৯)

---

* "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি, ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, ইত্যেবমাদ্যপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং।"

"নন্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখ এবমনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম, অত একত্বং নানাত্বঞ্চোভয়মপি সত্যমেব।"
(বেদান্তদ° ২।১।১৪ সূত্রভাষ্য)

* "যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।
দৃষ্টে তথাপ্যদৃষ্টে ত্রয়স্য তৎপূর্ব্বিকা বৃত্তিঃ ॥
স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিং।
পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্ ॥"
(সাংখ্যকারিকা ৩০-৩১)

গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোনরূপে প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্রকৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্গুণ পুরুষের উপকার করিয়া তাহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করে না। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ দৈবাৎ স্খলিতবস্ত্রাঞ্চল অবস্থায় এক বার মাত্র কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লজ্জায় যেমন দ্বিতীয়বার তাহার দর্শনপথবর্ত্তী হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বিবেকজ্ঞানদ্বারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হয় না অর্থাৎ মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে প্রকৃতির দৃষ্টি হয় না। পুরুষের আশ্রয়ে প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। বাস্তবিক পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই। ভৃত্যগত জয় ও পরাজয় যেমন স্বামীতে উপচরিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিগত বন্ধ-মোক্ষও পুরুষে উপচরিত হয়।

কোশকার কীট যেমন নিজেই নিজকে বন্ধন করে, প্রকৃতি তেমনি নিজেই নিজকে বন্ধন করে। যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে পুরুষের বন্ধমোক্ষ কিছুই নাই।*

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তরভাবে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বা বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব নাই, এইরূপ বিবেক-বিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও মিথ্যাজ্ঞান-বাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেক-জ্ঞান-বাসনা সাদি। তথাপি বিবেক-জ্ঞান মিথ্যা-জ্ঞানের এবং বিবেক-জ্ঞান-বাসনা মিথ্যা-জ্ঞান-বাসনার উচ্ছেদ সাধন করে। কেননা, তত্ত্ববিষয়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রবল ও মিথ্যা জ্ঞান দুর্ব্বল। বিরোধস্থলে প্রবল দুর্ব্বলের উচ্ছেদ সাধন করে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-বাধের আশঙ্কা এবং পুনর্ব্বার বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কা হইতে পারে না। যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিলেও বিবেকখ্যাতিদ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার আর সৃষ্টি হয় না। শব্দাদি বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে। মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা হেতু। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং তখন সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নাই। উক্তরূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা জন্মাদিরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, * জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে পারে। প্রখর সূর্য্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তথাবিধ ঊষরভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিত কর্ম্মফল-জননে সমর্থ হয়; তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্ম্মফল সমুৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে সমস্ত ক্লেশরূপ সলিল নিপীত হইলে বুদ্ধিভূমি ঊষর হইয়া যায়। তাদৃশ ঊষরভূমিতে অঙ্কুরোৎপত্তি কিরূপে হইবে?

যদিও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের কর্ম্মফল হইতে পারে না। তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রভাবে যাহার ফলভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্তবেগ বলিয়া তাহার প্রতিরোধ হওয়া অসম্ভব। কুম্ভকার দণ্ডাদিদ্বারা চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে; কিন্তু ঐরূপে কয়েকবার চক্র ঘুরাইয়া দণ্ডটী তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখ্যসংস্কারবলে চক্র কিছুকাল আপনিই ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও যে কর্ম্মফল জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ প্রারব্ধ ফলকর্ম্মানুসারে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মফলভোগের পর বিবেকজ্ঞ পুরুষের শরীর কিছুকাল অবস্থিতি হইবার পরে এই ভোগদেহের অবসান হইলে পুনরায় আর দেহোৎপত্তি হয় না। কেন না, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজভাব দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন পুরুষের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক শব্দের অর্থ অবশ্যম্ভাবী এবং অবিনাশী বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সকল প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভোগ

---

* "ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং ক্রিয়াসু প্রবর্ত্ততে লোকঃ।
পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ত্ততে তদ্বদব্যক্তং॥
নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যাগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি॥
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥
তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥" (সাংখ্যকা° ৫৮-৬১)

* "ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামূষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ।" (বাচস্পতিমিশ্র)

ব্যতিরেকে প্রারব্ধ ফল কর্ম্মাশয়ের ক্ষয় হয় না। অনারব্ধ বিপাক বা অনারব্ধ ফল-কর্ম্মাশয় তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা দগ্ধ বীজের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হয়। উহা আর ফল জন্মাইতে পারে না। ভোগ শেষ হইলে তখন পুরুষ তৎস্বরূপে অবস্থান করে।

পুরুষ মুক্ত ও অমুক্ত। অমুক্ত এক একটী পুরুষের এক একটী সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্মশরীর পূর্ব্বগৃহীত স্থূলদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূল দেহের গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাই পুরুষের সংসার।* চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিও আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। এইজন্য স্থূলশরীর লিঙ্গশরীরের আশ্রয়। সুপণ্ডিত বাচস্পতি-মিশ্রের মতে শরীর স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুইটী। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর তিন—সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠানশরীর ও স্থূলশরীর। তিনি বলেন, স্থূলদেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠানশরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে, লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর কোন সময়েই আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূলভূতের সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠানশরীর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই অধিষ্ঠানশরীরের অপর নাম অতিবাহিকশরীর। যতদিন পুরুষের বিবেকখ্যাতি না হয়, ততদিন তাহার এই সকল শরীরগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। একদিন না একদিন পুরুষের বিবেকখ্যাতি হইবেই হইবে। বিবেকখ্যাতি হইলে পুরুষ অসঙ্গ, নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব। প্রকৃতিধর্ম্মে পুরুষ আপনাকে সুখী দুঃখী ভাবিয়াছিল, যখন বিবেকখ্যাতি হইল, তখন দেখিল, উহা কিছুই আমার নহে। 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে নাবস্থানং'। তখন পুরুষ কেবল দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

[প্রকৃতি ও সাংখ্যদর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পূর্ণ (ত্রি) পূর্য্যতেস্মেতি পৃ-পূরি বা-ক্ত (বা দান্তশান্তপূর্ণদস্তস্পষ্টচ্ছন্নজ্ঞপ্তাঃ। পা ৭।২।২৭) ইতি ইড়ভাবো নিপাত্যতে চ। ১ পূরিত, কৃতপূরণ। ২ স্বীয় সুখেচ্ছাবদন্য, স্বেচ্ছাবভিন্ন, অপেক্ষাশূন্য। (গদাধর) ৩ সকল। ৪ সমগ্র।

"তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগবোধোঽবতিষ্ঠতে॥" (পঞ্চদশী ৭।৭৭)

৫ আপ্তকাম। ৬ প্রধার পুত্র গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৭) ৭ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।৫) ৮ পক্ষিবিশেষের স্বরভেদ।

"বঞ্জুলকরুতং তিত্তিড়িতি দীপ্তমথ কিঙ্কিলীতি তৎপূর্ণং।" (বৃহৎস° ৮৮।১১)

৯ সকল। ১০ জল। ১১ বিষ্ণু, পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৬) ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র পূর্ণ। ১২ কাশ্মীরবাসী জনৈক শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত, ইনি বিভাষাশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। ১৩ বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মৈত্রায়ণীপুত্র।

পূর্ণক (পুং) পূর্ণ (সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৫।৩।৭৫) ইতি কন্। ১ স্বর্ণচূড়পক্ষী, তাম্রচূড়, চলিত মোরগ। (মেদিনী) ২ দেবযোনিবিশেষ। (ভারত ৭।৫৫।৪) স্বার্থে ক। ৩ পূর্ণশব্দার্থ।

পূর্ণকংস (পুং) পরিপূর্ণ-ঘট।

পূর্ণককুদ্ (ত্রি) পূর্ণং ককুদমস্য, অবস্থায়ামন্ত্যলোপঃ সমাসান্তঃ। তারুণ্যাবস্থবৃষ, তরুণবয়স্কবৃষ। অনবস্থা বুঝাইলে অন্ত্যের লোপ হইবে না।

পূর্ণকাকুদ (ত্রি) পূর্ণং কাকুদং তালু অস্য ন অন্ত্যলোপঃ। পূর্ণতালুকমাত্র।

পূর্ণকাম (পুং) পূর্ণঃ কামো যস্য। আপ্তেচ্ছু, পরমেশ্বর। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৩ অঃ)

পূর্ণকূট (পুং) পক্ষিভেদ। ভয়, কূট, পুরি, করবক ও করাম্বিকা এই সকল পক্ষী পূর্ণকুট সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এইশব্দ 'পূর্ণকূট' এইরূপ দীর্ঘ-উকারযুক্তও দেখা যায়। (বৃ°স°৮৮।৪)

পূর্ণকুম্ভ (পুং) সলিলাদিভিঃ পূর্ণঃ কুম্ভঃ। জলপূরিত ঘট, ভদ্রকুম্ভ।

"প্রায়শ্চিত্তে তু চরিতে পূর্ণকুম্ভমপাং নব।
তেনৈব সার্দ্ধং প্রাস্যেয়ুঃ স্নাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে॥" (মনু ১১।১৮৭)

পূর্ণকুম্ভ সম্মুখে রাখিয়া যাত্রা করিলে বিশেষ শুভ হইয়া থাকে। সকল শুভকর্ম্মেই দ্বারদেশে পূর্ণকুম্ভ স্থাপিত হইয়া থাকে।

পূর্ণকলাবটী (স্ত্রী°) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা এক তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ, ধাঁইফুল, বেলশুঁঠ, বিষ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, ধনে, রসাঞ্জন, সোহাগা ও শিলাজতু প্রত্যেকে তিন তোলা, থানকুনি, পঞ্চমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়া, দাড়িম, পানিফল, নাগেশ্বর, জাম, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তী ও কেশরাজ প্রত্যেকে দুইতোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ মাষা পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান ঘোল। ইহা সেবনে গ্রহণী, শূল, দাহ, জর প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° গ্রহণীচি°)

পূর্ণকাশ্যপ, বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত একজন প্রসিদ্ধ তীর্থিক। শাক্যবুদ্ধ যে ছয়জন তীর্থিককে স্বীয় ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইনি তন্মধ্যে একজন।

---

* "চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাম্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্নতিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং॥
পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তিকপ্রসঙ্গেন।
প্রকৃতে র্বিভুত্বযোগাৎ নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গং॥"
(সাংখ্যকা° ৪১-৪২)

বুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, তৎপূর্ব্বেই পূর্ণকাশ্যপ স্বীয় মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং বহুলোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছিল। মগধের রাজা হইতে দীন দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ-মতে,—বুদ্ধদ্বেষী ছয়জন তীর্থিকের মধ্যে পূর্ণকাশ্যপ সর্ব্বপ্রধান। ইনি নগ্নবেশে সর্ব্বসমক্ষে বিচরণ করিতেন। তিনি বলিতেন, এই জগৎ অনন্ত, অথচ সান্ত, অক্ষয় অথচ ক্ষয়শীল, অসীম অথচ সসীম, চিৎ ও দেহ এক অথচ অভিন্ন। পরলোক আছে, অথচ নাই। কে পিতা, কেই বা মাতা? জন্ম মৃত্যু নাই। যিনি পরম সত্য জানিয়াছেন ও পরম সত্য পাইয়াছেন যে, এই জীবন ও পরজীবন এক নহে, পরস্পর ভিন্ন, এই জন্মেই মুক্তি হইবে। সেই সাধু ব্যক্তি জানেন, পরজন্ম নাই, ইহজীবনেই তাঁহার শেষ, ধ্বংস বা মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুর পর পুনরায় আবার জন্ম হয় না। এই দেহ চারিভূতে গঠিত। মৃত্যু হইলে এই চারিভূতের মধ্যে ক্ষিতি পৃথিবীতে, অপ্ জলে, তেজ অগ্নিতে এবং মরুৎ বায়ুতে মিশিয়া যাইবে। পূর্ণকাশ্যপের মতে,—ইহাই পরম তত্ত্ব।

শ্রাবস্তী ও জেতবনের মধ্যে বুদ্ধের সহিত পূর্ণকাশ্যপের দেখা হয়। তখন পূর্ণকাশ্যপ অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। বুদ্ধ এরূপ অপূর্ব্ব কৌশল দেখাইয়াছিলেন, যে পূর্ণ ও অপর ৫ জন তীর্থিক সকলেই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ণকাশ্যপ বুদ্ধের ঐশ্বর্য্যে পরাভূত হইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি স্নান করিবার ছলে এক সরোবরে নামিয়া গলায় বালুকাপূর্ণ এক কলস বাঁধিয়া চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইয়াছিলেন।

পূর্ণকোশা (স্ত্রী) লতাভেদ।

পূর্ণকোষা (স্ত্রী) যবপিষ্টময় ভক্ষদ্রব্য। (সুশ্রুত চিকি° ১০ অঃ)

পূর্ণকোষ্ঠা (স্ত্রী) পূর্ণং কোষ্ঠমস্যাঃ। নাগরমুস্তা। (রাজনি°)

পূর্ণগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৬°৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২০´ পূঃ। রত্নগিরি নগরের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার মচকুন্দী নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এখানে একটী কেল্লা আছে।

পূর্ণগভস্তি (ত্রি) সম্পূর্ণধনহস্ত। "সুজিহ্বং পূর্ণগভস্তিং" (ঋক্ ৭।৪৩।৪) 'পূর্ণগভস্তিং সম্পূর্ণধনহস্তং' (সায়ণ)

পূর্ণগর্ভা (স্ত্রী) পূর্ণঃ গর্ভঃ যস্যাঃ। ১ আসন্নপ্রসবা স্ত্রী। ২ পুরণপোলিকা, পুরপিটে। (বৈদ্যকনি°)

পূর্ণচন্দ্র (পুং) পূর্ণঃ চন্দ্রঃ। ১ পূর্ণিমার চন্দ্র। ২ ধাতুপারায়ণনামে গ্রন্থপ্রণেতা। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ণচন্দ্ররস (পুং) রসৌষধবিশেষ। এই পূর্ণচন্দ্ররস দ্বিবিধ স্বল্প ও বৃহৎ। স্বল্পের প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধু ও ঘৃতে পেষণ করিয়া একমাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ বিশেষ বলকর। (রসেন্দ্রসারস° রসায়নাধি°)

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররসের প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, কাংস্য ১ তোলা, জাতিফল, লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, প্রত্যেকে দুইতোলা, এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া ত্রিফলা ও এরণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া এবং এরণ্ডপত্রে বেষ্টিত করিয়া তিনরাত্রি ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহার বটী চণকপ্রমাণ হইবে। অনুপান পাণের রস। এই ঔষধ বল্য, বৃষ্য, রসায়নশ্রেষ্ঠ এবং বাজীকরণ। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, অরুচি, আমশূল, কটিশূল প্রভৃতি সকল প্রকার শূল, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমবাত, অম্লপিত্ত, ভগন্দর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ ও বাতরক্ত এই সকল রোগ প্রশমিত হয়। ইহাতে মেধাবুদ্ধি, মদনের ন্যায় কমনীয় কান্তি ও দেহে বলবুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সেবন করিলে বৃদ্ধব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হন। ইহা রসায়নশ্রেষ্ঠ এবং রাজসেব্য। (রসেন্দ্রসার° বাজীকর°)

পূর্ণচন্দ্রোদয়রস (পুং) রসৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরিতাল, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ৮ তোলা, কর্পূর, পারা, গন্ধক, প্রত্যেকে একতোলা, জৈত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শঠী, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, পিপ্পলীমূল ও লবঙ্গ প্রত্যেকে দুইতোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র বটী করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, শূল ও পরিণামশূল প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। ইহা অতীসাররোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান ও মাত্রা রোগীর অবস্থানুসারে স্থির করিতে হইবে। (রসেন্দ্রসারস° অতীসারচি°)

পূর্ণতা (স্ত্রী) পূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। পূর্ণত্ব, পূর্ণের ভাব।

"রিক্তঃ সর্ব্বোভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়।" (মেঘদূত ২০)

পূর্ণদর্ব্ব (ক্লী) বৈদিক ক্রিয়াভেদ।

পূর্ণপরিবর্ত্তক (Metabola) যাহারা জন্মাবধি বারংবার সম্যক্‌রূপে দেহ পরিবর্ত্তন করে যথা—দংশ, মশক, মক্ষিকা ও প্রজাপতি প্রভৃতি।

পূর্ণপর্ব্বেন্দু (স্ত্রী) পূর্ণঃ পর্ব্বণি ইন্দুঃ পর্ব্বেন্দুঃ যত্র। পৌর্ণমাসী, পূর্ণিমা।

"দ্বে দ্বে চিত্রাদিতারাণাং পূর্ণপর্ব্বেন্দুসঙ্গতে।"

'পূর্ণপর্ব্বেন্দুসঙ্গতে পৌর্ণমাসীযুতে॥' (মলমাসতত্ত্ব)

পূর্ণপাত্র (ক্লী) পূর্ণঞ্চ তৎ পাত্রঞ্চেতি নিত্যকর্ম্মধারয়ঃ। বস্তুপূর্ণ-পাত্র, বর্দ্ধাপক। (মেদিনী) ২ উৎসবকালে গৃহীত বস্ত্রাল-ঙ্কারাদি, পুত্রজন্মাদি উৎসব সময়ে পারিতোষিক বস্ত্রাদি।

'হর্ষাদুৎসবকালে যদলঙ্কারাংশুকাদিকম্।
আকৃষ্য গৃহ্যতে পূর্ণ-পাত্রং পূর্ণানকঞ্চ তৎ॥' (জটাধর)

পর্য্যায়—পূর্ণালক। ৩ হোমান্তে ব্রহ্মাকে দেয় দক্ষিণারূপ দ্রব্যভেদ। হোমকর্ম্মে ব্রহ্মস্থাপন করিতে হয়, পরে হোম শেষ হইলে তাহাকে পূর্ণপাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। একটী পাত্র আতপতণ্ডুলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে তাম্বূল নানাবিধ উপকরণ এবং ফল দিতে হইবে। পূর্ণপাত্রের পরিমাণ সংস্কারতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে—অষ্টমুষ্টিতে এককুঞ্চি ও অষ্টকুঞ্চিতে এক পুষ্কল হয়। চারিপুষ্কল, পরিমাণ তণ্ডুলাদিযুক্ত পাত্রকে পূর্ণপাত্র কহে। ইহাতে অশক্ত হইলে যাহাতে অনেক লোকের তৃপ্তি হয়, এইরূপ পরিমাণে তণ্ডুলাদি পূর্ণপাত্র দিতে হইবে। হোমকর্ম্মে এইরূপ পূর্ণপাত্রই ব্রহ্মদক্ষিণারূপে কল্পিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্য ব্রহ্মদক্ষিণা দিতে নাই। ২৫৬ মুষ্টি-পরিমিত তণ্ডুলাদিপূর্ণ পাত্রই পূর্ণপাত্রপদবাচ্য।*

এই শব্দ পুংলিঙ্গেও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ৪ জল-পূর্ণপাত্র। (কাত্যা° শ্রৌ° ৩।৮।৮)

পূর্ণপ্রকাশ, জনৈক গ্রন্থকার। মন্ত্রমুক্তাবলীরচয়িতা।

পূর্ণপ্রজ্ঞ (ত্রি) পূর্ণা প্রজ্ঞা যস্য। ১ সম্পূর্ণবুদ্ধি। ২ বায়ুর তৃতীয়াবতার মধ্ব, অপর নাম আনন্দতীর্থ। বৈষ্ণবমতস্থাপক আচার্য্যভেদ।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞ-প্রবর্ত্তিত দর্শন। পূর্ণপ্রজ্ঞের আরও দুইটী নামান্তর আছে মধ্ব-মন্দির ও মধ্ব। পূর্ণ-প্রজ্ঞ স্বকীয় মাধ্বভাষ্যে লিখিয়াছেন, তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার। বায়ুর প্রথম অবতার হনুমান, দ্বিতীয় ভীম এবং তৃতীয় স্বয়ং তিনি।

শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ প্রতিভাবলে বেদান্তসূত্রের শারীরক-ভাষ্যে অদ্বৈতমত সংস্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েই ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া দ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন। রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েরই মত প্রায় অনু-রূপ। পূর্ণপ্রজ্ঞ বেদান্তসূত্র ও তাহার রামানুজকৃত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া এই দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। স্থূলতঃ ধরিতে গেলে তৎকৃত বেদান্তভাষ্যই এই দর্শনের মূল। বেদান্তসূত্রের অর্থবিপর্য্যয়হেতু এই দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ণপ্রজ্ঞের মতে, পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল জ্ঞান-স্বরূপ ও নিত্য এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত। ভগবদারা-ধনা ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশকে পুনর্ব্বার শতাংশ করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম। অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্যপদ-বাচ্য, অচেতন-স্বরূপ, জড়াত্মক জগৎ এবং ভোগ্যত্ব বিকারা-স্পদত্বাদি স্বভাবশালী। ঐ অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ এবং ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য কহে। যেরূপ অন্নপানীয় প্রভৃতি। যাহাদ্বারা ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ কহে। যথা ভোজন-পাত্রাদি। যাহাতে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগায়তন কহে। যথা—শরীর প্রভৃতি। ঈশ্বর সকলের নিয়ামক হরি-পদবাচ্য, জগতের কর্ত্তা, উপাদান এবং সকলের অন্তর্যামী। তিনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন।

চিৎ ও অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাঁহার শরীর-স্বরূপ। পুরুষো-ত্তম ও বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক এবং ভক্তবৎসল; উপাসকদিগকে যথোচিত ফল প্রদান করিবার আশয়ে লীলাবশতঃ পাঁচ প্রকার মূর্ত্তিধারণ করেন। প্রথম অর্চ্চা অর্থাৎ প্রতিমাদি, দ্বিতীয় রামাদ্যবতারস্বরূপ বিভব। তৃতীয় বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি সংজ্ঞা-ক্রান্ত ব্যূহ। চতুর্থ সূক্ষ্ম এবং সম্পূর্ণ বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম। পঞ্চম অন্তর্যামী—সকল জীবের নিয়ন্তা। এই পাঁচপ্রকার মূর্ত্তির মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের উপাসনা দ্বারা পাপক্ষয় হইলে উত্তরোত্তর উপাসনাতে অধিকার জন্মে। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগভেদে ভগবানের উপাসনাও পাঁচপ্রকার। দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন প্রভৃতিকে অভিগমন কহে। গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজনকে উপাদান, পূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ ও স্তোত্রপাঠ, নামকীর্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে স্বাধ্যায় এবং দেবতানু-সন্ধানকে যোগ কহে। এইরূপে ভগবদুপাসনা দ্বারা জ্ঞানলাভ হইলে করুণাময় ভগবান্ নিজ ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান

* "ব্রহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ॥
গোভিলেনাপি দর্শাদিযাগমভিধায় পূর্ণপাত্রে দক্ষিণা ব্রহ্মণে দদ্যাদিত্যুক্তং।
তস্য প্রমাণন্তু গৃহ্যাসংগ্রহে।
অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ চ পুষ্কলং।
পুষ্কলাণি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে॥
অত্র ষট্পঞ্চাশদধিকশতদ্বয়মুষ্টিমিতং পূর্ণপাত্রং। অসম্ভবে তু ছন্দোগ-পরিশিষ্টং।
যাবতা বহুভোক্তুস্তু তুষ্টিঃ পূর্ণেন জায়তে।
নাবরার্দ্ধমতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ণপাত্রমিতি স্থিতিঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

করিয়া থাকেন। ঐ পদপ্রাপ্তি হইলে ভগবান্‌কে যথার্থরূপে জানিতে পারা যায়। তখন আর পুনর্জন্মাদি কিছুই হয় না।

এই সকল বিষয়ে রামানুজ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ উভয়েরই মত তুল্য। কিন্তু রামানুজ বলেন, চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ, ও ভেদাভেদ তিনই আছে। যেমন বিভিন্ন স্বভাবশালী পশু ও মনুষ্যাদির পরস্পর ভেদ আছে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত স্বভাব ও স্বরূপের বৈলক্ষণ্যবশতঃ চিদচিদের সহিত ঈশ্বরেরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে। আর যেমন 'আমি সুন্দর' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি ব্যবহারসিদ্ধ ভৌতিক শরীরের সহিত জীবাত্মার অভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিৎ অচিৎ সকল বস্তুই ঈশ্বরের শরীর, সুতরাং শরীরাত্মভাবে চিদচিৎ সকল বস্তুর সহিত ঈশ্বরের অভেদও আছে, বলিতে হইবে। যেমন একমাত্র মৃত্তিকাই বিভিন্ন ঘট ও শরাবাদি নানারূপে অবস্থান করিতেছে বলিয়া ঘটের সহিত মৃত্তিকার ভেদাভেদ প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ একমাত্র পরমেশ্বর চিদচিদ্ নানারূপে বিরাজমান আছেন বলিয়া চিদচিদের সহিত তাহার ভেদাভেদও আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে হেতু ঈশ্বরের আকারস্বরূপ চিদচিদের পরস্পরভেদ লইয়া এবং ঐ উভয়ের সহিত ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদবশতঃ ভেদাভেদ ঘটিয়াছে। দেখ, যাহার অন্তর্যামী যে হয়, তাহাই তাহার শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়। ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী জীব বলিয়া ভৌতিক দেহ জীবের শরীর। সেইরূপ জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর, সুতরাং জীব ঈশ্বরের শরীর বলিতে হইবে। অতএব যেমন 'আমি সুন্দর' 'আমি স্থূল' ইত্যাদি ব্যবহারদ্বারা ভৌতিক শরীরে জীবাত্মার শরীরাত্মভাবে অভেদপ্রতীতি হয়, সেইরূপ 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' হে শ্বেতকেতো! তুমি ঈশ্বর ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মা ও ঈশ্বরের শরীরাত্মভাবে অভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ফলতঃ এই শ্রুতিদ্বারা একেবারে অভেদ প্রতীতি হয় না, তবে ভেদাভেদ বলা যাইতে পারে। রামানুজের এই কথায় অর্থাৎ ভেদ, অভেদ এবং ভেদাভেদ এই বিরুদ্ধ তত্ত্বত্রয় স্বীকার করায় পূর্ণপ্রজ্ঞ বলেন, ইহাতে তিনি কেবল প্রকারান্তরে শঙ্করাচার্য্যেরই মতের পোষকতা করিয়াছেন মাত্র, যথার্থরূপে গন্তব্য পথে যাইতে পারেন নাই। অতএব তাঁহার মত অশ্রদ্ধেয়। মধ্বাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে শঙ্কর দেখাইয়াছেন, জীব ও ঈশ্বরের সহিত যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহাতে আর কোন সংশয়ই থাকিতে পারে না। ঐ ভাষ্যে লিখিত আছে, 'স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে ভেদ নাই, জীব ও ঈশ্বর একই। এই শ্রুতির এইরূপ তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ 'হে শ্বেতকেতো, 'তস্য ত্বং' তাহার তুমি, এই ষষ্ঠী সমাসদ্বারা উহাতে জীব ঈশ্বরের সেবক, অর্থাৎ তাহারই তুমি, তাহার জন্যই তোমার সৃষ্টি, এই অর্থই সুসঙ্গত। জীব ও ঈশ্বরে অভেদ এইরূপ অর্থ কোনরূপেই সুসঙ্গত হয় না। ইহাভিন্ন এরূপ অর্থও বুঝাইতে পারে যে, জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। তন্মধ্যে ভগবান্ সর্ব্বদোষবর্জ্জিত, অশেষ সদ্গুণের আশ্রয়স্বরূপ, বিষ্ণুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং জীবগণ অস্বতন্ত্রতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরায়ত্ত। এইরূপে সেব্য সেবক-ভাবাবলম্বী ঈশ্বর ও জীবের পরস্পর ভেদ ও যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে। যেমন রাজা ও ভৃত্যের পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদচিন্তাকে উপাসনা কহেন এবং ঐরূপ উপাসনা যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের পরলোকে কিছুমাত্র সুখ হয় না, বরং নরক হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, দেখ—যদি ভৃত্যপদস্থ কোন ব্যক্তি রাজপদের অভিলাষ করে, অথবা আমি রাজা এইরূপ ব্যক্ত করে, তাহা হইলে ভূপতি তাহার বিলক্ষণ দণ্ডবিধান করেন। আর যে ব্যক্তি স্বীয় অপকর্ষ দ্যোতনপূর্ব্বক নৃপতির গুণানুকীর্ত্তন করে, রাজা পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আমি ঈশ্বরের সেবক এই জ্ঞানে ঈশ্বরের গুণোৎকর্ষাদির কীর্ত্তনরূপ সেবাব্যতীত কোন ক্রমেই অভিলষিত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। 'আমি ঈশ্বর' অথবা 'আমি ঈশ্বর হইব' এইরূপে তাঁহার উপাসনায় অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্ট ফল নাই।

ঈশ্বর পূর্ণ এবং তিনিই এই জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এই জন্যই তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায়, ঈশ্বরের সেই পূর্ণভাব লইয়া নিখিল সংসার পূর্ণ হয়।

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বেদান্তসূ° মধ্ব° ১।১।৯)

এই ঈশ্বর সম্বন্ধে মনীষিগণ নানাবিধ তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন, কিন্তু তর্কদ্বারা ইহা স্থির হইতে পারে না। 'নৈষা তর্কেণ মতিরপনীয়া।' (মধ্বভাষ্য বেদান্তসূ° ১।১।১৮)

ভগবান্ বিষ্ণু হইতে এই নিখিল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু যিনি অনন্ত সমুদ্রশায়ী, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কোষই যাঁহার বীর্য্য, তিনি আপন শরীর হইতে বিবিধপ্রজার সৃষ্টি করিয়াছেন।*

* 'স হি বিষ্ণুঃ ক্ষীরসমুদ্রশায়ী, তস্য বীর্য্যমণ্ডকোষঃ—
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমপাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

পরব্রহ্ম শব্দে বিষ্ণুকেই বুঝায়। শিব ও রুদ্রাদি নানাবিধ নামের কারণ-স্থলে পূর্ণপ্রজ্ঞ লিখিয়াছেন—ভগবান্ বিষ্ণু রোগকে বিদ্রাবিত করেন, এইজন্য তাঁহার নাম রুদ্র, সকলের ঈশ্বর বলিয়া ঈশান, মহত্ত্বাধিক্যবশতঃ মহাদেব, যাঁহারা সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে সুখভোগ করেন, তাঁহাদিগকে নাক, এই নাকদিগের আশ্রয় বলিয়া পিনাকী, সুখময় বলিয়া শিব, মায়াজাল বিস্তার করিয়া সকলকে রুদ্ধ করেন বলিয়া শর্ব্ব, ক্রতুস্বরূপ দেহ বস্ত্ররূপে পরিধান করেন বলিয়া কৃত্তিবাস, বিরেচন-হেতু বিরিঞ্চি, (বৃংহণ অর্থাৎ) বৃদ্ধি করেন বলিয়া ব্রহ্ম, অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এই জন্য ইন্দ্র ইত্যাদি নানাবিধ নামে এক ভগবান্ বিষ্ণুই অভিহিত হইয়া থাকেন।*

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের মতে—এই ভগবান্ বিষ্ণুর সেবা তিন প্রকার,—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। তন্মধ্যে অঙ্কনের পদ্ধতি সকল সাকল্যসংহিতাপরিশিষ্টে বিশেষরূপে লিখিত আছে, এবং উহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। নারায়ণের চক্রাদি অস্ত্রের চিহ্ন যাহাতে সমস্ত অঙ্গে চিরকাল বিরাজিত থাকে, তপ্ত লৌহাদি দ্বারা তাহা করিতে হইবে। দক্ষিণ-হস্তে সুদর্শনচক্রের এবং বামহস্তে শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিবে। যেহেতু ঐ চিহ্নদর্শনে অনুক্ষণ ভগবানের স্মরণ হইবে এবং তদ্দ্বারা আশু অভিলষিত ফলসিদ্ধিও হইবে। অঙ্কনের প্রক্রিয়া সকল অগ্নিপুরাণেও লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে বর্ণিত হইল না।

দ্বিতীয় সেবা নামকরণ। নিজ পুত্রাদির কেশবাদি নাম রাখিতে হইবে, তাহা হইলে কথায় কথায় ভগবানের নামকীর্ত্তন হইবে। তৃতীয় সেবা ভজন। এই ভজন ত্রিবিধ, কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিনপ্রকার, দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারিপ্রকার—সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ এবং মানসিকও তিনপ্রকার—দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা। যেমন—

'সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ।'

এই বাক্যদ্বারা শূদ্রও ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণ হয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থই বোধ হয়। তদ্রূপ 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মের অভেদ না বুঝাইয়া এই অর্থ বুঝাইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণসম্পন্ন হয়। শ্রুতিতে 'মায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা' এই যে ছয়টী শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছামাত্র, অদ্বৈতবাদীদিগের কল্পিত অবিদ্যা নহে। আর যে প্রপঞ্চ শব্দ উক্ত আছে, তাহার অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভেদ। যথা—জীবেশ্বরভেদ, জড়েশ্বরভেদ, জড়জীবভেদ ও জীবগণের এবং জড়পদার্থের পরস্পর ভেদ। ঐ প্রপঞ্চ সত্য এবং অনাদি সিদ্ধ।

বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ প্রতিপাদন করা সকল শাস্ত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ। ইহাদের মধ্যে মোক্ষই নিত্য। আর সকল অস্থায়ী। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন না হইলে মোক্ষের আর কোন উপায় নাই এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন না। এই জ্ঞানশব্দে বিষ্ণুর সর্ব্বোৎকর্ষ-জ্ঞানকে বুঝায়। কেবল মন্দবুদ্ধিরাই জীবপ্রেরক বিষ্ণুকে জীব হইতে পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে না, কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে বিষ্ণু ও জীবের পরস্পর ভেদ আছে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ অনিত্য ও ক্ষর এবং লক্ষ্মী অক্ষর-শব্দবাচ্য। ঐ ক্ষরাক্ষর হইতে বিষ্ণু প্রধান ও স্বাতন্ত্র্যশক্তি, বিজ্ঞান ও সুখাদি গুণসমূহের আধার স্বরূপ, অপর সকলেই বিষ্ণুর অধীন। এই সকলের সম্যক্‌রূপে জ্ঞান হইলে

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥
ইতি ব্যাস-স্মৃতেঃ—
অহং তত্তেজোরশ্মীন্ নারায়ণং পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
পুরুষাৎ প্রকৃতির্জ্জগদণ্ডমিতি।' (মধ্বভাষ্য বেদান্তসূত্র ১।১।২০)

* "রুজং দ্রাবয়তে যস্মাৎ তস্মাদ্রুদ্রো জনার্দ্দনঃ।
ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ত্বতঃ॥
পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসারসাগরাৎ।
তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ॥
শিবঃ সুখাত্মকত্বেন শর্ব্বঃ সংরোধনাদ্ধরিঃ।
কৃত্যাত্মকমিদং দেহং অতো বস্তে প্রবর্ত্তয়ন্॥
কৃত্তিবাসা স্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহণাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেকএব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥
ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সম্ভবঃ।
অন্যনাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজবর্ত্তে স্বকং পুরঃ॥
চতুর্ম্মুখো শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ।
বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥" (বেদান্ত° মধ্ব° ২।১।৪)

বিষ্ণুর সহিত সহবাস হয় এবং ইহাতে সকল দুঃখ তিরোহিত হইয়া নিত্য সুখের উপভোগ হইয়া থাকে।

শ্রুতিতে লিখিত আছে, এক বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল বস্তুকেই জানিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই, যেমন গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে জানিতে পারিলে গ্রাম জানা হয় এবং পিতাকে জানিতে পারিলে পুত্র জানা হয়, অর্থাৎ পুত্রকে জানিতে আর অপেক্ষা থাকে না। সেইরূপ এই জগতের প্রধানভূত ও পিতার স্বরূপ যে, ব্রহ্ম তাহাকে জানিতে পারিলেও সমুদায়ই জানা হয়, অর্থাৎ অন্যকে জানিবার আর অপেক্ষা থাকে না এই মাত্র, নতুবা এ শ্রুতিদ্বারা বাস্তবিক অভেদ বুঝাইবে না।

অদ্বৈতমতাবলম্বীরা যে ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের কূটার্থ করিয়া থাকেন, সে কিছু নহে। ঐ সকল সূত্রের এইরূপ অর্থ করাই সুসঙ্গত। কএকটা সূত্রের যথাশ্রুত তাৎপর্য্যার্থ লিখিত হইল। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারিবেন যে শাঙ্করাদি ভাষ্যে কূটার্থ ই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রের 'অথ শব্দের আনন্তর্য্য, অধিকার ও মঙ্গল এই তিন অর্থ।

'অথ শব্দো মঙ্গলার্থোঽধিকারানন্তর্য্যার্থশ্চ।'(বেদান্ত°মধ্ব°১।১।১)

আর 'অতঃ' এই শব্দের অর্থ হেতু, ইহা গরুড়পুরাণে ব্রহ্ম-নারদসংবাদে লিখিত আছে। যখন নারায়ণের প্রসন্নতাব্যতিরেকে মোক্ষ হয় না, তখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই ঐ সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। এই সূত্রের অর্থ এইরূপ—যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, নিত্য, নির্দ্দোষ, অশেষ সদ্‌গুণাশ্রয়, সেই নারায়ণই ব্রহ্ম। তাদৃশ ব্রহ্মের প্রমাণ কি? এই জিজ্ঞাসায় কহিয়াছেন, 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' শাস্ত্র সকলই নিরুক্ত ব্রহ্মের প্রমাণ। যেহেতু ব্রহ্মই শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদ্য। ঐ সূত্রোক্ত শাস্ত্র শব্দে চারিবেদ, মহাভারত, নারদপঞ্চরাত্র, রামায়ণ এবং ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিপোষক গ্রন্থ সকল বুঝিতে হইবে। কিরূপে ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যতা স্বীকার করা যায়, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, 'তত্ত্‌ সমন্বয়াৎ' শাস্ত্র সকলের উপক্রমে ও উপসংহারে ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ আশঙ্কার সমন্বয় অর্থাৎ সমাধা হইয়াছে।

বাহুল্যভয়ে সকল লিখিত হইল না। এই দর্শন বিশেষরূপে জানিতে হইলে আনন্দতীর্থকৃত ভাষ্য, রামানুজ-দর্শন, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

[রামানুজ, মধ্ব, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি দেখ।]

পূর্ণভবা, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। ব্রাহ্মণপুকুর নামক জলা হইতে উত্থিত হইয়া মালদহ জেলায় মহানন্দায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঢেপা, নর্ত্তা, শিয়ালডাঙ্গা, ঘাগ্‌রা, হান্‌চাকাটাখাল, হরডাঙ্গা ও মীনা নামে ইহার কএকটী শাখা আছে।

পূর্ণবীজ (পুং) পূর্ণং বীজং যস্য। বীজপূর, মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। (রাজনি°)

পূর্ণভদ্র (পুং) ১ নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অঃ) ইহার পুত্র রত্নভদ্র; তৎপুত্র হরিকেশ। (কাশীখণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।) ২ জনৈক রাজপণ্ডিত। ইনি সোম-মন্ত্রীর আদেশে ১৫১৪ খৃঃ অব্দে পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থ পুনঃসংস্কার করেন।

পূর্ণমল্ল, মালবদেশের জনৈক রাজা। ইনি গুজরাতরাজ বিশাল-দেবের সমসাময়িক ও ১৩০০ বিক্রম সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ণমা (স্ত্রী) পূর্ণঃ কলাপূর্ণশ্চন্দ্রো মীয়তেঽস্যাং ম-ঘঞর্থে ক-টাপ্‌। পূর্ণমাসী তিথি, পূর্ণিমা।

পূর্ণমাস্‌ (স্ত্রী) পূর্ণঃ কলাভিঃ পূর্ণো মাশ্চন্দ্রমা যত্র। ১ পূর্ণিমা পূর্ণং মাসং মিমীতে মা-অসুন্‌। ২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র।

"এষ বৈ পূর্ণমাঃ, য এষ তপত্যহরহর্হ্যেবৈষ পূর্ণোঽথৈষ দর্শো যচ্চন্দ্রমা দদৃশ ইবেতি॥" (শতপথব্রা° ১১।২।৪।১)

পূর্ণমাস (পুং) পূর্ণমাসী পূর্ণিমা, সাধনত্বেনাস্ত্যস্যেতি, অচ্‌। পৌর্ণমাসযাগ। পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য যাগভেদ। "বৈ তিষ্যঃ সোমঃ পূর্ণমাসঃ সাক্ষাদেব ব্রহ্মবর্চ্চসমবরুন্ধে"

(তৈত্তিরীয়স° ২।২।১০।২)

২ ধাতার অনুমতি-নাম্নী ভার্য্যাতে জাত পুত্রভেদ। (ভাগ° ৬।১৮।৩) পূর্ণো মাসো যত্রেতি। ৩ পূর্ণিমা।

"দর্শে চ পূর্ণমাসে চ চাতুর্মাস্যে পুনঃ পুনঃ।" (ভারত ১২।২৯।১১৪)

পূর্ণমাস যাগের বিধান শতপথব্রাহ্মণে(১১।২।৪।৮)লিখিত আছে।

পূর্ণমাসী (স্ত্রী) পূর্ণমাস-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। পূর্ণিমা। (শব্দমালা)

পূর্ণমুখ (পুং) জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ নাগভেদ।

(ভারত ১।৫৭ অঃ)

পূর্ণ মৈত্রায়নীপুত্র, শাক্য তথাগতের জনৈক অনুচর। ইনি পশ্চিমভারতে সূর্পারক নামক স্থানে বাস করিতেন। সূত্রাভ্যাস-কারী বৌদ্ধগণ তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন।

পূর্ণযোগ (পুং) বাহুযুদ্ধভেদ। জরাসন্ধের সহিত ভীম এই যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"অধোহস্তং স্বকণ্ঠে তু রস্যুরসি চাক্ষিপৎ।
সর্ব্বাতিক্রান্তমর্য্যাদং পৃষ্ঠভঙ্গঞ্চ চক্রতুঃ॥
সপূর্ণমূর্দ্ধং বাহুভ্যাং পূর্ণকুম্ভং প্রচক্রতুঃ।
তৃণপীড়ং যথাকামং পূর্ণযোগং সমুষ্টিকং॥"(ভারত সভা° ২২অঃ)

পূর্ণরাজ, তোমর-বংশীয় জনৈক রাজা।

পূর্ণবন্ধুর (ত্রি) স্তোতাদিগকে দেয় ধনে পূরিত রথ দ্বারা যুক্ত। "প্রনূনং পূর্ণবন্ধুরঃ" (ঋক্ ১৮২।৩) 'পূর্ণবন্ধুরঃ স্তোতৃভ্যো দেয়ৈর্ধনৈঃ পূরিতেন রথেন যুক্তঃ' (সায়ণ)

পূর্ণবপুস্ (ত্রি) পূর্ণদেহবিশিষ্ট।

পূর্ণবর্ম্মন্ (পুং) মগধের জনৈক বৌদ্ধ রাজা। ইনি সম্রাট্ অশোকের শেষ বংশধর। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক বোধগয়াস্থ বোধিদ্রুম উৎপাটিত ও বিনষ্ট করিলে তিনি বিশেষ উদ্যোগে উক্ত বৃক্ষ সঞ্জীবিত করেন। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তিনি মগধ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বোধগয়ার শিলাদিত্য-বিহারের নিকট ইহার প্রতিষ্ঠিত ৮০ ফিট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তির আচ্ছাদন জন্য একটী মন্দিরের কথাও উক্ত পরিব্রাজক উল্লেখ করিয়াছেন। [পুষ্পমিত্র দেখ।]

২ যবদ্বীপবাসী জনৈক রাজা। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

পূর্ণবৈনাশিক (পুং) সর্ব্ববৈনাশিক, সর্ব্বশূন্যত্ববাদি-বৌদ্ধভেদ।

পূর্ণশৈল, পর্ব্বতভেদ। (যোগিনীতন্ত্র)

পূর্ণসেন, বররুচিকৃত যোগশতকের টীকাকার।

পূর্ণহোম (পুং) পূর্ণঃ হোমঃ। পূর্ণাহুতি। হোমের শেষে পূর্ণাহুতি দিতে হয়। পূর্ণাহুতিতে মৃড়নামাগ্নি হইবে। অতএব মৃড়-নামা অগ্নিকে আবাহনাদি করিয়া সযজমান পুরোহিত উত্থিত হইয়া অগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিবেন। "তত্র পূর্ণাহুত্যাং মৃড়নামেতি প্রাগুক্তবচনাৎ মৃড়নামানমগ্নিমাবাহ্য সংপূজ্য 'দদ্যাদুত্থায় পূর্ণাং বৈ নোপবিশ্য কদাচনেতি' ভবিষ্যাগ্নিপুরাণাভ্যামুত্থায় পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ।" (সংস্কারতত্ত্ব)

পূর্ণা (স্ত্রী) পূর্ণ-টাপ্। তিথিবিশেষ। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই সকল তিথিকে পূর্ণা তিথি কহে।

"নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণা প্রতিপদক্রমাৎ।"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই পূর্ণা তিথিতে স্ত্রীসংসর্গ করিতে নাই।

"পূর্ণাসু যোষিৎ পরিবর্জ্জনীয়া।" (তিথিতত্ত্ব)

বৃহস্পতিবারে পূর্ণা তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধিযোগ যাত্রাদিতে বিশেষ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসারস")

পূর্ণা, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। প্রাচীন নাম পয়োষ্ণী। সাতপুর পর্ব্বত হইতে (অক্ষা° ২১° উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ পূঃ) উত্থিত হইয়া তাপ্তী নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। কাটাপূর্ণা, মূর্ণা, মান, ঘান, শাহনুর, চন্দ্রভাগা ও বান নামে ইহার কয়টী শাখা আছে। বেরারের অন্তর্গত পূর্ণাসৈকতে প্রচুর ও উৎকৃষ্ট তুলা জন্মে।

পূর্ণাঙ্গদ (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭ অঃ)

পূর্ণাঞ্জলি (পুং) অঞ্জলিপূর্ণ দ্রব্য।

পূর্ণানক (ক্লী) পূর্ণালক। পূর্ণপাত্র। (মেদিনী)

পূর্ণানন্দ (পুং) পূর্ণ আনন্দো যত্র। ১ পরমেশ্বর। ২ তন্ত্রপ্রকরণকার বিদ্বদ্ভেদ।

পূর্ণানন্দ, মহাবাক্যার্থপ্রবন্ধ, যোগসংগ্রহটীকা, শ্রুতিসার, শ্রুতিসারসমুচ্চয় ও সুরেশ্বরবার্ত্তিকটীকা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতার নাম। এক ব্যক্তিই যে উপরি উক্ত পাচখানি পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।

২ মন্ত্রসারসমুচ্চয়প্রণেতা। ইনি রামচন্দ্রাশ্রমের শিষ্য ছিলেন। এ কারণ তিনি পূর্ণচন্দ্রাশ্রম নামেও অভিহিত হইতেন।

৩ ষট্চক্রনিরূপণবিবৃতি-পাক্ষপঞ্চাশিকা-টীকা-রচয়িতা।

পূর্ণানন্দ কবিচক্রবর্ত্তী, একজন বিখ্যাত দার্শনিক। নারায়ণভট্টের শিষ্য। ইনি তত্ত্বমুক্তাবলী, মায়াবাদশতদূষণী, তত্ত্বাববোধটীকা (সাংখ্য), যোগবাসিষ্ঠসারটীকা ও শতদূষণীযমন নামে কএকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সাধারণের নিকট ইনি গৌড়-পূর্ণানন্দ নামেই পরিচিত।

পূর্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী, জনৈক সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত। ইনি সুন্দরীশক্তিদানটীকা, শ্যামারহস্য, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, তত্ত্বচিন্তামণি ও ষট্চক্রপ্রকরণ নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পূর্ণানন্দতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি অদ্বৈতমকরন্দটীকা, অন্তঃকরণপ্রবোধটীকা, অবধূতগীতাটীকা, অষ্টাবক্রগীতাটীকা, আত্মজ্ঞানোপদেশটীকা, আত্মানাত্মবিবেকটীকা, আত্মাববোধটীকা ও দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রটীকা প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা।

পূর্ণানন্দনাথ, জনৈক গ্রন্থকার। [পূর্ণানন্দপরমহংস দেখ।]

পূর্ণানন্দপরমহংস, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ব্রহ্মানন্দ পরমহংসের শিষ্য। ইনি ককারাদি-কালীসহস্রনাম, কালিকাদিসহস্রনামস্তবিরত্নটীকা, কালিকারহস্য, গদ্যবল্লরী, তত্ত্বচিন্তামণি (১৫৭৭ খৃঃ অব্দে রচিত), তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, বামকেশ্বরতন্ত্রে মহাত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রনামসহস্র, শাক্তক্রম (১৫৭২ খৃঃ অঃ), শ্যামারহস্য, ষট্চক্রক্রম বা ষট্চক্রপ্রভেদ, সুভগোদরদর্পণ এবং ব্রহ্মানন্দকৃত ষট্চক্রদীপিকার একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

পূর্ণানন্দসরস্বতী, তত্ত্ববিবেকসিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুটীকা নামে গ্রন্থরচয়িতা। ইনি পুরুষোত্তমানন্দ যতি ও অদ্বৈতানন্দ যতির শিষ্য ছিলেন।

পূর্ণানন্দব্রহ্মচারী, জনৈক কবি। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ণামৃতা (স্ত্রী) চন্দ্রের ষোড়শ কলার নাম।

পূর্ণাভিষেক (পুং) পূর্ণঃ অভিষেকঃ। তন্ত্রোক্ত কৌলাভিষেকভেদ। [তন্ত্রশব্দ দেখ।]

পূর্ণায়ুস্ (পুং) প্রাধেয় গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।৬৫।৪৭)

পূর্ণমায়ুরস্ত। ২ শতায়ুষ্ক। (ক্লী) ৩ শতবর্ষমিত জীবনকাল।

পূর্ণালক (ক্লী) পূর্ণপাত্র, ইহার পাঠান্তর 'পূর্ণানক' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। [পূর্ণপাত্র দেখ।]

পূর্ণাবতার (পুং) পূর্ণঃ অবতারঃ। ভগবানের পূর্ণাবতার নৃসিংহ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণ। অন্যান্য অবতার কলাবতার।

"পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপবিরাড়্‌বিভুঃ।
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠে গোলোকে স্বয়ং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৯ অঃ)

বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গদেবকে বিষ্ণুর পূর্ণাবতার বলিয়া থাকেন, আবার কাহারও মতে তিনি অংশাবতার। [চৈতন্যশব্দ দেখ।]

পূর্ণাশা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬১৯ অঃ)

পূর্ণাশ্রম, প্রয়োগসারণী নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পূর্ণাহুতি (স্ত্রী) পূর্ণা আহুতিঃ। হোমসমাপ্তিতে শেষ আহুতি।

"আহবনীয়ং পূর্ণাহুতিং জুহোতি" (শতব্রা° ২।২।৪।১)
[পূর্ণহোম দেখ।]

পূর্ণি (স্ত্রী) পৃ-নিঙ্। পূর্ত্তি, পূর্ণিমা।

পূর্ণিকা (স্ত্রী) নাসাচ্ছিনী নামক পক্ষী। (ত্রিকা°)

পূর্ণিমন্ (পুং) মরীচিপুত্র।

"পত্নী মরীচেস্ত কলা সুষুবে কর্দ্দমাত্মজা।
কশ্যপং পূর্ণিমাণঞ্চ যয়োরাপূরিতং জগৎ॥" (ভাগ° ৪।১।১৩)

পূর্ণিমা (স্ত্রী) পূর্ণিঃ পূরণং, পূর্ণিং মিমীতে ইতি মা-ক-টাপ্। পঞ্চদশীতিথি। পর্য্যায়—পৌর্ণমাসী, পিত্র্যা, চান্দ্রী, পূর্ণমাসী, অনন্তা, চন্দ্রমাতা, নিরঞ্জনা, জ্যোৎস্নী, ইন্দুমতী, সিতা। (রাজনি°)

দেবীপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ণিমা দ্বিবিধ। রাকা ও অনুমতী। যে পূর্ণিমায় কলান্যূন চন্দ্র সূর্য্যাস্তের কিয়ৎ পূর্ব্বে উদিত হয়, তাহা হইলে সেই পূর্ণিমা অনুমতী নামে অভিহিত। এই পূর্ণিমা অর্থাৎ চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা দেবপিতৃগণের অনুমত, এইজন্য ইহার নাম অনুমতী। সূর্য্যাস্ত হইলে অথবা সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যে পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেই পূর্ণিমার নাম রাকা। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমা, অনুমতী আর তদিতর রাকা। চন্দ্রের রঞ্জনকারিকা বলিয়া শেষ পূর্ণিমার নাম রাকা। *

* "রাকা চানুমতীচৈব দ্বিবিধা পূর্ণিমা মতা।
পূর্ব্বোদিতকলাহীনে পৌর্ণমাস্যা নিশাকরে॥
পূর্ণিমানুমতী জ্ঞেয়া পশ্চাস্তমিতভাস্করে॥
যস্মাত্তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ।
তস্মাদনুমতী নাম পূর্ণিমা প্রথমা স্মৃতা॥
যদা চাস্তমিতে সূর্য্যে পূর্ণচন্দ্রস্য চোদ্গমঃ।
যুগপৎ সোত্তরা রাগাৎ তদানুমতিপূর্ণিমা॥
রাকাস্তামনুমন্যন্তে দেবতাঃ পিতৃভিঃ সহ।
রঞ্জনাচ্চৈব চন্দ্রস্য রাকেতি কবয়োঽব্রুবন্॥" (দেবীপুরাণ)

পরিপূর্ণমণ্ডলের সহিত চন্দ্র যে তিথিতে উদিত হন, সেই দিন পূর্ণিমা।

"কালক্ষয়ে ব্যতিক্রান্তে দিবাপূর্ণৌ পরস্পরং।
চন্দ্রাদিত্যৌ পরাহ্নে তু পূর্ণত্বাৎ পূর্ণিমা স্মৃতা॥" (কালমাধবীয়)

তিথিতত্ত্বে ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমাই প্রশস্ত। চতুর্দ্দশীর সহিত পূর্ণিমার যুগ্মাদরবশতঃ চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমাই দৈব বা পৈত্রকর্ম্মে আদরণীয়।

"সা চ চতুর্দ্দশীযুক্তা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।
পক্ষান্তে স্রোতসি স্নায়াৎ তেন নায়াতি মৎপুরং॥" (তিথিতত্ত্ব)

অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে গঙ্গাদিতীর্থে স্নানাদি করিলে যমপুর দর্শন হয় না।

পূর্ণিমা তিথিতে যদি চন্দ্র ও বৃহস্পতিগ্রহের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহাপূর্ণিমা কহে। ইহাতে স্নানদানাদি অধিক ফলদায়ক।

যদি বৈশাখ-মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দেবতা, যম ও পিতৃগণকে মধুসংযুক্ত তিলদ্বারা তর্পণ করা যায়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন ধরিয়া অনুষ্ঠিত পাপ নিরাকৃত এবং দশহাজার বৎসর স্বর্গলোকে গতি হইয়া থাকে।

মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা—জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্রে যদি বৃহস্পতি ও চন্দ্রগ্রহ থাকেন এবং এই দিন যদি গুরুবার হয়, তাহা হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। জ্যেষ্ঠা বা অনুরাধা-নক্ষত্রে বৃহস্পতি ও চন্দ্র থাকিলে এবং রোহিণী নক্ষত্রে রবি ও গুরুবার না হইলেও এই যোগ হয়। †

জ্যৈষ্ঠনামা সম্বৎসরে জ্যৈষ্ঠমাসে পূর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইলে মহাজ্যৈষ্ঠী হয়। যে বৎসর মূলা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হয়, সেই বৎসরের নাম জ্যৈষ্ঠ সম্বৎসর।

মহাজৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে পুরুষোত্তম দর্শন করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত এবং গঙ্গা-স্নানে মোক্ষ হইয়া থাকে।

"মহাজ্যৈষ্ঠ্যান্তু যঃ পশ্যেৎ পুরুষঃ পুরুষোত্তমং।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি মোক্ষং গঙ্গাম্বুমজ্জনাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

† "মাসসংজ্ঞে যদা ঋক্ষে চন্দ্রঃ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।
গুরুণা যাতি সংযোগং সা তিথির্মহতী স্মৃতা॥
পৌর্ণমাসীষু চৈতাসু মাসর্ক্ষসহিতাসু চ।
এতাসাং স্নানদানাভ্যাং ফলং দশগুণং স্মৃতং॥
গৌরান্ বা যদি বা কৃষ্ণান্ তিলান্ ক্ষৌদ্রেণ সংযুতান্।
প্রীয়তাং ধর্ম্মরাজেতি পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ॥
যাবজ্জীবকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
অব্দাযুতঞ্চ তিষ্ঠেত্তু স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
ঐন্দ্রে গুরুঃ শশী চৈব প্রাজাপত্যে রবিস্তথা।
পূর্ণিমাগুরুবারেণ মহাজ্যৈষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥" ইত্যাদি। (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ ও শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য। যদি এই তিথি উভয় দিনব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে কোন্ দিন শ্রাদ্ধাদি হইবে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ—যদি পূর্ব্বদিন সঙ্গব বা রোহিণ লাভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য, যদি উভয় দিনে সঙ্গব কাল লাভ হয়, তাহা হইলে পরদিনে করিতে হইবে। সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত প্রাতঃকাল, তৎপরে মুহূর্ত্তত্রয়ের নাম সঙ্গব।

আষাঢ়, মাঘ ও কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথাশক্তি-দান অবশ্যকর্ত্তব্য। ফাল্গুনের পূর্ণিমাকে দোলপূর্ণিমা কহে, এই দিন শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণোৎসব সকলেরই বিধেয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। [ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় কোজাগরীশব্দে দ্রষ্টব্য।]

কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমায় রাসোৎসব সকলের বিধেয়। পূর্ণিমা-তিথি পর্ব্বমধ্যে পরিগণিত, এই জন্য এইদিন স্ত্রীসম্ভোগ এবং তৈলমাংসাদি বর্জ্জনীয়। ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা মন্বন্তরা, ইহাতে স্নানদানাদি অক্ষয় ফলপ্রদ। (তিথিতত্ত্ব) [অমাবস্যা দেখ।]

পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে কন্দর্পতুল্য রূপবান্, যুবতী-প্রিয়, বলবান্, শাস্ত্রে সুনিপুণ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত এবং ন্যায়দ্বারা বিপুলধন অর্জ্জন করিয়া থাকে।

"কন্দর্পতুল্যো যুবতীপ্রিয়শ্চ ন্যায়াপ্তবিত্তঃ সততং সহর্ষঃ।
শূরো বলী শাস্ত্রবিচারদক্ষশ্চেৎ পূর্ণিমা জন্মনি যস্য জন্তোঃ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

পূর্ণিয়া, বাঙ্গালার ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোটলাটবাহাদুরের শাসনাধীন। উক্ত বিভাগের উত্তরপূর্ব্ব অংশে অক্ষা° ২৫°১৫´ হইতে ২৬°৩৫´ এবং দ্রাঘি° ৮৭°২´ হইতে ৮৮°৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমা নেপালরাজ্য ও দার্জ্জিলিঙ্গ, পূর্ব্বে জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর ও মালদহ, দক্ষিণে গঙ্গানদী এবং পশ্চিমে ভাগলপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৪৯৫৭ বর্গমাইল। পূর্ণিয়া নগর ইহার সদর।

এখানকার প্রাচীন ইতিহাসসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিরান্তীজাতির (কিরাত)-কল্পনায়[১] ও পুরাকল্পিত গল্পসমূহে আর্য্য (হিন্দু) ও অনার্য্য কিরাতগণের যুদ্ধ ও পরাভব বর্ণিত আছে। কুশী ও করতোয়া নদীর উত্তর ও পূর্ব্বতীরভূমে কিরাত, কীচক প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বসবাস দেখা যায়। উক্ত বংশীয় সর্দ্দারগণ আপনাদিগকে 'রাই' শাখাভুক্ত রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু কেহ কেহ উহাদিগকে কোচ-বংশোদ্ভব বলিয়া অনুমান করেন।

মুসলমানগণের আগমন হইতে এখানকার প্রকৃত ইতি-হাসের সূত্রপাত। মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের বঙ্গাক্রমণকালে ইহার কতকাংশ নদীয়ারাজ লক্ষ্মণের অধিকারভুক্ত ছিল। শুনা যায়, মুসলমান-কবল হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে উক্ত রাজা কর্ত্তৃক ভাগলপুরের নিকটস্থ বীরবাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহা বাঙ্গালার মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগের শাসনাধীন হয়।

১৭শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত এই জেলার আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না, এমন কি একজন ফৌজদারের নামও পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার আফগান-শাসনকর্ত্তা শেরশাহের সহিত দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের যুদ্ধ ঘটিলে সম্রাটের সাহায্যার্থ এখান হইতে চাঁদা সংগৃহীত হয়। ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে অস্তবল-খাঁ ফৌজদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি নবাব উপাধি লাভ করিয়া রাজস্বসংগ্রহের (আমীন) কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তৎপরে আবদুল্লা খাঁ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে অস্-ফন্দিয়ার খাঁ পূর্ণিয়ার নবাবপদ লাভ করেন। দ্বাদশবৎসর-শাসন পরে ভাবনীয়ার খাঁ তদীয় মস্নদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ভাবনিয়ারের মৃত্যুতে সাইফ্ খাঁ শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। নিজ বংশগৌরবে মত্ত থাকিয়া তিনি যথার্থই পূর্ণিয়ার নবাবীপদকে গৌরবস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। বংশমর্য্যাদায় আপনাকে উচ্চ জানিয়া তিনি বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁর পৌত্রী নফিসা বেগমের পাণিগ্রহণে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পূর্ণিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি নেপাল-সীমান্ত আক্রমণপূর্ব্বক "তরাই" পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি বীরনগরের জমীদার বীরশাহকেও আক্র-মণপূর্ব্বক তদধিকৃত ধর্ম্মপুর প্রভৃতি চারিটী পরগণা জয় করিয়া লন।[২]

সৈফ খাঁর মৃত্যুর পর যথাক্রমে মহম্মদ আবেদ ও বাহাদুর খাঁ পূর্ণিয়ার মস্নদ অধিকার করেন। বাহাদুরকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে আলীবর্দ্দীর জামাতা সৌলৎজঙ্গকে নিযুক্ত করা হয়। ইনি সৈয়দ আহ্মদ নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে

(১) কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ ও কিরাতপরাভবাদি এখানকার অধিবাসিবৃন্দের সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ যোগ্য ঘটনা।

(২) ইনি একজন বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে উড়িষ্যা শাসনকালে কতকগুলি উড়িয়া রমণীর প্রতি অত্যাচার করায় তদ্দেশ-বাসিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পূর্ণিয়াশাসন সুবিবেচনা ও ন্যায়পরতায় পূর্ণ ছিল।

তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তদীয় একমাত্র পুত্র সকৎজঙ্গ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। সকৎ নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন। রাজ্যবাসী ও পূর্ব্বতন রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার কঠোর ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে সকৎ পূর্ণিয়ার সিংহাসনে বসিয়া অত্যাচারে দেশ ভাসাইতেছেন, অপরদিকে দুর্বৃত্ত সিরাজ বাঙ্গালার মস্‌নদে বসিয়া রাজ্যবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কুলমান বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। মৃত আলীবর্দ্দীর দুই দৌহিত্রই পূর্ণরূপে তাঁহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। সিরাজ বক্সি মীরজাফর খাঁকে পদচ্যুত করিলেন। অপমানবিষে জর্জ্জরিত মীরজাফর প্রতিহিংসাবিধানার্থ পূর্ণিয়ায় আগমন করেন এবং বাঙ্গালার মস্‌নদ অধিকার করিতে সকৎকে কুমন্ত্রণা দেন। প্রলুব্ধ হৃদয়ে আশাবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভ্রাতার ছিদ্রানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

সিরাজ ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন[৩]। রাজা মোহনলাল সিরাজের সৈন্যবাহিনী লইয়া চলিলেন। কাঁকজোল পরগণার বান্দিয়াবাড়ী নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। মূর্খ সকৎ কাহারও সদুপদেশ শুনিলেন না, বরং ক্রোধান্ধ হইয়া বঙ্গেশ্বরকে আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। জলাভূমে তাহার অশ্বারোহী সেনাদল ভূমিসাৎ হইল, কিন্তু কায়স্থকুল-গৌরব শ্যামসুন্দর তাঁহার অধীনস্থ কামানবাহী সেনাদল হইয়া অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। রণক্ষেত্রে সকৎ হত হইলে সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ও নগর মধ্যে পলাইয়া আশ্রয় লইল। বিজয়ী সেনাদল দুইদিন পরে নগর অধিকার করিল। সকতের পর রায় মেক্‌রাজ খাঁ, হাজির আলী খাঁ, কাদির হুসেন খাঁ, আল্লাকুলী খাঁ, শেরআলী খাঁ, সিপাহীদার জঙ্গ, রাজা সুচেতরায়, রাজীউদ্দীন মুহম্মদ খাঁ ও মুহম্মদ আলী খাঁ প্রভৃতি কএকজন পর পর শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ আলিকে পদচ্যুত করিয়া মিঃ ডুকারেল (Mr. Ducarrel) প্রথম ইংরাজ-রাজপরিচালকরূপে (Superintendent) নিযুক্ত হন।

স্থানীয় জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে। মতিহারির নিকটবর্ত্তী ছোট পাহাড় ও নেপাল-সীমান্তবর্ত্তী ক্রমোচ্চনিম্নভূমি ব্যতীত সমুদয় স্থান প্রায় সমতল। তদ্ভিন্ন কুশী, কালাকুশী, পনার ও মহানন্দা প্রভৃতি গঙ্গার চারিটী শাখানদী[৪] জেলা মধ্যে প্রবাহিত থাকায় জেলার উর্ব্বরতার বিশেষ হানি করে নাই। কুশীনদী পূর্ব্বগতি পরিত্যাগ করিয়া আরও পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। বালুকাময় পূর্ব্বখাত পড়িয়া আছে। বর্ষাকালে তাহাতে সামান্য স্রোত বহিতে থাকে। কুশী ও মহানন্দায় বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করা যায়। এখানে চাউল, তামাক, পাট ও নীলের বিস্তৃত চাষ আছে। নদী ব্যতীত এখানে প্রায় ৫৮টী সুবিস্তৃত জলাভূমি বিদ্যমান আছে। দারুণ গ্রীষ্মেও উহাদের জল শুকায় না। কোটাপুরের ঝিল ১০ হাজার বিঘা ও শক্তিঝিল প্রায় ৪ মাইল বিস্তৃত। দেখিলেই হ্রদবিশেষ বলিয়া মনে হয়। জেলার পশ্চিমভাগে চাষবাসের কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র গো-মেষমহিষাদির বিচরণোপযোগী তৃণাচ্ছাদিত সুদূর ময়দান। গোয়ালারা স্ত্রীপুরুষে গোচারণ করে। ঐ সকল 'রায়না' জমির জমা লইতে হয়। গঙ্গার কূলে ও ধর্ম্মপুর পরগণায় দরভাঙ্গা-মহারাজের যে জমীদারী আছে তথাকার গোচারণভূমের খাজনা নাই—কেবল মহিষাদি চরাইবার খাজনা লাগে।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণ কতকাংশে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা রাজপুতদিগের ক্রিয়াকলাপে বিশেষ অনুকরণশীল। জনসংখ্যায় জেলাটী হিন্দুপ্রধান, মুসলমানের সংখ্যা এতদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম। এতদ্ভিন্ন অঘোরী, অতিথ, বৈষ্ণব, কবীরপন্থী, নানকশাহী, সন্ন্যাসী, শিখ, সুথ্রাশাহী ও খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক দেখা যায়। এই জেলার চারিটী উপবিভাগে পূর্ণিয়া, বংশগাঁও, শীতলপুর-খাস, কৃষ্ণগঞ্জ, রাণীগঞ্জ, ভাতগাঁও ও কস্‌বা নামে ৭টী প্রধান নগর ও কএকটী গণ্ডগ্রাম আছে।

বাঙ্গালার ন্যায় এখানেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চাউল জন্মে। পাট ও তামাক তদপেক্ষা অল্প। উত্তরে উৎকৃষ্ট পাট ও দক্ষিণে নীল উৎপন্ন হয়। প্রতিবৎসর বন্যায় শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হয়। বৃষ্টির প্লাবনে ভাসিয়া গেলেও ফসল কম হয় না; কিন্তু অনাবৃষ্টি হইলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়া থাকে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে এখানে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহাতে অন্ন বিনা শতশত লোক মরিয়াছিল। ১৭৮৮ ও ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ঐরূপে দুইবার শস্যের হানি হয়; কিন্তু দুর্ভিক্ষ করাল হস্ত বিস্তার করিতে পারে নাই।

দক্ষিণে নীল-প্রস্তুত যেরূপ নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদিগের

(৩) দলবল সহ সিরাজ ভ্রাতৃদমনে রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ঐ সময়ে কলিকাতায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের ঔদ্ধত্যের কথা শুনিয়া সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর অন্ধকূপ (the Black Hole) হত্যা সূচিত হয়।

(৪) ঐ চারি নদীর আরও প্রশাখা আছে,—কূশী—(কুশীর অপর নাম কৌশিকী, গাধিরাজ কুশিকের কন্যা, মুনিপত্নী, এই ক্ষত্রিয়কন্যা ঋষিপ্রার্থনায় সরিৎরূপা হইয়াছিলেন;) নাগরধার, মরা-হিরণ ও রাজমোহন; কালাকুশী—সৌরা; পনার—বাক্‌ড়া, পর্ব্বাণ; মহানন্দা—(দক্ষিণে) নাগর, পিতাম্বু, ধঙ্ক, কোঙ্কাই ও (বামে) বতুয়া, মেছি যমুনা, বুড়িগঙ্গা, চেঙ্গা, বলাসন। আরও কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে।

প্রধান জীবনোপায়, উত্তরেও তদ্রূপ পাট হইতে চট ও থলি প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। ইহাই এখানে 'উত্তরে থোলে' নামে প্রসিদ্ধ। তামা ও দস্তার সহযোগে নির্ম্মিত 'বিদ্রী' নামক উপধাতুনির্ম্মিত হুকা, থালা ও জলপাত্র পাওয়া যায়। কারিগরগণ উহাতে রূপার ফুল প্রভৃতি কারুকার্য্য বসাইয়া বিক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন তুলা হইতে স্থতা বা পশমী কম্বল নির্ম্মাণ, মিসি, সিন্দুর, চূড়ী প্রভৃতি প্রস্তুতই এখানকার রমণী ও পুরুষগণের একটী ব্যবসা। কৃষ্ণগঞ্জে কাগজিয়া নামে প্রায় ত্রিশ ঘর মুসলমান আছে, তাহারা মুনিয়াসি ও কোষ্টা পাট কুটিয়া কাগজ প্রস্তুত করে, উহাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। দরিদ্রা রমণীগণ নীল-প্রস্তুত ও গোচারণ প্রভৃতি কার্য্যে উদর পূর্ত্তি করে।

২ উক্ত জেলার উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৬৪৪ বর্গ মাইল। সমগ্র উপবিভাগে ১৪৩০টী গ্রাম ও নগর আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-বিভাগের সদর, সৌরানদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৬´১৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°.৩০´ ৪৪´ পূঃ। পশ্চিম উপকণ্ঠবর্ত্তী পূর্ব্বতন রামবাগ রাজধানী এক্ষণে পূর্ণিয়া নগরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পুরাতন কালকুশীর খাত ও তৎসংলগ্ন জেলা হইতে হউক অথবা অন্য কারণে হউক ১৮২০ খৃঃ অব্দ হইতে এখানকার স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর মন্দ হইয়া আসিতেছে এবং দিনদিন লোকসংখ্যা কমিতেছে। এখানে পাটের বিস্তৃত কারবার আছে।

পূর্ণেন্দু (পুং) পূর্ণইন্দুঃ কর্ম্মধাঃ। পঞ্চদশ কলাদ্বারা পরিপূর্ণ চন্দ্র। পূর্ণিমার চন্দ্র।

পূর্ণৈয়া, ইনি 'দেওয়ান্ পূর্ণৈয়া' নামে খ্যাত। জাতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ, মহিস্থর রাজ্য-সচিব। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে মুসলমান-রাজ টিপু স্থলতান শ্রীরঙ্গপত্তন-অবরোধে ভূতলশায়ী হইলে মহিস্থর-রাজ্য ইংরাজ-করতলগত হয়। ইংরাজরাজ পূর্ব্বতন রাজবংশীয় চমরাজপুত্র কৃষ্ণরাজকে সিংহাসনে বসাইলেন। বালকরাজের নাবালক অবস্থায় (১৭৯৯-১৮১০ খৃঃ) রাজকার্য্যপরিদর্শনার্থ ইনি সচিব নিযুক্ত হন। চক্ষুলজ্জা ছাড়িয়া দিয়া ইনি যেরূপ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন যে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই রাজকোষ পূর্ণ হইয়া পড়ে। স্বয়ং ইংরাজরাজই ইহার নিরপেক্ষতা, পরিণামদর্শিতা ও ন্যায়পরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তৎকৃত কার্য্যাবলীতে প্রীত হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ ১৮০৭ খৃঃ অব্দে একটী জায়গীর দান করেন। আজিও সেই তালুক তাঁহার বংশধরগণ ভোগ দখল করিতেছে। তিনি মহিস্থরের ইংরাজপ্রতিনিধি ক্লোজ সাহেবের (Sir Bary Close) নামে ক্লোজপেট ও নিজ পুত্র শ্রীনিবাসের নামে শ্রীনিবাসপুর নগর স্থাপনা করিয়া যান।

পূর্ণোৎকট (পুং) প্রাচ্যদেশস্থ পর্ব্বতভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮ অঃ)

পূর্ণোৎসঙ্গ (পুং) ১ অন্ধ্রবংশীয় জনৈক রাজা। (ত্রি) ২ পূর্ণ-ক্রোড়দেশ, যাহার ক্রোড় পূর্ণ হইয়াছে। "তৎ পুত্র পূর্ণোৎসঙ্গামায়ুষ্মতীং দ্রষ্টুমিচ্ছামি" (উত্তরচরিত ১ অঙ্ক)

পূর্ণোদরা (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

পূর্ণোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। যে স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সমস্ত ধর্ম্মই তুল্য, তথায় পূর্ণোপমা হয়।

পূর্ত্ত (ক্লী) পৃ-পালনে ভাবে ক্ত (ন ধ্যাখ্যাপৃমূর্চ্ছিমদাং। পা ৮।২।৫৭) ইতি নিষ্ঠা তস্য ন নত্বং। ১ পালন। (শব্দর°) পিপর্ত্তি পালয়ত্যনেন জীবানিতি ক্ত। ২ খাতাদি কর্ম্ম।

"পুষ্করিণ্যঃ সভা বাপী দেবতায়তনানি চ।
আরামস্য বিশেষেণ পূর্ত্তং কর্ম্ম বিনির্দ্দিশেৎ॥" (ভরত)

পুষ্করিণী, সভা, বাপী, দেবগৃহাদি ও আরাম এই সকল কর্ম্ম পূর্ত্তকর্ম্ম নামে অভিহিত। পুষ্করিণীখনন, রাস্তা প্রস্তুত প্রভৃতিই পূর্ত্ত কার্য্য। এই পূর্ত্তকার্য্য বিশেষ পুণ্যপ্রদ। দ্বিজাতিগণের ইহা প্রথম ধর্ম্মসাধন। যদি কেহ পূর্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া অর্থাৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রস্তুত না করিয়া কূপবাপী প্রভৃতির উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তাহারও পূর্ত্তকর্ম্মের ন্যায় ফল হইয়া থাকে। পূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

"ইষ্টাপূর্ত্তং দ্বিজাতীনাং প্রথমং ধর্ম্মসাধনং।
ইষ্টেন লভতে স্বর্গং পূর্ত্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতি॥
বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে॥" (বরাহপু°)

'দ্বিজাতীনাং ইষ্টাপূর্ত্তং' এই বচনানুসারে দ্বিজাতিদিগেরই ইষ্টাপূর্ত্ত বিহিত হইয়াছে, ইহাতে শূদ্রদিগের অধিকার নাই, এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে, বচনান্তরদ্বারা স্ত্রী ও শূদ্র উভয়েরই পূর্ত্তকর্ম্মে অধিকার আছে।*

(ত্রি) পৃ কর্ম্মণি ক্ত। ৩ পূরিত। ৪ ছন্ন। (বিশ্ব)

"ঐশ্বর্য্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ-
বীর্য্যশ্রিয়া পূর্ত্তমহং প্রপদ্যে।" (ভাগ° ৩।২৪।৩১)

পূর্ত্তবিভাগ (পুং) ইমারতাদি নির্ম্মাণ ও খননাদি কার্য্যে নিযুক্ত রাজকীয় বিভাগ। (Public-works Department)

---

* "বাপীত্যাদীনাং পূর্ত্তত্বাভিধানাৎ শূদ্রস্যাধিকার মাহ জাতুকর্ণঃ।
বাপীকূপতড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥
গ্রহোপরাগে যদ্দানং পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে।
ইষ্টাপূর্ত্তং দ্বিজাতীনাং ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।
অধিকারী ভবেৎ শূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥
এবং স্ত্রীণামপি পূর্ত্তাধিকারঃ।" (জলাশয়তত্ত্ব)

পূর্ত্তি (স্ত্রী) পৃ-ভাবে ক্তি। ১ পূরণ। ২ গুণন।
পূর্ত্তিকাম (ত্রি) পূর্ত্তিঃ ধনাদিপূরণং কামো যস্য। ধনাদি-পূর-পাভিলাষী। "কো যজ্ঞকামঃ ক উ পূর্ত্তিকামঃ" (অথর্ব্ব৭।১০৮।১) 'পূর্ত্তিকামঃ অস্মাকং ধনাদিপূর্ত্তিং অভিবাঞ্ছন্' (ভাষ্য)
পূর্ত্তিন্ (ত্রি) পূর্ব্বমনেন পূর্ত্তং ইনিঃ (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮) ১ তৃপ্তিপ্রদ। ২ ইচ্ছাপূরক। ৩ শ্রাদ্ধ। ৪ কৃত পূরণ।
পূর্দ্বার (ক্লী) পুরঃ দ্বারং। পুরের দ্বার, গোপুর। (অমর)
পূর্ধ্, যাচ্ঞা। ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। নিঘণ্টুতে এই ধাতুর উল্লেখ আছে। সাধারণতঃ চলিত নাই। লট্ পূর্ধয়তি। লোট্ পূর্ধয়তু। লুঙ্ অপূর্ধায়ীৎ।
পূর্পতি (পুং) পুরঃ পতিঃ। পুরের পতি, পুরের স্বামী। "মিত্রায়ুবো ন পূর্পতিং" (ঋক্ ১।১৭৩।১০) 'পূর্পতিং পুরঃ স্বামিনং' (সায়ণ)
পূর্ব্, ১ নিমন্ত্রণ। ২ নিবাস। নিবাসার্থে অক°, নিমন্ত্রণার্থে সক° চুরাদি, উভয়, সেট্। লট্ পূর্বয়তি-তে। লোট্ পূর্ব্বয়তু-তাং। লিট্ পূর্বয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অপুপূর্বৎ-ত।
পূর্বভক্ষিকা (স্ত্রী) প্রাতরাশ। (দিব্যাবদান)
পূর্ভিদ্ (ত্রি) অসুরপুরভেদক। "ইন্দ্রঃ পূর্ভিদাতিরদ্দাসমর্কৈঃ" (ঋক্ ৩।৩৪।১) 'পূর্ভিদ্ অসুরপুরাং ভেত্তা' (সায়ণ)
পূর্ভিদ্য (ক্লী) সংগ্রাম, যুদ্ধ, যুদ্ধে পুর সকল ভিন্ন হয়, এইজন্য পূর্ভিদ্য অর্থে সংগ্রাম।
"যাভিঃ পূর্ভিদ্যে ত্রসৎ" (ঋক্ ১।১১২।১৪)
'পূর্ভিদ্যে পুরাণি নগরাণি ভিন্দন্তেহস্মিন্নিতি, পূর্ভিদ্যঃ সংগ্রামঃ, তস্মিন্।' (সায়ণ)
পূর্য্য (ত্রি) পৃ-ক্যপ্, পুর-ণ্যৎ বা। ১ পূরণীয়। ২ পালনীয়। (পুং) ৩ তৃণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)
পূর্ব্ব, ১ নিবাস। ২ নিমন্ত্রণ। নিবাসার্থে অক°, নিমন্ত্রণার্থে সক°, ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্ পূর্ব্বতি। লোট্ পূর্ব্বতু। লুঙ্ অপূর্ব্বীৎ।
পূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্ব-নিমন্ত্রণে, নিবাসে বা-অচ্। ১ প্রথম, আদি।
"গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ২।১৮৪)
২ প্রাক্ দিক্ দেশ কাল, পূর্ব্বদিক্, পূর্ব্বদেশ ও পূর্ব্বকাল। ৩ সমগ্র। ৪ অগ্র। (হলায়ুধ) ৫ জ্যেষ্ঠ। ৬ পুরাকালীন। ৭ প্রাচ্যদেশায়। ৯ পশ্চাদ্বর্ত্তী। দিক্, দেশ ও কালবাচক অর্থে এই শব্দ সর্ব্বনাম, ত্রিলিঙ্গে ইহার সর্ব্ব শব্দের ন্যায় শব্দরূপ হইবে। যে স্থলে সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইবে না, তথায় নর-শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।
পূর্ব্বকর্ম্মন্ (ক্লী) পূর্ব্বং কর্ম্ম। প্রথম কর্ম্ম। সুশ্রুতে তিন-প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে, যথা—পূর্ব্বকর্ম্ম, প্রধান কর্ম্ম এবং পশ্চাৎকর্ম্ম। রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে তত্তদ্ব্যাধির প্রতি যে সকল কর্ম্ম প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে পূর্ব্বকর্ম্ম কহে। (সু° ১৫ অঃ)
পূর্ব্বকল্প (পুং) ১ পূর্ব্বকাল। ২ পূর্ব্ববর্ত্তী কল্প।
পূর্ব্বকামকৃত্বন্ (ত্রি) পূর্ব্বকামনা-পূরণ।
পূর্ব্বকায় (পুং) পূর্ব্বং কায়স্য, বা কায়স্য পূর্ব্বং। কায়ের পূর্ব্বভাগ, নাভির ঊর্দ্ধ শরীরার্দ্ধ।
পূর্ব্বকারিন্ (ত্রি) পূর্ব্বকর্ম্মিষ্ঠ।
পূর্ব্বকাল (পুং) পূর্ব্বঃ কালঃ। পুরাকাল, প্রাচীনকাল।
পূর্ব্বকালিক (ত্রি) পূর্ব্বকালঃ সাধনতয়াহস্ত্যস্য ঠন্। পূর্ব্বকাল-সাধ্য। ২ পূর্ব্বকালজাত। ৩ পূর্ব্বকালীন।
পূর্ব্বকাষ্ঠা (স্ত্রী) পূর্ব্বা কাষ্ঠা। পূর্ব্বদিক্।
পূর্ব্বকৃৎ (ত্রি) পূর্ব্ব-কৃ-ক্বিপ্। পূর্ব্বদিকের কর্ত্তা সূর্য্য।
"পুরোরুচা পূর্ব্বকৃদবাবৃধানঃ।" (শুক্ল যজু° ২০।৩৬)
'পূর্ব্বকৃৎ পূর্ব্বাং দিশং করোতীতি আদিত্যাত্মনা পূর্ব্বস্যাঃ কর্ত্তা॥' (বেদদীপ)
পূর্ব্বকৃত (ত্রি) পূর্ব্বে পূর্ব্বস্মিন্ বা কৃতঃ। পুরাকৃত, পূর্ব্বকালে অনুষ্ঠিত।
"ক্ষীণস্য চৈব ক্রমশো দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।" (মনু ৭।১৬৬)
পূর্ব্বকোটি (স্ত্রী) বিপ্রতিপত্তিতে পূর্ব্বোপাত্ত বিষয়, পূর্ব্বপক্ষ।
পূর্ব্বগ (ত্রি) পূর্ব্বে গচ্ছতীতি গম-ড। পূর্ব্বগামী।
পূর্ব্বগঙ্গা (স্ত্রী) পূর্ব্বা চাসৌ গঙ্গা চেতি। নর্ম্মদা নদী। (হেম)
পূর্ব্বগত, জৈনদিগের দৃষ্টিবাদের অন্তর্গত গ্রন্থভেদ।
পূর্ব্বগত্বন্ (ত্রি) পূর্ব্বগামী, পুরতোগন্তা। "এষঃ স্যঃ বাং পূর্ব্ব-গত্বেব" (ঋক্ ৭।৬৭।৭) 'পূর্ব্বগত্বেব পুরতো গন্তা দূত ইব' (সায়ণ)
পূর্ব্বচিৎ (ত্রি) পূর্ব্ব-চি-ক্বিপ্ তুক্ চ। পূর্ব্বচয়নকারী। "পূর্ব্ব-চিতো নিকারিণঃ" (শুক্ল যজু° ২৭।৪) 'পূর্ব্বচিতঃ পূর্ব্বং চিন্বন্তি পূর্ব্বমগ্নিং চিতবন্তঃ' (বেদদীপ)
পূর্ব্বচিত্তি (ত্রি) চিত-ভাবে ক্তিন্, চিত্তিঃ, পূর্ব্বং চিত্তিঃ স্মরণং যস্য। পূর্ব্বানুভববিষয়। "কাস্বিদাসীৎ পূর্ব্বচিত্তিঃ" (শুক্লযজু° ২৩।১১) 'পূর্ব্বং চিন্ত্যতে ইতি পূর্ব্বচিত্তিঃ সর্ব্বেষাং প্রথমস্মৃতি-বিষয়া' (বেদদীপ°) (স্ত্রী) ২ অপ্সরোভেদ। (ভা° ১।১২৩।৬১)
পূর্ব্বজ (পুং) পূর্ব্বে জায়তে পূর্ব্ব-জন-ড। ১ জ্যেষ্ঠভ্রাতা। (ত্রি) ২ পূর্ব্বকালোৎপন্ন।
"তামস্তিঃ পরিবিচার্ত্তাং মহর্ষিরভিবাদ্য চ।
মাতরং পূর্ব্বজঃ পুত্রো ব্যাসো বচনমব্রবীৎ॥" (ভারত১।১০৫।২৬)
৩ চন্দ্রলোকস্থিত দিব্যপিতৃগণ। এই অর্থে বহুবচনান্ত। পর্য্যায়—চন্দ্রগোলস্থ, স্তম্ভশস্ত্র, স্বধাভুজ্, কব্যবালাদি। (ত্রিকা°) এই সকলও বহুবচনান্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পূর্ব্বজা জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

পূর্ব্বজন (পুং) পুরাকালের লোক।

পূর্ব্বজন্মন্ (ক্লী) পূর্ব্বং জন্ম। বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে জন্ম, ইহজন্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের শুভাশুভ ভোগ হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।" (হিতোপ°)

পূর্ব্বজাতি (স্ত্রী) পূর্ব্বজন্ম।

পূর্ব্বজিন (পুং) পূর্ব্বো জিনঃ। অতীত জিনবিশেষ। পর্য্যায়—মঞ্জুশ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্জুভদ্র, মঞ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবান্, স্থিরচক্র, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, আদিরাট্, নীলোৎপলী, মহারাজ, নীল, শার্দ্দূলবাহন, ধিয়াম্পতি, খড়্গী, দন্তী, বিভূষণ, বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, বাগীশ্বর। (ত্রিকা°)

পূর্ব্বজ্ঞান (ক্লী) পূর্ব্বস্য জন্মনঃ জ্ঞানং। পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান। পূর্ব্বের জ্ঞান।

"করণৈরন্বিতস্যাপি পূর্ব্বজ্ঞানং কথঞ্চন।
বেত্তি সর্ব্বগতাং কস্মাৎ সর্ব্বগোঽপি ন বেদনাম্ ॥"(যাজ্ঞ°৩।১৩০)

পূর্ব্বতন (ত্রি) পূর্ব্ব ভবার্থে-তন। পুরাকালীন, পূর্ব্বকার।

পূর্ব্বতস্ (অব্যয়) পূর্ব্ব-তসিল্। পূর্ব্ব হইতে। পূর্ব্বে। সকল বিভক্তিতেই 'তসিল্' প্রত্যয় হয়।

পূর্ব্বতাপনীয়, নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদের পূর্ব্বভাগ।

পূর্ব্বত্র (অব্য°) পূর্ব্ব-সপ্তম্যর্থে ত্র। পূর্ব্বে। "অপ্রাপ্ততৃতীয়-বর্ষস্য পুত্রাদেঃ পিত্রাদিসপিণ্ডৈরুদকক্রিয়া ন কর্ত্তব্যেতি পূর্ব্বত্র নিষিদ্ধঃ" (মনুটীকায় কুল্লূক ৫।৭০)

পূর্ব্বত্ব (ক্লী) পূর্ব্বস্য ভাবঃ, ত্ব। পূর্ব্বের ভাব, পূর্ব্বের ধর্ম্ম।

পূর্ব্বথা (অব্য°) পূর্ব্ব-ইবার্থে ছন্দসি থাল্। পূর্ব্বের ন্যায়, পূর্ব্বতুল্য। "তস্মিন্ ব্রহ্মণি পূর্ব্বথেন্দ্রঃ" (ঋক্ ১।৮১।১৬) 'পূর্ব্বথা পূর্ব্বেষামন্যেষাং, প্রত্নপূর্ব্ববিশ্বেমাথাল্ ছন্দসি। পা ৫।৩। ১১১) ইতি ইবার্থে পূর্ব্বশব্দাৎ থাল্' (সায়ণ)

পূর্ব্বদক্ষিণা (স্ত্রী) পূর্ব্বস্যাঃ দক্ষিণস্যাশ্চান্তরালা দিক্ 'দিঙ্-নামান্তরালে' ইতি সমাসঃ। পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকের অন্তরাল দিক্, অগ্নিকোণ। ২ তদ্দিক্স্থিত দেশ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৯)

পূর্ব্বদিক্পতি (পুং) পূর্ব্বদিশঃ পতিরধিপতিঃ। ইন্দ্র। (হেম) ২ মেষসিংহাদি রাশি।

"প্রাগাদিককুভাং নাথা যথাসংখ্যং প্রদক্ষিণং।
মেষাদ্যা রাশয়ো জ্ঞেয়াস্ত্রিরাবৃত্তিপরিভ্রমাৎ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মেষ, সিংহ ও ধনূরাশি পূর্ব্বদিকের অধিপতি।

পূর্ব্বদিগ্বদন (ক্লী) পূর্ব্বদিশি বদনমস্য। মেষ, সিংহ ও ধনু-রূপ রাশিত্রিক। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পূর্ব্বদিগীশ (পুং) পূর্ব্বদিশামীশঃ। পূর্ব্বদিকের অধিপতি, ইন্দ্র। ২ মেষ সিংহ ও ধনূরাশি।

পূর্ব্বদিন (ক্লী) পূর্ব্বস্য দিনং। পূর্ব্বের দিন।

পূর্ব্বদিশ্ (স্ত্রী) পূর্ব্বা দিক্। ১ পূর্ব্বদিক্, যে দিকে সূর্য্য উদিত হন। ২ তদধিপতি ইন্দ্র।

পূর্ব্বদিষ্ট (ত্রি) পূর্ব্বং দিষ্টং ভাগ্যং সাধনত্বেন অস্ত্যস্য-অচ্। পূর্ব্বভাগ্যানুরূপ জাত দুঃখাদি।

"প্রতিগৃহ্লামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাম্বিকে।
দেবৈর্মর্ত্ত্যায় যৎ প্রোক্তং পূর্ব্বদিষ্টং হি তস্য তৎ ॥"
(ভাগ° ৬।১৭।১৭)

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ অদৃষ্টদ্বারা সুখ বা দুঃখাদি যাহা ভোগ হয়, তাহাকে পূর্ব্বদিষ্ট কহে।

পূর্ব্বদেব (পুং) পূর্ব্বশ্চাসৌ দেবশ্চেতি বা পূর্ব্বং দেব ইতি সুপ্-সুপেতি সমাসঃ। অসুর। ইহারা প্রথমে সুর অর্থাৎ দেবতা ছিল, পরে অন্যায় কর্ম্মদ্বারা সুরত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দৈত্যভাব প্রাপ্ত হয়। ২ নরনারায়ণ। এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত।

"পূর্ব্বদেবৌ ব্যতিক্রান্তৌ নরনারায়ণাবৃষী।" (ভারত ৫।৪৯।৫)

পূর্ব্বদেবতা (স্ত্রী) অনাদিদেবতারূপ পিতৃগণ।

"অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ ॥" (মনু ৩।১৯২)

'পূর্ব্বদেবতাঃ পিতরো নাম কল্পান্তরে তেঽপ্যেতে দেবতা এব' (মেধাতিথি) পূর্ব্বে অর্থাৎ কল্পান্তরে পিতৃগণ দেবতাস্বরূপ ছিলেন, এইজন্য তাঁহাদিগের নাম পূর্ব্বদেবতা।

পূর্ব্বদেবিকা (স্ত্রী) পূর্ব্বভারতের অন্তর্গত একটী গ্রাম।

পূর্ব্বদেশ (পুং) পূর্ব্ব দেশঃ কর্ম্মধা°। প্রাচীদিগবস্থিত জনপদ। পর্য্যায়—বর্ত্তনি। (ত্রিকা°)

"প্রাচ্যাং মাগধশোণৌ চ বারেন্দ্রী গৌড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতমোলিপ্তপ্রাগ্জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পূর্ব্বদিকে মাগধ, শোণ, বারেন্দ্র, গৌড়, রাঢ়, বর্দ্ধমান, তমলুক, প্রাগ্জ্যোতিষ ও উদয়াদ্রি এই সকল দেশ পূর্ব্বপদবাচ্য।

পূর্ব্বদেহ (পুং) পূর্ব্বের দেহ, পূর্ব্বশরীর।

পূর্ব্বদৈহিক (ত্রি) পূর্ব্বজন্মকৃত।

পূর্ব্বনড়ক (ক্লী) জঙ্ঘাদেশস্থ অস্থিবিশেষ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭।৬।৭)

পূর্ব্বপক্ষ (পুং) পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। ১ শুক্লপক্ষ।

২ শাস্ত্রীয় সংশয়নিরাশার্থ প্রশ্ন, শাস্ত্রীয় প্রশ্ন, শাস্ত্রবিচার সময়ে সংশয়-নিরাশের জন্য যে প্রশ্ন করা হয়, তাহাকে পূর্ব্বপক্ষ কহে। পূর্ব্বপক্ষ হইলে তৎপরে তাহার উত্তর হইয়া থাকে।

৩ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কোটি। পর্য্যায়—চোদ্য, দেশ্য, ফক্কিকা। (শব্দরত্না°)

"পূর্ব্বপক্ষোক্তিসিদ্ধান্ত-পরিনিষ্ঠাসমন্বিতং।" (মার্কণ্ডেয়পু° ১।৩)

৪ অধিকরণাবয়বভেদ, ব্যবহারবিশেষ। পর্য্যায়,—প্রতিজ্ঞা,

পক্ষ। (মিতাক্ষরা) বীরমিত্রোদয়ে চারিপ্রকার ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়পাদ এই চারিপ্রকার।

"পূর্ব্বপক্ষঃ স্মৃতঃ পাদো দ্বিপাদশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ।
ক্রিয়াপাদস্তথা চান্তশ্চতুর্থো নির্ণয়ঃ স্মৃতঃ॥"
(মিতাক্ষরাধৃত বৃহস্পতি)

পূর্ব্বপক্ষকে চলিত নালিশ বলা যাইতে পারে। ব্যবহার-তত্ত্ব, মিতাক্ষরা ও বীরমিত্রোদয় প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [বিশেষ বিবরণ ব্যবহার শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বপক্ষপাদ (পুং) পূর্ব্বপক্ষ এব পাদঃ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত প্রথম পাদ।

পূর্ব্বপক্ষিন্ (ত্রি) যে পূর্ব্বপক্ষতা করে।

পূর্ব্বপক্ষীয় (ত্রি) পূর্ব্বপক্ষে ভবঃ, গহাদিত্বাৎ ছ। (পা ৪।২।১৩৮) পূর্ব্বপক্ষ-সম্বন্ধীয়।

পূর্ব্বপঞ্চাল, পঞ্চালের পূর্ব্বাংশ।

পূর্ব্বপদ (ক্লী) পূর্ব্বং পদং। পূর্ব্ববর্ত্তী বিভক্ত্যন্ত পদ। ২ পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান।

পূর্ব্বপদিক (ত্রি) পূর্ব্বপদমধীতে পূর্ব্বপদ-ইকন্। তদ্বেত্তা, তদধ্যায়ী, পূর্ব্বপদবেত্তা, পূর্ব্বপদাধ্যায়ী।

পূর্ব্বপদ্য (ত্রি) পূর্ব্বপদভব।

পূর্ব্বপর্ব্বত (পুং) পূর্ব্বঃ পূর্ব্বদিকস্থঃ পর্ব্বতঃ। উদয়াচল, উদয়-পর্ব্বত, যে পর্ব্বতে সূর্য্য উদিত হন, তাহাকে পূর্ব্বপর্ব্বত কহে।

পূর্ব্বপা (ত্রি) পূর্ব্ব-পা-ক্বিপ্। পূর্ব্বপেয়, অগ্রপেয়। "ত্বং হি পূর্ব্বপা অসি" (ঋক্ ৪।৪৬।১) 'পূর্ব্বপা পূর্ব্বপেয়ং' (সায়ণ)

পূর্ব্বপাঞ্চালক (ত্রি) পূর্ব্বস্মিন্ পঞ্চালে ভবঃ, বুঞ্। পূর্ব্ব-পঞ্চালভব।

পূর্ব্বপাটলিপুত্রক (ত্রি) পূর্ব্বপাটলিপুত্রে ভবঃ, বুঞ্, ন পূর্ব্বপদবৃদ্ধি। পূর্ব্ব-পাটলিপুত্রনগরভব।

পূর্ব্বপাণিনীয় (পুং) পাণিনির পূর্ব্বদেশীয় শিষ্যাধীত ব্যাকরণ।

পূর্ব্বপাদ (পুং) পূর্ব্বং পাদস্য একদেশিস°। অগ্রচরণ, অগ্র-পাদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।৯।১৪)

পূর্ব্বপান (ক্লী) অগ্রেপান।

পূর্ব্বপায্য (ক্লী) পূর্ব্বেপেয়, যজ্ঞমুখে পেয়। "বৃষ্ণে ন পূর্ব্বপায্যং" (ঋক্ ৮।৩৪।৫) 'পূর্ব্বপায্যং যজ্ঞমুখে পেয়ং' (সায়ণ)

পূর্ব্বপালিন্ (পুং) পূর্ব্বং দেশং দিশং বা পালয়তি পালি-ণিনি। ১ পৌরস্ত্যদেশপতি নৃপভেদ। ২ পূর্ব্বদিগীশ ইন্দ্র।

পূর্ব্বপিতামহ (পুং) পূর্ব্বঃ পিতামহাৎ। প্রপিতামহ।

পূর্ব্বপীঠিকা (স্ত্রী) কথাগ্রন্থাবতরণিকাভেদ।

পূর্ব্বপীতি (স্ত্রী) পূর্ব্বকালে প্রবৃত্ত পান।

"অভিত্বা পূর্ব্বপীতয়ে সৃজামি" (ঋক্ ১।১৯।৯)
'পূর্ব্বপীতয়ে পূর্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায়' (সায়ণ)

পূর্ব্বপুরুষ (পুং) পূর্ব্বঃ পুরুষঃ। ১ পিত্রাদিত্রিক পুরুষ। ২ ব্রহ্মা।

পূর্ব্বপূর্ব্ব (ত্রি) পূর্ব্ব-বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। বীপ্সার্থক পূর্ব্বশব্দার্থ।

পূর্ব্বপেয় (ক্লী) পূর্ব্বে পেয়ং। পূর্ব্বপান, অগ্রেপান। "পূর্ব্বপেয়ং হি বাং হিতং" (ঋক্ ১।১৩৫।৪)
'পূর্ব্বপেয়মিতরদেবেভ্যঃ পূর্ব্বপানং' (সায়ণ)

পূর্ব্বপ্রজ্ঞা (স্ত্রী) পূর্ব্বজ্ঞান, পূর্ব্বস্মৃতি।

পূর্ব্বফল্গুনী (স্ত্রী) পূর্ব্বা ফল্গুনীতি কর্ম্মধা°। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একাদশ নক্ষত্র। ইহার আকার খট্টার ন্যায় এবং দুইটী তারকাযুক্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে সিংহরাশি হয়। পূর্ব্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে মঙ্গলের দশা এবং এই নক্ষত্রে ঐ দশার ভোগ-কাল ২।৮ মাস হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রের প্রতিপাদে ৮ মাস এবং প্রতিদণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতিপলে ১৬ দণ্ড দশার ভোগ হইয়া থাকে। এই নক্ষত্র অধোমুখ, শতপদ চক্রানুসারে ইহার নামকরণ করিতে হইলে এই নক্ষত্রে 'মো', ট, টি, ও টু প্রথমাদি পাদানুসারে ঐ সকল অক্ষরাদিক্রমে নাম হইবে। 'মজসিংহ' এই অনুসারে মকার বা জকারাদি নামও হইয়া থাকে। কিন্তু শতপদচক্রানুসারেই নামকরণ প্রশস্ত। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে শূর, ত্যাগী, সাহসী, ভূমিপতি, অত্যন্ত কোপন, শিরাল, অতিদক্ষ, ধূর্ত্ত, ক্রূর এবং বায়ুপ্রকৃতি হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°)

কোষ্ঠীকলাপের মতে, এই নক্ষত্রে জন্মিলে ধনবান্, প্রবাসশীল, হতশত্রু, কামকলাপণ্ডিত, জনাশ্রয়ী ও হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া থাকে।

"ভগে প্রহৃতো মনুজো ধনাঢ্যঃ প্রবাসশীলো হতশত্রুপক্ষঃ।
প্রজায়তে কামকলাবিদগ্ধো জনাশ্রিতো হৃষ্টমনাঃ সদৈব॥"
(কোষ্ঠীকলাপ) [খগোল দেখ।]

পূর্ব্বফল্গুনীভব (পুং) পূর্ব্বফল্গুন্যাং ভবতীতি ভূ-অচ্। বৃহস্পতি।

পূর্ব্বভাদ্রপদ (পুং) অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত পঞ্চবিংশতি নক্ষত্র। পর্য্যায়—প্রোষ্ঠপদা, পূর্ব্বভাদ্রপাদা ও পূর্ব্বভাদ্রপদা। ইহার আকার ঘণ্টার ন্যায় এবং দুইটী নক্ষত্রযুক্ত।

এই নক্ষত্রের প্রথম তিন পাদে কুম্ভরাশি ও শেষ পাদে মীনরাশি হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে রাহুর দশা হয়। এই নক্ষত্রের ভোগকাল চারি বৎসর। ইহার প্রতিপাদে একবৎসর, প্রতিদণ্ডে ২৪ দিন এবং প্রতিপলে ২৪দণ্ড হয়। শতপদচক্রানুসারে নামকরণ করিলে এই নক্ষত্রের প্রতিপাদে 'সে, সো, দ, দি' এই সকল অক্ষরাদি নাম হইবে। ইহাতে সিংহজাতীয় নক্ষত্র জন্মগ্রহণ করিলে অন্নবিত্ত-সম্পন্ন, দাতা,

বিনয়ী, প্রিয়বাক্য-কথনশীল,সদ্বৃত্তি-পরায়ণ, চঞ্চলচিত্ত, প্রবাসশীল এবং রাজসেবক হয়। (কোষ্ঠি কলাপ) কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে— জিতেন্দ্রিয়, সকল কলাকুশল এবং প্রধান হইয়া থাকে।

"জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বকলাসু দক্ষো জিতারিপক্ষঃ খলু তস্য নিত্যং।
ভবেন্মহীয়ান্ সুতরামপূর্ব্বাপূর্ব্বা যদা ভাদ্রপদা প্রসূতৌ॥"(কোষ্ঠীপ্র°)

পূর্ব্বভাগ (পুং) ১ প্রথমভাগ। ২ উর্দ্ধভাগ।

পূর্ব্বভাগ্ (ত্রি) পূর্ব্বং ভজতে ভজ্-ণ্বি। অন্য হইতে প্রথম ভক্তা, পূর্ব্বভজনাকারী। "বন্দতে পূর্ব্বভাজং" (ঋক্ ৪।৫০।৭) 'পূর্ব্বভাজমিতরদেবেভ্যঃ প্রথমভক্তারং' (সায়ণ)

পূর্ব্বভাদ্রপদা (স্ত্রী) নক্ষত্রবিশেষ, পঞ্চবিংশতিসংখ্যক নক্ষত্রের নাম। [পূর্ব্বভাদ্রপদ দেখ।]

পূর্ব্বভাব (পুং) পূর্ব্বো ভাবঃ। ১ পূর্ব্ববর্ত্তি-কারণত্ব।
"যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ কারণমাদায় বা যস্য।" (ভাষাপরি°)
২ পূর্ব্ববর্ত্তিভাব, পদার্থধর্ম্মভেদ। ৩ পূর্ব্বরাগের অপর পর্য্যায়—ভাবভেদ।

পূর্ব্বভাবিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং ভবতি ভূ-ণিনি। ১ কারণ। ২ পূর্ব্ব-বর্ত্তি পদার্থমাত্র।
"পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরহানোঽন্যতরযোগঃ" (সাংখ্যদ° ১।৭৩)

পূর্ব্বভাষিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। পূর্ব্ববক্তা।

পূর্ব্বভূত (ত্রি) ১ যাহা পূর্ব্বে হইয়াছে। ২ পূর্ব্ববর্ত্তী।

পূর্ব্বমারিন্ (ত্রি) পূর্ব্ব-মৃ-ণিনি। পূর্ব্বমৃত। "ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্ব-মারিণ্যৈ দত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।" (মনু ৫।১৬৮) 'পূর্ব্বমারিণ্যৈ পূর্ব্বমৃতায়ৈ' (কুল্লূক) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পূর্ব্বমীমাংসা (স্ত্রী) [মীমাংসা দেখ।]

পূর্ব্বযক্ষ (পুং) পূর্ব্বশ্চাসৌ যক্ষশ্চেতি, বা পূর্ব্বে পূর্ব্বস্মিন্ কালে যক্ষঃ। জিনবিশেষ। পর্য্যায়—মণিভদ্র, জম্ভল, জলেন্দ্র।

পূর্ব্বযাযাত (ক্লী) যযাতিসম্বন্ধীয় পূর্ব্বাখ্যান।

পূর্ব্বযাবন্ (পুং) অগ্রগামী, অগ্রতোগন্তা। "দৈবীনামুত পূর্ব্ব-যাবা" (ঋক্ ৩।৩৪।২) 'পূর্ব্বযাবা অগ্রতোগন্তা' (সায়ণ)

পূর্ব্বরঙ্গ (পুং) পূর্ব্বং রজ্যতেঽস্মিন্নিতি রঞ্জ-অধিকরণে ঘঞ্। নাট্যোপক্রম, পর্য্যায়—প্রাক্‌সংগীত, গুণনিকা। (জটাধর) নাটকের উপক্রম, ইহার লক্ষণ—

"যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্ব্বং রঙ্গ-বিঘ্নোপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্ব্বন্তি পূর্ব্বরঙ্গঃ স উচ্যতে॥" (সাহিত্য দর্পণ)

রঙ্গালয়ে কুশীলব (নট) নাট্য বস্তুর পূর্ব্বে বিঘ্নশান্তির জন্য যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পূর্ব্বরঙ্গ কহে। নাটকাভিনয়ের আগে গোলমাল থামাইবার জন্য নট নটী পূর্ব্বরঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, ইহাতে প্রথমে লোক অনুরক্ত হয়, এইজন্য ইহার পূর্ব্বরঙ্গ নাম হইয়াছে।

পূর্ব্বরাগ (পুং) পূর্ব্বঃ পূর্ব্বজাতো রাগোঽনুরাগঃ। নায়ক ও নায়িকার দশা বিশেষ। নায়ক ও নায়িকার মিলনহেতু পূর্ব্ব-জাত অনুরাগভেদ, প্রথমানুরাগ। ইহার লক্ষণ—

"শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥" (সাহিত্যদ°)

ব্যাধি, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু।

ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন।

"অঙ্গসঙ্গ হওনের পূর্ব্ব যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্ররোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥" (রসমঞ্জরী)

পূর্ব্বরাগ নায়িকাদিগেরই প্রথমে হইয়া থাকে, পরে নায়ক-দিগের হয়। নায়িকা নায়ককে স্বয়ং দর্শন, দূতী প্রভৃতির মুখে তাহার গুণানুকীর্ত্তন, আলেখ্য বা স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি দ্বারা প্রথমে তাহাতে অনুরক্ত হয়,—যেমন দময়ন্তী হংসমুখে নলের রূপগুণাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইয়াছিল। এই পূর্ব্বরাগ হইলে নায়ক-দর্শনে অভিলাষ, পরে তদ্বিষয়ে চিন্তা, সর্ব্বদা তাহার স্মরণ, সখী প্রভৃতির সমীপে গুণানুকীর্ত্তন, তাহার প্রাপ্তিবিষয়ে অত্যন্ত উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মত্ততা, রোগ, মূর্চ্ছা এবং পরে মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বরাগের দশটী অবস্থা, তাহাকে কামদশাও কহে। নায়কের অপ্রাপ্তিতে ক্রমে ক্রমে এই সকল অবস্থা হইয়া থাকে।

মহাকাব্যে নায়িকার বিরহবর্ণনাস্থলে পূর্ব্বরাগ ও তাহার এই দশটী অবস্থা বর্ণনা করিতে হয়। পূর্ব্বরাগের শেষদশা মৃত্যু; কিন্তু ইহা বর্ণনা করিতে নাই। নীলী, কুসুম্ভ ও মঞ্জিষ্ঠা-ভেদে এই পূর্ব্বরাগ ত্রিবিধ।*

---

* "আদৌ বাচ্যঃ স্ত্রিয়া রাগঃ পুংসঃ পশ্চাৎ তদিঙ্গিতৈঃ।
নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা॥
ন চাতি শোভতে যন্নাপৈতি প্রেম মনোগতং।
তন্নীলীরাগমাখ্যাতং যথা শ্রীরামসীতয়োঃ॥" ইত্যাদি।
"শ্রবণন্তু ভবেৎ তত্র দূতবন্দিসখীমুখাৎ।
ইন্দ্রজালে চ চিত্রে চ সাক্ষাৎ স্বপ্নে চ দর্শনং॥
অভিলাষশ্চিন্তা স্মৃতিগুণকথনোদ্বেগসংপ্রলাপাশ্চ।
উন্মাদোঽথ ব্যাধির্জ্জড়তা মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ॥
অভিলাষঃ স্পৃহাচিন্তা প্রাপ্ত্যুপায়াদিচিন্তনং।
উন্মাদশ্চাপরিচ্ছেদশ্চেতনা চেতনেষ্বপি॥" ইত্যাদি। (সাহিত্যদর্পণ)

শ্রীরূপগোস্বামি-কৃত উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে পূর্ব্বরাগের বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহারই সার সঙ্কলন-পূর্ব্বক এখানে লিখিত হইল।

নায়ক-নায়িকার সম্মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদি-জনিত রতির উন্মীলনকে পূর্ব্বরাগ কহে। ইহার মধ্যে দর্শনজনিত পূর্ব্বরাগ আবার সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্নাদিতে দর্শনভেদে বিবিধ। তন্মধ্যে সাক্ষাৎ দর্শন যথা—

"কিরূপ দেখিলুঁ মধুর মূরতি পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর॥" ইত্যাদি।

চিত্রপটে দর্শন যথা—

"শুন মাধব আর কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু কুমারীবর সুন্দরী
অহনিশি তুয়া লাগি রোয়॥
তুয়া অনুরূপ একপট লেখিয়া
দেঅলুঁ তাকর আগে॥
সো রূপ হেরি মূরছি পড়ু ভূতলে
মানই করম অভাগে॥"

স্বপ্নে দর্শন যথা—

"মনের মরম কথা, তোমারে কহিএ এথা,
শুন শুন পরাণের সই॥
স্বপনে দেখিলুঁ যে, শ্যাম বরণ দে,
তাহা বিনু আর কারো নই॥"

শ্রবণজনিত পূর্ব্বরাগ—

"বন্দিদূতীসখীবক্ত্রাদ্গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ।"

বন্দি দূতী সখী প্রভৃতি হইতে শ্রবণ যথা—

"পহিলে শুনলুঁ অপরূপ ধ্বনি কদম্বকানন হৈতে॥
তার পরদিনে ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে॥
আর একদিন মোর প্রাণসখী কহিল যাহার নাম॥
গুণিগণ-গানে শুনিলুঁ শ্রবণে তাহার এ গুণগাম॥"
ইত্যাদি শ্রীরাধিকাবাক্য।

নামশ্রবণ যথা—

"সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম॥
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে॥"

বংশীধ্বনি শ্রবণ—

"রাই কহে কেবা যেন, মুরলী বাজায় হেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া॥
জল নহে জল জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর॥
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি,
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥"

পূর্ব্বরাগ অবস্থায় নায়কনায়িকার অমিলন জন্য পরস্পরের যে ভাব হয়, তাহাকে দশা কহে। এই দশা দশ প্রকার, যথা—

"লালসোদ্বেগজাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥"

লালসা।—

"অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়-গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতাঘূর্ণাশ্বাসাদয়ঃ ক্রমাৎ॥"

তৃষ্ণাতিরেককে লালসা বলে। ইহার অনুভাব উৎসুকতা, চাপল্য, ঘূর্ণা ও শ্বাসাদি। উদ্বেগ দশার অনুভাব—চিন্তা, অশ্রু-বিসর্জ্জন, অঙ্গের বিবর্ণতা এবং ঘর্ম্মাদি। জাগর্য্যা—'নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা' অনিদ্রার নাম জাগর্য্যা। ইহার অনুভাব—'স্তম্ভশোষ-গদাদিকৃৎ।'

তানব দশা—"তানবং কৃশতা গাত্র-দৌর্ব্বল্যং ভ্রমণাদিকৃৎ।"

গাত্রের কৃশতাকে তানব বলে, দৌর্ব্বল্য ও ভ্রমণাদি ইহার অনুভাব।

জড়িমা—"ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরং।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে॥"

ইষ্ট ও অনিষ্টের অপরিজ্ঞান, প্রশ্নের অনুত্তর এবং দর্শন-শ্রবণের অভাবকে জড়িমা বলে।

"অত্রাকাণ্ডেঽপি হুঙ্কারঃ স্তম্ভশ্বাসভ্রমাদয়ঃ।"

ইহার অনুভাব—অকাণ্ডে হুঙ্কার, স্তম্ভ ও ভ্রম।

বৈয়গ্র্য—"বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্য-বিক্ষোভাসহতোচ্যতে।"

ভাবগাম্ভীর্য্যের বিক্ষোভ জন্য যে অসহিষ্ণুতা, তাহাকে বৈয়গ্র্য কহে।

ইহার অনুভাব—"অত্রাবিবেকনির্ব্বেদখেদাসূয়াদয়ো মতাঃ।"

অবিবেক, নির্ব্বেদ, খেদ ও অসূয়া প্রভৃতি ঐ বৈয়গ্রের অনুভাব হইয়া থাকে।

ব্যাধি—"অভিষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।"

অভীষ্ট বস্তুর অলাভজন্য যে গাত্রের পাণ্ডুবর্ণতা ও উত্তাপ হয়, তাহাকে ব্যাধি কহে।

তাহার অনুভাব—"তত্র শীতস্পৃহামোহ-নিশ্বাসপতনাদয়ঃ।" শীতস্পৃহা, মোহ, নিশ্বাস ও পতন প্রভৃতিই ইহার অনুভাব হইয়া থাকে।

উন্মাদ দশার লক্ষণ—

"সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতোঽস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে॥"

সর্ব্বত্র সকল সময় সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় থাকিয়াই তদ্গত অভিপ্রায়ে 'এই বুঝি সেই প্রিয়জন' এইপ্রকার যে সর্ব্বত্র ভ্রান্তি হয়, তাহাকে উন্মাদ কহে।

ইহার অনুভাব—"অত্রেষ্টদ্বেষনিশ্বাসনিমেষবিরহাদয়ঃ ৭"

অভিলষিত ভোগ্য বস্তুর প্রতি দ্বেষ, নিশ্বাস, নিমেষ-শূন্যতা প্রভৃতি উক্ত উন্মাদের অনুভাব বলিয়া কথিত।

মোহদশার লক্ষণ—"মোহো বিচিত্রতা প্রোক্তঃ"—বিচিত্রতাকে মোহ কহে। ইহার অনুভাব—'নৈশ্চল্যপতনাদিকৃৎ।' নিশ্চলতা ও ভূমিপতনাদি উহার অনুভাব হইয়া থাকে।

মৃত্যুদশার লক্ষণ—

"তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্পবাণকদনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥"

যদ্যপি সেই সেই প্রতিকার করিলেও প্রিয়জনের সহিত মিলন না হয়, তবে ক্রমে মদনবাণে পীড়িত হইয়া মৃত্যুদশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৃত্যুদশার অনুভাব—

"তত্র স্বপ্রিয়বস্তূনাং বয়স্যাসু সমর্পণং।
ভৃঙ্গমন্দানিলজ্যোৎস্না-কদম্বানুভবাদয়ঃ॥"

এই মৃত্যুদশায় সখীদিগকে স্বীয় প্রিয়বস্তু-সমর্পণ এবং ভৃঙ্গ, মন্দমারুত, জ্যোৎস্না ও কদম্ব প্রভৃতিই অনুভাবাদি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

দশদশার উদাহরণ যথা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দূতীবাক্য।—

"অপরূপ তুঅা মুরলী ধ্বনি।
লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি॥ ১
কিরূপ একরূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ॥ ২
জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ। ৩
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥ ৪
জড়িত হৃদয় করয়ে ভেদ। ৫
অতি বেআকুল কো সহে খেদ॥ ৬
পাণ্ডুর বদন বেয়াধি বাধা। ৭
মূরছি নিশ্বাস তেজই রাধা॥ ৮.৯
অব যদি তুহুঁ মিলহ কাণ।
গোকুলমঙ্গল সভাই গান॥
জ্ঞানদাস কহে শুন হে শ্যাম।
জীবন ওখধি তুহারি নাম॥" ১০ ইত্যাদি।

[উজ্জ্বল-নীলমণি শৃঙ্গারভেদপ্রকরণ এবং পদকল্পতরু প্রথম শাখা দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বরাত্র (পুং) রাত্রেঃ পূর্ব্বো ভাগঃ, অচ্‌সমাসঃ (রাত্রাহ্নাহাঃ পুংসি। পা ২।৪।২৯) ইতি পুংস্বং। রাত্রির পূর্ব্বভাগ।

পূর্ব্বরূপ (ক্লী) পূর্ব্বং রূপমিতি কর্ম্মধা°। পূর্ব্বলক্ষণ, ভাবি-ব্যাধিবোধক চিহ্ন। রোগবিশেষের পূর্ব্বে যে সকল চিহ্ন হয়, তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে। এই পূর্ব্বরূপ সামান্য ও বিশিষ্টভেদে দুইপ্রকার।

"স্থানসংশ্রয়িণঃ ক্রুদ্ধা ভাবিব্যাধিপ্রবোধকং।
দোষাঃ কুর্ব্বন্তি যল্লিঙ্গং পূর্ব্বরূপং তদুচ্যতে॥" (মাধবনিদান)

দোষ সকল স্থানবিশেষের আশ্রয় করিয়া ভবিষ্যৎ ব্যাধির যে সকল লক্ষণ সূচনা করে, তাহাকে পূর্ব্বরূপ কহে।

পূর্ব্বলক্ষণ (ক্লী) পূর্ব্বং লক্ষণং। পূর্ব্বচিহ্ন, ভাবিপদার্থের প্রথম চিহ্ন।

পূর্ব্ববৎ (অব্য°) পূর্ব্বস্যেব পূর্ব্বেণ তুল্যং বা ক্রিয়া, ইবার্থে বতি। ১ পূর্ব্বের ন্যায় ক্রিয়ান্বিত ভেদ। ২ পূর্ব্বতুল্য। (ক্লী) পূর্ব্বং কারণং বিষয়তয়া অস্ত্যস্য মতুপ্, মস্য ব। ৩ কারণদ্বারা কার্য্যানুমান, অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবত্ ও সামান্যতোদৃষ্ট। এই অনুমানের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কারণ ও কার্য্যের মধ্যে পূর্ব্বে কারণের সত্তা থাকে, শেষে অর্থাৎ উত্তরকালে তদ্দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয়, এই জন্য পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ, শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। অতএব যেখানে কারণদ্বারা কার্য্যের অনুমান হয়, তাহার নাম পূর্ব্ববৎ। মেঘের উন্নতি দেখিয়া বৃষ্টি হইবে, এইপ্রকার অনুমান করার নাম পূর্ব্ববৎ অনুমান। এস্থলে কারণের দ্বারা কার্য্যের অনুমান হইতেছে। বৃষ্টির কারণ মেঘ, সেই কারণ দর্শন করিয়া কার্য্যানুমান হওয়ায় পূর্ব্ববৎ অনুমান হইয়াছে।

পূর্ব্ববৎ শব্দ—মত্বর্থপ্রত্যয় এবং বতিপ্রত্যয়, এই উভয় প্রকারেই ব্যুৎপাদিত হইতে পারে। মত্বর্থপ্রত্যয়-পক্ষে পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ পূর্ব্বযুক্ত, পূর্ব্বশব্দের অর্থ কারণ। বতি-প্রত্যয়ার্থ হইলে পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ পূর্ব্বতুল্য। যে স্থলে সম্বন্ধ গ্রহণকালে অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানকালে লিঙ্গ-লিঙ্গীর বা সাধ্য-সাধনের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, পরে প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট সাধন দ্বারা তথাবিধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শনযোগ্য সাধ্যের অনুমান হয়, সেস্থলে পূর্ব্বদৃষ্টের তুল্যরূপ সাধ্যের অনুমান হয় বলিয়া ঐ অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। মহানসে ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। কালান্তরে তথাবিধ অর্থাৎ মহানস-দৃষ্ট ধূমের তুল্য ধূম দেখিয়া পর্ব্বতাদিতে তথাবিধ অর্থাৎ মহানস-দৃষ্ট বহ্নির তুল্য বহ্নির অনুমান হয়। ইহাই পূর্ব্ববৎ অনুমান। যেস্থলে ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সাধ্য ও সাধনের উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তথাবিধ সাধনদ্বারা তথাবিধ সাধ্যের অনুমান হইলে পূর্ব্ববৎ অনুমান হইয়া থাকে। (ন্যায়দর্শন) সাংখ্যদর্শনেও এই অনুমান স্বীকৃত হইয়াছে। বীত ও অবীত ভেদে অনুমান দুইপ্রকার। এই বীত অনুমান আবার দুইপ্রকার, পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। উক্ত অনুমান সম্বন্ধে ন্যায়দর্শন ও বাচস্পতিমিশ্রের মত

তুল্যরূপ। * সাংখ্যভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন—'অনুমানং ত্রিবিধং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ'। প্রত্যক্ষীকৃত জাতীয়-'বিষয়কং পূর্ব্ববৎ। যথা—ধূমেন বহ্ন্যনুমানং। বহ্নিজাতীয়ো হি মহানসাদৌ পূর্ব্বং প্রত্যক্ষীকৃতঃ (সাংখ্যভা° ১।১০৩ সূত্র°)

ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনুমান অর্থাৎ ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমান পূর্ব্ববৎ অনুমান। [প্রমাণশব্দ দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্ববয়স্ (ত্রি) পূর্ব্বং বয়ঃ, কালাবস্থাভেদোঽস্য। ১ বাল্যা-বস্থান্বিত। (ক্লী) পূর্ব্বং বয়ঃ। ২ পূর্ব্বাবস্থা, বাল্যাবস্থা।

পূর্ব্ববয়স (ক্লী) পূর্ব্বং বয়ঃ কর্ম্মধা° বেদে অচ্‌সমাসান্তঃ। বাল্যবয়স। (শত° ব্রা° ১২।২।৩।৪)

পূর্ব্ববয়সিন্ (ত্রি) জীবনের পূর্ব্ব বা প্রথমকাল, শিশু।

পূর্ব্ববর্ত্তিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। ১ অন্যথাসিদ্ধিশূন্য। পূর্ব্ববর্ত্তিকারণ।

"অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা।" (ভাষাপরি°)

২ প্রাক্‌বর্ত্তিমাত্র।

পূর্ব্ববহ্ (ত্রি) অগ্রে বহনকারী।

পূর্ব্ববাদ (পুং) পূর্ব্বো বাদঃ। ব্যবহারে রাজাদি সমীপে প্রাক্ আবেদন। রাজদ্বারে প্রথমাভিযোগ, প্রথমে নালিস।

"পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোঽন্যমালম্বতে পুনঃ।
পদসংক্রামণাজ্জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ॥" (মিতাক্ষরা)

পূর্ব্ববাদিন্ (পুং) পূর্ব্ববাদোঽস্ত্যস্যেতি পূর্ব্ববাদ-ইনি। প্রাগ-ভিযোক্তা, প্রথমবিবাদী, পূর্ব্ববাদ-কারক, যিনি নালিস করেন, চলিত ফরিয়াদী বা বাদী।

"প্রাঙ্ ন্যায়কারণোক্তৌ তু প্রত্যর্থী নির্দ্দিশেৎ ক্রিয়াং।
মিথ্যোক্তৌ পূর্ব্ববাদী তু প্রতিপত্তৌ ন সা ভবেৎ॥" (মিতাক্ষরা)

পূর্ব্ববায়ু (পুং) পূর্ব্বদিক্‌ভবঃ বায়ুঃ। পূর্ব্বদিক্ হইতে উত্থিত বাতাস, পূবে বাতাস। ইহার গুণ—পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা মধুর ও লবণরস-বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ভার, অম্লপিত্ত-জনক এবং রক্তপিত্তবর্দ্ধক, বিশেষতঃ যাহারা ক্ষতরোগ, বিষ-রোগ, অথবা ব্রণরোগ-বিশিষ্ট বা যাহাদের শরীর শ্লেষ্মল, তাহা-দিগের পক্ষে এই বায়ু বিশেষ অনিষ্টকর; কিন্তু যাহারা বায়ু-রোগী, শ্রান্ত অথবা যাহাদের শরীরের কফভাগ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদের পক্ষে এই বায়ু বিশেষ উপকারক।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২০ অঃ)

পূর্ব্ববার্ষিক (ত্রি) পূর্ব্বং বর্ষাণাং একদেশিস° 'কালাৎঠঞ্' ইতি ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। বর্ষার পূর্ব্বভাগভব। বর্ষার পূর্ব্বভাগে যাহা হয়।

পূর্ব্ববাহ্ (পুং) পূর্ব্বে বয়সি বহতি বহ-ণ্বি। পূর্ব্ববয়সে বাহক (শত° ব্রা° ২।১।৪।১৭)

পূর্ব্ববিদ্ (ত্রি) পূর্ব্বং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। পূর্ব্ববৃত্তান্তবেত্তা, পুরা-বিদ্, যাঁহারা পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত আছেন।

"পৃথোরপীমাং পৃথিবীং ভার্য্যাং পূর্ব্ববিদো বিদুঃ।" (মনু ৯।৪৪)

পূর্ব্ববৃত্ত (ক্লী) পূর্ব্বং বৃত্তং। প্রাচীনবৃত্ত, ইতিহাস।

পূর্ব্ববৈরিন্ (পুং) পূর্ব্বশত্রু, পূর্ব্বে যাহাদের সহিত শত্রুতা হয়।

পূর্ব্বশারদ (ত্রি) পূর্ব্বং শারদঃ একদেশিসমাসঃ, 'অবয়বাদৃতোঃ' ইতি অণ্ উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। শরৎ ঋতুর পূর্ব্বভব। যাহা শরৎ ঋতুর পূর্ব্বে হয়।

পূর্ব্বশীর্ষ (ত্রি) পূর্ব্বদিকে মস্তকযুক্ত, পূব্‌শিওর।

পূর্ব্বশৈল (পুং) পূর্ব্বঃ শৈলঃ। উদয়াচল, উদয়পর্ব্বত।

পূর্ব্বসক্থ (ক্লী) পূর্ব্বং সক্থ্নঃ একদেশিসমাসঃ। (উত্তরমৃগ-পূর্ব্বাচ্চ সক্থ্নঃ। পা ৫।৪।৯৮) ইতি অচ্‌সমাসান্তঃ। সক্থির পূর্ব্বভাগ।

পূর্ব্বসদ্ (ত্রি) সম্মুখে উপবিষ্ট।

পূর্ব্বসন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাতঃকাল।

পূর্ব্বসমুদ্র (পুং) পূর্ব্বঃ সমুদ্রঃ। পূর্ব্ববর্ত্তিসমুদ্র, পূর্ব্বসাগর।

পূর্ব্বসর (ত্রি) পূর্ব্বঃ সন্ সরতীতি পূর্ব্ব-সৃ (পূর্ব্বে কর্ত্তরি। পা ৩।২।১৯) ইতি ট। অগ্রগামী।

"দ্বিষন্ বনেচরাগ্রাণাং ত্বমাদায় চরো বনে।
অগ্রেসরো জঘন্যানাং মাভূৎ পূর্ব্বসরো মম॥" (ভট্টি ৫।৯৭)

পূর্ব্বসাগর (ত্রি) পূর্ব্বং দেশং সরতীতি অণ্। অগ্রগামী।

পূর্ব্বসারিন্ (ত্রি) পূর্ব্বং সরতি গচ্ছতীতি সৃ-ণিনি। পূর্ব্বগামী।

পূর্ব্বসূ (ত্রি) পূর্ব্ব বা প্রথমোৎপন্না। "নমো দ্যাবা পৃথিবীভ্যাং হোতৃভ্যাং পূর্ব্বসূভ্যাং" (শাঙ্খ° শ্রৌত° ১।৬।১১)

"পীযূষং ধয়তি পূর্ব্বসূনাং" (ঋক্ ২।৩৫।৫)

'পূর্ব্বসূনাং পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সকাশাদুৎপন্নানাং' (সায়ণ)

পূর্ব্বস্থ (ত্রি) পূর্ব্বে তিষ্ঠতি স্থা-ক। পূর্ব্বস্থিত।

পূর্ব্বহূতি (স্ত্রী) পূর্ব্বাহ্বান। "পত্নীব পূর্ব্বহূতিং" (ঋক্ ১।১২২।২)

'পূর্ব্বহূতিং পত্যুঃ পূর্ব্বাহ্বানং' (সায়ণ)

পূর্ব্বহোম (পুং) অগ্রে দেয় হোম।

পূর্ব্বা (স্ত্রী) পূর্ব্ব-টাপ্। পূর্ব্বাদিক্, পর্য্যায়—প্রাচী, পরা, মাঘোনী, ঐন্দ্রী, মাঘবতী। (রাজনি°)

পূর্ব্বা, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল বা উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬°৮´ হইতে ২৬°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৭´ হইতে ৮১°৫´৩০´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৫৪৭ বর্গ মাইল। ১০টী পরগণায় এবং ৫৩৮ গ্রাম ও মৌজায় এই উপবিভাগ গঠিত।

* "বীতঞ্চ দ্বেধা পূর্ব্ববৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ। তত্রৈকং দৃষ্টস্বলক্ষণ-সামান্যবিষয়ং যৎ তৎপূর্ব্ববৎ পূর্ব্বং প্রসিদ্ধং দৃষ্টস্বলক্ষণসামান্যমিতি যাবৎ তদস্য বিষয়ত্বেনাস্ত্যনুমানজ্ঞানস্যেতি পূর্ব্ববৎ, যথা—ধূমাৎ বহ্নিত্বসামান্য-বিশেষঃ পর্ব্বতেঽনুমীয়তে ইত্যাদি।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী)

২ উক্ত তহশীলের সদর। উনাওনগর হইতে দশক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°২৭´ ২০´´ উঃ এবং দাঘি° ৮০°৪৮´৫৫´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরেই উনাও জেলার সদর ছিল। ইংরাজাধীনে আসিবার পর, উনাও নগরে শাসন-বিভাগ উঠিয়া যাওয়ায় এখানকার সমৃদ্ধি হ্রাস হইয়াছে। এখানে উনাও, রায়বরেলী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, বক্সার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরে যাইবার জন্য রাস্তা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে দুইবার হাট বসে এবং বৎসরে ৩টী মেলা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বাগ্নি (পুং) পূর্ব্বস্থাপিত অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি। "গার্হপত্যে পূর্ব্বাগ্ন্যাবৃত" (অথর্ব্ব ৫।৩১।৪)

পূর্ব্ববতি (পুং) লাজা, খই। (শব্দচি°)

পূর্ব্বাচল (পুং) পূর্ব্বঃ অচলঃ। পূর্ব্বাদ্রি, উদয়াচল।

পূর্ব্বাতিথ (ক্লী) সামভেদ।

পূর্ব্বাতিথি (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

পূর্ব্বাদি (ত্রি) পূর্ব্বে আদির্যস্য। পূর্ব্বআদি করিয়া শব্দগণ, যথা—পূর্ব্ব, পর, অবর, দক্ষিণ, উত্তর, অপর, স্ব, অন্তর। (স্ত্রী) পূর্ব্বা আদি র্যস্যাঃ। ২ পূর্ব্বাদি দিক্।

পূর্ব্বাদ্রি (পুং) পূর্ব্বঃ পূর্ব্বাদিক্ স্থিতোবা অদ্রিঃ। উদয়াচল, পর্য্যায়,—দিনমূর্দ্ধা। (ত্রিকা°)

"পিঙ্গোত্তুঙ্গজটাজূটগতো যস্যাগ্রুতে নবঃ।
সন্ধ্যাপিশঙ্গপূর্ব্বাদ্রিশৃঙ্গসঙ্গসুখং শশী॥"
(কথাসরিৎসা° ১।২৮)

পূর্ব্বাধিরাম (ক্লী) পূর্ব্বভারতে প্রচলিত রামের পূর্ব্বাখ্যান।

পূর্ব্বানিল (পুং) পূর্ব্বঃ অনিলঃ। পূর্ব্বদিক্‌ভব বায়ু, পূর্ব্বে বাতাস।

"পূর্ব্বস্তু মধুরো বাতঃ স্নিগ্ধঃ কটুরসান্বিতঃ।
গুরুর্ব্বিদাহশমনো বাতদঃ পিত্তনাশনঃ॥" (রাজনি°)
[পূর্ব্ববায়ু শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বানুযোগ (পুং) দৃষ্টিবাদভেদ। দৃষ্টিবাদ পাঁচপ্রকার,—প্রতিকর্ম্ম, সূত্র, পূর্ব্বানুযোগ, পূর্ব্বগত ও চূলিকা।

"প্রতিকর্ম্মসূত্রপূর্ব্বানুযোগপূর্ব্বগতচূলিকাঃ।
পঞ্চস্যু দৃষ্টিবাদ-ভেদাঃ"। (হেম)

পূর্ব্বান্ত (পুং) পূর্ব্বপদের শেষ। [পূর্ব্বকোটি দেখ।]

পূর্ব্বাপর (ত্রি) পূর্ব্বশ্চ অপরশ্চ। ১ পূর্ব্ব ও অপরদেশ। ২ আনুপূর্ব্বিক।

"পূর্ব্বাবরৌ তোয়নিধী বগাহ্য-
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।" (কুমার ১।১)

পূর্ব্বাপর্য্য (ক্লী) পূর্ব্বাপরয়োর্ভাবঃ ষ্যঞ্ ন উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বাপরভাব, পৌর্ব্বাপর্য্য। (কাত্যায়নশ্রৌ° সূ° ভাষ্য।)

পূর্ব্বাপহানা (স্ত্রী) পূর্ব্বমপহীয়তে অপ-হা-কর্ম্মণি ল্যুট্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। পূর্ব্বাপহান কর্ম্ম।

পূর্ব্বাপুষ্ (ত্রি) ধনাদি দ্বারা পূর্ব্বস্তোতাদিগের পোষক। "পূর্ব্বাপুষং সুহবং পুরুস্পৃহং" (ঋক্ ৮।২২।২), 'পূর্ব্বাপুষং পূর্ব্বেষাং স্তোতৃণাং ধনাদিদানেন পোষকং' (সায়ণ)

পূর্ব্বাভিভাষিন্ (ত্রি) পূর্ব্বমভিভাষতে অভি-ভাষ-ণিনি। পূর্ব্ববক্তা, পূর্ব্বাভিভাষণশীল।

"অনসূয়ো নিরুৎসেকঃ প্রিয়বাক্ গুণবৎসলঃ।
পূর্ব্বাভিভাষী নির্লোভো ন বিদ্বেষো হি কস্যচিৎ॥"(রাজতর° ৪।৮৭)

পূর্ব্বাভিমুখ (ত্রি) পূর্ব্বমুখ।

পূর্ব্বাভিষেক (পুং) ১ প্রথম অভিষেক। ২ মন্ত্রভেদ।

পূর্ব্বাম্বুধি (পুং) পূর্ব্বঃ অম্বুধিঃ। পূর্ব্ব সমুদ্র।

পূর্ব্বারাম (ক্লী) বৌদ্ধসঙ্ঘারামভেদ।

পূর্ব্বার্চ্চিক (ক্লী) সামবেদের প্রথম অংশ বা পূর্ব্বার্দ্ধ।

পূর্ব্বার্জ্জিত (ত্রি) পূর্ব্বং অর্জ্জিতঃ। পূর্ব্বে উপার্জ্জিত। পূর্ব্বে যাহা অর্জ্জন করা যায়।

পূর্ব্বার্দ্ধ (পুং) পূর্ব্বোঽর্দ্ধঃ। প্রথমার্দ্ধ।

পূর্ব্বার্দ্ধকায় (পুং) দেহের পূর্ব্বার্দ্ধ বা সম্মুখ-ভাগ।

পূর্ব্বার্দ্ধ্য (ত্রি) পূর্ব্বার্দ্ধে ভবঃ পক্ষে যৎ। পূর্ব্বার্দ্ধভব, যাহা পূর্ব্বার্দ্ধে হয়।

পূর্ব্বাবেদক (পুং) পূর্ব্বমাবেদয়তীতি আ-বিদ্-ণিচ্-ল্যু। পূর্ব্বে আবেদন-কারক। যিনি প্রথম আবেদন করিয়াছেন, বাদী।

"শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ।
ততোঽর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনং॥"
(যাজ্ঞবল্ক্যসং-২।৭)

পূর্ব্বাশিন্ (ত্রি) পূর্ব্ব-অশ-ণিনি। পূর্ব্বে ভোজনকারী, যিনি অগ্রে ভোজন করেন।

পূর্ব্বাষাঢ়া (স্ত্রী) পূর্ব্বা চাসৌ আষাঢ়া চেতি। অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত বিংশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে চারিটী তারা এবং ইহার আকার সূর্পের ন্যায়। মতান্তরে হস্তি-দন্তাকৃতি এবং দুইটী তারকা-যুক্ত। *

এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জল এবং ইহা অধোমুখ-নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণে রাক্ষসগণ হয়। এই নক্ষত্র নকুল-জাতীয়। শতপদ-চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইলে প্রথমাদি করিয়া পাদে যথাক্রমে 'ভূ, ধ, ফ, ঢ' ঐ সকল অক্ষরাদি নাম হইবে। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের প্রথম

* "সূর্পমূর্ত্তিনি শিরোগতে চতুস্তারকে করিকরোরু বারিভে।
অন্তভাদমৃতবাণি। নির্গতাঃ খেচরাম্বর শশাঙ্কলিপ্তিকা॥"
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্নানি°)

পাদে জন্ম হইলে ধনুরাশি এবং শেষ তিন পাদে মকর রাশি হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা হইয়া থাকে। ইহার প্রতি নক্ষত্রে ৪।৯ মাস, এবং প্রতি পাদে ১।২।১৫ দিন, প্রতিদণ্ডে ২৮।৩০ দণ্ড, এবং প্রতিপলে ২৮।৩০ পল ভোগ হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে বালক সকললোক কর্ত্তৃক স্তূয়মান, অনুগত, দেবতাভক্ত, বন্ধুগণের মাননীয়, অতিশয় পটু ও বৈরিবর্গের দণ্ড-স্বরূপ হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীক°)

কোষ্ঠীপ্রদীপে লিখিত আছে—

"ভূয়োভূয়স্তূয়মানানুরক্তো-
ভক্তো দেবে বন্ধুমান্যোঽতিদক্ষঃ।
পূর্ব্বাষাঢ়া জন্মকালে যদি স্যা-
দাষাঢ়ঃ স্যাদ্বৈরিবর্গে নিতান্তং ॥"

পূর্ব্বাশিন (ত্রি) পূর্ব্বভোজী।

পূর্ব্বাহ্ণ (পুং) অহ্নঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বাপরেত্যাদিনা একদেশি সমাসঃ, ততষ্টচ্ (অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ ততো ণত্বং (অহ্নোঽদন্তাৎ। পা ৮।৪।৭) পুংস্ত্বঞ্চ। (পা ২।৪।২৯) ত্রিধা-বিভক্ত দিনমানের প্রথমভাগ।

দিন মানকে সমান তিনভাগ করিলে তাহার প্রথম ভাগের নাম পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যভাগের নাম মধ্যাহ্ন এবং শেষ ভাগের নাম অপরাহ্ণ। এই পূর্ব্বাহ্ণকাল দেবতাদিগের, অর্থাৎ দেবতাদিগের যে সকল কার্য্য, তাহা এই পূর্ব্বাহ্ণ-কালে করিতে হয়, এই জন্য পূজাদি সকল পূর্ব্বাহ্ণকালে হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বাহ্ণো বৈ দেবানাং মধ্যন্দিনং মনুষ্যাণামপরাহ্ণঃ পিতৃণাং" (শ্রুতি)

পূর্ব্বাহ্ণ দেবতাদিগের, মধ্যাহ্ন মনুষ্যদিগের এবং অপরাহ্ণ পিতৃদিগের অর্থাৎ এই সকল কালে ইহাদের কার্য্যাদি করিতে হইবে।

২ দ্বিধাবিভক্ত দিনের পূর্ব্বভাগ, দিনমানকে দুইভাগ করিলে তাহার পূর্ব্বভাগকেও পূর্ব্বাহ্ণ কহে। মলমাসতত্ত্বে লিখিত আছে, প্রহরদ্বয়াত্মক কালকেও পূর্ব্বাহ্ণ বলা যাইতে পারে।

"আবর্ত্তনাত্তু পূর্ব্বাহ্ণো হ্যপরাহ্ণস্ততঃ পরম্।"

আবর্ত্তনাৎ বাসরস্য ছায়া পরিবর্ত্তনাৎ প্রাগিতিশেষঃ, অতএবোক্তং।

"অশ্বত্থং বন্দয়েন্নিত্যং পূর্ব্বাহ্ণে প্রহরদ্বয়ে।
অত ঊর্দ্ধং ন বন্দেত অশ্বত্থস্ত কদাচন ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

পূর্ব্বাহ্ণক (পুং) পূর্ব্বাহ্ণে জাতঃ বুন্ (পূর্ব্বাহ্ণাপরাহ্ণার্দ্রামূল-প্রদোষাবস্করাদ্বুন্। (পা ৪।৩।২৮) ১ পূর্ব্বাহ্ণজাত। স্বার্থে কন্। ২ পূর্ব্বাহ্ণ।

পূর্ব্বাহ্ণতন (ত্রি) পূর্ব্বাহ্ণে ভবঃ ইতি ট্যু তুট্চ। (বিভাষা পূর্ব্বাহ্ণাপরাহ্ণাভ্যাং। পা ৪।৩।২৪) পূর্ব্বাহ্ণভব, যাহা পূর্ব্বাহ্ণ-কালে হয়। বিকল্প-বিধানানুসারে সপ্তমীর অলুক্ করিলে 'পূর্ব্বাহ্ণেতন' এইরূপ পদ হইয়া থাকে। (ঘকালতনেষুকালনাম্নঃ। পা ৬।৩।১৭) এই সূত্রদ্বারা বিভক্তির অলুক হয়।

পূর্ব্বাহ্ণিক (ত্রি) পূর্ব্বাহ্ণঃ সাধনতয়াঽস্ত্যস্য ঠন্। পূর্ব্বাহ্ণসাধ্য কর্ম্ম। প্রাতঃকালে যে সকল কর্ম্ম করা যায়।

"দৈবং পূর্ব্বাহ্ণিকং কুর্য্যাদপরাহ্ণে তু পৈতৃকং।" (ভারত ১।২৩ অঃ)

পূর্ব্বাহ্ণেতন (ত্রি) পূর্ব্বাহ্ণভব। [পূর্ব্বাহ্ণতন দেখ।]

পূর্ব্বিত (ত্রি) ১ পূর্ব্বে যাহা কৃত হইয়াছে। ২ পূর্ব্বে আমন্ত্রিত। ৩ পূর্ব্বক।

পূর্ব্বিণ (ত্রি) পূর্ব্বং কৃতমনেন 'পূর্ব্বাদিনিঃ' ইতি ইনি। ১ পূর্ব্ব-ক্রিয়াকারক। বেদে তু 'পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনযৌ চ' ইতি ইন, ণত্বঞ্চ পূর্ব্বিণ পূর্ব্বকর্ত্তৃক কৃত। "আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভিঃ" (আশ্ব° গৃ° ২।৭)

পূর্ব্বিণেষ্ট (ত্রি) পূর্ব্বে স্থিত। (বৈ)

পূর্ব্বেণ (অব্য) ১ পূর্ব্বদিকে, দেশে বা কালে। এই শব্দ তৃতী-য়ান্ত অব্যয়।

পূর্ব্বেতর (ত্রি) পূর্ব্বভিন্ন, পশ্চিম।

পূর্ব্বেদ্যুস্ (অব্যয়) পূর্ব্বস্মিন্নহনীতি পূর্ব্ব-এদ্যুস্ (সদ্যঃ পরুৎ-পরার্য্যৈষমঃ পরেদ্যব্যদ্যপূর্ব্বেদ্যুরন্যেদ্যুরিতি। পা ৫।৩।২২) ইতি নিপাত্যতে। ১ পূর্ব্বদিন। ২ প্রাতঃকাল। ৩ ধর্ম্মবাসর।

"পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
নিমন্ত্রয়েত ত্র্যবরান্ সম্যগ্ দিপ্রান্ যথোদিতান্ ॥" (মনু ৩।১৮৭)

পূর্ব্বেষুকামশমী (স্ত্রী) পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি নগরীভেদ। পূর্ব্বেষুকাম-শম্যাং ভবঃ অণ্, উত্তরপদ-বৃদ্ধিঃ। পূর্ব্বেষুকামশম তদ্ভব।

পূর্ব্বোত্তরা (স্ত্রী) পূর্ব্বস্যাঃ উত্তরস্যাশ্চান্তরালা দিক্। ঈশান-কোণ, পূর্ব্ব ও উত্তরের মধ্যবর্ত্তিনী দিক্।

পূর্ব্বোৎপন্ন (ত্রি) পূর্ব্বকালে উৎপন্ন।

পূর্ব্ব্য (ত্রি) পূর্ব্বৈঃ কৃতং (পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনযৌ। পা ৪।৪।১৩৩) ইতি য। পূর্ব্বসিদ্ধ, পুরাণ, পূর্ব্বকৃত।

"সবিতঃ পূর্ব্ব্যাসোঽরেণবঃ" (ঋক্ ১।৩৫।১১)

'পূর্ব্ব্যাসঃ পূর্ব্বসিদ্ধাঃ, পূর্ব্বৈঃ কৃতাঃ পূর্ব্ব্যাঃ' (সায়ণ) বৈদিক প্রয়োগ বলিয়া 'পূর্ব্ব্যাসঃ' হইয়াছে।

পূর্ব্ব্যস্তুতি (স্ত্রী) পূর্ব্ব ঋষিগণকৃত স্তুতি। "নকিষ্টে পূর্ব্ব্যস্তুতিং" (ঋক্ ৮।২৪।১৭) 'পূর্ব্বস্তুতিং পূর্ব্বৈর্ঋষিভিঃ কৃতাং স্তুতিং' (সায়ণ)

পূল, সংহতি, রাশীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ পূলয়তি-তে। লোট্ পূলয়তু-তাং। লিট্ পূলয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপূপুলৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে লট্ পূলতি। লোট্ পূলতু। লুঙ্-অপূলীৎ।

পূলক (পুং) পূল-ধুল্। ১ তৃণাদির স্তূপ। ২ ধান্যতৃণাদির মুষ্টি। (কাত্যা° শ্রৌ° ২২।৩।৩০) ৩ কটিপ্রোথ, চলিত পোঁদের পেলো।

পূলাক (পুং) পুলাক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তুচ্ছধান্য। তস্য বিকারঃ অবয়বো বা পলাশাদিত্বাৎ অঞ্। পৌলাক তদবয়ব, বা তাহার বিকার।

পূলাস (ত্রি) পূল-রাশীকরণে ঘঞ্, তমস্যতি অস-ক্ষেপে অণ্। তৃণাদিস্তূপবিক্ষেপক। তেন নির্বৃত্তং অণ্, পৌলাস, তন্নির্বৃত্ত।

পূলাসককুণ্ড (ক্লী) কুণ্ডস্য পূলাসকঃ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পর-নিপাতঃ। কুণ্ডতৃণাদির নিবারক।

পূলিকা (স্ত্রী) পূরিকা রস্য ল। পূপভেদ। (হেম)

পূল্য (ক্লী) পুলাক। (অথর্ব্বসং ১৪।২।৬৩)

পূষ, বৃদ্ধি, অক, ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্-পূষতি। লোট্ পূষতু। বিধিলিঙ্ পূষেৎ। লিট্-পুপূষ। লুঙ্-অপূষীৎ।

পূষ (পুং) পূষতি পূষ-ক। ১ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, তুঁতগাছ। ২ পৌষমাস।

পূষ, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বাসিম নগরের উত্তর-বর্ত্তী কাটাগ্রাম হইতে ইহার উৎপত্তি। অক্ষা° ২০°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১২´ পূঃ। প্রায় ৩২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গিয়া সঙ্গ-মের নিকট বেণগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। যে অববাহিকা বহিয়া পূষ ও কাটাপূর্ণা প্রবাহিত, তাহার উপরি পার্শ্বস্থ ভূমিই উর্ব্বরা।

পূষা, বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৪৫২৮ একার। ত্রিহত কালেক্-টারির প্রাচীন নথিপত্র হইতে জানা যায় যে, ১৭৯৬ খৃঃ অঃ মোদাপুর পূষা, চাঁদমারী ও দেশপুর প্রভৃতি স্থানের মালিক সর্দ্দারগণ ইংরাজরাজকে ঐস্থান নিষ্কর দান করেন এবং যাহাতে উত্তরাধিকারিগণ কোন আপত্তি উত্থাপন না করেন, এজন্য একটী কবালা লিখিয়া যান। ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে বখ্তিয়ারপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বহুজমি উহার সহিত যোজিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এস্থান গবর্মেণ্টের অশ্বপালবৃদ্ধির আড্ডা ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে একটী চাসবাসের কার-খানা স্থাপিত হয়। এখানে অত্যুত্তম তামাক জন্মে। কুসুম-ফুল ও উত্তম ধানের চাষও আছে।

পূষক (পুং) পূষ-স্বার্থে কন্। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। হিন্দী—পলাশ-পিপল। (রাজনি°)

পূষড়্, ১ বেরাররাজ্যের বাসিম্জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১২৭৩ বর্গমাইল। এখানে ২টী নগর ও ৩০৯টী গ্রাম আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও সদর। বাসিম্ নগর হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে পূষড়্ নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯° ৫৪´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৬´৩০´´ পূঃ। এখানকার অধিবাসী সকলেই হিন্দু। দুইটী সুপ্রাচীন হিন্দুমন্দির এবং কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন হইতেই এখান-কার পূর্ব্বসমৃদ্ধি কল্পনা করা যায়। এখন শ্রীহীন হইলেও তহশীলদারের সদরকাছারি ও রাজস্ববিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের আবাস প্রায় সার্দ্ধশতবর্ষকাল এখানে রহিয়াছে।

পূষণ (ত্রি) পূষ্ণঃ পৃথিব্যা ইদং অণ্ বেদে ন বৃদ্ধিঃ নোপধা-লোপঃ। পার্থিব পদার্থ। "বভ্রিম বিদৎ পূষণস্য" (ঋক্ ১০।৫।৫) 'পূষেতি পৃথিবী নাম পার্থিবস্য লোকস্য' (সায়ণ)

পূষণা (স্ত্রী) পূষ-ল্যু, স্ত্রিয়াং টাপ্। কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৪৭ অঃ)

পূষণ্বৎ (ত্রি) পূষণ-মতুপ্ মস্য বঃ। পুষ্টিযুক্ত, সোমপানাদি-জনিত পুষ্টিযুক্ত। "রভসা অমন্দিষু পূষণ্বান্" (ঋক্ ১।৮২।৬) 'পূষণ্বান্, অত্র পূষণ্ শব্দঃ পুষ্টৌ বর্ত্ততে, পুষ্টির্বৈ পূষা পুষ্টিমেবাব-রুদ্ধঃ' ইতি শ্রুতেঃ। সোমপানজনিতয়া পুষ্ট্যা যুক্তঃ' (সায়ণ)

পূষদন্তহর (পুং) পূষ্ণঃ সূর্য্যভেদস্য দন্তং হরতি হৃ-অচ্। দক্ষ-যজ্ঞকালে পূষার দন্তোৎপাটক শিবাংশ বীরভদ্র।

পূষধ্র (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১১ অ°)

পূষণ্ (পুং) পূষতীতি পূষ-বৃদ্ধৌ (শ্বন্ উক্ষণ্ পূষন্ প্লীহন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। সূর্য্য।

"আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতারং দিবাকরং।
পূষাণমর্য্যমাণঞ্চ স্বর্ভানুং দীপ্তদীধিতিম্॥"(মার্কণ্ডেয়পু° ১০৯।৬৪)

এই সূর্য্য দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একজন। মহাভারতে দ্বাদ-শাদিত্যের নাম কথন স্থলে নবম আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।*

পৌরাণিক গ্রন্থে পূষা দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একটী গণ্য হইলেও বেদে এরূপ নির্দ্দেশ নাই। চারি বেদেই এই পূষার স্তুতি আছে। ধাতুগত অর্থ ধরিলে পূষা অর্থাৎ পোষক বা পরিপালক। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "পূষা পশূনাং প্রজনয়িতা" (১।৭।২।৪) অর্থাৎ পূষা পশুদিগের প্রজননকারী। তৈত্তিরীয় সংহিতার মতে, "পূষা বা ইন্দ্রিয়স্য বীর্য্যস্য প্রদাতা" (২।২।১।৪) পূষাই ইন্দ্রিয় বা বীর্য্যের প্রদানকারী।

এইরূপে পূষা বেদের কোথাও পশুদিগের পোষক ও পরি-বর্দ্ধক, কোথাও মানবের সম্পত্তি-পোষক, কোথাও তিনি গো-তাড়ন-দণ্ডহস্তে গোপাল, কোথাও ছাগরাহন। কোথাও

* "ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা॥
একাদশস্তথা ত্বষ্টা দ্বাদশো বিষ্ণুরুচ্যতে।
জঘন্যজস্তু সর্ব্বেষামাদিত্যানাং গুণাধিকঃ॥"
(মহাভারত ১।৬৫।১৫-১৬)

তিনি সূর্য্যদেবরূপে নিখিল জগৎ পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহার সাহায্যেই দিনরাত্রি হইতেছে। কোথাও তিনি তাঁহার ভগিনীর অনুরাগী, ঐন্দ্রজালিকদিগের পৃষ্ঠ-পোষক, পাণিগ্রহণ-কালে তিনি বিবাহমন্ত্রে উপস্থিত। অনেক স্থলে তিনি ইন্দ্র ও ভগের সহিত স্তুত হইয়াছেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় লিখিত আছে, রুদ্রকে যজ্ঞভাগ না দেওয়ায় তিনি পূষার দন্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন। নিরুক্ত ও তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থে পূষা সূর্য্যরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন।

বাজসনেয়সংহিতার এই মন্ত্রটী দেখিলেই তাহা বুঝা যায়—

"অবিত্তো অগ্নির্গৃহপতিঃ। আবিত্ত ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। আবিত্তৌ মিত্রাবরুণৌ ধৃতব্রতৌ। আবিত্তঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।" (১০৷৯)

অর্থাৎ গৃহপতি অগ্নি এই যজমানকে অবগত হউন। প্রথিত-কীর্ত্তি ইন্দ্র এই যজমানকে অবগত হউন। ধৃতব্রত মিত্রাবরুণ (সূর্য্য ও চন্দ্র) এই দেবদ্বয় এই যজমানকে অবগত হউন। এখানে সূর্য্য ও পূষা পৃথক্ দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেছেন।

পূষভাষা (স্ত্রী) পূষেব সূর্য্যইব ভাষতে ইতি ভাষ-অচ্-টাপ্। ইন্দ্রনগরী, পর্য্যায়—সুরপুরী। (শব্দরত্না°)

পূষমিত্র (পুং) গোভিলের নামান্তর।

পূষরাতি (পুং) পূষা তদাখ্যো দেবো রাতির্দাতা যস্য। সূর্য্যদেয় বস্তু। "মরুদ্গণাঃ দেবাসঃ পূষরাতয়ঃ" (ঋক্ ১৷২৩৷৮)

• 'পূষরাতয়ঃ পূষাখ্যো দেবো রাতির্দাতা' (সায়ণ।)

পূষা (স্ত্রী) পৃথিবী।

পূষাত্মজ (পুং) পূষ্ণঃ আত্মজঃ। ১ মেঘ। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, এইজন্য পূষাত্মজ শব্দে মেঘ।

"আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" (মনু) ২ ইন্দ্র।

পূষাসুহৃদ্ (পুং) পূষ্ণোঃসুহৃদ্। শিব। শিব দক্ষযজ্ঞকালে স্বীয় অংশজ বীরভদ্ররূপে সূর্য্যের দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম পূষাসুহৃদ্।

পৃ, ব্যাপার। তুদাদি, আত্মনে°, অক° অনিট্। প্রায়ই এই ধাতু বি ও আঙ্ পূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। লট্ ব্যাপ্রিয়তে। লোট্ ব্যাপ্রিয়তাং। লিট্ ব্যাপপ্রিয়ে। লুঙ্ ব্যাপৃত।

পৃ, প্রীতি। প্রীণন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, প্রীতি অর্থে অক° প্রীণন অর্থে সক° অনিট্। লট্ পৃণোতি। লোট্ পৃণোতু। বিধিলিঙ্ পৃণুয়াৎ। লিট্ পপার, পপ্রতুঃ, পপ্রুঃ। লুট্ পর্ত্তা। লুঙ্ অপার্ষীৎ, অপার্ষ্টাং, অপার্ষুঃ। এই ধাতুর আত্মনেপদের প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

আত্মনেপদে লুঙ্ অপৃত, অপৃষাতাং, অপৃষত। সন্ পু-পূর্ষতি-তে। যঙ্ পেপ্রিয়তে।

পৃ, ১ পালন। ২ পূরণ। জুহোত্যাদিগণীয়, পরস্মৈ°, সক°, অনিট্। লট্ পিপর্ত্তি। লোট্ পিপর্ত্তু। লিট্ পপার। লুঙ্ অপারীৎ, অপার্ষীৎ।

পৃ, পূর্ত্তি। চুরাদি, উভয়, সক°, সেট্। লট্ পারয়তি-তে। লোট্ পারয়তু-তাং। লিট্ পারয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপীপরৎ-ত।

পৃক্কা (স্ত্রী) স্পৃশ্যত ইতি স্পৃশ্-বাহুলকাৎ কক্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শাকবিশেষ, চলিত পিড়িংসাক। হিন্দী—পুরী। উৎকল ফিরিকিশাক। পর্য্যায়—মরুন্মালা, পিশুনা, দেবী, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা, লঙ্কায়িকা (অমর।) মরুৎ, মালা, স্পৃক্কা, কোটী, বর্ষা, লঙ্কাপিকা, বর্ষা লঙ্কায়িকা। (ভরত) তস্কর, চোরক, চণ্ড। (রত্নমালা) ইহার গুণ পাকে মধুর, হৃদ্য, পিত্ত ও কফনাশক। (রাজব°) ২ পৃক্কাপুষ্প। ৩ লতাকস্তুরী।

পৃক্ত (ক্লী) পৃচ্যতে স্ম, সংবধ্যতে স্মেতি পৃচ-সম্পর্কে ক্ত। ১ ধন। (হেম) (ত্রি) ২ সম্পর্ক-যুক্ত।

"পৃক্তস্তুষারৈর্গিরিনির্ঝরাণামনোকহাকম্পিতপুষ্পগন্ধী।" (রঘু ২৷১৩)

পৃক্তি (স্ত্রী) পৃচ-ভাবে ক্তিন্। ১ সম্পর্ক। ২ স্পর্শ, পর্য্যায়—স্পৃষ্টি। (অমর)

পৃকৃথ (ক্লী) রিকৃথ, ধন, সম্পত্তি।

পৃক্ষ (পুং) অন্ন, হবির্লক্ষণান্ন। "পৃক্ষপ্রযজো দ্রবিণঃ সুবাচঃ" (ঋক্ ৩৷৭৷১০) 'পৃক্ষপ্রযজঃ পৃক্ষাণি হবির্লক্ষণান্যন্নানি প্রকর্ষেণ যষ্টুং প্রক্রমতে' (সায়ণ)

পৃক্ষস্ (পুং) পৃচ-বাহ° অসি-সুট্ চ। অন্ন। (নিঘণ্টু) "রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা" (ঋক্ ১৷৪৭৷৬) 'পৃক্ষোঽন্নং'। (সায়ণ)

পৃক্ষে (অব্য) সংপর্চনীয় বিষয়ে, বীর্য্যদ্বারা যুদ্ধ করিয়া প্রাপ্তব্য বিষয়ে। "বৃজনে পৃক্ষ আণৌ" (ঋক্ ১৷৬৩৷৩)

'পৃক্ষে সংপর্চনীয়ে বীর্য্যৈর্যোদ্ধৃং প্রাপ্তব্যে' (সায়ণ) ২ সংগ্রাম। (নিঘণ্টু)

পৃক্ষযাম (ত্রি) অন্ন-নিয়মন স্তোত্র বা যজ্ঞ। "শতা পৃক্ষযামেযু পজ্রে" (ঋক্ ১৷১২২৷৭) 'পৃক্ষযামেযু পৃক্ষাণামন্নানাং নিয়মনং যেষু স্তোত্রেষু যজ্ঞেষু বা' (সায়ণ)

পৃক্ষুধ্ (স্ত্রী) প্র-ক্ষুধ্-ক্বিপ্, বেদে প্রশব্দস্য সম্প্রসারণং। প্রকৃষ্টক্ষুধা। "পর্য্যা-পৃক্ষুধো বীরুধো" (ঋক্ ১৷১৪১৷৪) 'পৃক্ষুধঃ প্রকর্ষেণ বুভুক্ষিতা ভোক্তুমিষ্যমানা' (সায়ণ)

পৃঙ, সংযমন। সম্পর্ক। সংযমনার্থে সক° সম্পর্কার্থে অক° চুরাদি, উভয়প° পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ°, সেট্। লট্ পর্চয়তি-তে। লোট্ পর্চয়তু-তাং। লিট্-পর্চয়াঞ্চকার-চক্রে। লুঙ্ অপীপৃচৎ-ত, অপপর্চৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে লট্-পর্চতি। লুঙ্ অপর্চীৎ।

পৃচ্, সম্পর্ক। অদাদি, আত্মনে°, অক°, সেট্। লট্ পৃক্তে। লোট্ পৃক্তাং। লিট্ পপৃচে। লুঙ্ অপর্চিষ্ট।

পৃচ্, সম্পর্ক। রুধাদিগণীয়, পরস্মৈ°, সক° সেট্। লট্ পৃণক্তি, পৃঙ্ক্তঃ, পৃঞ্চন্তি। লোট্ হি পৃঙ্গ্ধি। লঙ্ অপৃণক্, অপৃঙ্ক্তাং, অপৃঞ্চন্। লিট্ পপর্চ। লুট্ পর্চিতা। লৃট্ পর্চিষ্যতি।

লুঙ্ অপর্চীৎ, অপর্চিষ্টাং। সন্ পিপর্চিষতি। যঙ্ পরীপৃচ্যতে। ভাববাচ্যে পৃচ্যতে। অপর্চি। কৃদন্ত-পর্চনীয়। পর্চন, পর্ক, পর্কী, পর্চিতা, পৃক্ত, পর্চিতুং, পর্চিতব্য, পর্চিত্বা, পর্ক্য, পৃঞ্চৎ, পর্চিষ্যৎ। পৃচ্।

পৃচ্ছক (ত্রি) ১ জিজ্ঞাসাকারী। (পুং) ২ অনুসন্ধিৎসু।

পৃচ্ছা (স্ত্রী) প্রচ্ছ-জিজ্ঞাসায়াং-অ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) প্রশ্ন।

"ইহ কিমুষসি পৃচ্ছাশংসিকিংশব্দরূপ-
প্রতিনিয়মিতবাচা বায়সেনৈষ পৃষ্টঃ॥" (নৈষধ ১৯।৬০)

পৃচ্ছ্য (ত্রি) পৃচ্ছ, বাহুলকাৎ কর্ম্মণি-ক্যপ্, সম্প্রসারণং। জিজ্ঞাস্য।

পৃজ, সম্পর্ক। অদাদি, আত্মনে, অক° সেট্। লট্ পৃক্তে। লোট্ পৃক্তাং। লুঙ্-অপর্জিষ্ট।

পৃড়, হর্ষ। তুদাদি, পরস্মৈ°, সক° সেট্। লট্ পৃড়তি। লোট পৃড়তু। লুঙ্ অপর্ড়িষ্ট।

পৃণ, তর্পণ। তুদাদি, পরস্মৈ°, সক°, সেট্। লট্ পৃণতি। লোট্ পৃণতু। লিট্ পপর্ণ। লুঙ্ অপর্ণীৎ।

পৃৎ (স্ত্রী) পৃ-পালনে ক্বিপ্, তুক্ চ। ১ সেনা। ২ সংগ্রাম। "পৃৎস্বভাবধৌ ভবতঃ" (ঋক্ ২।২৭।১৫) 'পৃৎসু পৃতনাসু সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

পৃতনা (স্ত্রী) প্রিয়তে ইতি পৃঙ্ ব্যায়ামে বাহুলকাৎ তনন্, গুণাভাবশ্চ। ১ সেনা, সেনাভেদ। (মেদিনী) ২ বাহিনীত্রয়।

"ত্রয়ো গুল্মা গণোনাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়ঃ।
স্মৃতাস্তিস্রস্তু বাহিন্যঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ॥" (ভারত ১।২।২১)

অমর ও ভরত লিখিয়াছেন ২৪৩ গজ, ২৪৩ রথ, ৭২৯ অশ্ব এবং ১২১৫ পদাতি মিলিত ২৪৩০ এই সমুদায় পৃতনা শব্দবাচ্য।

ব্যাপ্রিয়ন্তেঽত্র যোদ্ধারঃ ইতি তনন্। ৩ সংগ্রাম। "শ্রবস্য বো ন পৃতনাসু যেতিরে" (ঋক্ ১।৮৫।৮) 'পৃতনাসু সংগ্রামেষু' (সায়ণ) ৪ মনুষ্য। (নিঘণ্টু)

পৃতনাজ্ (ত্রি) সেনাজেতা। "ন পৃতনাজো অত্যাঃ" (ঋক্ ৯।৮৭।৫) 'পৃতনাজঃ সেনাজেতারঃ' (সায়ণ)

পৃতনাজিৎ (ত্রি) ১ সেনাজিৎ। (পুং) ২ একাহভেদ।

পৃতনাজ্য (ক্লী) সংগ্রাম। "পৃতনানামজনদ্বা পৃতনাজ্যং জয়নাদ্বা" (নিরুক্ত ৯।২৪)

পৃতনানী (স্ত্রী) সেনানী, সেনাপতি।

পৃতনাপতি (পুং) সেনাপতি।

পৃতনাসাহ্ (পুং) পৃতনাং সহতে সহ-ণ্বি। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

এই সাহ্ শব্দের ষাড়্ রূপ হইলে ষত্ব হইবে। অন্যত্র হইবে না। যথা—পৃতনাষাট্, 'পৃথনাসাহং' এইস্থলে ষাঢ় রূপ না হওয়ায় ষত্ব হইল না।

পৃতনাসাহ্য (ক্লী) পরকীয় সেনাভিভব। "শবসে পৃতনাসাহ্যায় চ (ঋক্ ৩।৩৭।১) 'পৃতনাসাহ্যায় পরকীয়সেনাভিভবায়। সহ মর্ষণ ইত্যস্মাদ্ভাবে শকি সহোশ্চেতি যৎ। সংহিতায়াং সহেঃ পৃতনর্ত্তাভ্যাঞ্চ (পা ৮।৩।১০৯) ইতি ষত্বং দীর্ঘশ্ছান্দসঃ' (সায়ণ)

পৃতনাহব (পুং) পৃতনাসু হবঃ, হ্বেঞো ভাবেঽনুপসর্গস্যেত্যপ্, সম্প্রসারণঞ্চ। সংগ্রামে রক্ষণার্থ আহ্বান। "প্রচর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু" (ঋক্ ১।১০৯।৬) 'পৃতনাহবেষু পৃতনাসু সংগ্রামেষু রক্ষণার্থমাহ্বানেষু' (সায়ণ)

পৃতন্যা (স্ত্রী) সেনা। "তাং দেবধানীং স বরূথিনীপতি-র্বহিঃসমন্তাদ্রুরুধে পৃতন্যয়া।" (ভাগ° ৮।১৫।২৩)

'পৃতন্যয়া সেনয়া' (স্বামী)

পৃতন্যু (ত্রি) যুদ্ধেচ্ছু, যুদ্ধাভিলাষী। "কৃণুতাং যে পৃতন্যবঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫১) 'পৃতন্যবঃ যুদ্ধেপ্সবঃ, পৃতনাং সেনাং যুদ্ধং বা ইচ্ছন্তি পৃতন্যন্তি 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্, পৃতনায়াষ্টিলোপঃ তত উপ্রত্যয়ঃ' (বেদদীপ°) (ঋক্ ১।৩৩।১২)

পৃৎসুতি (স্ত্রী) সেনা। "তিষ্ঠেম পৃৎসুতী রয়িবতাং" (ঋক্ ১।১১০।৭) 'পৃৎসুতীঃ সেনাঃ' (সায়ণ)

পৃৎসুধ (পুং) পৃৎসু ধীয়তে ধা-কর্ম্মণি ঘঞর্থে ক। সংগ্রাম।

পৃথ, প্রক্ষেপ। চুরাদি, উভয়°, সক°, সেট্। লট্ পার্থয়তি-তে। লোট্ পার্থয়তু-তাং। লুঙ্ অপীপৃথৎ-ত।

পৃথক্ (অব্য) প্রথয়তীতি প্রথ-বিক্ষেপে (প্রথঃ কিৎ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।১৩৬) ইতি অজি কিৎ-সম্প্রসারণঞ্চ। ভিন্ন, পর্য্যায়—বিনা, অন্তরেণ, ঋতে, হিরুক্, নানা, বর্জ্জন।

"তেষামেতৈঃ সিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মুহূর্বিলপতাং ত্বচঃ।
পৃথক্ কুর্ব্বন্তি বৈ যাম্যাঃ শরীরাদতিদারুণাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৪।৬৬)

২ ইতর নীচ।

পৃথক্করণ (ক্লী) ভিন্নকরণ, সম্মিলিত বস্তুর ভিন্নকরণ।

পৃথক্কার্য্য (ক্লী) ভিন্ন কার্য্য, ভিন্নকর্ম্ম। "তেষাং গ্রাম্যাণি কার্য্যাণি পৃথক্ কার্য্যাণি চৈব হি।" (মনু ৭।১২০)

থক্ক্রিয়া (স্ত্রী) পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া, ভিন্নকর্ম্ম, পৃথক্কার্য্য।

"পৃথগ্‌বিবর্দ্ধতে ধর্ম্মস্তস্মাদ্ধর্ম্ম্যা পৃথক্ক্রিয়া।" (মনু ৯।১১১)

পৃথক্ক্ষেত্র (পুং) পৃথক্ ভিন্নং ক্ষেত্রং উৎপত্তিস্থানং যস্য। এক পিতার ঔরসে বিভিন্ন মাতার উদরে জাত সন্তান।

পৃথক্ত্ব (ক্লী) পৃথগিত্যস্য ভাবঃ পৃথক্-ভাবে ত্ব। বৈশেষিকোক্ত পৃথক্ত্ব-বুদ্ধি-সম্পাদক গুণবিশেষ। ইহা চতুর্বিংশতিগুণের অন্তর্গত সপ্তমগুণ। পৃথক্প্রত্যয়ের অসাধারণ-কারণত্ব। সংখ্যাবিশিষ্ট দ্রব্যের পৃথক্ প্রত্যয়ের কারণই পৃথক্ত্ব, এই বস্তু এই বস্তু হইতে পৃথক্, এই অসাধারণ প্রত্যয় কারণই পৃথক্ত্ব।

"সংখ্যাবচ্চ পৃথক্‌ত্বং স্যাৎ পৃথক্‌প্রত্যয়কারণং।
অন্যোন্যাভাবতো নাস্য চরিতার্থত্বমুচ্যতে॥
অস্মাৎ পৃথগিয়মিতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা॥" (ভাষাপরি°)

পৃথক্‌ত্বচ্ (স্ত্রী) পৃথক্ ত্বগ্ যস্যাঃ টাপ্। মূর্ব্বা। [মূর্ব্বা দেখ।]

পৃথক্‌চ্ছদ (পুং) অক্ষোটবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পৃথক্‌পর্ণী (স্ত্রী) পৃথক্ পর্ণানি যস্যাঃ (পাককর্ণপর্ণপুষ্প-ফলেতি। পা ৪।১।৬৪) ইতি ঙীষ্। ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ, চলিত চাকুলিয়া, চাকুল্যা। পর্য্যায়—পৃশ্নিপর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিবল্লিকা।
"পৃথক্‌পর্ণ্যাত্মগুপ্তা চ হরিদ্রে মালতী সিতা।
কাকোল্যাদিশ্চ যোজ্যঃ স্যাৎ প্রশস্তো রোপণে ঘৃতে॥"
(সুশ্রুত ১।৩৬) [পৃশ্নিপর্ণী দেখ।]

পৃথগাত্মতা (স্ত্রী) পৃথক্ আত্মা স্বরূপং যস্য, তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বিবেক, বিরক্ততা, বিরাগ। ২ ভেদ। ৩ বিশেষ।

পৃথগাত্মিকা (স্ত্রী) পৃথক্ আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ, কাপি অত ইত্বং। ব্যক্তি। 'জাতির্জাতঞ্চ সামান্যং ব্যক্তিস্তু পৃথগাত্মিকা।' (অমর)

পৃথগ্‌জন (পুং) পৃথক্ সজ্জনেভ্যো বিভিন্নো জনঃ। ১ মূর্খ। ২ নীচ ব্যক্তি। ৩ পামর। (অমর)
"যৎ কিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্‌জনম্॥" (মনু ৭।১৩৭)
৪ পাপী। (শব্দর°) ৫ ভিন্নলোক।

পৃথগ্‌বিধ (ত্রি) পৃথক্ ভিন্না বিধা যস্য। নানারূপ। (অমর)

পৃথগ্বীজ (পুং) পৃথক্ বিভিন্নানি বীজানি যস্য। ভল্লাতকবৃক্ষ।

পৃথগ্‌ভাব (পুং) পৃথক্‌ত্ব।

পৃথগ্‌ভূত (ত্রি) স্বতন্ত্রীকৃত, যাহা পৃথক্ হইয়াছে।

পৃথবান (পুং) পৃথিবী। "প্রতদ্দুঃশীমে পৃথবানে" (ঋক্ ১০।৯৩।১৪) 'পৃথিবানঃ পৃথিঃ।' (সায়ণ)

পৃথবী (স্ত্রী) প্রথতে বিস্তারমেতীতি প্রথ-ষিবন্ সম্প্রসারণঞ্চ (প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।১৫০) ততো ঙীষ্। পৃথিবী।
'পৃথবী পৃথিবী পৃথ্বী ধরা সর্ব্বংসহা রসা।'
(ভরতধৃত বাচস্পতি)

পৃথা (স্ত্রী) কুন্তিভোজ-কন্যা কুন্তী। পাণ্ডুরাজার পত্নী। ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,—মহারাজ দেবমীঢ়ের তনয় শূর। এই শূর হইতে মারিষার গর্ভে বসুদেবাদি দশটী তনয় এবং পৃথা প্রভৃতি পাঁচটী কন্যা হয়। রাজা শূর আপনার সখা কুন্তিভোজকে অনপত্য দেখিয়া পৃথাকে দত্তকপুত্রীস্বরূপে প্রদান করেন। পৃথা বাল্যকালে দুর্ব্বাসা মুনিকে পরিচর্য্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবাহ্বানবিদ্যা প্রাপ্ত হন। কুন্তী কুমারী অবস্থায় একদিন ঐ মন্ত্রপরীক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যদেবকে আহ্বান করেন। সূর্য্য মন্ত্রবলে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলে কুন্তীর অতিশয় বিস্ময় হয়। তখন কুন্তী করজোড়ে কহিলেন,—আমি পরীক্ষার্থ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলাম, আপনা দ্বারা আমার কোন প্রয়োজন নাই। তখন সূর্য্য কহিলেন, দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না, আমি তোমার গর্ভাধান করিব। যদি কন্যা বলিয়া সঙ্কোচ কর, তাহা হইলে যাহাতে তোমার যোনি দুষ্ট না হয়, তাহা করিব। সূর্য্য এইরূপ কহিয়া কুন্তীর গর্ভাধান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। কুন্তীরও তৎক্ষণাৎ একপুত্র হয়। কুন্তী লোকভয়ে ভীত হইয়া ঐ পুত্রকে নদীজলে পরিত্যাগ করেন। পরে পাণ্ডুর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই দেবাহ্বান-মন্ত্রবলে কুন্তী যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিন পুত্র লাভ করেন। (ভাগ° ৯।২৪ অঃ) [কুন্তী দেখ।]

পৃথাজ (পুং) পৃথায়াং জায়তে জন-ড। ১ যুধিষ্ঠিরাদি কুন্তীপুত্র। ২ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (রাজনি°)

পৃথাপতি (পুং) পৃথায়াঃ পতিঃ। পাণ্ডুরাজ। (ত্রিকা°)

পৃথিকা (স্ত্রী) প্রথ-বঞর্থে ক, স্বার্থে ক, অত ইত্বং। শতপদী।

পৃথিন্ (পুং) প্রথ-বাহুলকাৎ কিন্ সম্প্রসারণঞ্চ। বেণপুত্র পৃথুনামক নৃপ। "পৃথী হ বৈ বৈন্যো মনুষ্যাণাং প্রথমোঽভিষিষেচে।" (শত° ব্রা° ৫।৩।৫।৪)

পৃথিবী (স্ত্রী) প্রথতে বিস্তারং গচ্ছতীতি প্রথ-ষিবন্, সম্প্রসারণঞ্চ, (প্রথেঃ ষিবন্ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।১৫০) ততো ঙীষ্। মর্ত্ত্যাদির অধিষ্ঠানভূত। মর্ত্ত্য প্রভৃতি যাবতীয়ের আধার স্বরূপ। ইহার পর্য্যায়,—ভূ, ভূমি, অচলা, অনন্তা, রসা, বিশ্বম্ভরা, ধরা, স্থিরা, ধরিত্রী, ধরণী, জ্যা, ক্ষৌণী, ক্ষিতি, কাশ্যপী, বসুমতী, সর্ব্বংসহা, বসুধা, উর্ব্বী, বসুন্ধরা, গোত্রা, কু, পৃথ্বী, অবনি, মেদিনী, মহী, ভূর, ভূমী, ধরণি, ক্ষোণি, ক্ষোণী, ক্ষৌণি, ক্ষমা, অবনী, মহি, রত্নগর্ভা, সাগরাম্বরা, অব্ধিমেখলা, ভূতধাত্রী, রত্নাবতী, দেহিনী, পারা, বিপুলা, মধ্যমলোকবর্ত্মা, ধরণীধরা, ধারণী, মহাকাণ্ডা, জগদ্বহা, গন্ধবতী, খণ্ডনী, গিরিকর্ণিকা, ধারয়িত্রী, ধাত্রী, সাগরমেখলা, সহা, অচলকীলা, গো, অব্ধিদ্বীপা, দ্বিরা, ইড়া, ইড়িকা, ইলা, ইলিকা, উদধিবস্ত্রা, ইরা, আদিমা, ঈলা, বরা, উর্ব্বরা, আদ্যা, জগতী, পৃথু, ভুবনমাতা, নিশ্চলা, বীজপ্রসূ, শ্যামা, ক্রোড়কান্তা, খগবতী, অদিতি, পৃথবী। (শব্দার্ণব)

ইহার বৈদিক পর্য্যায়,—গো, গ্মা, জ্মা, ক্ষা, ক্ষা, ক্ষামা, ক্ষোণী, ক্ষিতি, অবনি, উর্ব্বী, পৃথ্বী, মহী, রিপ, অদিতি, ইলা, নির্ঋতি, ভূ, ভূমি, পূষা, গাতু, গোত্রা। (বেদনিঘণ্টু ১ অঃ)

বেদে পৃথিবীশব্দ পক্ষান্তরে অন্তরীক্ষ নামেও উক্ত হইয়াছে।
"স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং" (ঋক্ ১০।১২১।১) 'যদ্বা পৃথিবীত্যন্তরিক্ষ নাম' (সায়ণ)

শ্রুতি ও স্মৃতির মত।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতিতে লিখিত আছে,—"আকাশাৎ বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অদ্ভ্যঃ পৃথিবীচোৎপদ্যতে" (শ্রুতি) এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এক সময়ে আকাশ বা বাষ্প সমস্ত জগন্মণ্ডলে ব্যাপ্ত ছিল। পরে প্রত্যেক বাষ্পকণার পরস্পর আকর্ষণে ও সংঘাতে অণু পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। জৈনদর্শনে লিখিত আছে—"অণ্বাদীনাং সংঘাতাৎ দ্ব্যণুকাদয় উৎপদ্যন্তে। তত্র স্বাবস্থিতাকৃষ্টশক্তিরেবাদ্যসংযোগে কারণভাবমাপদ্যতে।" অণুদিগের পরস্পর সংঘাতে দ্বি-অণু, ত্রসরেণু প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া আকাশমার্গে বিস্তৃতিলাভ করে। ক্রমে জগদ্‌ব্যাপকত্ব ও ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থিত আকৃষ্ট-শক্তিই আদ্যসংযোগে কারণতা * পাইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা একটী জগদ্‌ব্যাপী আণবিক আকর্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনীভূত অণুমণ্ডলীর আকর্ষণাধিক্যে দূরবর্ত্তী অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর অণুগুলির গতিতে বায়ুই পরে দ্রুতগমন ও সংঘর্ষণহেতু অগ্নি, অগ্ন্যুত্তাপ ঘনীভূত হইয়া শীতল হইবার কালে জল এবং সেই জল হইতেই পৃথিবীর অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদসংহিতায় (১৷৫৯৷২) অগ্নিই পৃথিবীর নাভি ও জ্যোতীরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—

"মূর্দ্ধাদিবো নাভিরগ্নিঃ পৃথিব্যা অথাভবদরতী রোদস্যোঃ।
তং ত্বা দেবাসোঽজনয়ন্ত দেবং বৈশ্বানর জ্যোতিরিদার্য্যায় ॥"

ভাষ্য—'অয়মগ্নির্দিবো দ্যুলোকস্য মূর্ধা শিরোবৎ প্রধানভূতো ভবতি। পৃথিব্যা ভূমেশ্চ নাভিঃ সংনাহকঃ রক্ষক ইত্যর্থঃ। অথানন্তরং রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোরয়মরতিরধিপতিরভবৎ। হে বৈশ্বানর তং তাদৃশং দেবং দানাদিগুণযুক্তং ত্বা ত্বাং দেবাসঃ সর্ব্বেদেবা আর্য্যায় বিদুষে মনবে যজমানায় বা জ্যোতিরিৎ জ্যোতীরূপমেবাজনয়ন্ত উদপাদয়ন্।' সায়ণভাষ্যের এইরূপ অর্থে প্রতিপত্তি হয় যে, তেজরূপ অগ্নিই স্বর্গাদি সৃষ্ট লোকের প্রধান এবং সেই জ্যোতীরূপী বৈশ্বানর যে পৃথিবীরক্ষক সূর্য্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সূর্য্যের আকর্ষণে ও উত্তপ্ত রশ্মিতে পৃথিবীর রক্ষণ এই পৌরাণিক উপপত্তি ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমুদ্ভূত 'ধ্রুবসত্যটী বৈদিক মতেও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বাজসনেয়-সংহিতায়ও "রুদ্রাঃ সংসৃজ্য পৃথিবীং বৃহজ্জ্যোতিঃ সমীধিরে। তেষাং ভানুরজস্র ইচ্ছুক্রো দেবেষু রোচতে ॥" (শুক্লযজু ১১৷৫৪) এতদ্ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন, 'যে রুদ্রাঃ পৃথিবীং পার্থিবং পিণ্ডং সংসৃজ্য শর্করায়োরসাশ্মচূর্ণৈঃ সংযোজ্য বৃহজ্জ্যোতিঃ প্রৌঢ়মগ্নিং সমীধিরে সম্যক্ দীপিতবন্তঃ। তেষাং রুদ্রাণাং শুক্রঃ শুদ্ধো দেদীপ্যমানোঽজস্রঃ অনুপক্ষীণ ইব দেবেষু মধ্যে ভানুঃ দীপ্তিঃ রোচতে প্রকাশতে ইৎ এবার্থঃ ॥'

রুদ্রগণ সূক্ষ্মসিকতালোহকিট্ট ও পাষাণচূর্ণ মিলাইয়া পিণ্ডাকারে পার্থিব পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া বৃহজ্জ্যোতি প্রাপ্ত হইলেন। তৎফলে রুদ্রগণের দেদীপ্যমান দীপ্তি দেবগণের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পিণ্ডাকার পার্থিব জগৎ গোল এবং স্থূলভূত এই লোহকীট্ট পাষাণচূর্ণাদি পদার্থ পাঞ্চভৌতিক বিকৃতিমাত্র, গন্ধতন্মাত্রে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর উৎপাদক হইয়াছিল। শতপথব্রাহ্মণের "ইয়ং বৈ পৃথিবী ভূতস্য প্রথমজা" (শত° ব্রা° ১৪৷১৷২৷১০) প্রভৃতি প্রয়োগে পৃথিবীর ভূতোৎপত্তির কথা প্রকটিত হইতেছে।

ভগবান্ মনু জগতের উৎপত্তি ও সৃষ্টি সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও কোন মতপার্থক্য লক্ষিত হয় না। তন্মতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসার এককালে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন ছিল, তদবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত বা লক্ষণদ্বারা অনুভূত হইবার নহে, তৎকালে ইহা জ্ঞান ও তর্কের অতীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে নিদ্রিত ছিল। পরে স্বয়ম্ভু ভগবান্ মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া, এই বিশ্বসংসারকে প্রকটিত করিলেন এবং ক্রমে তিনিই সেই তমোবস্থার ধ্বংসরূপে ব্যক্ত হইয়াছিলেন। মনোমাত্রগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম অব্যক্ত সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষই শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হন। বিবিধ প্রজাসৃষ্টিমানসে তিনি নিজ শরীর হইতে ধ্যানযোগে প্রথমে জল সৃষ্টি করেন। পরে ঐ জলে নিজ শক্তিবীজ মিলাইয়া সুবর্ণবর্ণোপম সূর্য্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট একটী অণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তদনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মরূপে তিনি স্বয়ং ঐ অণ্ড মধ্যে জন্ম লইলেন। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে প্রসূত বলিয়া অপত্যপ্রত্যয়ে জলকে নারা এবং নারা ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার প্রথম আশ্রয়ভূত হওয়ায় ব্রহ্মের নারায়ণ নাম হইয়াছে। তিনি আদিকারণ, অব্যক্ত, নিত্য ও সদসদাত্মক, তৎকর্ত্তৃক উৎপাদিত ঐ প্রথম পুরুষকেও লোকে ব্রহ্মা বলে। ভগবান্ ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মমানের সংবৎসরকাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

* মহর্ষি বাদরায়ণ জগৎকারণকেই ব্রহ্মলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"জগৎকারণত্বং ব্রহ্মলক্ষণং, অতএব ব্রহ্মমীমাংসায়াং অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রান্তরং ব্রহ্মলক্ষণকথনায় জন্মাদ্যস্য যত ইতি দ্বিতীয়সূত্রং ভগবান্ বাদরায়ণঃ প্রণিনায় অস্য জগতো যতোজন্মাদি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়মিতি সূত্রার্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাস্য তদ্‌ব্রহ্মেতি সর্ব্ব প্রাধান্যেন জগদুৎপত্তিস্থিতিলয় নিমিত্তোপাদানব্রহ্ম প্রতিপাদনম্।" (মনুটীকায় কুলূক)।

ইহার উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি, মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক্ ও শাশ্বত সমুদ্র সকল সৃষ্ট হইল। আত্মানুভব হইতে ব্রহ্মা মনের উদ্ধার করেন। মনস্ফুরণের পূর্ব্বে মহত্তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছিল। অতঃপর বিষয়গ্রহণাক্ষম ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি। অনন্তকার্য্যক্ষম অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রে আত্ম-যোজনায় দেবমনুষ্যাদি জীবের উদ্ভব। মূর্ত্তিসম্পাদক এই ছয়টী সূক্ষ্মতম অবয়ব পঞ্চভূতাদিকে আশ্রয় করে বলিয়া সেই আশ্রয়স্থান শরীর নামে উক্ত হইয়া থাকে। আকাশাদি মহাভূত সকলও শরীরকে আশ্রয় করে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী দৈবশক্তির সূক্ষ্মমাত্রা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—অবিনাশীকারণ হইতে এইরূপ অস্থির কার্য্য সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশাদি ভূত সকলের মধ্যে প্রথম ভিন্ন প্রত্যেকে স্ব স্ব গুণাতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বের গুণ গ্রহণ করে। আকাশের গুণ শব্দ; বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নির শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগুণ। অতঃপর সূক্ষ্মপঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূলতর দৃশ্যমান পদার্থাদির উদ্ভব। সেই পরমদেব (ব্রহ্ম) যখন জাগরিত থাকেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তৎকালে চেষ্টিত থাকে। সেই শান্তাত্মা সুষুপ্তি লাভ করিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নিমীলিত হইয়া যায় এবং বিশ্বসংসারে মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। ব্রহ্মরাত্রের অবসানে প্রসুপ্তাবস্থা হইতে উত্থিত ও প্রতিবুদ্ধ হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মদেব সৃষ্টিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টিকামনায় প্রেরিত মন বা মহত্তত্ত্ব হইতে প্রথমে শব্দগুণবিশিষ্ট আকাশের উৎপত্তি ও আকাশের বিকৃতি হইতে বলবান্ সর্ব্বগন্ধবহ স্পর্শগুণাত্মক পবিত্র বায়ু উৎপন্ন হইল। বায়ুর বিকৃতি হইতে তমোনাশক ও সকল বস্তুর প্রকাশক দীপ্তিমান্ তেজঃ (রূপ) সমুদ্ভূত হইলেন। তেজঃ বিকৃত হইয়াই জলে (রসে) পরিণত হইল, পরে কালক্রমে জল হইতেই গন্ধগুণসম্পন্না পৃথিবীর উৎপত্তি হয়। মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রথমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি এইরূপে গোচরীভূত হইয়া থাকে। এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য মন্বন্তর এবং লক্ষ লক্ষবার বিশ্বের সৃষ্টি ও লয় হইয়াছে। (মনু ১৫৮০ শ্লোক)

ব্রহ্মাণ্ডাদি বিভিন্ন পুরাণেও নিখিল বিশ্বের তমোময়ত্ব ও অনাদি অনন্তপরিব্যাপ্তত্ব কল্পিত হইয়াছে। এই তমোময় বিশ্বে গুণসাম্য উপস্থিত হওয়ায় ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত-প্রধান-প্রকৃতির সৃষ্টিকাল আরম্ভ হইল এবং সর্ব্বপ্রথমেই সূক্ষ্ম ও মহদ্‌গুণসংযুক্ত অব্যক্ত সমাবৃত মহত্তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হইল। সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত সেই মহত্তত্ত্বকেই সত্ত্বগুণপ্রকাশক মন কহে। এই মনই কারণ নামে অভিহিত। সত্ত্ববিদ্‌গণ মহত্তত্ত্বকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় তাঁহার বৃত্তি, লোকতত্ত্বার্থের হেতুস্বরূপ ধর্ম্মাদি তাঁহার রূপ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তাঁহার গুণ। মহত্তত্ত্ব গুণত্রয়বিশিষ্ট হইলেও রজোগুণের আধিক্যবশতঃ তাহা হইতে মহৎপরিবৃত ও ভূতাদি-বিকৃত অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়। অহঙ্কারে তমোগুণের আধিক্য থাকায়, তমোগুণাক্রান্ত ভূতসমূহের আদিকারণস্বরূপ ভূততন্মাত্র উৎপত্তি লাভ করে। ঐ ভূততন্মাত্র হইতে শব্দতন্মাত্র ও সচ্ছিদ্র আকাশের উৎপত্তি। বিকারজনক ভূতাদি হইতে শব্দতন্মাত্র ভূতাদি কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার আবরিত হওয়ায় তাহা হইতে স্পর্শতন্মাত্র ও স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু উৎপন্ন হইল। শব্দতন্মাত্র ও আকাশের আবরণে স্পর্শতন্মাত্র হইতে রূপতন্মাত্র ও তেজের উৎপত্তি হয়। রূপতন্মাত্রের আবরণে রসতন্মাত্র ও জল, রসতন্মাত্রের আবরণে গন্ধতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র রসতন্মাত্র কর্ত্তৃক আবরিত হইলে গন্ধগুণযুক্ত ক্ষিতির আবির্ভাব হইয়াছিল *। এইরূপে গন্ধতন্মাত্র শব্দস্পর্শ, রূপ ও রস কর্ত্তৃক সমাবিষ্ট হওয়ায় শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এই পঞ্চগুণ পৃথিবীর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র স্থূলভূতেরই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ভূতসমূহ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় গুণযুক্ত বলিয়া বিশেষ নামে পরিচিত। ইহারা পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পরস্পরের ধারণকর্ত্তা হইয়া থাকে। লোকালোকাচল-পরিবৃত এই পরিদৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থই ভূমির অন্তর্ভূত। মহদাদি বিশেষান্ত সপ্ত পদার্থ পরস্পরে সংমিশ্রিত হইয়া পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রাপ্ত হয়, সেই অব্যক্তের অনুগ্রহে অণ্ডের উৎপত্তি হয়। বিশেষ পদার্থসমূহ হইতে প্রাদুর্ভূত অণ্ড ব্রহ্মকার্য্য-কলাপের কারণস্বরূপ। সেই প্রাকৃত অণ্ড বিবুদ্ধ হইলেই ভূতসমূহের আদিকর্ত্তা প্রথমশরীরী হিরণ্যগর্ভ ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীবাত্মাসমূহের সৃষ্টি করেন। স্বর্ণময় সুমেরুপর্ব্বতই হিরণ্য-গর্ভের গর্ভ, সমুদ্র তাঁহার গর্ভোদক ও পর্ব্বতগণ তাঁহার জরায়ু। সপ্তসমুদ্র, সুমহৎ পর্ব্বতসমূহ ও শতসহস্রনদীপরি-বেষ্টিত-সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, চরাচর সমুদায় বিশ্ব এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় লোকালোকসমূহ এই অণ্ডেরই অন্তর্ভূত। অণ্ডের বহির্ভাগও দশগুণ জলদ্বারা পরিবেষ্টিত, তদুপরে দশগুণ তেজ, তেজোপরি দশগুণ বায়ু, বায়ু দশ গুণ আকাশ দ্বারা ও আকাশ ভূতগণ দ্বারা আচ্ছাদিত।

ভূতগণ মহৎপরিবৃত এবং মহান্ অব্যক্তের দ্বারা আবৃত; এইরূপে অষ্ট প্রকৃতিই পরস্পর পরস্পরের আবরণ হইয়া অণ্ডের আবরক হইয়াছে। বিকারিসমূহে বিকারের আধারাধেয়ভাবে

---

* সাংখ্যকার কপিলও এই মতের প্রচার করিয়াছেন—
"তত্র পৃথিবী ধারণভাবেন প্রবর্ত্তমানা চতুর্ণামুপকারং করোতি।
শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধবতী পঞ্চগুণা পৃথিবী।" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ° ১৫।১৬)

অষ্ট প্রকৃতিই পরস্পর পরস্পরের সৃষ্টি ও প্রলয়কালে লয় করিয়া থাকে। (ব্রহ্মাণ্ডপুং প্রক্রিয়াপাদ, ৪র্থ অঃ। ২৩-৮০ শ্লোঃ)

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শাস্ত্রকার মনু ও পুরাণকারগণ বৈজ্ঞানিক সত্যের পূর্ণাভাস পাইয়াছিলেন। হয় তাঁহারা যোগবলে এই সমস্ত সত্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, না হয় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাপ্রসূত এই সমস্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট ঈশ্বর বা স্রষ্টার একত্বকল্পনা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাই এই সত্যসমূহের মূল ঈশ্বরে সকলই আরোপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভূবিদ্‌গণ জগৎসৃষ্টির আদিতে যে তমোময়ত্ব কল্পনা করিয়াছেন, আমাদের প্রাচীনতম আর্য্য ঋষিগণও সেই কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরশক্তির বিকাশে ভূততন্মাত্র হইতে আকাশাদির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের (Ether) বা বাষ্প।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যখন বাষ্পকেই জগদুৎপত্তির মূলীভূতকারণ ধরিয়া লইলেন, তখন আকাশোৎপত্তির ক্রিয়া কোথা হইতে হইল? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহত্তত্ত্ব সত্ত্বরজঃ প্রভৃতি গুণত্রয় অহঙ্কার ও ভূততন্মাত্র[১] কোন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কল্পনার ফল। যাহাদের সহযোগে আকাশের উৎপত্তি। পরে আকাশাদির বিকৃতি হইতে বায়বাদি রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে, সমগ্র সৌরজগৎও পৃথিবী, আর এই মানবাকাশই পার্থিব পৃথিবী। আকাশমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্ক গ্রহগণ পরস্পর পৃথক্ ও বক্রভাবে ভ্রমণ করে। সূর্য্যগ্রহ হইতে সমুদায় নক্ষত্রমণ্ডলের উদ্ভব, বায়ুযুক্ত কিরণজালে জগতের জলাকর্ষণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নকালে রশ্মিদ্বয়ের হ্রাসবৃদ্ধি, সুষুম্না নামক রশ্মিতে প্রতিদিন চন্দ্রালোকবর্দ্ধন প্রভৃতি অনেক কথার ঐক্য আছে, কিন্তু প্রভেদ এই, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর ভ্রমণশীলতা ও সূর্য্যের স্থায়িত্ব কল্পনা করিয়াছেন। ভাস্করচার্য্য প্রভৃতি একথা সমর্থন করিলেও লল্লাচার্য্য, ব্রহ্মগুপ্ত ও পুরাণকারগণ সূর্য্যের ভ্রমণত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার গ্রহগণকে বায়ুনির্ম্মিত অদৃশ্য রশ্মিদ্বারা ধ্রুবনক্ষত্রে নিবদ্ধ ও যথানির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রাম্যমাণ দেখাইয়াছেন এবং ধ্রুবপরিবেষ্টিত সূর্য্যও যে ভ্রমণশীল তাহাও লিখিয়াছেন।[২]

পৌরাণিক কল্পিত মত।

এই পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—'ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলিলেন, মহর্ষে! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "এই পৃথিবী মধু-কৈটভের মেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" কিন্তু সেই বিরুদ্ধমত তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে যখন সেই দুর্দ্ধর্ষ মধুকৈটভ অসুরদ্বয় বিষ্ণুর সহিত বহুসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার অদ্ভুতবীর্য্য ও যুদ্ধ দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছিল, তখন তাহারা বলিল, আচ্ছা আমরা মরিতে স্বীকৃত আছি, কিন্তু যেখানে পৃথিবী জলমগ্ন নয়, সেই স্থানেই আমাদিগকে বধ করুন্। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় পৃথিবী স্বয়ংই আসিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষে ব্যক্ত হইলেন। অতঃপর সেই অসুরদ্বয়ের বিনাশে তাহাদের শরীরজাত মেদোরাশি উৎপন্ন হইল। এই ঘটনায় যাঁহারা পৃথিবীর 'মেদিনী' এই নাম দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত এই যে, পূর্ব্বে পৃথিবী জল-প্রবাহে বিধৌত হওয়ায় কৃশ হইয়াছিলেন, পরে অসুরদ্বয়ের মেদোরাশিযোগে পরিপুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাকালে পুষ্করতীর্থে থাকিয়া আমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের নিকট সর্ব্ববাদি-সম্মত যে বিবরণ শুনিয়াছি, তাহাও তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। বহু পূর্ব্বকালে চিরজল-মগ্ন মহাবিরাট্ পুরুষের শরীরে অনেক দিন ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গসঙ্গী মল জন্মিয়াছিল। কালক্রমে সেই মল তাঁহার প্রত্যেক রোম-কূপ মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহা হইতে পৃথিবীর জন্ম হয়। হে মুনে! পৃথিবী তাঁহার প্রত্যেক রোম-কূপ মধ্যে স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া পরে বারংবার জলের উপর আবির্ভূত হইতে লাগিলেন এবং কোন সময় বা জলমধ্যে তিরোভূত হইতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথ্বী সৃষ্টিকালে আবির্ভূত, স্থিতিকালে জলোপরি স্থিত, এবং প্রলয়কালে জলমধ্যগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বসুধা প্রত্যেক বিশ্বমধ্যে অবস্থান করিয়া শৈল, বন, সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, হিমালয়, মেরু, গ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমুদায়ে পরিবৃত হইলেন। পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি করিয়া সমস্ত সুরলোক, সমুদায় পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য ভারতে শোভিত হইলেন। পৃথিবীর অধোভাগে সপ্তপাতাল ও ঊর্দ্ধভাগে ব্রহ্মলোক অবস্থান করিতে লাগিল। এই প্রকারে পৃথিবীতে সমগ্র বিশ্ব নির্ম্মিত হইল। এই বিশ্বের সর্ব্বোচ্চভাগে গোলোক ও বৈকুণ্ঠধাম অবস্থিত। এই দুইটী ধাম নিত্য, ইহার কোন সময়ে ধ্বংস নাই। এতদ্ভিন্ন অন্য সমগ্র বিশ্বই কৃত্রিম ও নশ্বর। হে ব্রহ্মন্! প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হইলে যখন ব্রহ্মারও বিলয় হয়, তখন সৃষ্টিপ্রারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু আত্মদ্বারা মহাবিরাট্ পুরুষকে সৃষ্টি করেন। ঐ প্রলয় সময়ে ক্ষিত্যধিষ্ঠাত্রী দেবীও দিক্, আকাশ ও ঈশ্বর এই তিন নিত্য পদার্থের সহিত অবস্থান করেন। ইনি বরাহকল্পে সুর, মুনি, বিপ্র ও গন্ধর্ব্ব

(১) স্বীকার্য্য যে, এই সকল শব্দ অবশ্যই কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে; ইহার অর্থও ঐরূপ স্বতন্ত্রভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে (৫।৮৫।১) পৃথিবীই সূর্য্যের আস্তরণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ ৫৪-৫৭ অধ্যায়।

প্রভৃতি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পরে বরাহরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রুতি-সম্মতা পত্নী হন্। ইহার পুত্র মঙ্গল ও পৌত্র ঘণ্টেশ ইত্যাদি।*

বসুধা কহিলেন—হে ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে বরাহরূপ ধারণ করিয়া লীলাক্রমেই এই স-চরাচর বিশ্বমণ্ডল সমগ্র ধারণ করিব। কিন্তু মুক্তা, শুক্তি, হরির অর্চ্চনা, শিবলিঙ্গ, শিলা, শঙ্খ, প্রদীপ, মন্ত্র, মাণিক্য, হীরক, মণি, জপমালা, যজ্ঞসূত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, পুষ্পমালা, কর্পূর, সুবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন ও শালগ্রাম-জল এই সমস্ত বস্তু আমি ধারণ করিতে পারিব না। কেন না, উক্ত দ্রব্যসমূহ বিনা-আধারে আমার উপর রাখিলে আমার বড়ই ক্লেশ হইয়া থাকে। ভগবান্ কহিলেন, হে সুন্দরি! যে মূঢ় ব্যক্তিরা তোমার উপর এই সকল দ্রব্য বিনা আধারে রক্ষা করিবে, তাহারা দিব্য-পরিমিত শতবর্ষ পর্য্যন্ত কালসূত্র নরকে বাস করিবে।

এই পৃথিবীর পূজা, মন্ত্র, ধ্যান, দান, স্তব ও খনন প্রভৃতির বিধিনিষেধ-বিবরণ বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না। [ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে পৃথিব্যুপাখ্যান দ্রষ্টব্য।]

উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে, মন্ত্র, মঙ্গলকুম্ভ, শিবলিঙ্গ, কুঙ্কুম, মধুকাষ্ঠ, চন্দন, কস্তূরী, তীর্থমৃত্তিকা, খড়্গ, গণ্ডকখড়্গ, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীল, সূর্য্যকান্তমণি, রুদ্রাক্ষ, কুশমূল, নির্ম্মাল্য ও হরিদ্বর্ণ মণি প্রভৃতি পৃথিবীর উপর রাখিতে নাই। এই সকল দ্রব্য পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। যাহারা কৃষ্ণভক্তিহীন ও কৃষ্ণভক্তদিগকে নিন্দা করে, যাহারা স্বীয় ধর্ম্মাচারহীন ও নিত্যক্রিয়া করে না, যাহাদের বেদবাক্যে শ্রদ্ধা নাই, যাহারা পিতা, মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র, ও পোষ্য-পরিজনদিগের প্রতিপালন করে না, যাহারা মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুর, এবং যে সকল লোক গুরু-নিন্দক, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, মিথ্যাসাক্ষিদাতা, বিশ্বাসঘাতী, ন্যাসহর, হরিনামবিক্রয়ী, জীবঘাতী, গুরুদ্রোহী, গ্রামযাজী, লোভী, শবদাহী ও শূদ্রগৃহভোজী হয়, পৃথিবী তাহাদের ভারে পীড়িত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন যাহারা পূজা, যজ্ঞ, উপবাস, ব্রত ও নিয়ম ইহার কিছুই করে না, এবং সর্ব্বদা গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও বৈষ্ণবদিগের দ্বেষ করে এবং যাহাদের মুখে হরিকথা বা অন্তরে হরিভক্তি নাই, তাহারা পাপিষ্ঠ। পৃথিবী তাহাদের ভারে ক্লান্ত হইয়া থাকেন। (ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪ অঃ)

এই পৃথিবীতে গ্রামশস্যাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমাংশে পৃথুচরিতে লিখিত আছে,—পৃথিবীপতি সম্রাট্ পৃথুর রাজত্ব প্রারম্ভে প্রজাগণ দুর্ভিক্ষাদি নানা ক্লেশে পীড়িত হইয়া রাজার নিকট গিয়া নিবেদন করিল, রাজন্! ধরিত্রী, অরাজক অবস্থায় সকল ওষধি গ্রাস করিয়াছেন; সুতরাং অন্নাভাবে সমগ্র প্রজা দিন দিন ক্ষয় পাইতেছে, এরূপ অবস্থায় বিধাতা আপনাকেই আমাদের প্রতিপালক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, অতএব হে প্রজানাথ! আমরা আপনার প্রজা, যাহাতে আমাদের জীবনরক্ষা হয়, তাদৃশ জীবনৌষধি আমাদিগকে প্রদান করুন। রাজা পৃথু প্রজাগণের

* "শ্রূয়তাং বসুধাজন্ম সর্ব্বমঙ্গলকারণম্।
বিঘ্ননিঘ্নকরং পাপনাশনং পুণ্যবর্দ্ধনম্॥
অহো কেচিদ্বদন্তীতি মধুকৈটভমেদসা।
বভূব বসুধাজন্ম তদ্বিরুদ্ধমতং শৃণু॥
উচতুস্তৌ পুরা বিষ্ণুং তুষ্টৌ যুদ্ধেন তেজসা।
আবাং বধ ন যত্রোর্ব্বী পাথসা সংবৃতেতি চ॥
তয়োর্জীবনকালেন প্রত্যক্ষা সাভবৎ স্ফুটম্।
ততো বভূব মেদশ্চ মরণস্যান্তরস্তয়োঃ॥
মেদিনীতি চ বিখ্যাতেত্যুক্তা যৈস্তন্মতং শৃণু।
জলধৌতা কৃশা পূর্ব্বং বৰ্দ্ধিতা মেদসা যতঃ॥
কথয়ামি চ তজ্জন্ম সার্থকং সর্ব্বসম্মতম্।
পুরা শ্রুতং যৎ শ্রুত্যুক্তং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ পুষ্করে॥
মহাবিরাট্শরীরস্য জলস্থস্য চিরং স্ফুটম্।
মলো বভূব কালেন সর্ব্বাঙ্গব্যাপকো ধ্রুবম্॥
স চ প্রবিষ্টঃ সর্ব্বেষাং তল্লোম্নাং বিবরেষু চ।
কালেন মহতা তস্মাদ্বভূব বসুধা মুনে॥
প্রত্যেকং প্রতিলোমাঙ্ক কূপেষু সা স্থিরা স্থিতা।
আবির্ভূতা তিরোভূতা সা জলে চ পুনঃ পুনঃ॥
আবির্ভূতা সৃষ্টিকালে তজ্জলোপর্য্যবস্থিতা।
প্রলয়ে চ তিরোভূতা জলাভ্যন্তরবস্থিতা॥
প্রতিবিশ্বেষু বসুধা শৈলকাননসংযুতা।
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপমিতা সতী॥
হিমাদ্রিমেরুসংযুক্তা গ্রহচন্দ্রার্কসংযুতা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ সুরলোকৈস্তদালয়ে॥
পুণ্যতীর্থসমাযুক্তা পুণ্যভারতসংযুতা।
পাতালসপ্ত তদধস্তদূর্দ্ধে ব্রহ্মলোককঃ॥
এবং সর্ব্বাণি বিশ্বানি পৃথিব্যাং নির্ম্মিতানি চ।
উর্দ্ধে গোলোকবৈকুণ্ঠৌ নিত্যৌ বিশ্বপরৌ চ তৌ॥
নশ্বরাণি চ বিশ্বানি সর্ব্বাণি কৃত্রিমাণি চ।
প্রলয়ে প্রাকৃতে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণশ্চ নিপাতনে॥
মহাবিরাড়াদিসৃষ্টৌ সৃষ্টঃ কৃষ্ণেণ চাত্মনা॥ (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৭ অঃ)
নিত্যোঃ স্থিতা চ প্রলয়ে কাষ্ঠাকাশেশ্বরৈঃ সহ॥
ক্ষিত্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা বারাহে পূজিতা সুরৈঃ।
মুনিভির্ম্মনুভির্বিপ্রৈর্গন্ধর্ব্বাদিভিরেব চ॥
বিষ্ণোর্বরাহরূপস্য পত্নী সা শ্রুতিসম্মতা।
তৎপুত্রো মঙ্গলো জ্ঞেয়ো ঘণ্টেশো মঙ্গলাত্মজঃ॥

কাতরোক্তি শুনিয়া বসুন্ধরার প্রতি কুপিত হইলেন এবং ধনুর্ব্বাণ-হস্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। এদিকে বসুন্ধরাও পৃথুরাজকে তদবস্থায় আসিতে দেখিয়া, ভয়ে গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও গিয়া সুস্থ হইতে পারিলেন না। তিনি যে যে স্থানে গমন করিলেন, সেই সেই স্থলেই পৃথুরাজকে শরাসনহস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বসুধাদেবী পৃথুরাজকে কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু স্ত্রীহত্যা করা মহাপাপ, ইহা কি আপনি বিবেচনা করিতেছেন না। রাজা কহিলেন, যদি একজন দুষ্ট ব্যক্তিকে বিনাশ করিলে বহুলোকের জীবনরক্ষা হয়, তবে সেরূপ হিংসায় তো পাপ হইবে না, বরং তাহাতে আমার পুণ্যই হইবে। বসুধা কহিলেন, হে প্রজানাথ! আপনি প্রজাগণের উপকারের জন্য যদি আমাকে বিনাশ করেন, তবে বলুন দেখি, আপনার প্রজাদিগের বাসস্থান কোথায় হইবে? রাজা কহিলেন, হে বসুধে! তুমি আমার শাসন গ্রাহ্য কর নাই, এজন্য তোমাকে বিনাশ করিয়া আমি স্বীয় যোগবলে প্রজাগণকে ধারণ করিব। রাজা এইরূপ বলিলে, পৃথিবী ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি আপনাকে জীর্ণ ওষধি সকল আবার দান করিতেছি; কিন্তু আপনি আমাকে একটী বৎস দান করুন ও সর্ব্বত্র সমতল করিয়া দিউন, তাহা হইলেই আমার ক্ষীর ক্ষরিত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত হইবে। পৃথুরাজ পৃথিবীর অনুরোধে ধনুষ্কোটিদ্বারা বহুসংখ্যক পর্ব্বত সরাইয়া দিলেন এবং নতোন্নত ভূ-ভাগ সকল সমতল করাইয়া পৃথিবী যাহাতে প্রচুর শস্য উৎপাদন করিতে পারে, তাহা করিলেন। মহারাজ পৃথুর রাজত্বকাল হইতেই এই পৃথিবী নগর গ্রাম ও প্রশস্ত বণিকপথ প্রভৃতিতে বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষি, গোরক্ষা ও শস্যাদি সেই সময় হইতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে আর ঐরূপ ছিল না। পৃথুরাজ প্রজাগণের হিতাভিলাষে স্বায়ম্ভুব মনুকে বৎস কল্পনা করিয়া স্বীয় হস্তে এই পৃথিবী হইতে শস্যাদি দোহন করিয়াছিলেন, এজন্য ভূমির পৃথিবী এই নাম হয়।

নৈয়ায়িকদিগের মত।

ন্যায়মতে এই পৃথিবী গুরু ও রসযুক্ত। ইহাতে রূপ, নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ও প্রত্যক্ষযোগিতা বিদ্যমান আছে। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ, এই চতুর্দ্দশটী ইহার গুণ। গন্ধ দুইপ্রকার,—সৌরভ ও অসৌরভ, এই দ্বিবিধ গন্ধেরই হেতু পৃথিবী, অর্থাৎ যেখানে গন্ধ আছে তথায় ক্ষিত্যংশ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। এই পৃথিবীতে নানাপ্রকার রূপ ও ষড়বিধ রস বিদ্যমান। ইহার স্পর্শ—অনুষ্ণ, অশীত ও পাকজ।

পৃথিবী দুইপ্রকার, নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী নিত্য এবং অবয়বশালিনী পৃথিবী অনিত্য। এই সাবয়ব-পৃথিবী দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিনপ্রকার। তন্মধ্যে যোনিজাদি দেহরূপা, ঘ্রাণরূপা ইন্দ্রিয়াত্মিকা ও দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত পৃথিবী বিষয়াত্মিকা বলিয়া অভিহিত।*

পাশ্চাত্য বা আধুনিকমতে ভূতত্ত্ব।

নদনদীগিরিমালা পরিব্যাপ্ত আসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ ভূমিখণ্ড—যাহাতে আমরা (মনুষ্যমাত্রেই) বাস করিতেছি, যাহার উৎপন্নজাত দ্রব্যে আমরা উদরপূর্ত্তি করিতেছি, সেই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলাভূখণ্ডই পৃথিবী। দিগ্বলয়-(দৃষ্টিব্যাপিকা Horizon) পরিবেষ্টিত বন উপবন প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনে আমরা বিমোহিত হই, দৈত্যদানব মানব ও পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির বিচরণভূমিই ভূমণ্ডল। বায়ু ও বাষ্প যেরূপ জগতের অঙ্গাধীন, সূর্য্যালোকও তদ্রূপ জীবের প্রাণদায়ী। এই কারণ সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূচিত হইয়াছে। বিশেষ আলোচনা ও অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর উৎপত্তিকাল হইতে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন জীব জগৎস্রষ্টার অপার করুণায় এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশমান হইয়াছিল। পৌরাণিকী কল্পনায় আদি (সত্য) যুগে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের আবির্ভাব কল্পিত হইয়াছে এবং তৎপ্রসঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর জীবদেহাদির বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত প্রস্তরীভূত অস্থিদেহের অবস্থান হইতে তত্তৎ যুগীয় মৃত্তিকাস্তরের প্রাচীনতা

* "রূপদ্রবত্বপ্রত্যক্ষযোনিঃ স্যাৎ প্রথমত্রিকম্।
গুরুণী দ্বে রসবতী দ্বয়োর্নৈমিত্তিকো দ্রবঃ॥
স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ দ্রবত্বঞ্চ গুরুত্বকম্।
রূপং রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ॥
স্নেহহীনা গন্ধযুতা ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশ।
তত্র ক্ষিতির্গন্ধহেতুর্নানারূপবতী মতা॥
ষড়্বিধস্তু রসস্তত্র গন্ধোঽপি দ্বিবিধো মতঃ।
স্পর্শস্তু তস্যা বিজ্ঞেয়ো হ্যনুষ্ণাশীতপাকজঃ॥
নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥
সা চ ত্রিধা ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং বিষয়স্তথা।
যোনিজাদির্ভবেদ্দেহমিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণং।
বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

স্বীকার করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় অদ্ভুতাকার বৃহদায়তন বহুতর জীব জগতে বিচরণ করিয়াছিল।*

পাশ্চাত্য মতে পৃথিবীর উৎপত্তি।

সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাঁহার জ্যোতিঃবিস্ফারিত আলোকরাশি না পাইলে আমরা কখনই দেখিতে পাইতাম না এবং সমুদয় জাগতিক পদার্থ চিরপ্রাণতা লাভ করিতে পারিত না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই পালয়িত্রী ধরিত্রী ও সর্ব্বপ্রাণদায়ী সূর্য্য কোথা হইতে আসিল? এই বাক্য কয়টী স্বল্প বুদ্ধিতে অনুধাবন করিতেও আমাদের কৌতূহল বৃদ্ধি হয় এবং আমরা এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি জানিবার জন্য স্বতঃই আগ্রহপ্রকাশ করি।

পৃথিবী আমাদের বাসস্থান, এই জন্যই পৃথিবীতত্ব জানিতে আমরা এত ব্যাকুল; কিন্তু সৌরজগতের প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের সহিত প্রত্যেকের এমনি বিশেষ সম্বন্ধ যে একটার উৎপত্তি জানিতে হইলে অপরগুলিরও সেই সঙ্গে জানিতে হয়। কোন কোন জাতির প্রাচান কিম্বদন্তীতে সৃষ্টিসম্পর্কীয় যে কথা সন্নিবেশিত আছে, তাহা কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অগ্রাহ্য, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনা দ্বারা এতদ্বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক জগতে পরিগৃহীত ও সাধারণের অনুমোদিত।

সৌরজগৎ একটী বৃক্ষ, সূর্য্য তাহার কাণ্ড এবং গ্রহ উপগ্রহাদি তাহার শাখা প্রশাখা মাত্র। জর্ম্মণ দার্শনিক কাণ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করেন, যে, গ্রহ ও উপগ্রহাদির* আকাশমার্গে একই সমতলপথে সূর্য্যকে বেষ্টনপূর্ব্বক চক্রাকারে ভ্রমণ, কখনই দৈব-সমাশ্রিত হইতে পারে না, বরং কোন সাধারণ নিয়ম-বলে এই সমস্ত সৌরজগৎ একই পথে প্রধাবিত হইতেছে। কোন পদার্থদ্বারা জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে সমসূত্রে চলিতে পারিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইথারময় (Ether) আকাশে গ্রহগণ পরস্পরে অসংযুক্ত থাকিয়া ঘুরিতেছে। ইথারের ন্যায় এরূপ সূক্ষ্মতর পদার্থে সংলিপ্ত থাকিয়া গ্রহাদির এরূপ গতি কেন হয়? কাণ্টের মতে, প্রথমে সৌরজগৎ আবর্ত্তমান বিশৃঙ্খল বাষ্পময় পদার্থরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। কোন কোন স্থানে বাষ্পঘন থাকায় মাধ্যাকর্ষণবলে বাষ্প-জগতের লঘু অংশগুলি ঘন স্থানের বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া এক একটী গোলকে পরিণত হইয়াছে।

হর্শেল (Sir William Herschel) দূরবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে আকাশে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পখণ্ড দেখিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রদীপ্ত নীহারিকা রাশির অবস্থান্তর হইতেই জগতের অভিব্যক্তি এবং আকাশে এখনও যে সকল নীহারিকা বিদ্যমান আছে কালক্রমে উহাও এক একটী জ্যোতিষ্কে পরিণত হইবে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পরীক্ষা দ্বারা উক্তমত সমর্থন করিয়াছেন। লাপ্লাস্ (Laplace) সৌরজগতের গতিসামঞ্জস্য নিরীক্ষণ করিয়া যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বমতসাপেক্ষ। তাঁহার মতে আকাশে এখন যে গ্রহ উপগ্রহ বিরাজিত আছে, তাহা এক সময় (সৌরজগতের আদিম অবস্থায়) বিশাল গোলাকার জলন্ত বাষ্পরাশিতে ব্যাপ্ত ছিল। ক্রমে সেই বাষ্পরাশি একটী আবর্ত্তনশলাকা অবলম্বন করিয়া নিজের চারিদিকে ঘুরিত। এইরূপ উত্তপ্ত

---

* য়ুরোপীয় ভূতত্ববিদ্‌গণ পৃথিবী-জীবনের ইতিহাসকে চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম, আর্কিয়ান্ ইরা (Archæan Era) বা যুগে Laurentian Period ও Huronian Period নামে দুইটী পূর্ব্বতন প্রারম্ভবিভাগের উল্লেখ আছে। ২য়, পেলিওজোইক্ ইরা (Paleozoic Era) বা যুগে (Silurian, Devonian, Carboniferous) বিভাগে যথাক্রমে কশেরুকাস্থিবিহীন জীব, মৎস্য ও বৃক্ষলতা শম্বূকাদির উদ্ভব দেখা যায়। ৩য়, মেসোজইক্ (Mesozoic Era) যুগের (Triassic, Jurassic Cretaccous) কালে একমাত্র সরীসৃপের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ৪র্থ, সিনোজইক্ (Cenozoic Era) যুগের Tertiary ও Quaternary বিভাগে স্থূলচর্ম্মা স্তন্যপায়ী জীব ও মানবজাতির উৎপত্তি হয়। অতঃপর Post Tertiary প্রভৃতি যুগান্তরেরও উল্লেখ দেখা যায়! ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের পূর্ব্বে পৃথিবীর অস্তিত্ব আমরাও স্বীকার করি। সত্যযুগ হইতে হিন্দুজাতির বর্ত্তমান পৃথিবী। মৎস্যযুগ হইতেই যখন পৃথিবীর জীবেতিহাসের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তখন উহাকে প্রথম ধরিয়া পরবর্ত্তী যুগের কল্পনা করা গেল। ১ম, (Age of Fishes) ২য়—সরীসৃপযুগ (Age of Reptiles) ৩য়—স্তন্যপায়ীযুগ (Age of Mammals) ও ৪র্থ—মনুষ্যযুগ (Age of Man); পুরাণাখ্যানে জীবশূন্য অপার জলধিজলে মৎস্যই জগতের প্রথম জীব। ক্রমে কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির অধিষ্ঠান হইয়াছে। পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই যখন সৃষ্টি, তখন তিনিই যেন ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এরূপ রূপক-কল্পনা নিতান্ত অন্যায় বোধ হয় না! পুরাণে দ্বিতীয়যুগে যেরূপ প্রকাণ্ডশরীর ও অদ্ভুদায়তন কূর্ম্মের অবতারণা করা হইয়াছে, তদ্রূপই দ্বিতীয় যুগস্তরপ্রাপ্ত 'প্লিসিওসোরস্, ইকৃথিয়সোরস্' প্রভৃতি প্রকাণ্ডদেহী সরীসৃপের আমরা নিদর্শন পাই। অতঃপর স্থূলচর্ম্মা স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তুগণের আবির্ভাবকাল। হয়ত তৃতীয়যুগে ভারতবর্ষে বরাহেরই প্রাধান্য ছিল এবং সময়গুণে সংখ্যার আধিক্য সহকারেও প্রকাণ্ড হইত। সর্ব্বশেষে মনুষ্যযুগ—মনুষ্য প্রথমজন্মকালে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টাকার ছিল, মহামতি ডারুইন্ এতদ্বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাই আমাদের দেশে বামনরূপী মানবের পূর্ব্বে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ হইয়া থাকিবেক। এ অনুমান সত্য বলিয়া সাধারণে গৃহীত না হইলেও পৌরাণিক উপাখ্যান মধ্যে রূপকরূপে অনেক বৈজ্ঞানিক সত্য সন্নিবেশিত আছে। বিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে উহা হইতে অনেক লুপ্ত সত্য উদ্ধার হইতে পারে।

* তৎকালে ৬টী গ্রহ ও ৯টী উপগ্রহ মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচন অনুসারে ঘূর্ণমান সকল পদার্থেরই গতির বেগবৃদ্ধি সহকারে কেন্দ্রাতিগ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঘূর্ণমান গোলকের কটিদেশের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কাজেই তথাকার কেন্দ্রাতিগ-শক্তিও সেই পরিমাণে অধিক। গোলকের প্রত্যেক অংশের কেন্দ্রাতিগ-শক্তিও তত্তৎ অংশের মাধ্যাকর্ষণশক্তি যতদিন সমান ভাবে থাকে, ততদিন সেই গোলক অবিচ্ছিন্ন ঘূরিতে থাকিবে।* এইরূপে ঐ বাষ্প-গোলকের কেন্দ্রাতিগ-শক্তি বৃদ্ধি হেতু বিষুব রেখাসন্নিহিত স্থল কেন্দ্রাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া মূলাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও একটী স্বতন্ত্র অঙ্গুরীয়কাকার চক্ররূপ ধারণ করে। অবশিষ্ট অংশ হইতে আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ অতিবিস্তৃত বাষ্পরাশি কতকগুলি স্বতন্ত্র চক্রে পরিবেষ্টিত একটী বৃহত্তর গোলকে পরিণত হয়। উহাই আমাদের সূর্য্য। এক একটী স্বতন্ত্রচক্রের ঘনস্থানের আকর্ষণে চারিদিকের লঘু অংশ সকল মিশিয়া এক একটী স্বতন্ত্র গ্রহরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে পরিত্যক্ত অতিবিস্তৃত চক্রের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্র স্বতন্ত্র হইয়া যে সকল জ্যোতিষ্ক হইয়াছে, তাহার নাম উপগ্রহ। যদি কোন চক্রের সকল স্থানের ঘনত্ব এবং সেই হেতু আকর্ষণও সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত পদার্থরাশি স্বতন্ত্র গোলকে পরিণত না হইয়া শনিগ্রহের ন্যায় গ্রহের চারিদিকে চক্রাকারে ঘূরিতে থাকে, অথবা সেই চক্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালারূপে পরিণত হয়।

লাপ্লাসের মত বৈজ্ঞানিক-জগতে বিশেষ আদরণীয়। তন্মতানুসারে সৌরজগতে সূর্য্যই আদিম জ্যোতিষ্ক। অন্যগুলি সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর স্বভাব ও উৎপত্তি সম্বন্ধে লিবনিজ (Leibnitz), লাপ্লাস্, হর্শেল (Sir John Herschel), দার্শনিক কাণ্ট (Kant) ও সুইডেনবর্গ (Swedenborg) প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অনেক শ্রম ব্যয়িত করিয়াছেন। লাপ্লাস্ নিগমনপ্রণালী হইতে নীহারিকাকল্পনের (Nebular hypothesis) যে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আধুনিক পণ্ডিত সর্ উইলিয়ম টমসন্ ও হেল্মহলটস্ ব্যাপ্তি (Induction) প্রণালীতে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, সূর্য্যের উত্তাপ ব্যতিরেকে পৃথিবীর কোন কার্য্যই হইতে পারে না। ক্ষুদ্র পতঙ্গের পক্ষ নাড়া হইতে প্রকাণ্ড পর্ব্বতের চূর্ণন পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই সূর্য্যোত্তাপে সম্পাদিত হয়। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর জীবনরক্ষাকারী যত উত্তাপ আমরা পাই, সর্ব্বশুদ্ধ সূর্য্য হইতে তাহার ২১৭০০০০০০০ গুণ উত্তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হইতেছে। সূর্য্য এতাধিক উত্তাপ বিক্ষেপ করিয়াও কিরূপে আপন উত্তাপ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন? প্রাকৃতিক নিয়মে বাষ্প শীতল হইবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া উত্তাপ বিক্ষেপ করে। সূর্য্যরূপ বাষ্পগোলক শীতল হইয়া যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, ততই উহার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতেছে[১]।

[সূর্য্য দেখ।]

সূর্য্যপরিত্যক্ত বাষ্পীয় চক্র গোলকরূপ ধারণ করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘূরিতে থাকে। ক্রমে উহা শীতল ও ঘন হইয়া পরে তরলতা প্রাপ্ত হয়। তরল গোলক ঘূরিলে তাহার দুই মেরু ঈষৎ দমিয়া যায় এবং মধ্যদেশ স্ফীত হইয়া উঠে[২]। উক্ত নিয়মানুসারে সূর্য্যত্যক্ত একটী বাষ্পচক্র পৃথিবীগোলক হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবীর গতির পরিমাণ লইয়া নিউটন বিষুব-রেখাস্থ প্রদেশের উন্নতি ও মেরুসন্নিহিত প্রদেশের অবনতির পরিমাণ স্থির করেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক সভা হইতে ক্লারো, লেমনিয়ে প্রভৃতি কএকজন পৃথিবীর বৃত্তাংশের পরিমাণ লইতে লাপ্লাণ্ডদেশে প্রেরিত হন, এবং ঐ একই সময়ে বুগেঁ ও কঁদামিন্ দক্ষিণ-আমেরিকায় বিষুবরেখার পরিমাণ অবলম্বনে অঙ্কগণনাদ্বারা নিউটনের গণনফল প্রতিপাদিত করেন।

বাষ্পময় পৃথিবী শীতল হইয়া ক্রমে যখন ঘন অবস্থায় আসিল, তখন সমস্ত বাষ্পই যে তরল হইল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। কতকটা সেই অবস্থাতেই পৃথিবীর উপরে রহিয়া গেল এবং তাহার কতকাংশ এখনও পৃথিবীর উপরে রহিয়াছে। পৃথিবীর এই বাষ্পাবরণ যে একসময়ে চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই তরল অবস্থায় পৃথিবীর উত্তাপ ২০০০° সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রীর পরিমাণ ছিল। তাপমান-যন্ত্রের ১০০° উত্তাপেই জল ফুটিতে থাকে, ২০০০° উত্তাপে লৌহ প্রভৃতি ধাতুময় দ্রব্য ও অপরাপর বস্তু যে বাষ্পাকারে পৃথিবীর উপর ভাসিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি!

যে আকাশে এখন গ্রহগণ অবস্থিত, তথাকার উত্তাপ অতি-শয় অল্প। উত্তপ্ত তরল পৃথিবী (২০০০°) শীতল আকাশপথে ভ্রমিয়া নিজ উত্তাপ অনেক ক্ষয় করিল। শীতলতাহেতু তরল পদার্থ ঘন হইয়া আরও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। চন্দ্রের আক-

* কুম্ভকারের ঘূর্ণমান কুলালচক্র ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(১) গণনাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সূর্য্য উত্তাপশক্তি ব্যয়কল্পে বৎসরে ২২০ ফিট নিজ ব্যাস সঙ্কুচিত করিতেছেন, তাহা হইলে প্রতি শতাব্দে সূর্য্যের ৪ মাইল সঙ্কোচন আবশ্যক। এইরূপে এক সময়ে সূর্য্যবাষ্প বুধ, পৃথিবীকক্ষ, এমন কি সৌরজগৎময় ব্যাপ্ত ছিল।

(২) মেরুসন্নিহিত স্থানাপেক্ষা কোটিসন্নিহিত স্থানের কেন্দ্রাতিগ গতি অধিক বলিয়া তাহা কেন্দ্রানুগ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া স্ফীত হয় এবং উভয় মেরু বিষুবরেখা অভিমুখে দমিয়া দুই দিক্ চাপা হইয়া পড়ে।

র্ষণে জোয়ার-ভাঁটার সাহায্যে পৃথিবী উত্তাপ ফেলিয়া আরও শীতল হইল। ইত্যাদি কারণে যখন পৃথিবী একরূপ শীতল হইয়া আসিল, তখন মেরুসন্নিহিত সমুদ্র ভাসমান হিমশৈলের ন্যায় অর্দ্ধতরলাবস্থাপন্ন জমাট পদার্থরাশি ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে তরল পৃথিবীর সমস্ত পৃষ্ঠদেশ এরূপ জমাট পদার্থরাশিতে আবৃত হইয়া এক আবরণ সৃষ্টি করিল। কিন্তু এরূপ সূক্ষ্ম আচ্ছাদনে আভ্যন্তরীণ জোয়ার-ভাঁটা রোধ হইল না, মাঝে মাঝে আবরণ ভেদ করিয়া তরলপদার্থরাশি প্রচণ্ডবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পদার্থরাশিই শীতল হইয়া পর্ব্বতরূপে পরিণত হইল[৭]।

আমরা এখন পর্ব্বতশ্রেণী-সমাকীর্ণ বাষ্পমণ্ডিত উত্তপ্ত মরুময় পৃথিবী দেখিতে পাইতেছি, ক্রমে ক্রমে আরও উত্তাপ হ্রাস হইল, যখন শূন্যে ভাসমান জলীয় বাষ্পের বাষ্পাকারে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল; তখন সেই বাষ্পরাশি জমিয়া উত্তপ্ত জলাকারে পৃথিবীতে পতিত হইল, পৃথিবীর উপর বৃষ্টিপতন-যুগের এই প্রথম আরম্ভ। উষ্ণ পৃথিবীর উপর বৃষ্টি পড়িবামাত্র আবার উষ্ণ বাষ্পাকারে উঠিয়া গেল, শীতল আকাশের সংস্পর্শে আবার শীতল হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হইল। জলের ঘন ঘন অবস্থা-পরিবর্ত্তনে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী বিদ্যুতালোকে ও বজ্রধ্বনিতে ঘনঘটা বাজাইয়া দিল। এই ভৌতিক বিপ্লব কতদিন চলিয়াছিল, তাহার স্থিরনিশ্চয় নাই। জল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইলে বাষ্পাবরণ কিছু পাতলা হইয়া আসিল এবং অস্ফুট সূর্য্যরশ্মি সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ভেদ করিয়া নিজালোকে জলপ্লাবিত পৃথিবী পুলকিত করিয়াছিল।

ভারতীয় মতে পৃথিবীর আকার ও স্বভাব।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীনতম ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর আকারনির্ণয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন পুরাণে পৃথিবী ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে[৮]। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে পদ্মপত্রের ন্যায় পৃথিবীর আকার লিখিত আছে। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে গণিত ও যুক্তিবলে ধরণীর যেরূপ আকার ও স্বভাব নির্ণীত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের মতপ্রতিপোষক।

"ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞকবিরবিকুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-
বৃত্তৈর্ব্বৃত্তোবৃতঃ সন্ মৃদনিলসলিলব্যোমতেজোময়োঽয়ং।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে,
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাৎ॥"

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

পঞ্চভূতময় এই গোলাকার ভূমিখণ্ড চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে আবৃত হইয়া অন্য আধারের অপেক্ষা না করিয়া নিজ শক্তিবলে নিয়তই আকাশপথে অবস্থিত আছে; আর সেই শক্তিপ্রভাবেই দেবদৈত্যাদি সহ বিশ্ব-সংসার অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

গোলাধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ডের গোলত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—

"ভূভূধরত্রিদশদানবমানবাদ্যা যে যাশ্চ ধিষ্ণ্যগমনেচরচক্রকক্ষাঃ।
লোকব্যবস্থিতিরুপর্য্যুপরিপ্রদিষ্টা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডজঠরে তদিদং সমস্তং॥"

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবী, পর্ব্বত, দেবদানব, মানব ও উপর্য্যুপরি সপ্তলোকের ব্যবস্থিতি এই ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে কল্পনা করিয়াছেন[৯]। পৃথিবীর গোলত্ব পরে বিবৃত হইতেছে।

এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী কদম্বপুষ্পের ন্যায় গোলাকার ও বন, পর্ব্বত ও নগরাদি-পরিশোভিত[১০]।

"সর্ব্বতঃ পরতারামগ্রামচৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ।
কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসরৈরিব॥"

[ভূগোলশব্দে বিস্তৃতবিবরণ দেখ।]

---

(৭) পৃথিবী শীতলপ্রবণতা, উত্তপ্ততা ও আদিতে নীহারিকাময়ত্ব সকল জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞেরাই স্বীকার করেন। আবহমানকাল হইতে পৃথিবী যে নিজ গর্ভোত্তাপ উদ্গার করিয়া অনন্ত ক্রোড়ে বিলাইতেছেন। বিস্তৃত বিবরণ Newcomb & Holden's Astronomy নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(৮) কোন কোন য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর আকৃতিগত সাদৃশ্যে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা ভূভাগের ত্রিকোণত্ব এবং য়ুরোপ-এসিয়ার একত্র চতুর্ভুজত্বরূপে কল্পনা করেন। "It will be seen that the three continents of North and South America and Africa are triangular in shape and that the great continent of Europe and Asia, while it is more or less quadrilateral, sends great peninsulas into the ocean." (Beale's World's Progress, p. 3.)

(৯) কেহ কেহ ব্রহ্মাণ্ডমান এইরূপ নির্দ্দেশ করেন,—

"কোটিঘ্নৈর্নখনন্দষট্‌কনখভূভূভৃদ্‌ভুজঙ্গেন্দুভির্জ্জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদো বদন্তি নভসঃ কক্ষামিমাং যোজনৈঃ—১৮৭১০৬৯২০০০০০০০০০" এবং তাহাকেই ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটের বেষ্টন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পৌরাণিক পণ্ডিতগণ ইহাকে অদৃশ্য-দৃশ্যক-গিরি বলিয়া থাকেন।

"তদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকটাহসম্পুটতটে কেচিজ্জগুর্বেষ্টনং।
কেচিৎ প্রোচুরদৃশ্যদৃশ্যকগিরিং পৌরাণিকাঃ সূরয়ঃ॥"

সিদ্ধান্তশিরোমণিকার লিখিয়াছেন,—

"করতলকলিতামলকবদমলং সকলং বদন্তি যে গোলম্।
দিনকরকরনিকরনিহিত তমসো নভসঃ পরিধিরুদিতস্তৈঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডমেতন্মিতমস্তু নো বা কল্পে গ্রহঃ ক্রামতি যোজনানি।
যাবন্তি পূর্ব্বৈরিহ তৎ প্রমাণং প্রোক্তং খকক্ষাখ্যমিদং মতং নঃ॥"

ইত্যাদি যুক্তি অবলম্বনে উহাকে খকক্ষা বলিয়াছেন। [খগোল দেখ।]

(১০) য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ ধরামণ্ডলকে কমলানেবুর ন্যায় গোল ও উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পৃথিবী যে গোল তৎপ্রমাণার্থ ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য। চন্দ্র নিজে স্বপ্রকাশক নহেন, সূর্য্যকিরণদ্বারা তিনি আলোকিত হইতেছেন।[১১] পৃথিবীর ছায়াপাতদ্বারা সূর্য্যকিরণের অবরোধকে চন্দ্রগ্রহণ বলে। ঐ সময় পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়, তাহা নিয়তই গোলাকার দেখায়। ধরিত্রী গোলাকার না হইলে তাহার ছায়া কখনই গোলাকার দৃষ্ট হইত না। গ্রহণ-সময়ে চন্দ্রের শৃঙ্গোন্নতিই গোলাকার ছায়াপাতের কারণ।

[চন্দ্রগ্রহণ ও শৃঙ্গোন্নতি শব্দ দেখ।]

মৎস্য ও কূর্ম্মপুরাণে পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

"উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।
স্বর্ভানোস্তু বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ং॥"

(কূর্ম্মপু° পূর্ব্ব° ৪০।১৫ ও মৎস্যপু° ১২৮।৬০)

কিন্তু কোন কোন পুরাণ-মতে বসুধা সমতল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহামতি ভাস্করাচার্য্য যুক্তিদ্বারা সেই মতের খণ্ডন করিয়াছেন—

"যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণীতরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥"

পৃথিবী যদি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল হইত, তাহা হইলে তদুপরে বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য নিরন্তর মানবগণের দৃষ্টিগোচর থাকিত অর্থাৎ তাহা হইলে কখনই দিবারাত্র সংঘটিত হইত না।

পৃথিবীর সমতলত্ব-মতের নিরসন ও গোলত্ব প্রতিপাদনার্থ পুরাতন জ্যোতির্ব্বিৎ লল্লাচার্য্য বলেন :—

"সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তালনিভাবহুচ্ছ্রয়াঃ।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং নুরহো যান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ॥"

পৃথিবী সমতল ক্ষেত্রবিশেষ হইলে তালপ্রমাণ অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না কেন? এতদ্দ্বারা পৃথিবীর গোলত্বই সূচিত হইয়াছে, কারণ আমরা যতই দূরদেশে গমন করি, লক্ষ্যবৃক্ষ ক্রমশঃ ছোট দেখাইতে থাকে, অবশেষে উহা একবারে অদৃশ্য হইয়া যায়।

পৃথিবীর গোলত্ব-নিবন্ধনই যে দিবারাত্র হইতেছে, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে দিবারাত্রির নিমিত্ত ধরিত্রীর মধ্যস্থলে সুমেরুপর্ব্বতের অবস্থিতি নিরূপিত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতের অন্তরালে সূর্য্যগমন জন্য পৃথিবী অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হয়। ভাস্করাচার্য্য উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন,—

(১১) "অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে।" (ঋক্ ১৮৪।১৫) নিরুক্তে যাস্কঋষি "তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতো-হস্য দীপ্তির্ভবতি" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাদ্বারা আদিত্য হইতেই চন্দ্রের দীপ্তি প্রতিপন্ন হইতেছে।

"যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদন্তরগঃ স ন দৃশ্যতে।
উদগসৌ ননু মেরুরথাংশুমান্ কথমুদেতি চ দক্ষিণভাগকে॥"

সুমেরু পর্ব্বতেই যদি রজনীর কারণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্য তাহার অপরদিকে গমনকালে সেই স্বর্ণপর্ব্বতের চাকচিক্য কেন দৃষ্ট হয় না? উক্ত পর্ব্বত ত নিয়তই উত্তরদিকে স্থিত আছে; কিন্তু দক্ষিণদিকে সূর্য্যদেব কেনই বা উহা হইতে বহুদূরে উদিত হন।[১২]

পৃথিবী গোল হইলেও প্রত্যক্ষতঃ ইহাকে সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় দেখায় কেন?

"অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতোমুখং।
পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

বিপুল অবনিমণ্ডল সম্বন্ধে মানবগণ অতি ক্ষুদ্র, এ কারণ পৃথিবী বাস্তবিক গোলাকার হইলেও তাহারা ইহাকে চক্রাকার সমতলক্ষেত্রের ন্যায় দেখিতে পায়, গোলাধ্যায়ে ইহা অপেক্ষা আরও বিষদ প্রমাণ পাওয়া যায় :—

"সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥"

(গোলাধ্যায়)

ভূমণ্ডল বিপুল বলিয়াই ভূপরিধির শতাংশ তৎপৃষ্ঠস্থিত মনুষ্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতিভাত হয়।

বসুধা গোলাকার হইলে অবশ্যই ঊর্দ্ধাধঃ মানিতে হয়, তবে কেন না নিম্নদিক্‌স্থ গ্রামনগরবাসিগণ স্খলিত হইয়া পড়ে। বসুধা গোল হইলেও তাহার ঊর্দ্ধাধঃ নাই, উহা কল্পনামাত্র। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে :—

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং।
মন্যতে যে যতো গোলস্তস্য ক্বোর্দ্ধং ক্বাপ্যধঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(১২) আপত্তি হইতে পারে, বহুদূরস্থ সুমেরুপর্ব্বত আমাদের দৃষ্টিপথারূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু অস্তকালে যখন সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই, তখন তন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত অদৃষ্ট হইবে কেন? রূপকাংশ বাদ দিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তজ্যোতিঃশাস্ত্রের সহিত পৌরাণিক মতের বিশেষ অনৈক্য বোধ হইবে না। ভূমণ্ডলের উত্তরাংশে সুমেরুপর্ব্বত। উত্তর-ধ্রুব-নক্ষত্রের নিম্নস্থ ভূভাগ তাহার শেখর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত শিখর দেশ দেবভূমি স্বর্গ ও তদ্বিপরীত দক্ষিণধ্রুবের নিম্নস্থ প্রদেশ পাতাল নামে খ্যাত। বাস্তবিক অধঃপ্রদেশের নাম পাতাল, একারণ আমেরিকা অধঃ-প্রদেশ পাতাল নামে উক্ত হইয়া থাকে। ভূমণ্ডলের উত্তরাংশের রূপক নাম যদি সুমেরু হয়, তাহা হইলে সুমেরু পর্ব্বতকেই দিবারাত্রের কারণ বলা যাইতে পারে। ভূমণ্ডলের গোলতাই দিবারাত্রের কারণ ইহা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রসম্মত। সূর্য্যের সুমেরু পর্ব্বতের অন্তরালে গমন এই পৌরাণিক মত প্রকারান্তরে উক্ত মতের পোষকতা করিতেছে। পুরাণে এই সুমেরু স্বর্ণময় বলিয়া কথিত। উত্তরকেন্দ্রস্থ বৃহজ্জ্যোতি (Aurora Borialis) সুমেরুর স্বর্ণময় রূপকত্বের কারণ।

পৃথিবী গোলাকার ও আকাশে স্থিত, সুতরাং তাহার উর্দ্ধই বা কোথা, আর অধঃই বা কোথা? ভূমণ্ডলে সকলেই স্ব স্ব স্থানকে উপরিস্থিত মনে করে। এতদ্বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য আরও বলেন,—

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থামাত্মানমস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থা মিথশ্চ তে তির্য্যগিবামনন্তি॥
অধঃশিরস্থাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছায়ামনুষ্যাইব নীরতীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃস্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র॥"

যে ব্যক্তি যে স্থানে থাকে, সেইস্থানে থাকিয়াই ধরাতলকে স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর ৪র্থ ভাগ (৯০° অংশ) স্থিত ব্যক্তিমাত্রেই ধরামণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও যেন তির্য্যগ্‌ভাবে আছে বলিয়া বোধ হয়। অপর যাহারা ঠিক বিপরীত ভাগে (১৮০° উপরে) বাস করে, জলাশয়তীরস্থ মনুষ্যের জলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাহাদিগকে আমরা অধঃশিরা হইয়া বিপরীত ভাবে দণ্ডায়মান বোধ করি। ফলতঃ ইহা একটী ভ্রমমাত্র। এ স্থানে আমরাও যেরূপ আছি, সেইরূপ তাহারও সেখানে সুখে অবস্থিতি করিতেছে। সকলের পদতলেই ধরণী ও মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যদি পৃথিবীর শূন্য মার্গে অবস্থিতি হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে বা কি আশ্চর্য্য শক্তিবলে মনুষ্যাদি জীব ও বিচ্যুত প্রস্তরখণ্ডাদি ভূপৃষ্ঠে সংযত রহিয়াছে? আকর্ষণ-শক্তি-বলে পার্থিবপদার্থসমূহ পৃথিবীতে সংযত থাকিয়া অনন্তশক্তির আধার সেই ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে পৃথিবীর অন্য কোন আধার কল্পিত হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর ভাস্করাচার্য্য পুরাণাদির এতদ্বিষয়ক ধারণা যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন—

"মূর্ত্তোধর্ত্তা চেদ্ধরিত্র্যাস্তদন্যস্তস্যাপ্যন্যোঽপ্যেবমত্রানবস্থা।
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে কিংনোভূমিঃ স্বাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥"

ধরিত্রীধারণের নিমিত্ত যদি মূর্ত্তিমৎ আধার স্বীকার করিতে হয়, তবে একটীর পর আর একটী ধরিয়া অনন্ত আধার মানিতে হয়। আর যদি শেষের টীকে স্বীয় শক্তি মনে কর, তাহা হইলে সেই শক্তি পৃথিবীতেই কেন স্বীকার কর না।[১৩] পৃথিবীও সামান্য নয়, শাস্ত্রে ইহা শিবের অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য এইরূপ যুক্তিতে এতদ্বিষয়ের উপসংহার করিয়াছেন—

"যথোষ্ণতার্কানলয়োশ্চ শীততা বিধৌ দ্রুতিঃ কে কঠিনত্বমশ্মনি।
মরুচ্চলো ভূরচলা স্বভাবতো যতো বিচিত্রাবত বস্তুশক্তয়ঃ॥"

যেরূপ সূর্য্যাগ্নিতে উষ্ণতা, চন্দ্রে শীতলতা, জলে প্রবাহ, পাষাণে কঠিনতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা স্বাভাবিক, তদ্রূপ পৃথিবীও স্বভাবতঃই অচলা। যেহেতু বস্তুশক্তি অতি বিচিত্র। এক অচলা শব্দপ্রয়োগেই যে ভাস্কর পৃথিবীর নিরাধারত্বপ্রতিপাদন করিয়াছেন, এরূপ নহে; তদ্দ্বারা পৌরাণিক কূর্ম্মাদি আধারবিষয়ক কল্পনা ও বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত ধরণীর নিরন্তর অধোগমনমত নিরাকৃত হইয়াছে। যে বস্তু স্বভাবতঃই অচল, তাহাকে ধরিয়া রাখা নিষ্প্রয়োজন। বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা পৃথিবীর অধোগমন প্রতিপাদন করিয়াছেন, সিদ্ধান্তকার সেই ভ্রমমত নিরসন করিয়াছেন—

"ভপঞ্জরস্য ভ্রমণাবলোকাদাধারশূন্যা কুরিতি প্রতীতিঃ।
খস্থং ন দৃষ্টঞ্চ গুরু ক্ষমাতঃ খেঽধঃ প্রয়াতীতি বদন্তি বৌদ্ধাঃ॥"
(গোলাধ্যায়)

বৌদ্ধাচার্য্যগণ বলেন, ইতস্ততঃ রাশিচক্রের ভ্রমণদৃষ্টেই বসুমতী আধারশূন্য বোধ হইতেছে।[১৪] উর্দ্ধেক্ষিপ্ত গুরুপদার্থ যেরূপ আকাশে স্থির না থাকিয়া নিম্নে পতিত হয়, তদ্রূপ গুরুভার পৃথিবীও অধোগামিনী হইতেছে।[১৫] বৌদ্ধগণ যে কারণে বসুন্ধরার অধঃপতনে বিশ্বাস করেন, ভাস্করাচার্য্য সেই কারণ-নির্দ্দেশেই প্রতিবাদ করিয়াছেন—

"ভূঃ খেঽধঃ খলু যাতীতি বুদ্ধির্বৌদ্ধ মুধা কথম্।
যাতায়াতন্তু দৃষ্ট্বাপি খে যৎ ক্ষিপ্তং গুরুক্ষিতিম্॥"

আকাশে নিক্ষিপ্ত গুরুপদার্থের পৃথিবীতে যাতায়াত দেখিয়াও যে, ধরণী নীচে যাইতেছে বল, এ বৃথা বুদ্ধি তোমার কোথা হইতে আসিল।[১৬] জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ ভাস্কর বলেন, উক্ত শক্তি পৃথিবীর আকর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে;—

(১৩) শ্রীমদ্ভাগবতে অনন্তদেব পৃথিবীর আধার বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন, এই অনন্তের অন্য নাম সংকর্ষণ। "তস্য মূলদেশে ত্রিংশদ্‌যোজনান্তর আস্তে যা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি সাত্বতীয়া দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহমিত্যভিমানং লক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইত্যাচক্ষতে।" (৫।২৫।১) এতদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে অসীম আকাশই অনন্ত এবং ঐশিক শক্তির ক্রিয়াস্বরূপ গ্রহগণের পরস্পর আকর্ষণকেই সংকর্ষণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

(১৪) এতদ্বিষয়ে বৌদ্ধমতও পৌরাণিক মতের বিরোধী। বৌদ্ধগণ পৌরাণিক মতের প্রতিবাদ করেন যে, পৃথিবীর আধারপরম্পরা থাকিলে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষরাশিচক্র কোন মতেই ভ্রাম্যমাণ হইতে পারিত না, অবশ্যই সেই আধার-পরম্পরাতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইত।

(১৫) পৃথিবীর নিয়ত অধোগমন স্বীকার করিলে পৃথিবী হইতে চন্দ্র-সূর্য্যাদি গ্রহগণের দূরতা প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিক হইত, কিন্তু তাহা হয় না বলিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ অগত্যা সমগ্র সৌরজগতের অনন্ত আকাশে অধঃগতন স্বীকার করিয়া থাকেন; ইহা সংস্কৃত জ্যোতিষ ও পুরাণমত-বিরুদ্ধ।

(১৬) ধরণী নিয়ত নিম্নগামিনী হইলে, আকাশে নিক্ষিপ্ত পদার্থ তাহার উপরে থাকিয়া যাইত, যেহেতু গুরুভার পৃথিবী অপেক্ষিত লঘু

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে ॥"
(গোলাধ্যায়।)

পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে, সেই শক্তি-বলেই শূন্যমার্গে ক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে; বাস্তবিক তাহাকে পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। পৃথ্বী স্বয়ং চতুস্পার্শ্বস্থ সমান আকাশের কোথায় পড়িবে?[১৭] বাস্তবিক বিশাল আকাশের উর্দ্ধাধঃ নাই। স্বভাবতঃই দণ্ডায়মান মনুষ্যের মস্তকদিক্ উচ্চ এবং পাদদেশ নিম্ন বলিয়া অভিহিত। এই গোলাকার পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বসতি আছে, সকল স্থানের লোক ঐ এক কথা বলিলে আকাশের কোথায় উচ্চ বা নীচ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে এবং ধরিত্রীই বা কোথায় পতিত হয়?

ভারতবর্ষীয় ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণ গ্রাম-নগর-নদী-পর্ব্বতাদির সংস্থান-নির্ণয়ে বড়ই অসতর্ক ছিলেন। ভূগোলসংক্রান্ত গণিত গণনায়, ইহারা যেরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তত্তুলনায় ইহা কিছুই নহে। পুরাণাদিতে এতদ্বিষয়ে যাহা কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, কাল সহকারে ঐ সকল বিলুপ্ত বা নামান্তরিত হইয়াছে; সুতরাং সেই সকল গুরুতর বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক গোলজ্ঞানের উপযোগী স্থানসমূহই আলোচিত হইতেছে।

"লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ।
কুবৃত্তপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড়্ গোলবিদো বদন্তি ॥
লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব ॥"
(গোলাধ্যায়।)

ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, পূর্ব্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোমক-পত্তন, অধস্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু ও দক্ষিণে বড়বানল (কুমেরু)। গোলবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত ছয়টী স্থানকে ভূপরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমানান্তরিতরূপে স্থিত বলিয়া থাকেন। লঙ্কাপুরে যে সময় সূর্য্যের উদয় হয়, সেই সময় যমকোটিতে দিবা দ্বিপ্রহর, সিদ্ধপুরে অস্তকাল ও রোমকপত্তনে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইয়া থাকে।

ধ্রুবোন্নতি ও অক্ষচ্ছায়ার অভাবদ্বারা ভূগোলের মধ্যস্থল জানা যায়।

"তেষামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
নতাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

দিবাকর বিষুববৃত্তস্থ হইয়া প্রাগুক্ত লঙ্কা প্রভৃতি পুরচতুষ্টয়ের উপর দিয়া গমন করে, এই হেতু সেই সকল স্থানে অক্ষচ্ছায়া ও অক্ষাংশরূপ ধ্রুবোন্নতি নাই। জানা আবশ্যক যে, অক্ষচ্ছায়া ও ধ্রুবোন্নতি না থাকাতেই ভূগোলের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বাপর বৃত্তের নাম নিরক্ষবৃত্ত। যেদিনে দিবারাত্র সমান হয়, সেইদিনে সূর্য্য ঐ বৃত্তের উপর দিয়া ভ্রমণ করে, এজন্য তাহার বিষুববৃত্ত নাম হইয়াছে। ঐ বৃত্ত ও নিরক্ষবৃত্ত বাস্তবিকই অভিন্ন।

"মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে ॥
অতো নাক্ষোচ্ছ্রয়স্তাসু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়োঃ।
নবতির্লম্বকাংশস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

দক্ষিণ ও উত্তর-মেরুর আকাশোপরি দুইটী ধ্রুবতারা আছে। নিরক্ষদেশস্থ ব্যক্তি এতদুভয়কে ক্ষিতিজবৃত্তের সহিত সংলগ্ন দেখিতে পায়। এই হেতু পুরচতুষ্টয়ের ধ্রুবোন্নতি নাই।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ যে প্রমাণে পৃথিবীর মধ্যস্থল গোল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই পক্ষান্তরে সমগ্র পৃথিবীর সম্যক্ গোলত্বের পরিচায়ক হইয়াছে।

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ।
তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবৎ তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি ॥
উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা স্যান্নতমৃক্ষমণ্ডলং।
উদগ্ধ্রুবং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদন্তরে যোজনজাং পলাংশকাঃ ॥"
(গোলাধ্যায়)

নিরক্ষদেশস্থ মনুষ্য দক্ষিণ ও উত্তর-ধ্রুবদ্বয়কে ক্ষিতি-মণ্ডলের সহিত সংলগ্ন এবং নিজ মস্তকোপরিস্থ আকাশে ধ্রুব-

পদার্থ হইতে আরও শীঘ্র নামিয়া পড়িত, ক্ষিপ্ত পদার্থ কোন মতে উহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

(১৭) ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে সর্ আইজাক্ নিউটন য়ুরোপখণ্ডে পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির বিষয় প্রথম প্রকাশিত করেন, কিন্তু বহু শতবৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিল। আনুষঙ্গিক অন্যতত্ত্বের আবিষ্কারে তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থানই পার্থিবাকর্ষণের মূল, তাহা নিউটনই প্রথম স্থির করেন, উহাই মাধ্যাকর্ষণ নামে অভিহিত। সকল গ্রহই যে পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে সংবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর স্ব স্ব কক্ষে বিচরণ করিতেছে, ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ২২শ অধ্যায়োক্ত "যথাকুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং গতিরন্যৈব প্রদেশান্তরেষপ্যুপলভ্যমানত্বাৎ। এবং নক্ষত্ররাশিভিরুপলক্ষিতেন কালচক্রেণ ধ্রুবং মেরুঞ্চ প্রদক্ষিণতঃ পরিধাবতা সহ পরিধাবমানানাং সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং গতিরন্যৈব নক্ষত্রান্তরে রাশ্যন্তরে চোপলভ্যমানত্বাৎ ॥" ইত্যাদি বচনপ্রমাণে সূর্য্যাদি গ্রহের কালচক্রে পৃথক্ পৃথক্ ভ্রমণত্ব সূচিত হইতেছে। ফলতঃ নক্ষত্রান্তরে বা রাশ্যন্তরে ইহার অন্য-প্রকার গতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। জগতের অনন্তত্ব কল্পনা করিলে সূর্য্যাদির ভ্রমণ নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতদ্বারা আরও উপলব্ধি হয় যে, সুদূর পৃথিবী হইতে আমরা যে সূর্য্যের গতি দেখি, তাহা কাল্পনিক মাত্র। গ্রহগণের স্ব স্ব কক্ষে ভ্রমণই মাধ্যাকর্ষণ।

[মাধ্যাকর্ষণ দেখ।]

সংশ্রিত রাশিচক্রকে, জলযন্ত্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দেখিতে পায়। মধ্য পরিধি হইতে যতই উত্তরে যাওয়া যায়, এই রাশিচক্র ততই দক্ষিণে অবনত ও উত্তরধ্রুব উন্নত দৃষ্ট হয়। আবার মধ্যপরিধি হইতে দক্ষিণ বা উত্তরে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, ততদূর স্থানই অপসার-যোজন বলিয়া কথিত। এই অপসার-যোজন দ্বারা পৃথিব্যংশ নিরূপিত হইয়া থাকে। নিরক্ষদেশস্থ ব্যক্তি যেমন ধ্রুবদ্বয়কে ক্ষিতিজের সংলগ্ন দেখে, মেরুস্থলবাসী জনগণও নক্ষত্রচক্রকে তদ্রূপ দেখিয়া থাকেন।

"সৌম্যং ধ্রুবং মেরুগতাঃ খমধ্যে যাম্যঞ্চ দৈত্যা নিজমস্তকোর্দ্ধে।
সব্যাপসব্যং ভ্রমদৃক্ষচক্রং বিলোকয়ন্তি ক্ষিতিজপ্রসক্তম্॥"
(গোলাধ্যায়)

মেরুদেশস্থ ব্যক্তিগণ উত্তরধ্রুবকে আকাশের মধ্যস্থলে (মস্তকোপরি) ও বড়বাস্থিত ব্যক্তিগণ দক্ষিণধ্রুবকে স্ব স্ব মস্তকোর্দ্ধে দেখিতে পায়। উক্ত উভয় ব্যক্তি কর্তৃক নক্ষত্র চক্র ক্ষিতিজের সহিত লগ্ন ও দক্ষিণবামে ভ্রাম্যমাণ দৃষ্ট হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর উর্দ্ধাধঃ (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং মধ্যস্থলে আকাশভূমি ও নক্ষত্রচক্র তত্তৎ দেশবাসীর নিকট সমভাবে উন্নত ও ক্ষিতিজসংলগ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন কিরূপে পৃথিবীর গোলত্বে অবিশ্বাস করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য মত।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যেরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

পৃথিবীর আকৃতিনিরূপণই বৈজ্ঞানিকগণের একটী মহদুদ্দেশ্য। কারণ তদ্দ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনেক তথ্য পরিস্ফুট হইতে পারে এবং ভূলোকের ব্যাসাংশ লইয়া দ্যুলোকস্থিত নক্ষত্রাদির অবস্থান ও দূরত্বগণনা সহজ হইয়া পড়ে। দৃষ্টিব্যাপিকার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান ব্যক্তির পৃথ্বীপৃষ্ঠ গোলাকার ও সমতল এবং শিরোদেশস্থ উচ্চ আকাশ ক্রমশঃই দিগ্বলয়ে মিশ্রিত বলিয়া বোধ হয়। উত্তর বা দক্ষিণমুখে গমনকারী ব্যক্তি মেরুদেশস্থ নক্ষত্রাবলীর (Circumpolar Stars) ক্রমোন্নতি ও ভিন্নদিকের অবনতি দেখিতে পান। সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোতের ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি বহির্ভাগে গমন দেখিয়াও পূর্ব্বতন জ্যোতির্বিদ্‌গণ পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আরিষ্টটলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, গণিতজ্ঞগণ ভূপরিধি ৪ লক্ষ ষ্টাডিয়া স্থির করিয়াছেন। এরাটোস্থেনিস্ পৃথিবীর আকৃতিনির্ণয়ে মনোযোগী হইয়া আনুষঙ্গিক যে সকল জাগতিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তৎপন্থাবলম্বনেই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর গোলত্ব-প্রতিপাদনে সকলপ্রযত্ন হইয়াছেন। ইজিপ্তের উত্তরাংশবর্ত্তী সায়নি (Syene) নগরে তিনি সূর্য্যকে উত্তর- (Summer Solstice) ক্রান্তিসীমাবর্ত্তী ও মস্তকোর্দ্ধলম্বরেখাস্থিত দেখিলেন এবং ঐ সময়ে সমদ্রাঘিমায় অবস্থিত আলেকসান্দ্রিয়া-নগরীতে ইহার শিরোবিন্দুর অন্তর ৭°১২′ ও উভয়ের ব্যবধান ৫০০০ ষ্টাডিয়া গণনা করিয়া পৃথিবীর পরিধি ২ লক্ষ ৫০ হাজার ষ্টাডিয়া অনুমান করিলেন। পরবর্ত্তী পোসিডোনিয়াস্ ভিন্ন পথাবলম্বনে সূর্য্যপরিবর্ত্তে তারকাসাহায্যে পৃথিবীর পরিধি ২ লক্ষ ৪০ হাজার ষ্টাডিয়া প্রতিপন্ন করেন। টলেমি তদীয় ভূবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থে পৃথ্বীপরিধির ৩৬০ অংশের একাংশ ৫০০ ষ্টাডিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

৮১৪ খৃষ্টাব্দে আরবরাজ খলিফা অল্‌মামুন পৃথিবীর আয়তন-অবধারণার্থ দুই দল জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে উত্তর ও দক্ষিণাভিমুখে প্রেরণ করেন। মিসোপোটেমিয়া নগরের বৃহৎ ময়দানই তাহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রমকরিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে ফরাসী-দেশবাসী ফার্ণেল (Fernel) নামা জনৈকব্যক্তি পারি-নগরীর দ্রাঘিমাংশের উপর দিয়া পরিভ্রমণকালে যান-চক্রগতিদ্বারা যে দূরত্বের পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহারই সাহায্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অজ্ঞাত পৃথ্বীপরিধির এক (ডিগ্রী) অংশের পরিমাণনিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬১৭ খৃঃ অব্দে লেডেন (Leyden) নগরে ভূবিৎ স্নেল (Wsnell) পৃথিবীর পরিমাণনির্দ্দেশে বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করেন। তদীয় পরিশ্রমফল ১৭২৯ খৃঃ অব্দে মুসেনব্রুক (Muschenbroek) কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া প্রকাশিত হয়। রিচার্ড নরউড্ নামক জনৈক ইংরাজ ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর আকারনির্দ্দেশার্থ সফলপ্রযত্ন হইয়াছিলেন[১৮]। ১৬৩৩ খৃঃ অব্দে ১১ই জুন লণ্ডন-দ্রাঘিমার সূর্য্যের উচ্চতা ৬২°১′ ও ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে ৬ই জুন ইয়র্ক দ্রাঘিমার উচ্চতা (Meridian altitude) ৫৯°৩৩′ নিরীক্ষণ করিয়া এবং উভয় নগরের অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরতা অবলম্বনে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাতে ডিগ্রীর পরিমাণ ৩৬৭১৭৬ ফিট্ হইয়াছিল।

১৬৬৯ খৃঃ অব্দে পণ্ডিতবর পিকার্ড দূরবীক্ষণসাহায্যে দ্রাঘিমাংশ নিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাকে পারীর (Paris) নিকটবর্ত্তী মেলভোসিন্ হইতে আমেন্ সন্নিধিস্থ সোর্দ্দোঁ (Sourdon) নগর পর্য্যন্ত একটী ত্রিকোণব্যাপ্তি (Triangulation) স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উহার পরিমাণ

(১৮) তৎকৃত The Seaman's Practice, contayning a fundamentall probleme in Navigation experimentally verified, namely touching the compasse of the Earth and Sea and the quantity of a degree in our English Measures, নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৭৮৮৫০ টইজ্ (toise) নিরূপিত হয় ; এজন্য ১ ডিগ্রীর পরিমাণ ৫৭০৬০ টইজ স্বীকার করা যায়।

য়ুরোপখণ্ডে এতাবৎ কাল পৃথিবীর পূর্ণগোলত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল এবং ভূপরিমাণনির্দ্দেশে আর বিশেষ কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। অবশেষে রিকারের (Richer) অভিনব আবিষ্কার হইতেই তদ্বিষয়ে গণিতজ্ঞগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে পৃথিবীর গোলকত্ববিশ্বাসে লোকের সন্দেহ জন্মিতে থাকে। উক্ত বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ ভূবক্রতা (Terrestrial refraction) নিরূপণার্থ ফরাসী-বিজ্ঞান-সভা (Academy of Sciences of Paris) কর্ত্তৃক কায়েনদ্বীপে (Cayenne) প্রেরিত হন। তথায় তিনি নিজ ঘটিকাযন্ত্রের ২॥০ মিনিট গতি-বৈলক্ষণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। উক্তদ্বীপে ২॥০ মিনিট সময়ের হ্রাস হেতু তাঁহাকে দোলকের (Pendulum) গতি কম করিয়া দিতে হয়। বারিন্ ও দাশে (Varin and Dashayes) আফ্রিকা ও আমেরিকা দেশে এবং পরবর্ত্তী কালে মহামতি নিউটন তদীয় 'প্রিন্সিপিয়া' নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দেন। পৃথ্বীর বিষুবরেখান্তর্বর্ত্তী স্থানসমূহের স্ফীতি এবং ভূ-কেন্দ্রের দূরত্বনিবন্ধন কেন্দ্রবিমুখী (Centrifugal) শক্তির প্রতিবন্ধকতাই আকৃষ্ট-শক্তি-হ্রাসের কারণ[১৯]।

১৬৮৪ হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ মধ্যে কেসিনিদ্বয় (J. and D. Cassine) ভূবৃত্তের পরিমাণনির্দ্ধারণমানসে উত্তরে পারী হইতে ডান্‌কার্ক ও দক্ষিণে পারী হইতে কোলিওর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যে ত্রিকোণব্যাপ্তিদ্বারা পরিমাণ গ্রহণ করেন, তদ্দ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ ভূবৃত্তের একাংশের (১° ডিগ্রী) পরিমাণ যথাক্রমে ৫৬৯৬০ ও ৫৭০৯৭ টইজ প্রতিপাদিত হয়। এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, অক্ষাংশের বৃদ্ধির সহিত বৃত্তাংশের হ্রাসই পৃথিবীর প্রবর্ত্তুলাভাসের (Prolate Spheroid) অন্যতম কারণ। এই মত নিউটন ও হিউগেন্স-প্রবর্ত্তিত মতের বিরুদ্ধ হওয়ায় য়ুরোপ-জগতে মহা হুলুস্থূল পড়ে এবং এতদ্বিষয় স্থিরীকরণ জন্য পারীর বৈজ্ঞানিক সভা হইতে দ্রাঘিমাংশের পরিমাণ-নির্দ্দেশার্থ একদল বিষুববৃত্তের সন্নিকট দেশে ও অপর দল উত্তর অক্ষাংশদেশে গমন করেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৫শ লুইর তত্ত্বাবধানে বুগেঁ, কঁদামিন্ প্রভৃতি (M. M. Godin, Bouguer and De la Condamine) দক্ষিণ আমেরিকার পেরুরাজ্যের অন্তর্গত বিষুব-বৃত্তের সমান্তরদেশে এবং ক্লারো, কামো প্রভৃতি (Clairaut, Camus, Maupertuis, Lemonnier and Outhier) বোথনিয়োপসাগর-সমীপবর্ত্তী মেরুদেশের বিস্তৃতির পরিমাণ গ্রহণ করেন। উভয়ের পরিদর্শনলব্ধ পরিমাণফল আলোচনায় ও দোলকদ্বারা আকর্ষণীশক্তিনিরূপণে স্থির হয় যে, এই ভূমণ্ডল প্রবর্ত্তুলাভাস নহে ; ইহা অবর্ত্তুলাভাস (Oblate) মাত্র।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কেসিনি ডি থুরি ও লাসেলি (Cassine de Thury and Lacaille) পূর্ব্ববর্ত্তী কেসিনীদ্বয়ের পদানুসরণে ভিন্ন পথারূঢ় হন। তাহাদের মতে অক্ষাংশের বৃদ্ধির সহিত ভূবৃত্তাংশের ১° ডিগ্রী বৃদ্ধি উপলক্ষিত হয়। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে উত্তমাশা অন্তরীপে লেসেলি যে ভূবৃত্তাংশের পরিমাণ গ্রহণ করেন, তাহাতে আশাতীত ফললাভ হয় এবং একটী ভূবৃত্তাংশ ৫৭০৩৭ টইজ নির্ণীত হইয়াছিল। অতঃপর বস্কোভিক্ ও বেকা-রিয়া (Boscovich and Beccaria) য়ুরোপখণ্ডে এবং মেসন ও ডিক্সন্ উত্তর-আমেরিকায় বর্ত্তমান ইংরাজী প্রথায় ত্রিকোণব্যাপ্তি দ্বারা বৃত্তাংশের পরিমাণ স্থির করেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে পারী ও গ্রীন্‌ইচের ভৌগোলিক সম্বন্ধনির্ণয়ের জন্য রয়েল-সোসাইটী হইতে জেনারল রয় (General Roy) ইংলণ্ড-পক্ষে এবং কাউন্ট কেসিনী, মেকাএন্ ও ডেলাম্বে ফরাসী-পক্ষে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। রামস্‌ডেন্-প্রবর্ত্তিত 'থিওডোলাইট্' যন্ত্র সাহায্যে পরিমাণগ্রহণে তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা ঘটে[২০]।

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে বেসেল-প্রণীত Gradmessung in Ostpreussen নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ভূ-বিজ্ঞানে নূতন আলোক বিকাশিত হয়। ইহাতে নক্ষত্রনির্ণয় বা বৃত্তাংশ-নিরূপণে ত্রিকোণব্যাপ্তি ব্যতীত চতুরস্র-প্রথা (Least squares) অবলম্বিত হইয়াছিল। উহার গণিতাংশ এতই জটিল যে, তাহা সাধারণের বোধগম্য নহে।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে ষ্ট্রুবে (F. G. Struve)-প্রণীত Arc du Meridien de 25° 20′ entre le Danube et la Mer Glaciale mesure depuis 1816 Jusqu'en 1855 নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর আকৃতি-নির্ণয়ে এরূপ অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে সুদূরবর্ত্তী অক্ষাংশের পরিমাণ প্রায় অভ্রান্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

---

(১৯) ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে হুযেন্স (Huyghens), *De Horologio Oscillatorio* নামে এতদ্বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন, কিন্তু তৎকালে উহা পৃথিবীর আকৃতিতত্ত্বের পরিচায়ক ছিল না, নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়ার' প্রকাশ হইতেই, পৃথিবীর আকার-নিরূপণেই এই পন্থা নিয়োজিত হইয়াছিল। অতঃপর ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে হুযেন্স *De Causa Gravitatis*' নামে আর একখানি পুস্তকে সমগ্র জাগতিক পদার্থের ভূকেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ হইতে পৃথিবীর আকৃতি-গত প্রামাণ্য স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

(২০) The Account of Trigonometrical Survey of England and Wales নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ ও কেন্দ্রবিমুখী বা কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) শক্তিকেই পৃথিবীর আকারনির্ণয়ে মূলাধার স্থির করিয়াছেন। সমভাবে কৌণিক (Angular) বেগে ভ্রাম্যমাণ কোন সমধর্ম্মা তরল পদার্থকে ভ্রমণশীল কোন একটী অববর্ত্তুলাভাসের (Oblate spheroid) তুল্যাকৃতিত্বপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া, নিউটন তাহার মধ্যরেখার পরিমাণ ২৩০ : ২৩১ নিরূপণ করেন। তৎপরে তিনি স্থানবিশেষের আকর্ষণ-বৈলক্ষণ্য এবং বৃত্তাভাসত্ব (Ellipticity) ও ঘনত্বের (Density) ব্যতিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া পৃথিবীর জলাধারত্ব ও গোলত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। ক্লারো, লাপ্লেস্ প্রভৃতি মহাত্মগণও গণিতবিদ্যার সাহায্যে দুইটী বিভিন্ন স্থানের আকর্ষণ হইতে পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করিয়া যান[২১]।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য ও সম্ভাব্য যে, আদিম অবস্থায় পৃথিবী একটী সুবৃহৎ তরল-পিণ্ড (Fluid mass)-রূপে পরিণত ছিল। কালসহকারে উত্তাপবিক্ষেপে শীতলতা পাইয়া ক্রমশঃই উহার উপরিভাগে দুগ্ধসরের ন্যায় আবরক সংস্থিত হয় এবং বিকৃতাঙ্গ ও পর্ব্বতাদি মণ্ডিত হইয়া বর্ত্তমান নিরেট (Solid) আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ পর্ব্বত নদনদী সমুদ্র ও দ্বীপাবলী বিরাজিত থাকায় গণনাকার্য্যে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীর যে ঘুরিবার যোগ্য একটী পৃষ্ঠ আছে, তাহাও কল্পনাতীত হইয়া পড়ে।

তথাপি অঙ্কবিদ্যাসাহায্যে পৃথিবীর অণ্ডাকৃতিত্ব প্রতিপাদন জন্য গণিতজ্ঞগণ একটী আবর্ত্তনদণ্ড (Axis of rotation) স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ভূপৃষ্ঠে অক্ষ (latitude) ও দ্রাঘিমা (longitude)-রেখা বিলম্বিত করিয়া স্থাননির্ণয়ে সফলকাম হইয়াছেন।* ইত্যাকার যুক্তি ও গণনাদ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণীকৃত হইলেও তৎপরিমাণ-নির্দ্ধারণে তাহাদের যত্নের লাঘবতা দৃষ্ট হয় নাই। উত্তরোত্তর গণনা-সহকারে তাঁহার পৃথ্বীপৃষ্ঠের পরিধি ও ব্যাসাদি নিরূপণ করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর পরিমাণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পৃথিবীর বিস্তার ৫০ কোটী যোজন লিখিত হইয়াছে। মেরুর মধ্যস্থান হইতে প্রতিদিকে এই পৃথিবীর আবাধবিস্তার ৫০ হাজার যোজন। সপ্তদ্বীপবতী এই পৃথিবী মেরুর প্রত্যেকদিকে তিনকোটী ১ লক্ষ ৭৯ যোজন বিস্তীর্ণা। এই বিস্তার অপেক্ষা পৃথিব্যণ্ডের পরিধি ত্রিগুণ বিস্তৃত। তারকা-সন্নিবেশের পরিধির ন্যায় ভূসন্নিবেশেরও মণ্ডলাকার পরিধি জানিবে।[২২] উক্ত অণ্ডকটাহের মধ্যে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবস্থিত।[২৩] তদুপরে যথাক্রমে ভু, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য নামে ছত্রাকৃতি মণ্ডলাকার সাতটী লোক এবং অধোদেশে সপ্তপাতাল অবস্থিত ২৪।

---

(২১) Todhunter's *History* of *the Mathematical Theories* of *attraction of the Figure of the Earth*, Vol. I. p. 229.

* ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও ভূগোলককে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। ("যোজনসংখ্যা ভাংশৈগুণিতা" গোলাধ্যায়)। অক্ষাংশ ও লম্বাংশ (দ্রাঘিমাংশ)-নিরূপণ দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ স্থাননির্দ্দেশেও তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখা যায়।

'মেষাদিগে সায়নভাগসূর্য্যে দিনার্দ্ধজা ভা পলভা ভবেৎ সা।' (গ্রহলাঘব) অক্ষচ্ছায়া (পলভা) হইতে অক্ষাংশ নির্ণয় হয় :—

'* * * * তথাক্ষ।

চ্ছায়েষুঘ্নাক্ষভায়াঃ কৃতিদশমলবোনায়মাশা পলাংশাঃ॥' (গ্রহলাঘব)

যে সকল দেশে ৮ অঙ্গুলের অতিরিক্ত ছায়াপাত হয়, তথায় যষ্টিযন্ত্র-যোগে পলভা নির্ণয় করিতে হয়।

"যষ্ট্যগ্রমূলসংস্থং বিদ্ধ্বাধ্রুবমগ্রমূলয়োর্লম্বৌ।

বাহুর্লম্বান্তরভূর্লম্বোচ্ছ্রায়ান্তরং কোটিঃ॥

কোটির্দ্দশগুণিতা বাহুবিভক্তা পলপ্রভা জ্ঞেয়া।" (গোলাধ্যায়)

ধ্রুববেধের উন্নতিই অক্ষাংশ ও নতাংশই দ্রাঘিমাংশ।

গোলাধ্যায়ে স্ফুট-পরিধি ও লম্বাংশের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"স্বদেশেমেরুন্তরযোজনৈর্যল্লম্বাংশজৈর্ম্মেরুগিরেঃ সমন্তাৎ।

বৃত্তং স্ফুটো ভূপরিধির্যতঃ স্যাৎ ত্রিজ্যা হৃতো লম্বগুণঃ কুতোঽস্মাৎ।"

এই সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নানাবিধ যন্ত্রের ব্যবহার করিতেন, সংক্ষেপে তন্মধ্যে কএকটীর নামমাত্র প্রদত্ত হইল।

"গোলো নাড়ীবলয়ং যষ্টিঃ শঙ্কুর্ঘটী চক্রং।

চাপং তুর্য্যং ফলকং ধীরেকং পারমার্থিকং যন্ত্রং॥" (গোলাধ্যায়)

ইংরাজীতেও ঐরূপ Quadrant, Sextant, Globe প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কারে বিশেষ সহায়তা ঘটিয়াছে।

(২২) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ ৫৪ অধ্যায় ১৩-২১ শ্লোক। এখানে পুরাণকারগণ ভূমণ্ডলের গোলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মতে সূর্য্য হইতে নেপচুনের ব্যবধান ২৮০০০০০০০০ মাইল।

(২৩) "অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।"

(ব্রহ্মাণ্ড অনু° ৫৪।২৪)

(২৪) শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ২৪ অঃ ও 'পাতাল' শব্দ দ্রষ্টব্য। কোন কোন গ্রন্থকার সুমেরুকে সর্গ, মিশ্রক্ষদেশ মর্ত্ত্য ও বড়বাকেই পাতাল বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্য সুমেরুস্থানবাসী দেবলোকগণের দিবারাত্র আমাদের দিবারাত্র হইতে বিভিন্ন কল্পিত হইয়াছে। আমাদের ১২ মাসে তদ্দেশবাসীর একদিন ও রাত্রি হয়। পুরাণে যখন সপ্তলোকের সপ্ত বিভিন্ন কেন্দ্র স্থির রহিয়াছে, তখন কি প্রকারে সপ্তপাতালের একত্র কল্পনা করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত জগৎ লইয়া যখন পৌরাণিক পৃথিবী, তখন উহার এতাদৃশ পরিমাণ-কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত বলিয়াই বোধ হয় পৌরাণিকেরা সপ্তলোক ও সপ্তপাতালের কেন্দ্রতারকা নির্দ্ধারিত করিয়া যান নাই।

বৈজ্ঞানিক মতে পৃথিবী সূর্য্যকেন্দ্রক[২৫] ও সৌরজগতের অন্তর্গত ৫ম গ্রহরূপে[২৬] পরিগণিত। মঙ্গল ও বৃহস্পতি-কক্ষের-মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র তারকাগণের (Asteroid) মধ্যে ইহার আকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বিষুবরত্তে ভূমণ্ডলের ব্যাস ৭৯২৬ মাইল এবং মেরুদেশে ৭৮৯৮ মাইল। পৃথিবীর আয়তন ২৬১০০০০ লক্ষ ঘনমাইল ও ভূপৃষ্ঠ ১৯৭৩১০০০০ বর্গমাইল মাত্র।[২৭] জলাপেক্ষা ভূভাগ ৫.৬৭ গুণ গাঢ়। সূর্য্যের সহিত তুলনায় ভূপিণ্ডের আকৃতিপরিমাণ ০০০০.২০৮১৭৩, এবং সূর্য্য হইতে ইহার দূরতা ৫ কোটি ক্রোশ।[২৮] এই সুদূর পথ বাহিয়া সূর্য্যকিরণ-মালার ধরামণ্ডলে পৌছিতে ও পূর্ণবিকাশ পাইতে ৮ মিনিট ১০.৩ সেকেণ্ড লাগে। পৃথিবী গোলাকার, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ মেরুদেশে ১৩ মাইল করিয়া চাপা।

দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন আইসে। প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমে অস্তমিত হয়। রাত্রিকালে আকাশের নক্ষত্রগতি দেখিলেও, সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্রাদির পৃথিবীপরিবর্ত্তন মনে হয়। এই কারণেই বোধ হয় পুরাকালে য়ুরোপখণ্ডেও পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া স্থির ছিল।[২৯] প্রথমে হিপার্কাস নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ এই মতটী উদ্ভাবন করেন। খৃষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দে মিসরবাসী টলেমী এতদ্বিষয় পরিষ্কাররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। এতন্নিবন্ধন জ্যোতিষ্কজগতের এই কল্পিত ভ্রমণপ্রণালী 'টলেমিক্ থিওরি' নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ভ্রান্তমত য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত ছিল। পরে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ কোপার্ণিকাস্ এই মত নিরাকরণ করিয়া প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় (দিবারাত্রে) এক একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিক্ আবর্ত্তন করে, সেই জন্য সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর ঐরূপ দৃশ্যমান গতি অনুভূত হয়।

কোপার্ণিকাস্ ১৫শ শতাব্দে যে সত্যটী প্রকাশ করেন, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্ আর্য্যভট কোপার্ণিকাসের বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে পৃথিবীর সেইরূপ গতিবিধি পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন[৩০]। পৃথিবীর সমস্ত গতিই প্রায় তৎকালে

"হৈকৈরাবরণৈঃ সুর্গৈর্ধার্য্যমাণা পৃথক্ পৃথক্।
দশভাগাধিকাভিশ্চ তাভিঃ প্রকৃতিভির্বহিঃ॥ ২৬
ধার্য্যমাণাবিশেষৈশ্চ সমুৎপন্নৈঃ পরস্পরম্॥২৭॥ (ব্রহ্মাণ্ড অনু° ৫৫অঃ)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দূরবর্ত্তী এক একটী ক্ষুদ্র তারকা আমাদের সূর্য্যাপেক্ষা বৃহৎ।

(২৫) "ইত্যেবং সন্নিবেশো বৈ পৃথিব্যা জ্যোতিষাঞ্চ যঃ। ৭৯
দ্বীপানাং উদধীনাঞ্চ পর্ব্বতানাং তথৈব চ॥
বর্ষাণাঞ্চ নদীনাঞ্চ যে চ তেষু বসন্তি বৈ॥ ৮০
ইতোযোহর্কবশেনৈব সন্নিবেশস্তু জ্যোতিষাম্।
আবর্ত্তঃ সান্তরো মধ্যে সংক্ষিপ্তশ্চ ধ্রুবান্তু সঃ॥" ৮১
(মৎস্যপুরাণ ১২৮ অধ্যায়)

(২৬) বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন, য়ুরেনাস্ প্রভৃতি গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা বড়।

(২৭) ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের গুণফলকেই ভূপৃষ্ঠ-ক্ষেত্রফল নির্ণীত করিয়াছেন—
"প্রোক্তো যোজনসংখ্যয়া কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাব্ধয়-
স্তদ্ব্যাসঃ কুভুজঙ্গসায়কভুবঃ সিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ।
পৃষ্ঠক্ষেত্রফলং তথা যুগগুণত্রিংশচ্ছরাষ্টাভ্রয়ঃ
ভূমেঃ কন্দুকজালবৎ কুপরিধিব্যাসাহতেঃ প্রস্ফুটম্॥" (গোলাধ্যায়)
যোজনসংখ্যাতে পৃথিবীর পরিমাণ ৪৯৬৭, ও ব্যাস ১৮৫১ $\frac{1}{24}$ পৃষ্ঠক্ষেত্রফল ৭৮৫৩০৩৪। ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণের সহিত য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিদের এতদ্বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভূপরিধির পরিমাণ নির্ণয়ে ভাস্করাচার্য্য যে প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে এরূপ বিভ্রাট অসম্ভব।
"নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতিষোড়শাংশে ভবেদবন্তী গণিতেন যস্মাৎ।
তদন্তরং ষোড়শসংগুণং স্যাদ্ভূমানমস্মাদ্বহু কিং তদুক্তম্॥"
তাহারা যে স্থানাদি মাপিয়া এ সকল নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহারও ভূরি প্রমাণ আছে—
"পুরান্তরং চেদিদমুত্তরং স্যাৎ তদক্ষবিশ্লেষলবৈস্তদা কিম্।
চক্রাংশকৈরিত্যনুপাতযুক্ত্যা যুক্তং নিরুক্তং পরিধেঃ প্রমাণম্॥"
(গোলাধ্যায়)

(২৮) Lardner's Museum of Science & Arts Vol. II, p. 23, কিন্তু কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ ২৫০০০০০০ মাইল স্থির করিয়াছেন।

(২৯) কোন কোন পুরাণকার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু মৎস্যপুরাণের উদ্ধৃতশ্লোকাংশ হইতে সে ভ্রম নিরাকৃত হইতেছে।

(৩০) "ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাং।" আর্য্যভট এইরূপে পৃথিবীর আবর্ত্তন সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিলেও এবং কি কারণে এই গতিশীল ভূগোলের নিয়ত ভ্রমণ স্থূলদৃষ্টির আয়ত্তীভূত হয় না; তদুত্তরে আর্য্যভট লিখিয়াছেনঃ—
"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥"
অনুলোমগতি জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদীতীরস্থ অচল পদার্থকে বিলোমগামী দেখিতে পায়, লঙ্কায় (বিষবরৃত্ত প্রদেশে) অচল নক্ষত্র সকলকেও সেইরূপ সমপশ্চিমাভিমুখে গতিশীল বোধ হয় অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবীর পরিভ্রমণ জন্য অচলরাশিচক্র যেন পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতিমিশ্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্ লল্লাচার্য্য যে ভ্রান্তযৌক্তিক প্রতিবাদ দ্বারা পৃথিবীর অচলত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহারা পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি এবং ভূবায়ুর সহিত ভ্রমণবিষয় অবগত ছিলেন না। অনুসন্ধিৎসু হইয়াই আর্য্যভট এই নূতন মতাবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরাণশাস্ত্রে সূর্য্যের মধ্যকেন্দ্রমতপরিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। সূর্য্যকে মধ্যকেন্দ্র বলিলেই যে পৃথিবীর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ স্বীকার করা হয়, ইহা বলা বাহুল্য।

আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এমন কি ক্রান্তিপাতের বক্রগতি (Precession of the Equinoxes) যে পৃথিবীর গতিসম্ভূত, তাহা য়ুরোপে নিরূপিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যভট স্থির করিয়া গিয়াছেন।[৩১]

পৃথিবীর গতি।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এই পৃথিবী ঈষদূন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বা এক নাক্ষত্রিক দিনে একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আইসে। ইহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি (Diarnal *Rotation* on its axis) এই আহ্নিক গতিই দিবারাত্রের কারণ। আহ্নিকগতি দ্বারা পৃথিবীর যখন যে অংশে সূর্য্য থাকে, সেই ভাগে দিন ও ঠিক তদ্বিপরীতার্দ্ধভাগে রাত্রি হয়। পৃথিবী যদি আপনার মেরুদণ্ডকে অয়নমণ্ডলের উপর রাখিয়া ঠিক সোজাভাবে ঘূরিত, তাহা হইলে সকল সময়ে ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে দিবারাত্রের মান সমান দেখা যাইত। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমরা দিবারাত্র সমান পাই না। শীতকালে দিন ছোট ও রাত্রি বড় এবং গ্রীষ্ম কালে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইয়া থাকে।

গোলাকার পৃথিবী স্থির মেরুদণ্ডকে ধরিয়া অয়নমণ্ডলে যেন একটু বক্রভাবে বা চাপগতিতে ঘুরিয়া থাকে। উত্তর মেরু যখন সূর্য্যের যত অভিমুখে, তখন দক্ষিণমেরু সূর্য্যের তত বিমুখ হইয়া পড়ে। এই নিমিত্ত বিষুবরেখার উত্তরভাগে যত পরিমাণে দিবসের দৈর্ঘ্য, দক্ষিণভাগে ততোধিক মাত্রায় রাত্রির বৃদ্ধি হয়। কেবল বিষুববৃত্তস্থ প্রদেশসমূহে দিবারাত্রের ভাগ সমান। যতক্ষণ পৃথিবী এই অবস্থায় থাকিয়া ঘূরিবে, ততদিন ২৪ ঘণ্টা মধ্যে একবার ঘুরিয়া গেলেও দক্ষিণ-মেরু সূর্য্যের অভিমুখী ও উত্তরমেরু সূর্য্যের বিমুখী হইবে না। সুতরাং দক্ষিণমেরুতে ২৪ ঘণ্টা ও উত্তরমেরুতে ২৪ ঘণ্টা দিন থাকিবে।

এইরূপে ভ্রমণশীল পৃথিবীর দক্ষিণমেরু হইতে বিষুবরেখা মধ্যবর্ত্তী দূরবর্ত্তীস্থান সকল তাহাদের দূরত্বের পরিমাণানুসারে ক্রমেই যতটুকু সূর্য্যের অভিমুখে পড়িতেছে, তাহা অপেক্ষা অধিকভাগ বিমুখে থাকিতেছে। সেই জন্য এখানে রাত্রির পরিমাণ অধিক হইয়া পড়ে। এইরূপে সূর্য্যের কর্কটরাশিতে অবস্থানকালে উত্তর মেরুদেশে ছয়মাস দিন ও দক্ষিণে ছয়মাস রাত্রি এবং দক্ষিণায়নে মকররাশিতে স্থিতিসময়ে দক্ষিণমেরুতে ৬ মাস দিন ও উত্তরে ৬ মাস রাত্রি হয়।[৩২]

"অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্য্যোদ্যাবাভূম্যোর্যদন্তরম্।
সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্ম্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ৫ স্কন্ধ ২০ অঃ)

মৎস্যপুরাণ ১২৮ অধ্যায়ে ঐ মতের প্রতিপোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে মণ্ডলাকারে অবস্থিত সূর্য্যের পর্য্যাস (পরিবর্ত্তন) ভ্রমণ হইতেই পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ আলোকিত হইয়া থাকে।

"প্রকাশতে স্বভাভিস্তৌ মণ্ডলাভ্যাং সমাশ্রিতৌ।
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং দ্বীপানাস্ত স বিস্তরঃ॥
বিস্তারার্দ্ধং পৃথিব্যাস্ত ভবেদন্যত্র বাহ্যতঃ।
পর্য্যাসপারিমাণ্যেন চন্দ্রাদিত্যৌ প্রকাশকৌ॥" (ব্রহ্মাণ্ড অনু ৫৪।২-৩)

কিন্তু বর্ত্তমান জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রমাণে সূর্য্যকে স্থির জানিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তন ও অর্দ্ধভাগ আলোকীকরণ হইতেও ভূমণ্ডলের গোলত্ব স্বীকার করা যায়। বৌদ্ধেরা দিবারাত্রের কারণ স্বরূপ সুমেরু-পর্ব্বতকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং তৎপ্রমাণার্থ দুই সূর্য্য দুই চন্দ্র ও দুই নক্ষত্রচক্র স্বীকার করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত ভ্রান্তমত নিরাকৃত হইয়াছে,—

"কিং গণ্যং তব বৈগুণ্যং দ্বৈগুণ্যং যো বৃথাকৃথাঃ।
ভাকেন্দূনাং বিলোক্যাহ্নো ধ্রুবমৎস্যপরিভ্রমং॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

বিষ্ণুপুরাণের ২।৮ অধ্যায়ে সূর্য্য হইতে জগতে আলোকান্ধকারব্যাপ্তি প্রসঙ্গ আছে। পুরাণ মতে প্রবহ-বায়ুবশে সূর্য্যাদিগ্রহগণের সহিত রাশিচক্রের পশ্চিমাভিমুখে আবর্ত্তনের যে ফল, জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে একমাত্র পৃথিবীর আবর্ত্তনে সেই ফল পাওয়া যায়।

"যন্তোভচক্রে লঘুপূর্ব্বগত্যা খেটাস্তু তস্যাঃ পরশীঘ্রগত্যা।
কুলালচক্রভ্রমি-বামগত্যা যন্ত্রোঽসু কীটা ইব ভান্তি যান্তঃ॥" (গোলাধ্যায়)

ভূভ্রমণ ও রাশিচক্রকে অচল স্বীকার করিলে প্রবহবায়ু স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ এরূপ কোন বায়ুরই উল্লেখ করেন নাই।

(৩১) আর্য্যভট মতে গ্রহাদির চক্রগতি ও অয়নাংশ সামান্য পঞ্জিকাতে উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

(৩২) নিরক্ষবৃত্তস্থ প্রদেশে দিবারাত্র সমান এবং উত্তর ও দক্ষিণে ক্ষয়বৃদ্ধি হয় কেন?

"সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং সুরদ্বিষাং।
উপরিষ্টাৎ ভগোলোঽয়ং ব্যক্ষ্যে পশ্চান্মুখঃ সদা॥
অতস্তত্র দিনং ত্রিংশন্নাড়িকং শর্ব্বরী তথা।
হানিবৃদ্ধি সদা বামং সুরাসুরবিভাগয়োঃ॥" (সূর্য্যসি°)

ভাস্করাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"অতশ্চ সৌম্যে দিবসো মহান্ স্যাৎ রাত্রির্লঘুর্ব্যস্তমতশ্চ যাম্যে।
ছায়ারাত্রবৃত্তে ক্ষিতিজাদধঃস্থে রাত্রির্যতঃ স্যাৎ দিনমানমূর্দ্ধং।
সদা সমত্বং হ্যনিশো নিরক্ষে নোন্মণ্ডলং তত্র কুজাদ্যতোঽনাৎ॥"
(গোলাধ্যায়)

সূর্য্য মেষরাশি হইতে উত্তরে অগ্রসর হইয়া যথাক্রমে বৃষ মিথুন অতিক্রম করিয়া ২৪ অংশে কর্কটের আদি পর্য্যন্ত গমন করেন, এই ২৪ অংশ পরমক্রান্তি নামে অভিহিত। পরে সূর্য্য প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ক্রমে সিংহ-কন্যা অতিক্রম করিয়া তুলারাশিতে আসিয়া মিলিত হন। ঐরূপ দক্ষিণে ২০ অংশে মকর পর্য্যন্ত আসিয়া আবার মেষরাশিতে বিষুব বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্তের সম্মিলন-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থে ক্রান্তি পরিমাণ ২৪ অংশ, য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ মতে ২৩॥ অংশ। সূর্য্যগতির তারতম্যানুসারে এই অনৈক্য ঘটিয়াছে এবং ক্রান্ত্যংশে ন্যূনতা লক্ষিত হইতেছে। জয়সিংহকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থে ক্রান্ত্যংশের কলাহ্রাস নির্ণীত হইয়াছে।

অয়নমণ্ডলে কৌণিকভাবে থাকিয়া প্রত্যহ পৃথিবী একবার করিয়া আপন মেরুদণ্ড আবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু এই চাপাত্মক আবর্ত্তনহেতু দিবারাত্রের বৈষম্য ঘটে কেন এবং কখন উত্তর-মেরুতে আলোক, কখন বা অন্ধকার, এক স্থানের দিন ছোট, আবার কখন দিন বড়, এরূপ পরিবর্ত্তনই বা হয় কেন?

আহ্নিক-গতিই যদি পৃথিবীর একমাত্র গতি হইত, তাহা হইলে কখনই দিবারাত্রবিপর্য্যয় সংঘটিত হইত না। সূর্য্য যে নক্ষত্ররাশির নিকট উঠিত, তাহাকে আমরা চিরকাল সেইখানে দেখিতাম। প্রত্যহ আপনার চারিদিকে একবার করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী একবৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে।৩৩ ইহাকে পৃথিবীর বার্ষিক-গতি (Revolution on an orbit) বলে। প্রতিদিন সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির স্থান-পরিবর্ত্তনই ইহার প্রমাণ। আমরা সূর্য্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাই যে, ১০ই চৈত্র (২২শে মার্চ্চ) মাসের বিষ্ণুপদক্রান্তি-বৃত্তে (Vernal equinox) সূর্য্যদেব ঠিকপূর্ব্বে উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান। অতঃপর ৩ মাস উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া ১০ই আষাঢ় (২২শে জুন) সূর্য্যদেব উত্তরক্রান্তিসীমারূঢ় (Summer Solstice) হন, ঐ সময় দিন-পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়। আবার বক্রগতিতে ফিরিয়া তিনমাসের পর ১০ই আশ্বিন (২২শে সেপ্টেম্বর) হরিপদ বা তুলাক্রান্তিতে (Autumnal Equinox) রাত্রিদিবা সমান হয়। পরে সূর্য্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া ১০ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) দক্ষিণক্রান্তিসীমায় (Winter-solstice) উপস্থিত হন। ঐ দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। এইরূপে একবার উত্তরপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সূর্য্যের একবৎসর লাগে*। সূর্য্যের এই প্রত্যক্ষ গতি (apparent motion) দ্বারা আকাশে একটী বৃত্তাভাস অঙ্কিত হয়, তাহাকে রাশিচক্র বা সূর্য্যের অয়নমণ্ডল কহে। সূর্য্যের এইরূপ দৃশ্যমান গতি হয় কেন? তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী দিন দিন সূর্য্য হইতে একটু একটু সরিয়া আবার এক বৎসরে সেই পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আইসে। ছয়মাস আমরা মস্তকোপরি ব্রহ্মকটাহে যে তারকামণ্ডলী দেখি, আর ছয়মাস তাহারা আমাদের পদনিম্নের ব্রহ্মকটাহে থাকে। পৃথিবীর উভয় মেরুবর্ত্তী তারকা ব্যতীত সূর্য্যপরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল তারকার ঐরূপ পরিদৃশ্যমান গতি হয়। মেরুদ্বয়ের উপরি আকাশে যে সকল তারকা আছে, তাহা কখনও অদৃশ্য হয় না৩৪। কারণ পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলের উপর ২৩° ডিগ্রী ২৮′ মিনিট কৌণিকভাবে অবস্থিত আছে। চিরকালই প্রায় ঐরূপ সমানভাবে চলিয়াছে৩৫। একারণ উভয়মেরুর লক্ষ্য ঠিক একই দিকে নিবদ্ধ বোধ হইতেছে।

২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী আপনাকে আপনি একবার আবর্ত্তন করে এবং একবৎসরে তেমনি একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। পৃথিবীর এই দুইটী গতি মিশ্রিত হইয়া আর একটী গতি উৎপাদন করে।

উত্তর-দক্ষিণ গোলের ৬৬ অক্ষাংশের মধ্যবর্ত্তী দেশের পক্ষে ঐরূপ দিবারাত্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ৬৬ অংশ হইতে ৯০ অংশ পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে সুমেরু ও কুমেরু-প্রদেশের প্রাকৃতিক নিয়ম স্বতন্ত্র। তথায় ৬মাস দিন ও ৬মাস রাত্রি হয়।

"ষট্‌ষষ্টিভাগাভ্যধিকাঃ পলাংশা যত্রাথ তত্রাস্ত্যপরো বিশেষঃ।
লম্বাধিকা ক্রান্তিরুদক্ চ যাবৎ তাবদ্দিনং সন্ততমেব তত্র।
যাবচ্চ যাম্যা সততং তমিস্রা ততশ্চ মেরৌ সততং সমার্দ্ধম্॥" (গোলাধ্যায়)

আরও বিশেষ প্রমাণ:—

"ত্র্যংশ যুং নবরসাঃ পলাংশকা যত্র তত্র বিষয়ে কদাচন।
দৃশ্যতে ন মকরো ন কার্ম্মুকং কিঞ্চ কর্কমিথুনৌ সদোদিতৌ॥
যত্র সাব্ধি গজবাজিসম্মিতাস্তত্র বৃশ্চিকচতুষ্টয়ং ন চ।
দৃশ্যতেঽথ বৃষভ্যা চতুষ্টয়ং সর্ব্বদা সমুদিতঞ্চ লক্ষ্যতে॥
যত্র তেঽথ নবতিঃ পলাংশকাস্তত্র কাঞ্চনগিরৌ কদাচন।
দৃশ্যতে ন ভদলং তুলাদিকং সর্ব্বদা সমুদিতং ত্রিরাদিকম্॥" (গোলাধ্যায়)

(৩৩) অয়নকক্ষ বিচরণ করিয়া একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতে ৩৬৫·২৫৬৩৭৪৪ সৌরদিন বা ৩৬৫ দিন ৬ঘণ্টা ৯মিনিট ১০·৭৫ সেকেণ্ড লাগে। ইহার অয়নবৃত্তস্থ বিষুপদ বা মেষসংক্রান্তি (Vernal Equinox) হইতে বিষুপদ-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত (ঋতু-পরিবর্ত্তন-কালজ্ঞাপক) ভ্রমণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭·৮১ সেকেণ্ড সমাহিত হয়।

"পঞ্চাঙ্গরামাস্তিথয়ঃ খরামাঃ স্বার্দ্ধদ্বিদস্রাঃ কুদিনাদ্যমব্দে।
অস্যার্কমাসোঽর্কলবঃ প্রবিষ্টস্ত্রিংশদ্দিনঃ সাবনমাসএব॥" (গোলাধ্যায়)

এক সৌরবর্ষে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩০ পল ও ২২৷০ সাড়ে বাইশ বিপলে সূর্য্যের স্ফুটসাবন দিন হয়। সৌর বৎসরের দ্বাদশাংশকে ১ সাবন মাস হয়।

উত্তরায়ণে সূর্য্যের অবস্থানকালে উত্তরগোলে সূর্য্যকিরণ ও গ্রীষ্ম তীব্র বোধ হয়, ঐরূপ উত্তর পরমক্রান্তি হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে আসিতে গ্রীষ্মের হ্রাস লক্ষিত হইতেছে।

"অত্যাসন্নতয়া তেন গ্রীষ্মে তীব্রকরা রবেঃ।
দেবভাগে সুরাণান্তু হেমন্তে মন্দতাঽন্যথা॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

* "ভানোর্মকরসংক্রান্তেঃ ষণ্মাসা উত্তরায়নম্
কর্কটাদেস্তু তথৈব স্যাৎ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্॥" (সূর্য্যসি°)

মকর সংক্রান্তি হইতে মীনরাশি পর্য্যন্ত ক্রান্তিবৃত্তপথে সূর্য্যের রাশি চক্রাশ্রিত ছয় মাস কাল ভ্রমণই উত্তরায়ণ, আর এইরূপে কর্কট হইতে ধনু পর্য্যন্ত গমনই দক্ষিণায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ

(৩৪) একারণ উত্তরধ্রুবতারা নিশ্চল ও স্থির বোধ হয়।

(৩৫) সূক্ষ্মগণনাদ্বারা স্থির হইয়াছে, একবৎসরে পৃথিবীর অর্দ্ধ সেকেণ্ড মাত্রা কৌণিক অবস্থানের পরিমাণ হ্রাস হয়। ঐ হ্রাস বৃদ্ধি ১ ডিগ্রী ২১ মিনিটের অধিক হয় না। গ্রহগণের সমবেত আকর্ষণ ইহার ফল।

পৃথিবী চাপগতিতে আকাশপথে সর্পকুণ্ডলাকৃতি চক্র করিয়া থাকে। সূর্য্যপ্রদক্ষিণকালে যে চক্রাকার পথে পৃথিবী ভ্রমণ করে, তাহাই তাহার অয়নমণ্ডল। এই অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, অনেকটা ডিম্বাকৃতি (বৃত্তাভাস), ইহার দুইটী অধিশ্রয় বা নাভি (Focus) আছে। এক অধিশ্রয়ে সূর্য্য অবস্থিত ও অপরটী শূন্য পড়িয়া আছে। এজন্য অয়নমণ্ডলের সকলস্থান হইতে সূর্য্য সমান দূরবর্ত্তী নহে।

আহ্নিক ও বার্ষিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আরও দুইপ্রকার গতি আছে। একটী ক্রান্তিপাতের[৩৬] বক্রগতি (Precession of the Equinoxes), আর একটী মেরুলক্ষ্য-পরিবর্ত্তনগতি (Nutation); এতদুভয়ের প্রকৃতি এতই জটিল যে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার বিবৃতি সহজে বোধগম্য হয় না। সুতরাং সংক্ষেপে তাহার আভাস দেওয়া গেল মাত্র।

পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলে চাপাত্মকগতিতে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিদিন ভ্রমণকালে স্বীয় বিষুবরেখার দুইটীমাত্র বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করাইতেছে। কিন্তু ঐ একই বিন্দুদ্বয় চিরদিন কক্ষের উপর সমভাবে পড়িতেছে না। প্রতিবৎসর ক্রান্তিপাত ৫০·১০″ সেকেণ্ড পূর্ব্বে পড়িতেছে অর্থাৎ আজ বিষুবরেখার যে বিন্দু কক্ষের উপর পড়িতেছে, আগামী বৎসর সেই দিবসে ঐ বিন্দু হইতে ৫০·১০″ সেকেণ্ড পশ্চাতে সেই বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করিতেছে। এইরূপে ২৫৮৬৮ বৎসরে আবার সেই একই বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পৌঁছিতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতি পৃথিবীর দুই স্বতন্ত্র গতির কার্য্যফল। পৃথিবীর মেরুদেশ অপেক্ষা বিষুবদ্বৃত্তস্থ পদার্থসমষ্টি (Equatorial protuberance) অধিক। সুতরাং মেরুদেশে চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণপ্রভাব বিষুববৃত্তস্থ স্থানাপেক্ষা অধিক হইবেই। আকর্ষণের এতাদৃশ বৈষম্যহেতু ক্রান্তিপাত ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বে পিছাইয়া পড়িতেছে। চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণপ্রভাবে যেমন ক্রান্তিপাতের বক্রগতি সম্পাদিত হইতেছে, তদ্রূপ গ্রহগণের সমবেত আকর্ষণে পৃথিবীর আর একটী অগ্রগতি উৎপন্ন হইতেছে। এই উভয় গতির কার্য্যফলে প্রতিবৎসরে ক্রান্তিপাত ৫০·১০″ সেকেণ্ড পিছাইয়া যাইতেছে বা ৫০·১০″ সেকেণ্ড অগ্রে সম্পন্ন হইতেছে।

এই গতি হইতে আমরা জাগতিক ব্যাপারে তিনটী ঘটনা-সমাশ্রিত দেখিতে পাই।

বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দু যতই সরিতে থাকে, ততই পৃথিবীর মেরু চক্রাকার-পথে ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর মেরু যে চক্রাকার পথে ভ্রমণ করে, তাহার কেন্দ্র পৃথিবীকক্ষের মেরু, সুতরাং ২৫৮৬৮ বৎসরে ঐ কেন্দ্রের চারিদিকে পৃথিবীর মেরু এক একটী বৃত্ত অঙ্কিত করে। এই গতিদ্বারা মেরুবর্ত্তী নক্ষত্ররাশির সুদীর্ঘকালে স্থানপরিবর্ত্তন অনুভূত হয়।

বিষুবরেখার একএকটী বিন্দু সরিয়া যতই তাহার পূর্ব্বস্থিত বিন্দুকক্ষের উপর আসিয়া পড়ে, ততই নক্ষত্ররাশিতে সূর্য্যের উদয়কালপ্রভেদ ও ঋতু৺-বৈষম্য উপলক্ষিত হয়। একটী নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহাকে নাক্ষত্র বৎসর[৩৮] (Sidereal year) বলে[৩৯]। কৃত্তিকানক্ষত্রের উদয়স্থান হইতে সূর্য্য পুনরায় কৃত্তিকায় দৃশ্যতঃ ফিরিয়া আসিলে একটী বৎসর পূর্ণ হয়।

এক ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই ক্রান্তিপাতে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে, তাহাকে এক সৌর বৎসর (Tropical) বলা যায়। সৌরবৎসর নাক্ষত্র বৎসর অপেক্ষা ২০ মিনিট ২০ সেকেণ্ড অল্প সময়ে সম্পূর্ণ হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিষুবরেখার একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হয় না, পর্য্যায়ক্রমে হঠিয়া বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দুই পৃথিবীর কক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইলে, পৃথিবীকে যত দূর ভ্রমণ করিয়া আবার ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইতে হইত, তদপেক্ষা অল্পদূর ভ্রমণ করিয়াই পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপনীত হইতেছে। বাসন্তিক-সমরাত্রদিন (Vernal Equinox) হইতে সৌরবৎসর গণিত হয়।[৪০]

সৌর বৎসরের সময়াল্পতাই ঋতু-পরিবর্ত্তনের মূল এবং বর্ত্তমান বৈষম্যের প্রধান কারণ। যদি প্রতিবৎসরে ঋতুৎপাদক সৌর বৎসর নাক্ষত্রবৎসর হইতে ২০ মিঃ ২০ সেঃ অগ্রে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ পরিমাণে প্রত্যেক ঋতুও নাক্ষত্রবর্ষের অগ্রে সম্পাদিত

(৩৬) পৃথিবীর বিষুবরেখা (Equator) ও অয়নমণ্ডলের (Ecliptic) সংযোগস্থলকে ক্রান্তিপাত কহে।

(৩৭) "দ্বিরাশিনাথা ঋতবস্ততোঽপি শিশিরাদয়ঃ।
মেষাদয়ো দ্বাদশৈতে মাসাস্তৈরেব বৎসরাঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(৩৮) নাড়ীষষ্ট্যা তু নাক্ষত্রমহোরাত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
তত্ত্রিংশতা ভবেন্মাসঃ সাবনোঽর্কোদয়ৈস্ততঃ॥" (সূর্য্যসি°)

(৩৯) অস্মদ্দেশীয় পঞ্জিকাদিতে নাক্ষত্রিক বৎসর-গণনা হইয়া থাকে।

(৪০) * * * * সাবনোঽর্কদয়ৈস্তথা।
ঐন্দবস্তিথিভিস্তদ্বৎ সংক্রান্ত্যা সৌর উচ্যতে।
মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহ উচ্যতে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

গোলাধ্যায়ে সৌর ও চান্দ্র মাসের অন্তর-কালকে অধিমাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

"সৌরাব্দমাসাদৈন্দবঃ স্যাল্লঘীয়ান্ যস্মাত্তস্মাৎ সংখ্যয়া তেঽধিকাঃ স্যুঃ।
চান্দ্রাঃ কল্পে সৌরচান্দ্রান্তরে যে মাসাস্তজ্জ্ঞৈস্তেঽধিমাসাঃ প্রদিষ্টাঃ॥
চান্দ্রো ন সৌরেণ হৃতাৎতু চান্দ্রাদবাপ্তসৌরৈর্দশনৈর্দ্দিনাদ্যৈঃ।
মাসৈর্ভবেচ্চান্দ্রমসো হ্যধিমাসঃ কল্পেঽপি কল্প্যা অনুপাততস্তৎ॥"
(গোলাধ্যায়)

হইবে। এই প্রকারে আবার ২৫৮৬৮ বর্ষপরে নাক্ষত্র ও সৌর-নূতন বর্ষ ঠিক একই সময়ে আরব্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ আজ নাক্ষত্রবর্ষের যে মাসে যে দিনে সমদিবারাত্র হইয়াছে, ২৫৮৬৮ বর্ষ পরে ঠিক সেইদিনে সেই সময়ে সমরাত্রিদিবা ঘটিবে।

হিন্দুগণ নাক্ষত্র এবং য়ুরোপীয়গণ সৌর বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। য়ুরোপীয় গণনায় যে মাসে যে ঋতু তাহা প্রায় একই থাকে, কিন্তু আর্য্যদিগের নাক্ষত্র-গণনে প্রতিবৎসর সমরাত্রিদিবা ২০ মিঃ ২০ সেঃ অগ্রে হওয়াতে অনেক বর্ষপরে ক্রমে ঋতুকালের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যে সময়ে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব হইত, এখন সে সময়ে নিদারুণ গ্রীষ্ম দেখা দিয়াছে; গ্রীষ্মের সময় বর্ষা আসিয়াছে, এই রূপে পৃথিবীর দুই অর্দ্ধে ঋতু কালের বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে।

পূর্ব্বে যখন বৈশাখমাসের প্রথমদিনে বাসন্তিক সমরাত্রিদিন ঘটিত, তৎকালে সেইদিন হইতেই ভারতবাসিগণ নূতন বৎসর-গণনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এখন ১০ই চৈত্র সমরাত্রিদিবা আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং পুনরায় বৈশাখমাসের প্রথমে সমরাত্রদিবা ঘটিতে প্রায় ২৫০০০ বৎসর লাগিবে। পূর্ব্বে বাসন্তিক-সমরাত্রদিবায় সূর্য্য মেষরাশিতে উদয় হইত, এখন ঐদিন মীনরাশি অতিক্রম করিতেও ১০° অংশ বাকি থাকে। এইরূপে সূর্য্যক্রমেই পিছাইয়া উঠিতে উঠিতে ২৫৮৬৮ বৎসর পরে আবার সেই একই নক্ষত্রে উদিত হইবে।

ক্রান্তিপাত সচল বলিয়া পৃথিবীর ইহাতে যে মৃদুগতি হইতেছে, তাহাতে অয়নমণ্ডল ক্রমশঃই ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িতেছে। এই কক্ষপরিবর্ত্তনগতিদ্বারা পৃথিবীর আর একটী বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহাকে ইংরাজিতে Anomalistic বা সৌর-ব্যবধান-বৎসর বলে। পৃথিবীকক্ষের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সেই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুতে ফিরিয়া আসিলে এই বর্ষ পূর্ণ হয়। কক্ষ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যদি ঐ বিন্দু অচল থাকিত, তাহা হইলে সৌরব্যবধান ও নাক্ষত্রবর্ষের পরিমাণ সমান হইত। কিন্তু পৃথিবী এরূপ মৃদুগতিতে তাহার অয়নমণ্ডল পরিবর্ত্তন করে যে, এক অবস্থা হইতে তদবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর ১০৮০০০ বৎসর লাগে।

কক্ষের এইরূপ পরিবর্ত্তনহেতু একবৎসর পূর্ব্বে কক্ষের যে বিন্দুতে আসিলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইত, সেই বিন্দু পরবৎসরে আরও ১২″ সেকেণ্ড অগ্রসর হইলে আবার পূর্ব্বের মত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়; সুতরাং সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীর আরও ১২″ সেকেণ্ড সময় লাগে। এই হেতু সৌর-ব্যবধান-বৎসরের পরিমাণ নাক্ষত্র বৎসর হইতে প্রায় ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক অর্থাৎ সূর্য্যসম্পর্কে পৃথিবীর ব্যবধান সমান হইতে প্রতিবৎসরে ৪′ মিনিট ৩৯″ সেকেণ্ড অধিক সময় আবশ্যক হয় [৪১]।

সূর্য্যের দূরত্ব সম্পর্কে পৃথিবীকক্ষের এক অবস্থা হইতে পুনরায় সেই অবস্থায় আসিতে ১০৮০০০ বর্ষ সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু ঋতু সম্পর্কে সূর্য্যের দূরত্ব-পরিমাণ সমান হইতে প্রায় ২০ হাজার বৎসর লাগে।

ঋতুৎপাদক সৌরবৎসর এবং সৌরব্যবধান-বৎসরের পরস্পর বৃদ্ধাভাসের ব্যবধান ৬১.৯ সেকেণ্ড। এই দুই বৎসরের এক অবস্থায় আসিতেও ২০ হাজার বৎসর লাগে এবং ইহারই উপর ঋতুসম্পর্কে সূর্য্যের দূরত্ব পরিবর্ত্তন নির্ভর করে।

পৃথিবীর মেরুলক্ষ্য-পরিবর্ত্তনগতি প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণ-সম্ভূত, কিন্তু গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর মেরুদ্বয় যদিও উত্তরদক্ষিণে লক্ষ্যবদ্ধ, তথাপি চন্দ্রের আকর্ষণে উত্তরমেরুর উত্তরাকাশে এবং দক্ষিণ-মেরুর দক্ষিণাকাশে উর্দ্ধাধঃ গতি হইয়া থাকে। পৃথিবীমেরুর এই চক্রাকার মন্দগতির সঙ্গে সঙ্গে উভয় মেরুতেই পূর্ব্বোক্ত-রূপ অন্য একটী গতি হয়। এজন্য উভয়মেরুই আকাশে লাটিমের ন্যায় বিসরণশীল চিহ্ন অঙ্কিত করে। এই গতিবশে ১৯ বৎসর পরে চন্দ্রসূর্য্য ও পৃথিবীর এক অবস্থা হয়; সেইজন্য এইরূপ এক একটী চিহ্ন অঙ্কিত করিতে অর্থাৎ একমেরুর নিম্নদিক্ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আবার সেই সেই নিম্নের স্থানটীতে আসিতে ১৯ বৎসর লাগে।

সৌরপরিবারবর্ত্তী পৃথিবী উপরিউক্ত নিয়মিত গতিতে অনন্ত আকাশপথে চক্রের উপর চক্র অঙ্কিত করিয়া সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে ছুটিয়া এবং আপন মেরুদণ্ডে প্রতি ঘণ্টায় সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যসহ পুষ্যানামক নক্ষত্রের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে।

(৪১) পৃথিবীর কক্ষপরিবর্ত্তনগতি হইতে অনেক নৈসর্গিক ব্যাপার সাধিত হয়। পুরাণে যুগে যুগে যে মহাপ্রলয়ের কথা লিখিত আছে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর এই বিভিন্নগতিই সেই সমস্ত দুর্ঘটনার মূল। ভূতত্বের আলোচনায় জানা যায় যে জগতে এক এক সময়ে প্রলয় ঘটিয়াছিল। য়ুরোপখণ্ডে পোষ্টপ্লিওসিন্ যুগে অনন্ত তুষারে আবৃত ঐরূপ জগদ্ধ্বংসের একটী নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এডহিমার ইহার জ্যোতিষিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, ক্রান্তিপাতের বক্রগতিদ্বারা ১০ হাজার বৎসরে পৃথিবীর উভয়ার্দ্ধ সূর্য্যসম্পর্কে তাহার অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করে, এই নিয়মে উত্তরার্দ্ধ আজ অয়নমণ্ডলের অতি নিকট প্রান্তে থাকিলেও ১০ হাজার বৎসর পরে দূরপ্রান্তে গিয়া পড়ে। এই কারণে তুষারশৈল-চাপে উত্তর য়ুরোপের যাবতীয় জীব নষ্ট হইয়া যায়।

ঘনত্ব।

পৃথিবীর পরিমাণ ও গতিনির্ণয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ইহার ঘনত্ব (Density) ও গুরুত্ব (weight) অনুধাবনে তাহারা তদ্রূপই যত্নশীল ছিলেন। কোন একটী পরিমেয় ক্ষুদ্রবস্তুর আকৃষ্টশক্তির সহিত পৃথিবীর আকর্ষণশক্তির তুলনা করিলে এতদ্বিষয়ের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। একটী পর্ব্বতস্তূপের মস্তকোর্দ্ধস্থান হইতে তাহার ওলনের বিচ্যুতি (Deflection of the plummet from the vertical position) অনুসরণ করিয়া বুগে, মাস্কেলিন প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্ পৃথিবীর গুরুত্বনিরূপণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বতের ওলনবিচ্যুতি ৪´ হইতে ৫´ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া এবং তত্তৎ পর্ব্বতের ঘনত্ব বা গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া স্থির করিলেন যে, পৃথিবীপিণ্ডের গুরুত্ব জলাপেক্ষা ৫ গুণ অধিক। কিন্তু পর্ব্বতের যথাযথ গুরুত্ব নিরূপিত না হওয়ায় ইহার যাথার্থ্য অবধারিত হয় নাই। অতঃপর কাভেণ্ডিস্-পরীক্ষা দ্বারা মিঃ ফ্রান্সিস্ বেলী (Mr. Francis Baily) সীসকের গুরুত্ব ও পৃথিবীর আকৃষ্টশক্তির তুলনায় জলাপেক্ষা পৃথিবীর গুরুত্ব ৫৬৭ স্থির করিয়া যান।[৪২] তৃতীয়তঃ রাজ-জ্যোতির্ব্বিদ্ এয়ারি (Mr. Airy, Astronomer Royal) ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে টাইন্ নদীকূলে ও হর্টন কয়লার খাতের ১২৬০ ফিট্ নিম্নতম প্রদেশে ঘড়ীর দোলকযন্ত্রের গতিবিচ্যুতি লক্ষ্য করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা পৃথিবীর গুরুত্ব নির্ণয়ের উপযোগী। তিনি ভূপৃষ্ঠ ও খাতনিম্নস্থ দোলকের দৈনিক ব্যবধান ২¼ সেকেণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া স্থির করিলেন যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে ঐ নিম্নস্থানে আকর্ষণ $\frac{১}{১৯১৯০}$ সংখ্যক অংশ অধিক। এই অঙ্কফলে তিনি পৃথিবীর গুরুত্ব জলাপেক্ষা ৬ হইতে ৭ গুণ অধিক নির্ণয় করেন, কিন্তু নদীতীরের নিম্নতা খাতপার্শ্বস্থ পর্ব্বতাদির আক্ষেপিক গুরুত্ব অবধারিত না থাকায় তিনি কোন সূক্ষ্মফল স্থির করিতে পারেন নাই।

তাপ।

পৃথিবীর বাহিরে এবং ভিতরে উত্তাপ আছে। উত্তাপ জীবজগতের প্রাণদায়ী। অনন্তাকাশের তেজ, সূর্য্যের তাপদান ও বায়ুর নিষ্পীড়নে জগতে একটা উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা সূর্য্যকিরণে যে উত্তাপ উপলব্ধি করি, পৃথিবীর ভ্রমণ ও সূর্য্য হইতে স্থানবিশেষে পৃথিবীর অবস্থানভেদে তাহা হইতেই শীত-গ্রীষ্মাদি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ভূপৃষ্ঠ হইতে আমরা যতই নিম্নে নামিতে থাকি, দৈনিক উত্তাপের ব্যতিক্রম ততই অল্প অনুভূত হইতে থাকে। অবশেষে উহা এমন একটী স্থানে আসিয়া উপনীত হয় যে, তথায় আর কিছুমাত্র বাহ্যিক তাপ অনুভূত হয় না। ঋতুর পরিবর্ত্তনে ঐ স্থানের উত্তাপের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থান হইতে আরও নিম্নতম প্রদেশে অবতরণ করিলে পুনরায় অল্পে অল্পে উত্তাপ অনুভূত হইতে থাকে। প্রতি ৪০।৫০ ফিটে ১° ফারেণহিট্ উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, কিংবা ১ মাইল অবতরণ করিলে প্রায় ১০০° উত্তাপ পাওয়া যায়। এইরূপ হিসাবে নিম্নের তাপও গৃহীত হইলে ৫০ মাইল আরও অভ্যন্তরভাগে ৫০০০° তাপ-প্রভাব উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তাপের কল্পনায় জগতে উৎপত্তি-প্রারম্ভে সার্ব্বজনীন তেজের আবির্ভাব মনে হয়। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে, এরূপ প্রচণ্ডতাপে কোন ধাতুই গাঢ় হইয়া থাকিতে পারে না, অবশ্যই তাহাকে গলিয়া দ্রব হইতে হয়। আগ্নেয়গিরিনিঃসৃত ধাতব তরল পদার্থাদি ইহার নিদর্শন। এই ধারণা হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর আদি তরলত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তাপযুক্ত তরলপদার্থে পূর্ণ এবং এই ভূপৃষ্ঠ (crest)) দুগ্ধসরের ন্যায় স্নিগ্ধ হইয়া উৎপন্ন। কেন্দ্রগত তাপ (central heat) স্বীকার করিয়া ফুরিয়ার, হম্বোল্ট প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অভিনব তত্ত্বাবিষ্কারে সফলকাম হইয়াছেন। পর্ব্বতাদির উৎপত্তি ও ভূমিকম্প এই তাপেরই নিদান। [তাপশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

অনন্তক্রোড়াবিষ্ট-বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া ক্রমশঃই তরল হইতে থাকে। সেই উত্তপ্ত তরল জলরাশি শীতল হইবার কালে দৃঢ় আবরণে আচ্ছাদিত হয়। ক্রমে তদুপরি স্তরের উপর স্তর পড়িয়া ভূপঞ্জর প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া পড়ে। উপরে যে মৃত্তিকারাশি দেখিতে পাই, কালে তাহা প্রস্তরীভূত হইবে এবং সেই প্রস্তরীভূত মৃৎপিণ্ড আরও অতীত কালে শ্লেটাদি ঘন-গ্রন্থিযুক্ত প্রস্তরে পরিণত হইবে। মৃত্তিকা ও পর্ব্বতাদির সুগভীর নিম্নস্তরের আরও নিম্নদেশে (ভূগর্ভমধ্যে) দ্রবময় প্রস্তর বা ধাতবাদির হ্রদ বা জলস্রোত দেখিতে পাওয়া যায়। [ভূতত্ত্ব ও পর্ব্বত শব্দ দেখ।] ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্তরে যে সকল নিহিত প্রস্তরাস্থির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে একএকটী প্রলয়ের কল্পনা করা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ ভূতত্ত্বের আলোচনা হইতে অর্থাৎ একএকটী স্তরের পর্য্যায়ক পরিবর্ত্তনে—চূর্ণ বালুকাবৎ মৃত্তিকা হইতে দৃঢ়গ্রন্থি প্রস্তররূপ পর্য্যন্ত—যে

(৪২) সর্ আইজাক নিউটনও ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন—

"Verisimile est quod copia materiæ totius in terra, *quasi quintuplo vel sextuplo* sit quam si tota ex aqua constarit" Principia III, 10.

সময় লাগে এবং ঐ বিভিন্ন স্তরের রূপান্তর প্রাপ্তি কতকালে হয়, তাহারই বিশ্লেষণ-দ্বারা জগতের উৎপত্তিকাল সূচনা করিয়াছেন; কিন্তু এতাদৃশ আনুমানিক কল্পনায় কতদূর সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অগম্য। [বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্তরে সন্ন্যস্ত জীবাস্থির সম্যক্ আলোচনা ও তত্তৎ জীবজগতের প্রকৃষ্ট বিবরণ ভূ-পঞ্জর ও ভূ-তত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পৃথিবীর উৎপত্তি-কাল।

কি বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে, কি পূর্ব্বতন আর্য্য হিন্দুগণের মধ্যে, পৃথিবীর বয়স-নির্ণয়ে বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্ব স্ব মতাবলম্বনে যেরূপ পৃথিবীর উৎপত্তিকালকল্পনে সমর্থ হইয়াছেন, পূর্ব্বতন হিন্দু-শাস্ত্রকারগণও সেই সকল বিষয় যোগবলে প্রকটিত করিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রাদিতে জগতের অনন্ত-কালব্যাপ্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ মনু "আসীদিদং তমোভূতং" প্রভৃতি বচন দ্বারা তাহার সূচনা করিয়াছেন। ক্রমে সূর্য্যের বিকাশে ও তেজোবিকিরণে বাষ্প বা নিহারিকা হইতে পঞ্চভূতময় এই গোলাকার পিণ্ডের উদ্ভব। কিন্তু কতদিন হইল, এই উৎপত্তি সংসাধিত হইয়াছে, কেহই তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন।

পুরাণ হইতে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রলয়-প্লাবিত হইয়া পুনরায় সৃষ্ট হইয়াছে[৪৩]। একসপ্ততি (চতুঃ)যুগের পর প্রলয় ও এক একটী মন্বন্তর অর্থাৎ নূতন মনুর অবস্থিতি-কাল কল্পিত হয়[৪৪]। মন্বন্তর কালের সন্ধির পরিমাণ সত্যযুগের তুল্য, ঐ সন্ধি সময়ে পৃথিবী জল-প্লাবিত হইয়া থাকেন। চাক্ষুষ মন্বন্তরের[৪৫] মহা-প্রলয়ের পর এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী বিরাজিত হইয়াছে। এখন পঞ্জিকাদৃষ্টে ৭ম বৈবস্বত মনুর আবির্ভাব কাল ও শ্বেত-বরাহ কল্পাব্দ ৪৩২০০০০০০০ অবগত হওয়া যায়; তন্মধ্যে ১৯৭২৪৯৯০০১ অব্দ গত হইয়াছে এবং ১৯৫৫৮৮৫০০১ অব্দ হইল ভূ-সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্তমান বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ নিউকোম্ব ও হলডেন্-কৃত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, 'নীহারিকা হইতে (Nebular hypothesis) বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা এখনও পৃথিবীর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই, তথাপি স্বভাবের সম্যক্ পর্য্যালোচনা (Studies of nature) দ্বারা এই সূত্র দার্শনিক সিদ্ধান্তে গ্রাহ্য হইয়াছে। জাগতিক বিস্তৃত ব্যাপারের অনুশীলন হইতে দেখা যায় যে, এই ধরা-মণ্ডল আত্মরক্ষণশীল শক্তিবিশিষ্ট (Self-sustaining) নহে, ভৌতিক দেহের (Organism) ন্যায় একই ভাবে কারণ দ্বারা (Laws of action) পরিচালিত এবং কালে তাহাতেই ইহার লয় হইবে। নিউকোম্ব পৃথিবীর উৎপত্তিকাল স্বীকার করেন; কিন্তু উহার প্রকৃত গুণফল না পাওয়ায়, দুই কোটি বর্ষেরও কিছু অধিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, কালে সূর্য্য ও তারকাদির তেজ ক্ষয় হইবে, ধরা পুনরায় তামসে পূর্ণ হইবে এবং কল্পান্তরে নূতন সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইবে[৪৬]।

ভূবায়ু।

পৃথিবীতে যে বায়ুরাশি নির্লিপ্ত রহিয়াছে, যাহা সেবন করিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, সেই বিশ্বজনীন বায়ুই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ভূবায়ু নামে কথিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণও ভূপৃষ্ঠ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত সপ্ত প্রকার বিভিন্ন বায়ুস্তর স্বীকার করিয়াছেন। এই বায়ু না থাকিলে পৃথিবী প্রাণহীন শরীরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইত। জলজন্তুগণ যেরূপ নিয়ত জলমগ্ন থাকিয়া জীবন ধারণ করিতেছে,—ক্ষণমাত্র জলবিচ্যুত হইলেই তাহাদের জীবন সংশয় হয়, তদ্রূপ আমরাও এই ভূবায়ু মধ্যে নিরন্তর নিমজ্জিত আছি। বায়ু-বিহীন হইয়া এই জীব-জগৎ ক্ষণকালও জীবন-রক্ষণে সমর্থ নহে। পুরাণাদির ন্যায় জ্যোতিঃশাস্ত্রেও এই সপ্ত বায়ুর উল্লেখ আছে।

"ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ স্যাদুদ্বহস্তদনু সংবহসংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মাদ্
বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥
ভূমের্বহির্দ্বাদশযোজনানি ভূবায়ুরত্রাম্বুদবিদ্যুদাদ্যং।
তদূর্দ্ধগো যঃ প্রবহঃ স নিত্যং প্রত্যগ্‌গতিস্তস্য তু মধ্যসংস্থা॥
নক্ষত্রকক্ষাখচরৈঃ সমেতো যস্মাদতস্তেন সমাহতোঽয়ং।
ভপঞ্জরঃ খেচরচক্রযুক্তো ভ্রমত্যজস্রং প্রবহানিলেন॥" (গোলা°)

প্রথমতঃ ভূবায়ু, পরে আবহ, তৎপরে প্রবহ, তদুপরি উদ্বহ, তদূর্দ্ধে সংবহ, তদনন্তর সুবহ, তাহার উপরে পরিবহ এবং সর্ব্বো-

(৪৩) ব্রহ্মাণ্ডপু° অনু° ২৩ অঃ ৪১-৪৯ শ্লোক এবং History of the World's Progress নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(৪৪) "যুগানাং সপ্ততি সৈকামন্বন্তরমিহোচ্যতে।
কৃতাব্দসংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃ প্রোক্তো জলপ্লবঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(৪৫) সন্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়—
"স সন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

(৪৬) "It must have had a beginning within a certain number of year which we can not yet calculate with certainty, but which cannot much exceed 20,000,000, and it must end in a chaos of cold, dead globes at a calculable time in future, when the sun and stars shall have radiated away all their heat, unless it is recreated by the action of forces of which we at present know nothing."
(Newcomb and Holden's Astronomy.)

পরি প্রসিদ্ধ পরাবহ বায়ু অবস্থিত। পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে দ্বাদশ যোজন ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ভূবায়ুর সীমা। মেঘ ও বিদ্যুৎ এই ভূবায়ুকে আশ্রয় করিয়া থাকে[৪৭]। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ব্যোমযানারোহণে পরীক্ষা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর উপরিস্থ এই বিভিন্ন বায়ুস্তর বিভিন্ন চাপে স্থূল ও সূক্ষ্ম বা লঘু হইয়া থাকে এবং তাহারা সততই ভিন্ন ভিন্নদিকে বহমান বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে মানববাস এই ধরা সপ্তদ্বীপা ও সপ্তসমুদ্রে আবৃতা[৪৮]। জম্বু, প্লক্ষ প্রভৃতি সপ্তদ্বীপ ও ভারত, কিম্পুরুষ, হরি, রম্যক্, হিরণ্ময়, কুরু, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল প্রভৃতি বর্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক বর্ষেই সাতটী করিয়া কুলপর্ব্বত আছে। এতদ্ভিন্ন শত শত নদী উপনদী, পর্ব্বত, জনপদ ও নগর ঐ সকল বর্ষকে আলোকিত করিয়াছিল। কালসহকারে ঐ সকল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে অথবা সেই সকল জনপদাদি এককালে কালের অনন্তক্রোড়ে শায়িত হইয়াছে[৪৯]।

বর্ত্তমান গঠন লইয়া ধরিতে গেলে, পৃথিবী চারিটী বৃহৎ ভূখণ্ডে, দুইটী বৃহৎ ও কএকটী ক্ষুদ্র দ্বীপে এবং দ্বীপমালায় পরিপূর্ণ। ভূতত্ত্বের গঠন লইয়া অনুমান করিলে দেখা যায়, যে এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এক সময়ে পরস্পর সংযোজিত হইয়াছে। আবার ভূতত্ত্বের গঠনানুসারে কোন স্থান লয় ও কোথায় বৃদ্ধি পাইতেছে। বাণিজ্যের উন্নতিসাধনার্থ ফরাসীদিগের ঐকান্তিক যত্নে আফ্রিকা মহাদেশ আরবকক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং ভূমধ্য ও লোহিত-সাগর পরস্পর যোজিত হইয়া একটী সুবিস্তৃত বাণিজ্যপথ গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ও সিংহল দ্বীপের ব্যবধানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা দৃষ্ট হয়; তাহা সেতুবন্ধ[৫০] নামে প্রসিদ্ধ। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ উহার গঠনপ্রণালী হইতে অনুমান করেন, ঐগুলি ভারতের সহিত এক সময় সংযুক্ত ছিল। [পক্‌প্রণালী দেখ।]

এসিয়ার উত্তরপূর্ব্বরাজ্য সাইবিরিয়া হইতে উত্তর-আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী বেরিংপ্রণালীতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং সেই স্থানের জলের অল্পতা আলোচনা করিলে বোধ হয় যে, পানামাযোজকের দক্ষিণ আমেরিকা-সংযোগের ন্যায় এক-সময়ে আমেরিকাভূমিও এসিয়াখণ্ডের সহিত যুক্ত ছিল[৫১]। এসিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা ও উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা দ্বীপাকার বৃহৎ ভূভাগগুলি মহাদেশ নামে খ্যাত। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিলণ্ড অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ। তৎপরে মাদাগাস্কার, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়ার্লণ্ড, আইস্‌লণ্ড, সিংহল, সুমাত্রা, বর্ণিও, যব, বলি, ফর্ম্মোজা, জাপান প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এতদ্ভিন্ন ফিলিপাইন, পোলিনেসিয়ান্, পাপুয়ান্, ইজিয়ান্ ও এণ্টার্টিকা প্রভৃতি আরও কএকটী দ্বীপপুঞ্জ আছে।

---

(৪৭) য়ুরোপীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে ভূবায়ু পৃথিবীর পঞ্চাশ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে। এই পর্য্যন্তই পৃথিবীর আকর্ষণসীমা। অতঃপর অন্য গ্রহের অধিকার। য়ুরোপীয় মতের সহিত ভারতীয় মতের যে অনৈক্য লক্ষিত হয়, তাহার সামঞ্জস্যও ঘটিতে পারে। ভারতের নানাস্থানে দ্রব্যাদির ন্যায় দূরত্বাদির পরিমাণেরও ভেদ আছে:—

"চতুর্হস্তি ধনুস্তস্ত সহস্রং ক্রোশ উচ্যতে।
ক্রোশদ্বয়স্তু গব্যূতিস্তদ্দ্বয়ং যোজনং বিদুঃ॥"

তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত দ্বাদশ যোজন ৪০০০ হাতে ক্রোশ ধরিয়া লইলে ৪৮ ক্রোশে প্রায় ৫০ মাইলেরই সমান হইতেছে।

(৪৮) "জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥
এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রৈস্তু সপ্ত সপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দ্দধিদুগ্ধজলৈঃ সমম্॥" (বিষ্ণুপুঃ ২।২।৫-৬)

(৪৯) ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হওয়ায়, তৎসমুদায়ে বর্ণিত স্থানাদির নামপার্থক্য লক্ষিত হয়। একারণ তৎসমুদায়ের বিস্তৃত বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না। জম্বুপ্লক্ষাদি দ্বীপ ও ভারতকিম্পুরুষাদি বর্ষশব্দে এবং ভিন্ন ভিন্ন নগর ও জনপদাদি নামে তৎ সমুদয়ে আলোচিত হইয়াছে।

(৫০) ত্রেতাযুগে রাবণনিধন জন্য শ্রীরামচন্দ্র এই পথে লঙ্কায় গমন করেন।

(৫১) History of the World's Progress-প্রণেতা Beale সাহেব ভূতত্ত্বানুশীলনে অবগত হইয়াছেন যে, আমেরিকা মহাদ্বীপরূপে সংগঠিত হইবার পরেও য়ুরোপখণ্ড দ্বীপসমষ্টিতে পূর্ণ ছিল। টার্টিয়ারি যুগবিভাগেও লণ্ডন, পারী ও ভিয়ানা নগর সমুদ্রগর্ভ হইতে উন্মুখ-প্রায় হইতেছিল। কারণ তত্তাবতের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ স্থান সমুদ্রগর্ভস্থ পলি হইতে উত্থিত এবং বল্টিক, জর্ম্মণ ও ভূমধ্যসাগরও পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। য়ুরোপ ও এসিয়ার মধ্যদেশ এক সময়ে হ্রদ ও সমুদ্রবক্ষে পরিপূর্ণ ছিল। হিমালয়, আল্প, পিরিনিজ প্রভৃতি সুবিস্তৃত পর্ব্বতমালাও ঐ সময়ে পৃথিবীবক্ষ ভেদ করিয়া উদ্ভূত হয় এবং ক্রমে উভয় মহাদেশে সংযোজিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। গ্রীস, ইতালি, উত্তর জর্ম্মণি ও সাইবিরিয়ার ভূখণ্ডক্ষেত্র আরও পরবর্ত্তী সময়ে সমুদ্রবক্ষে উত্থিত হইয়া দেশরূপে পরিগণিত হয়। অষ্ট্রেলিয়াকে তিনি অপুষ্ট দেশ ও জুরাসিক যুগে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন এবং তজ্জন্যই এ স্থানবাসীর অপকৃষ্টতা কল্পিত হইয়াছে।

আফ্রিকা ও আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—

"The continents of Africa was completed simultaneously with that of Asia, while the South America was built up in, any way analogous to that of its sister continent, to which it became united by the Isthmus of Panama at the close of the Tertiary age." (Beale's Worlds' Progress' p. 20)

এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, পৌরাণিক পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ-কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

মহাদেশবিভাগ।

এসিয়া—সাইবিরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, জাপান[৫২], চীন, চীন-তাতার, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, তুর্কিস্থান, তুরুষ্ক, আরব, পারস্থ, আফগানিস্থান, বেলুচীস্থান, ভারত, শ্যাম, ব্রহ্ম, কাম্বোজ, আনাম, কোচিন, মলয়, গঙ্গাবহির্ভূত উপদ্বীপ। এই সকল দেশ বা রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত।

য়ুরোপ—গ্রেটবৃটেন্[৫৩], ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ইতালী, তুরুষ্ক, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া, স্বুইজর্লণ্ড, হলণ্ড, বেলজিয়ম, জর্ম্মণি, পোলণ্ড, দেন্মার্ক, নরওয়ে, স্বুইডেন, রুষিয়া।

আফ্রিকা—মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিস্, ত্রিপলী, ইজিপ্ত, নিউবিয়া, আবিসিনিয়া, জাঞ্জিবর, মোজাম্বিক্, ত্রান্সভাল, নেটাল, কাফ্রেরিয়া, কেপকলনি, অরেঞ্জফ্রিষ্টেট, কঙ্গোফ্রিষ্টেট, সেনিগাম্বিয়া, গিনি, গোল্ডকোষ্ট ও মধ্য আফ্রিকার—বেচুয়ানা, মোম্বাসা, গ্রিকোয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য।

উত্তর-আমেরিকা—গ্রীন্‌লণ্ড, এলাস্কা, কানাডা রাজ্য, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো, য়ুকেটন, কোষ্টরিকা, গোয়াটিমালা, হন্দুরাস, নিকারাগোয়া, সান্‌সাল্‌ভেদর, ওয়েষ্টইণ্ডিয়া-দ্বীপপুঞ্জ।

দক্ষিণ-আমেরিকা—ইকোয়াডর, কলম্বিয়া, ভেনিজিউলা, ত্রিনিদাদ, গায়না (ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ), ব্রেজিল, পেরু, বলিভিয়া, পারাগুই, ওরাগুই, লা-প্লাটা (আর্জেণ্টাইন্ রিপাব্‌লিক্), চিলি ও ফক্‌লণ্ড-দ্বীপপুঞ্জ। ক্ষুদ্রাকার দ্বীপসমূহের ভিন্ন ভিন্ন নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ, জর্ম্মণ, ফরাসী ও রুষ প্রভৃতি রাজগণের অধিকারভুক্ত।

সমুদ্রবিভাগ।

উপরি উক্ত স্থলবিভাগের ন্যায় পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ জলবিভাগের নামকরণ হইয়াছে। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর (য়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে), প্রশান্ত মহাসাগর (এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে), ভারত মহাসাগর (এসিয়ার দক্ষিণ হইতে আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে ৩৫° অক্ষাংশ), দক্ষিণ মহাসাগর (ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে), উত্তর মহাসাগর (এসিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার উত্তর হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত), এতদ্ভিন্ন ভূমধ্যসাগর, উত্তর সাগর, আরব্যোপসাগর, বঙ্গোপসাগর, মেক্সিকো উপসাগর প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিভাগ রহিয়াছে। নদীব্যতীত দেশমধ্যগত জলবিভাগের নাম হ্রদ।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যে কয়টী বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ হইল :—

মহাদেশ—এসিয়া, দেশ—রুষিয়া, পর্ব্বত—হিমালয়, দ্বীপ—অষ্ট্রেলিয়া, হ্রদ—কাস্পিয়ান্, নদী—মিসিসিপি ও ইয়াংসিকিয়াং।

কালসহকারে পৃথিবীবক্ষে কএকটী অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকার্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎসমুদায়ের নির্ম্মাতার অকাতর ব্যয়শীলতা, নির্ম্মাণনৈপুণ্য ও পরিশ্রমস্বীকার মনে হইলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। ভারতের তাজ্‌মন্দির, বাবিলোনিয়ার আকাশোদ্যান, ইজিপ্তের পিরামিড্ ও স্ফিঙ্কমূর্ত্তি, রোডস্ ও সাইপ্রাস্ দ্বীপের উপরিস্থ কলোসাস্ মূর্ত্তি (Colossus), রোমরাজধানীর কলেসিয়াম্ ও চীনের সুবিখ্যাত প্রাচীর জগতের অত্যাশ্চর্য্য বিখ্যাত কীর্ত্তি (Wonders of the world.) বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে।

পৃথিবীকম্প (পুং) পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। ভূমিকম্প, পৃথিবীর কম্প। [ভূমিকম্প দেখ।]

পৃথিবীক্ষিৎ (পুং) পৃথিবীং ক্ষিয়তি ক্ষি-ঐশ্বর্য্যে ক্বিপ্, তুক্ চ। পৃথিবীপতি, রাজা।

"রাজ্যান্তকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং।" (মনু ৯।২২১)

পৃথিবীচন্দ্র (পুং) পৃথিব্যাশ্চন্দ্র ইব। রাজা।

"ত্রৈগর্ত্তং পৃথিবীচন্দ্রং নিষ্ণে তমসি হাস্ততাং।" (রাজতর° ৫।১৪৮)

পৃথিবীগীতা (স্ত্রী) পৃথিব্যা গীতা। পৃথিবীকথা। বিষ্ণুপুরাণে ৪র্থ অংশে ২৪ অধ্যায়ে 'পৃথিবীগীতা' বর্ণিত হইয়াছে।

"মৈত্রেয়! পৃথিবীগীতাঃ শ্লোকাশ্চাত্র নিবোধ তান্।
তানাহ ধর্ম্মধ্বজিনে জনকায়াসিতো মুনিঃ॥" (বিষ্ণুপু° ৪।২৪ অঃ)

পৃথিবীগীতা শ্রবণ বা পাঠ করিলে পাপ প্রশমিত এবং পরলোকে সদ্গতি হইয়া থাকে।

পৃথিবীঞ্জয় (পুং) পৃথিবীং জয়তি-জি-বাহু° খশ্, মুম্ চ। দানবভেদ। (হরিব° ২৩২ অঃ)

পৃথিবীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বন° ৮৩ অঃ)

পৃথিবীধর মিশ্রাচার্য্য, জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্রকার। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

পৃথিবীপতি (পুং) পৃথিব্যাঃ পতিঃ। রাজা।

"সর্ব্বোপায়ৈস্তথা কুর্য্যাৎ নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ।" (মনু ৭।১৭৭)

২ ঋষভনামৌষধি। (মেদিনী) ৩ যম। (হেম)

পৃথিবীপতিসূরি, পশুপত্যষ্টক নামকগ্রন্থপ্রণেতা।

পৃথিবীপাল (পুং) পৃথিবীং পালয়তীতি পৃথিবী-পাল-অণ্। ১ রাজা। "বুভুজে পৃথিবীপালঃ পৃথিবীমেব কেবলাং।" (রঘু) ২ চাহমানবংশীয় নদোলের এক জন রাজা, জেন্দ্ররাজের পুত্র।

পৃথিবীভুজ্ (পুং) পৃথিবীং ভুনক্তি অবতি ভুজ অবনে ক্বিপ্। ভূপাল, রাজা।

পৃথিবীমণ্ড (পুং ক্লী) পৃথিবীর কর্দ্দম, মল।

পৃথিবীময় (ত্রি) মৃণ্ময়, মৃত্তিকাযুক্ত।

(৫২) এক্ষণে স্বতন্ত্ররাজ্যমধ্যে গণ্য।

(৫৩) ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড একত্রে ইংরাজ-রাজ্য।